साहित्यपरिषत्पत्रिका, नवम भाग

amaj Foundation Che
main. Gurukul Kangri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

श्री भवानीप्रसाद जी
हलदौर (बिजनौर) निवासी द्वारा पुस्तकालय गुरुकुल
कांगड़ी विश्वविद्यालय को सवादोहजार पुस्तकें सप्रेम भेंट।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार
पुस्तकालय

विषय संख्या 11ब.
पुस्तक संख्या 12
आगत पञ्जिका संख्या 35,265

पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कृपया १५ दिन से अधिक समय तक पुस्तक अपने पास न रखें।

म् *
...मगाडार
...6/4
...2.25
...कार की निशानियां
... महाशय १५ दिन से
... अपने पास नहीं रख
... रखने के लिये पुनः
...ये।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

३५,२६५
२३-८-६०

लोक प्रमाणीकरण ११-२-१९८४

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

३५,२६५
२३-५-६०

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

নবম ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা

রামায়ণ-তত্ত্ব

প্রথম ভাগ

সম্পাদক
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা
৩ নং শম্ভুচন্দ্র চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট সারথী প্রেসে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা। প্রতি সংখ্যা বার আনা।

১৩০৯ সাল।

২১শে আশ্বিন প্রকাশিত হইল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৩০৯ সালের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি।

(১৩০৯ সাল, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠের বার্ষিক অধিবেশনে নির্ব্বাচিত)

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি, আই, ই, সভাপতি।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ, সহকারী সভাপতি।
শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, এম্ এ, বি, এল, সহকারী সভাপতি।
,, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহকারী সভাপতি।
,, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম্, এ, বি, এল, সম্পাদক।
,, ব্যোমকেশ মুস্তফী, সহকারী সম্পাদক।
,, মন্মথমোহন বসু, বি, এ ,,
,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম্, এ, পত্রিকা সম্পাদক।
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম্ এ, বি, এল, ধনরক্ষক।
,, বাণীনাথ নন্দী, গ্রন্থরক্ষক।

সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়, এম্, এ।
,, অমৃতকৃষ্ণ মল্লিক, বি, এল।
,, রায় প্রাণশঙ্কর চৌধুরী।
,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
,, চারুচন্দ্র ঘোষ।
,, রমণীমোহন মল্লিক।
,, এস্, কে, এম্, মহম্মদ রওশনআলী।
,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি, এ।
,, নগেন্দ্রনাথ বসু।
,, গোবিন্দলাল দত্ত।
,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।

বিজ্ঞাপন

রামায়ণ-তত্ত্ব প্রথম ভাগ বর্ত্তমান বর্ষের পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা স্বরূপে প্রকাশিত হইল। রামায়ণ-তত্ত্ব প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ একত্র করিয়া স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে বাঁধাইবার সুবিধার জন্য ইহার স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দেওয়া গেল। দ্বিতীয় ভাগ বর্ত্তমান বৎসর মধ্যেই প্রকাশিত হইবে।

পত্রিকা সম্পাদক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রামায়ণ-তত্ত্ব

প্রথম ভাগ।

পুস্তকালয়
গুরুকুল কাংগড়ী

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

বা = বালকাণ্ড। আ = আরণ্যকাণ্ড। সু = সুন্দরকাণ্ড।
অ = অযোধ্যাকাণ্ড। কি = কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। ল = লঙ্কাকাণ্ড বা যুদ্ধকাণ্ড।
উ = উত্তরকাণ্ড।

প্র = প্রক্ষিপ্ত সর্গ।

কাণ্ডের পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলি অধ্যায়সূচক বা সর্গসূচক।

রামায়ণের তিন সংস্করণ (Recension) প্রচলিত আছে; (১) বঙ্গদেশীয় (গৌড়), (২) উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশীয় (কাশী), (৩) বোম্বাই-প্রদেশীয় (দক্ষিণ)। এই "রামায়ণ-তত্ত্ব" বোম্বাই (দক্ষিণ) সংস্করণ রামায়ণ হইতে সঙ্কলিত। টীকাগুলির জন্য সংগ্রহকার দায়ী। টীকায় "গ্রন্থান্তর বা মতান্তর" অর্থে গৌড় সংস্করণ কিংবা কাশী সংস্করণ রামায়ণ বুঝিতে হইবে।

দেবগণ।

বিষ্ণু—প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণের অগোচর ব্রহ্ম। বা ৭১
শঙ্খ-চক্র-গদা-ধর পীতাম্বর পদ্মপলাশলোচন হরি। উ ৬
নারায়ণ হরি সমস্ত জগতের পতি। কেহই তাঁহার উৎপত্তির কথা জানে না। দেবাসুর সকলেই তাঁহার নিকট প্রণত। তাঁহার নাভিদেশ হইতে জগৎপ্রভু ব্রহ্মার জন্ম; তিনি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবগণ সেই হরিকে আশ্রয় করিয়া যজ্ঞে বিধিপূর্ব্বক অমৃত পান এবং তাঁহাকেই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যোগিগণ পুরাণ বেদ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ও পঞ্চরাত্র দ্বারা তাঁহার জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধ্যান এবং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা নিয়ত তাঁহার পূজা করেন। তিনি দৈত্য দানব ও রাক্ষস প্রভৃতি সুরশত্রুগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া থাকেন এবং সকলের দ্বারা পূজিত হন। উ প্র ২

সেই নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ হরি পদ্মপলাশলোচন; তাঁহার বক্ষ শ্রীবৎসলাঞ্ছিত ও শশাঙ্কশোভিত। সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মী মেঘমধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় নিয়ত তাঁহার দেহ আবৃত করিয়া আছেন। উ প্র ৩

সত্যযুগ অতীত ও ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে তিনি দেবমনুষ্যের হিতার্থ রামমূর্ত্তিতে দশরথ-গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। উ প্র ৩

সীতা তাঁহার পত্নী। দেবী লক্ষ্মী সীতারূপে রাজা জনকের কন্যা হইয়া পৃথিবী হইতে উত্থিতা হন। (পরে "রামের স্বরূপ," "নরবানরের স্বরূপ" দেখ) উ প্র ৩

ইনি ত্রিলোকের বিধাতা নারায়ণ হরি; ইনি অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু, নৃসিংহ, ক্রতুধামা, সুধামা ও পাশহস্ত। উ প্র ১

ইন্দ্রের পরে অদিতির গর্ভে বিষ্ণু বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম উপেন্দ্র। বা ২৯

ব্রহ্মা—কমলযোনি চতুরানন স্বয়ম্ভূ। সর্ব্বলোকপিতামহ দেবদেব প্রজাপতি। উ ১০, বা ১৫

যোগনিদ্রারত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে সমুত্থিত হইয়া ইনি স্থাবর-জঙ্গম-সৃষ্টির মানসে মহাতপস্যায় নিযুক্ত হন। উ ৫৯ ল ১১৮

সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বলোকবিধাতা। বা ১৫

রাবণাদি ইঁহারই বর-প্রসাদে ত্রিলোক-দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। উ ১০

সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ও বিবিধ বিদ্যা সৃষ্টি-প্রপঞ্চ-বিস্তারের জন্য সর্ব্বলোক-প্রভু ইঁহারই উদ্বোধন করিয়াছিলেন। অ ১৪

অচিন্ত্য-বিভব চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-সংহারক স্বয়ম্ভূ। ল ৭২

ত্রিযুগ্মগুণসমন্বিত, ত্রিবিগ্রহ, ত্রিধামা, ত্রিদশ-পূজিত। উ ৩৬

রুদ্র—অন্ধক-নিসূদন [আ ৩০]। ত্রিপুরারি [বা ৭৫]। কামরিপু [বা ২৩]। নীললোহিত মহেশ্বর [উ ৬, উ ২৮]। ব্যোমকেশ [বা ৩৬]। দেবাদিদেব [ল ৯৪]। সমুদ্র মন্থনকালে বাসুকি-উদ্গীরিত গরলে বিশ্ব সংসার দগ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইলে দেবগণ ইঁহার শরণাপন্ন হন; নারায়ণ হাস্যমুখে শূলপাণিকে কহিলেন, "দেব, তুমি সুরগণের অগ্রগণ্য, এক্ষণে ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিতে করিতে অগ্রে যাহা উত্থিত হইয়াছে, তাহা তোমারই লভ্য; অতএব তুমিই এই বিষ গ্রহণ কর।" শঙ্কর অক্লেশে সেই হলাহল অমৃতবৎ পান করিলেন। বা ৪৫

যুগান্তে বিশ্বদহনার্থী ভগবান রুদ্র ললাট-নেত্র হইতে সধূম অগ্নি উদ্গার করেন। এক সময়ে রুদ্র-বিষ্ণু-বিরোধ উপস্থিত হয়; বিষ্ণুর হুঙ্কারে ইনি স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। বা ৭৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তপস্যায় তুষ্ট করিয়া বিশ্বামিত্র ইঁহার নিকট হইতে ধনুর্ব্বেদ ও সমন্ত্রক অস্ত্র লাভ করেন। বা ৫৫

যজ্ঞে ভাগ না পাইয়া ইনি শ্বশুর দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করেন। বা ৬৬

রাবণ ইঁহার উপাসক ছিলেন; রক্ষোরাজ স্বয়ং শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন। উ ৩১

"সঞ্জীবক মন্ত্র" বলিয়া ব্রহ্মা রাবণকে শিবস্তোত্র শিখাইয়া দেন। উ প্র ৪

ইন্দ্র—ত্রিদশাধিপতি সুররাজ*—পুরন্দর [বা ৪৫]। বলভিদ্, বৃত্রহা [ল ৫৩]। নমুচি-সূদন [আ ৩০]। পাকশাসন [আ ৩০]। সহস্রাক্ষ [বা ৪৮]। আ ৩০

কশ্যপ ইঁহার পিতা, অদিতি মাতা। বা ২৯

ইনিই বারিবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি করিয়া থাকেন। কি ৩০

বজ্রাস্ত্র দ্বারা ইনি পর্ব্বতগণের পক্ষ ছেদ করিয়া দেন। সু ১

গুরুপত্নীগমন হেতু গুরুশাপে অঙ্গহীন হইলে ইঁহারই কারণ পিতৃদেবসমাজ হইতে যণ্ডমেষভক্ষণ নিয়ম প্রচলিত হয়। বা ৪৯

গুরুদার গমন পাপে ইঁহাকে শত্রুর (ইন্দ্রজিতের) বন্দিত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। উ ৩০

রাম-রাবণের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধকালে ইনি স্বীয় রথ ও অস্ত্র পাঠাইয়াছিলেন। ল ১০২

সূর্য্য—জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-প্রধান, দিন-দেব। বা ১৭

রাম-রাবণ-যুদ্ধকালে মহর্ষি অগস্ত্য রণস্থলে উপস্থিত হইয়া রামকে "আদিত্যহৃদয়" নামক সনাতন সূর্য্যস্তোত্র শ্রবণ করাইয়া কহেন, "সমস্ত জীবের মধ্যে যে সকল কার্য্য আছে, ইনিই তাহার ঘটক। যে ব্যক্তি মৃত্যু-জরাদি-দুঃখ ও চৌরাদি জন্য ভয়, নিবারণার্থ এই সূর্য্যকে স্তব করেন, তিনি কখন অবসন্ন হন না। ইনি হরিদশ্ব, সপ্তাশ্ব, সহস্ররশ্মি ও মরীচিমান্‌.........ইনি তিমিরধ্বংসি, অগ্নিগর্ভ ও শিশিরনাশন.........ইনি কবি, বিশ্বতেজঃস্বরূপ রক্ত এবং সমস্ত কার্য্যোৎপত্তির হেতু, ইনি নক্ষত্রগ্রহতারার অধিপতি ও বিশ্বভাবন......ইনি করনিকরে শোষণ ও বর্ষণ করেন।" ল ১০৫

ত্রিলোক-বিজয়কালে রাবণ সূর্য্যলোকে উপস্থিত হইলে ইনি প্রকারান্তরে পরাজয় স্বীকার করেন। উ প্র ২

চন্দ্র—নিশানাথ, নক্ষত্রপতি।

অশীতি সহস্রযোজন উর্দ্ধে অষ্টম বায়ুমার্গের পরে, যথায় আকাশগঙ্গা মহাবেগে প্রবাহিত, তাহার নিকটেই চন্দ্রমণ্ডল; ইনি সে স্থানে গ্রহনক্ষত্রগণে বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ঐ চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রীতিকর অসংখ্য রশ্মি নির্গত হইয়া সমস্ত লোককে প্রকাশিত করিতেছে। উ প্র ৪

ত্রিলোক-বিজয়কালে রাবণ চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলে চন্দ্র তাঁহাকে শীতাগ্নি দ্বারা দগ্ধ

* রামায়ণে ইঁহার প্রায় সমগ্র জীবন বিবৃত। এত উল্লেখ আর কোন দেবতার নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিতে লাগিলেন ;………চন্দ্রের প্রকৃতি দহনাত্মক, তজ্জন্য রাক্ষসেরা তাঁহাকে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। রাবণ চন্দ্রকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে ব্রহ্মা আসিয়া "ইনি লোকের হিতার্থী, চন্দ্রকে পীড়ন করিও না" এই বলিয়া রাবণকে সরাইয়া দিলেন। উ প্র ৪

অগ্নি—অনল, হুতাশন। ইনি অমৃতের রক্ষক। বা ২১

ইন্দ্রজিতের যজ্ঞে অগ্নি দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় উত্থিত হইয়া হবিঃ গ্রহণ করিতেন। ল ৭২

গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি, সম্বর্ত্তক অগ্নি [ল ৫৩] প্রভৃতি ইঁহার নানা অবস্থা। কি ১৩

কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি বিষয়ে ইনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। বা ৩৬,৩৭

অশ্বিনীকুমার—দেবগণের মধ্যে ইঁহারা দুই ভ্রাতা অত্যন্ত সুরূপ। বা ১৭, বা ৪৮

বরুণ—নীরাধিপতি। বা ৭৭

রাম পরশুরামের দর্পচূর্ণ করিয়া তদীয় বৈষ্ণবধনু বরুণকে প্রদান করেন। বা ৭৭

যজ্ঞকালে প্রীত হইয়া বরুণ রাজর্ষি দেবরাতকে প্রসিদ্ধ হরধনু দেন। বা ৩১

ত্রিলোকবিজয়কালে রাবণ যখন বরুণ-রক্ষিত মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া বরুণালয়ে উপস্থিত হন, নীরাধিদেব তখন ব্রহ্মলোকে সঙ্গীত শুনিতে গিয়াছিলেন। বরুণপুরী কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় ধবল ; উহার চারিদিকেই জলধারা ; উহাতে সকলেই নিত্যসুখে আছে। তথায় কামধেনু সুরভি অবস্থান করিয়া থাকেন। বরুণপুত্রেরা রাবণের নিকট পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। উ ২৩

উর্ব্বশীর উদ্দেশে একদা ইনি মিত্রের সহিত প্রায় একই সময়ে কুম্ভমধ্যে তেজ নিষেক করেন ; কুম্ভমধ্য হইতে সেই তেজঃসম্ভূত দুই ঋষিসত্তম ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন ; প্রথম—অগস্ত্য, দ্বিতীয়—(নিমিশাপে দেহহীন) বশিষ্ঠ। উ ৫৬

বারুণী ইঁহার দুহিতা। (বিবিধ তত্ত্বে "বারুণী" দেখ) বা ৪৫

মিত্র—রাজসূয়যজ্ঞপ্রভাবে ইনি বরুণত্ব লাভ করেন। (দুইজনের একত্র নাম মিত্রা-বরুণ)। উ ৮৩

ইনি বরুণের সহিত একত্র মিলিত দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া বরুণের রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। উ ৫৬

ইঁহার শাপে উর্ব্বশী মনুষ্যলোকে আসিয়া রাজা পুরুরবার প্রণয়িনী হইয়াছিলেন। উ ৫৬

পবন—বায়ু। সর্ব্বদেহচারী জগৎপ্রাণ দেব। উ ৩৫

কুশনাভ রাজার সুন্দরী কন্যাগুলি একদা উদ্যানে নৃত্যগীতে রতা ছিল। পবনদেব আসিয়া মিষ্ট কথায় তাহাদিগকে বশীভূত করিতে প্রয়াস পান। কুমারীরা অসম্মত হইলে ইনি তাহাদের শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদয় ভগ্ন ও তাহাদিগকে কুব্জভাবাপন্ন করিয়া দেন। বিবাহ হইবার পর তাহারা প্রকৃতিস্থ হয়। বা ৩২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কেশরী বানরের গৃহিণী অঞ্জনা সুন্দরী এক দিন রঙিণ শাড়ী পরিয়া বাগানে ভ্রমণ করিতেছিল, ইনি আস্তে আস্তে তাহার কাপড় উড়াইয়া দিলেন; বানরী চমকিতা হইয়া উঠিলে ইনি বলিলেন, "ভয় নাই, আমি সঙ্কল্প মাত্রে তোমাতে উপগত হইয়াছি।" এই উপগমনের ফল—অঞ্জনারঞ্জন হনুমান্। কি ৬৭

একদা কোন কার্য্যবশতঃ ইন্দ্র পবননন্দনকে বজ্র প্রহার করেন। তাহাতে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলে পবনদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া স্বীয় গতি রোধ পূর্ব্বক পুত্রকে লইয়া গিরি-গুহায় প্রবেশ করিলেন। ঐ সময় সকলের যন্ত্রণার আর পরিসীমা রহিল না। বিষ্ঠা-মূত্রস্থান নিরোধ হইয়া গেল; শ্বাসপ্রশ্বাস স্থগিত, সন্ধিস্থান শিথিল, সকলেই কাষ্ঠবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া আসিল,·········বায়ুনিরোধে সকলেই যেন উদরীরোগগ্রস্ত হইল। দেবগণের অনুরোধে ব্রহ্মা আসিয়া কহিলেন, "বায়ু প্রাণ, বায়ু সুখ, বায়ুই এই সমস্ত বিশ্ব।" এই বলিয়া বায়ুকে প্রসন্ন করিয়া চরাচর রক্ষা করিলেন। উ.৩৫,৩৬

পর্জ্জন্য—(ইন্দ্রের নামান্তর?) ইনি শরভ বানরকে জন্ম দিয়াছিলেন। বা ১৭

মারুতগণ—অমৃত-উদ্ধারকালে দেবাসুরে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। দেবগণের হস্তে বিস্তর অসুর-দৈত্য বিনষ্ট হয়। সুররাজ ইন্দ্র উহাদিগকে বিনাশ ও উহাদিগের রাজ্য অধিকার করিয়া প্রফুল্লমনে ঋষি-চারণ-পরিপূর্ণ লোকসকল শাসন করিতে লাগি-লেন। বা ৪৫

দৈত্যজননী দিতি পুত্র-বিনাশ-শোকে কাতর হইয়া মরীচি-তনয় কশ্যপকে কহিলেন, "ভগবন্ আপনার আত্মজেরা আমার পুত্রদিগকে বধ করিয়াছে; এক্ষণে আমি তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রের বিনাশে সমর্থ এক পুত্র লাভের ইচ্ছা করি। নাথ, আপনি আমার গর্ভে ঐরূপ একটি পুত্র প্রদান করুন।" কশ্যপ তাহাতে সম্মত হইলেন। দিতি অতি কঠোর তপস্যায় মনঃ সমাধান করিলে দেবরাজ নানাপ্রকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিচর্য্যায় দেবী দিতি ইন্দ্রের প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "দেখ, আমি যে পুত্র তোমার বিনাশ-উদ্দেশে প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাকে তোমার সহিত ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ ও নির্বিবাদ করিয়া দিব।" এদিকে ইন্দ্র একদা সুযোগ পাইয়া বিমাতার গর্ভপিণ্ড সপ্তধা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দিতি আপনার ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া ইন্দ্রকে ক্ষমা করিয়া কহিলেন, "বৎস, ত্বৎকৃত এই সাতটি খণ্ড সপ্ত বায়ুস্থানের রক্ষক হউক। এই সমস্ত দিব্যরূপ পুত্রেরা মারুত নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বাতস্কন্ধ নামে সাতলোকে সঞ্চরণ করুক। ইহাদের মধ্যে একটি ব্রহ্মলোকে, দ্বিতীয় ইন্দ্রলোকে, তৃতীয় অন্তরীক্ষে থাকুক। অবশিষ্ট চারিটি তোমার আদেশে চতুর্দ্দিকে কাল সহকারে সঞ্চরণ করিবে।" বা ৪৬,৪৭

(বিবিধ তত্ত্বে "মরুদ্গণের উৎপত্তি" দেখ)

কার্ত্তিকেয়—হরপার্ব্বতী-পুত্র। দেবসেনাপতি। বা ৩৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সুরগণ-নিয়োগে রুদ্রতেজ মধ্যে প্রবিষ্ট হুতাশন দ্বারা স্বর্গগঙ্গার গর্ভ হইতে শরবনে সম্ভূত, কৃত্তিকাগণ কর্ত্তৃক পালিত। বা ৩৭

(বিবিধ তত্ত্বে "কার্ত্তিকেয় উৎপত্তি" দেখ)

ইনি তারকাসুরকে সংহার করেন।

শিখিপৃষ্ঠারূঢ় কুমারের নিক্ষিপ্ত শক্তি ক্রৌঞ্চ গিরিকে ভেদ করিয়াছিল। ল ৫৯

কাম—অনঙ্গ। মদন।

মহাদেবের উপর আপন শক্তি দেখাইতে গিয়া ভস্মাবশেষ হইয়া "অনঙ্গ" হন। বা ২৩

(বিবিধ তত্ত্বে "মদনভস্ম" দেখ)

বিশ্বামিত্রের তপোবিঘ্নজনন-মানসে ইন্দ্র যখন রম্ভাকে নিযুক্ত করেন, ইনি তখন সুররাজের সহায় ছিলেন। বা ৬৪

সাবিত্র—অষ্টম বসু। ইনি স্বর্গে দেব-রক্ষো-যুদ্ধে সুমালী রাক্ষসকে নিধন করেন। উ ২৭

জয়ন্ত—শচী-গর্ভজাত ইন্দ্রপুত্র। স্বর্গে মেঘনাদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতেছিলেন; ইঁহার মাতামহ পুলোম রণস্থল হইতে ইঁহাকে লইয়া পাতালে পলায়ন করেন। উ ২৮

রামের বনবাসকালে ইনি কাকরূপ ধরিয়া সীতার প্রতি উপদ্রব করিয়াছিলেন।* সু ৩৮

যমরাজ—মৃত্যুলোকাধিপতি। শমন। সূর্য্যতনয় [উ ২০]। ধর্ম্মরাজ। [উ ২২]।

রাবণের দিগ্বিজয়কালে নারদ ঋষি রাবণকে যমের সহিত যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দিয়া যমকে সংবাদ দিতে আসিলেন—রক্ষোরাজ আসিতেছে। যমালয়ে আসিয়া দেখিলেন, যম অগ্নিকে পুরোবর্ত্তী করিয়া প্রাণিপুঞ্জের যাহার যেরূপ উচিত ব্যবস্থা করিতেছেন। সেখানে প্রাণিগণ স্ব স্ব সুকৃত দুষ্কৃতের ফল ভোগ করিতেছে। উ ২১

রাবণ আসিয়া যে সকল শরীরী স্ব স্ব দুষ্কৃতিবশতঃ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল, তাহাদিগকে মোচন করিয়া দেন। রাবণ প্রেতদিগকে মুক্ত করিলে প্রেতরক্ষকেরা বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া রাবণকে আক্রমণ করিল, কিন্তু রক্ষোরাজের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিলনা। উ ২১

শমনের সেনাসমূহ পরাজিত হইলে বিবস্বৎ-তনয় যম স্বয়ং রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। প্রাস ও মুদ্গর লইয়া মৃত্যু যমের অগ্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। জলদগ্নিবৎ তেজঃসম্পন্ন শমন-প্রহরণ কালদণ্ড মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থিত হইল। উ ২২

সপ্তরাত্রি উভয় বীরে তুমুল যুদ্ধ চলিল। অবশেষে যমরাজ উপায়ান্তর না দেখিয়া

* ইন্দ্রপুত্র কাক—"জয়ন্ত" নাম সকল স্থানে নাই।

উত্তর-পশ্চিমের রামায়ণে এই ঘটনা লইয়া অযোধ্যাকাণ্ডে একটি পৃথক্ সর্গই আছে (অ ৯৬); সকল সংস্করণে এ উপাখ্যান বিবৃত নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কালদণ্ড উদ্যত করিলেন। তখন ব্রহ্মা আসিয়া যমকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, "তোমার অমোঘ দণ্ড প্রতিসংহার কর, নতুবা আমার বর ব্যর্থ হইয়া যাইবে।" যম উত্তর করিলেন, "আপনি আমাদের প্রভু, দণ্ড নিবৃত্ত হইল। যদি শত্রুকে সংহার করিতে পাইব না, তবে আর যুদ্ধ করিয়া কি হইবে?" এই বলিয়া যম অন্তর্হিত হইলেন। রাবণের জয় জয় শব্দে ত্রিলোক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। উ ২২

লঙ্কায় সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে পিতৃগণের সহিত যমও রামপার্শ্বে আসিয়াছিলেন ল ১১৮

ঋষভ পর্ব্বতের পরেই দক্ষিণ দিকে পৃথিবীর সীমা; তাহা দীপ্তদেহ পুণ্যাত্মা-দিগের বাসস্থান; ইহার পর যমের রাজধানী—অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ পিতৃলোক, তথায় জীব যাইতে পারে না। কি ৪১

কাল—সর্ব্ববিনাশক। মায়ার গর্ভে বিষ্ণু কর্তৃক উৎপাদিত। উ ১০৪

রামের একাদশ সহস্র বৎসর মর্ত্ত্যে অবস্থান শেষ হইলে ইনি আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মার সংবাদ শুনাইয়া যান—তাঁহার কাল পূর্ণ হইয়াছে। উ ১০৪

ইনি লক্ষ্মণের নিকট পরিচয় দেন "আমি মহর্ষি অতিবলের দূত।" উ ১০৩

মৃত্যু—সর্ব্বসংহারক মুদ্গরধারী; ইনি যমের অনুচর। যমরাজের সহিত যুদ্ধকালে রাবণ ইঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। উ ২২

ভগ, ধাতা, বিধাতা, বসুগণ, ধর্ম্ম—অগস্ত্যাশ্রমে ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, সোম, কুবের, বায়ু, বরুণ, কার্ত্তিকেয়, বাসুকি, গরুড়, গায়ত্রী ও অন্যান্য দেবতাদিগের সহিত ইঁহা-দেরও স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। আ ১২

সাধ্য, বিশ্বদেব, বিরাট, অর্য্যমা, পূষা—রামের বনগমনকালে, অন্যান্য দেবতাদিগের সহিত ইঁহারাও রামকে বনে রক্ষা করুন, বলিয়া কৌশল্যা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। অ ২৫

খগ, গণপতি, গভস্তিমান্—সূর্য্যের নামান্তর (আদিত্যহৃদয় স্তোত্র)। ল ১০৫

ক্রতুধামা,* বীর্য্যবান্, মহাদেব—লঙ্কায় সীতা অগ্নি প্রবেশ করিলে দেবগণ রামের নিকট আগমন করিয়া অঙ্গদ-শোভিত হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, "তুমি সাক্ষাৎ প্রজাপতি এবং পূর্ব্বকল্পের ক্রতুধামা নামক বসু;.........তুমি রুদ্রগণের অষ্টম মহাদেব এবং সাধ্যগণের পঞ্চম বীর্য্যবান্। অশ্বিনীকুমার যুগল তোমার দুই কর্ণ এবং চন্দ্র ও সূর্য্য চক্ষু। ল ১১৮

গণেশ, বলদেব, গণাধ্যক্ষ—শিবের নামান্তর। (সঞ্জীবক মন্ত্র নামক শিবস্তোত্র) উ প্র ৪

ত্বষ্টা, পূষা—আদিত্যদ্বয়। দেব রাক্ষস যুদ্ধে স্বর্গে রাবণসৈন্য সহিত যুঝিয়াছিলেন। উ ২৭

কৃষ্ণ—সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে দেবগণ আসিয়া রামকে কহিলেন, "তুমি শঙ্খ-চক্র-গদা-ধর নারায়ণ.........তুমি চতুর্ভুজ......তুমি পুরুষ ও পুরুষোত্তম......তুমি খড়্গধারী বিষ্ণু ও কৃষ্ণ......। ল ১১৮

---

* ঋতধামা; কোন কোন গ্রন্থে এই নাম। ঋ বোধ হয় ছাপার ভুল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নৃগ রাজাকে দুই ব্রাহ্মণ অভিশাপ দেন; শাপ মুক্তির উপায় কহেন,—এই মর্ত্ত্যলোকে ভগবান্ বিষ্ণু পুরুষ মূর্ত্তিতে উৎপন্ন হইবেন। তিনি যদুকুলকীর্ত্তিবর্দ্ধন বাসুদেব; সেই বাসুদেবই তোমায় শাপমুক্ত করিবেন। উ ৫৩

নর—নৃগ রাজাকে অভিসম্পাতকারী ব্রাহ্মণদ্বয় কহেন;—"কলিযুগে মহাবীর্য্য নর ও নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত নিশ্চয় প্রাদুর্ভূত হইবেন।" উ ৫৩

দিগ্বিজয়কালে রাবণ পশ্চিম সমুদ্রে এক দ্বীপে উপস্থিত হইয়া মহাবীর্য্যবান ভীষণ এক পুরুষকে দেখিতে পান। তাঁহার হস্তে নিপীড়িত হইয়া রক্ষোরাজ তাঁহার অনুসরণ ক্রমে এক বিবরে প্রবেশ করেন। তথায় এক স্থলে দেখিতে পান—একটি পুরুষ শয়ান, তিনি অগ্নিতে অবগুণ্ঠিত; তাঁহার নিকট চামরহস্তা দেবী লক্ষ্মী বিরাজমান। রাবণ লক্ষ্মীকে ধরিবার উপক্রম করিলে ঐ শয়ান পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিলেন; রাবণ উঁহার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। রক্ষোরাজ দেখিলেন, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ দেব গন্ধর্ব্ব ঋষি প্রভৃতি নিখিল প্রাণী সূক্ষ্ম মূর্ত্তিতে ঐ শয়নস্থ পুরুষের দেহে বর্ত্তমান। অগস্ত্য মুনি রামকে কহেন;—ঐ দ্বীপস্থ পুরুষ নর নামক ভগবান্ কপিল। উ প্র ৫

জগন্নাথ—ইক্ষ্বাকু-কুল-দেবতা। বিষ্ণু। উ ১০৮

লোকপাল—ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ—এই চারি দেব লোকপাল। ইন্দ্র পূর্ব্বদিক্, যম দক্ষিণদিক্, কুবের উত্তরদিক্ ও বরুণ পশ্চিমদিক্ রক্ষা করেন। অ ১৬

ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা—দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়—তেত্রিশ দেবতা। আ ১৪

পিতৃদেবগণ—গুরুদার-গমন পাপে গুরু-শাপে ইন্দ্র বৃষণহীন হইলে দেবতারা পিতৃদেব সমাজে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের মেষের বৃষণটি চাহিয়া ইন্দ্রের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দেন। বা ৪৯

তদবধি ষণ্ডমেষ ভক্ষণের নিয়ম। দক্ষিণে যমপুরীতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ভীষণ পিতৃলোক। কি ৪

হব্যবাহন পিতৃদেবগণকে কহেন, "অতঃপর যাহারা তোমাদিগের তুষ্টি সাধনোদ্দেশে ঐরূপ মেষ দান করিবে, অক্ষয় ফল লাভে তাহারা কখনই বঞ্চিত হইবে না। বা ৪৯

অনন্ত—সর্ব্বদেব-পূজিত ধরণীধর নাগদেব। কি ৪০

নীল বাস পরিধান পূর্ব্বক ধবল দেহে কনকশিল শৈলশৃঙ্গে বিরাজমান। ইঁহার মস্তক সহস্র, নেত্র পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত। পর্ব্বতের শিখরদেশে তাঁহারই চিহ্নস্বরূপ বেদীর উপর এক স্বর্ণময় ত্রিশিরস্ক তালবৃক্ষ দেখা যায়। সুররাজ ইন্দ্র পূর্ব্বদিকেই উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কি ৪০

ব্রহ্মা রামকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "তুমি আমাকে সৃষ্টি করিবার পর জলশায়ী প্রকাণ্ড দেহ অনন্তকে মায়াবলে সৃষ্টি কর।" উ ১০৪

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিষ্ণু অনন্ত-শয্যায় শয়ান থাকেন। উ ৩৭, ল ১১৮

ধন্বন্তরি—দেববৈদ্য। সমুদ্রমন্থনে, আয়ুর্ব্বেদময় ইনি দণ্ড-কমণ্ডলু হস্তে প্রথম সমুদ্রমধ্য হইতে উত্থিত হন। বা ৪৫

বিশ্বকর্ম্মা—দেবশিল্পী। লঙ্কাপুরী, কিষ্কিন্ধ্যাপুরী, পুষ্পক-বিমান, হর-ধনু, বৈষ্ণব-ধনু এ সমস্ত ইঁহারই সৃষ্টি। সু ৮

বিশ্বরূপ—বিশ্বকর্ম্মার পুত্র। সুররাজ ইঁহাকে বধ করিয়া পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন; ল ৬৯ যজ্ঞ করিয়া পরে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। কি ২৪

মাতলি—ইন্দ্র-সারথি। রাম-রাবণ যুদ্ধকালে ইনি রামের নিকট ইন্দ্রের রথাস্ত্রাদি আনয়ন করেন। ল ১০২

ইঁহারই পরামর্শক্রমে রাম রাবণের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া রক্ষোরাজকে বধ করেন। ল ১০৯

স্বর্গে সুর-রক্ষো-যুদ্ধকালে ইনি ইন্দ্রের সারথ্য করিয়াছিলেন। উ ২৮

ইঁহার পুত্রের নাম গোমুখ। উ ২৮

দেবীগণ।

শচী—ইন্দ্রাণী। পুলোমের কন্যা। জয়ন্তের মাতা। উ ২৮

সুবর্চ্চলা, প্রভা—সূর্য্যের পত্নী। সু ২৪, বা ৪৯

স্বাহা—অগ্নির পত্নী। সু ২৪

রোহিণী—চন্দ্রের পত্নী। তারা-প্রধানা। সু ২৪, অ ১৬

কৃত্তিকা—নক্ষত্রসুন্দরী। ইঁহারা ছয়জন শরবনে উদ্ভূত শিব-শিশুকে স্তন্য পান করাইয়াছিলেন। ("কার্ত্তিকেয়-উৎপত্তি" দেখ) বা ৩৭

বারুণী—বরুণকন্যা। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূতা। সুরা দেবী। (বিবিধ তত্ত্বে "বারুণী" দেখ) বা ৪৫

হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, রতি, ভাগ্যলক্ষ্মী, অষ্টসিদ্ধি—সুরসুন্দরীগণ। রাবণ সীতাকে ইঁহাদের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন। বা ১৫

রতি—মন্মথ-পত্নী। সু ১৫

বসুমতী—পৃথ্বীদেবী। বসুন্ধরা বাসুদেবের মহিষী; বাসুদেবই ইঁহার একমাত্র অধিনায়ক। তিনি কপিলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিরন্তর এই ধরা ধারণ করিয়া আছেন। বা ৪০

ইনি মূর্ত্তিমতী হইয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়াছিলেন। উ ৯৭

২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উমা—গিরিরাজ হিমালয় ও সুমেরুদুহিতা মেনার কনিষ্ঠা কন্যা। পার্ব্বতী। শঙ্কর-পত্নী। বা ৩৫

ইনি তাপসী হইয়া কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া তপঃ সাধন করিয়াছিলেন। বা ৩৫

কার্ত্তিকেয়ের জননী। রুদ্রাণী। ইনি পতির সহিত হিমালয়পৃষ্ঠে তপস্যা করিতেন। কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তিকালে দেবগণ ইঁহার পতিসহবাসে বাদী হইয়াছিলেন বলিয়া দেবী তাঁহাদের নিষ্পুত্রকতা অভিশাপ দেন। বা ৩৬

ইনি পতির সহিত অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া হিমালয়পৃষ্ঠে বিহার করিতেছিলেন, দৈবাৎ কুবের দৃষ্টি দেন বলিয়া তিনি একাক্ষি-পিঙ্গল হইয়া যান। উ ১৩

কার্ত্তিকেয়ের জন্মস্থানে একদা ত্রিলোচন রমণী সাজিয়া ইঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন, ঐ বনদেশের সর্ব্বত্র সকল প্রাণী সে সময়ে মহাদেবের ইচ্ছানুসারে স্ত্রী হইতেছিল; মৃগয়া করিতে করিতে রাজা ইল দৈবক্রমে তথায় আসিয়া ইলা হইয়া যান। উ ৮৭

দেবী উমা রাবণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ল ৬০

গঙ্গা—হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। লোকপাবনী, সুরধুনী, জাহ্নবী, ত্রিপথগা, ভাগীরথী। (বিবিধ তত্ত্বে "গঙ্গা-উৎপত্তি" দেখ) বা ৩৫

গঙ্গা সমুদ্রের ভার্য্যা। অ ৫২

সুর-তরঙ্গিণী অমরগণের অনুরোধে দিব্য-নারীরূপ পরিগ্রহ করিয়া অগ্নি হইতে পাশুপত তেজ গ্রহণ করেন; কিন্তু হুতাশন-তেজের সহিত মিশ্রিত পাশুপত-তেজ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া ঐ তেজ হিমালয় পার্শ্বে পরিত্যাগ করেন; তৎক্ষণাৎ তথায় একটি পুত্র উৎপন্ন হইল। গঙ্গার গর্ভ হইতে স্কন্দ—নিঃসৃত,—এই জন্য কুমার কার্ত্তিকেয়ের এক নাম স্কন্দ। বা ৩৭

অশীতি যোজন ঊর্দ্ধে অষ্টম বায়ুমার্গ; তথায় আকাশগঙ্গা মহাবেগে ও মহাশব্দে প্রবাহিত। উ প্র ৪

রাজা ভগীরথ বহুতপস্যায় ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে তুষ্ট করিয়া সুরতরঙ্গিণীকে ভূতলে আনয়ন করিয়া ভস্মাবশেষ পূর্ব্বপুরুষের উদ্ধার সাধন করেন। বা ৪৩

লক্ষ্মী—কমলা। বিষ্ণুপত্নী। ল ১১৮

দেবী লক্ষ্মী সীতারূপে রাজা জনকের কন্যা হইয়া পৃথিবী হইতে উত্থিতা হন। উ প্র ৩

সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে দেবগণ রামকে কহেন, "সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তুমি স্বয়ং বিষ্ণু।" ল ১১৮

বনদেবতা—বিশ্বামিত্র প্রস্থানকালে সিদ্ধাশ্রমের বনদেবতাগণের নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। বা ৩১

রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণকালে বনদেবতারা রাবণ-ভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন। আ ৪৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গৃহদেবতা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভুবনদেবতা—দশরথ কৈকেয়ীর প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, এই অঙ্গীকারের সময় মহিষী রাজাকে বচন-বন্ধ করাইয়া অন্যান্য দেবতার সহিত ইঁহাদেরও সাক্ষী মানেন। অ ১১

অনির্দ্দিষ্ট দেবতা—হনুমান্ কহিলেন, "ভূতগণ, প্রজাপতি এবং আর আর অনির্দ্দিষ্ট দেবতা আমার কার্য্যসিদ্ধি করিয়া দিন।" সু ১৩

নিকুম্ভিলা, লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সুরসা—(পরে দেখ)।

অপ্সরোগণ।

রম্ভা—বিশ্বামিত্র উগ্র তপস্যায় রত হইলে সুরপতি আপনার হিতসাধন ও বিশ্বামিত্রের অনিষ্ট সম্পাদনের নিমিত্ত রম্ভাকে কহিলেন, "রম্ভে, এক্ষণে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে ছলনা করিয়া কামমোহে মোহিত করিতে হইবে।.........দেখ, আমি এই বৃক্ষশ্রেণীসুশোভিত বসন্তকালে মধুরকণ্ঠ কোকিলের রূপ ধারণ পূর্ব্বক অনঙ্গের সহিত তোমার পার্শ্বে থাকিব।".........ইন্দ্রের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না; বিশ্বামিত্রের শাপে সুরসুন্দরী শিলাময়ী হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণের কৃপায় শাপ বিমোচন হয়। বা ৬৪

একদা ইনি চন্দনের তিলক কাটিয়া ফুলের গহনা পরিয়া নীল-সাটি উড়াইয়া রাবণের শিবিরের নিকট দিয়া নলকূবরের নিকট অভিসারে যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে রাবণ ইঁহাকে ধরিয়া ধর্ষণান্তর ছাড়িয়া দেন। সংবাদ শুনিয়া কুবেরপুত্র রাবণকে বিষম অভিশাপ প্রদান করেন—তাহাতে রমণীর উপর বলপ্রকাশ রাবণকে ছাড়িতে হয়। উ ২৬

মেনকা—বিশ্বামিত্র যখন পুষ্করতীর্থে তপস্যায় রত, ইনি তীর্থ-সরোবরে স্নান করিতেছিলেন; ঋষিপুঙ্গব সেই অলোকসামান্যরূপলাবণ্যসম্পন্না সুন্দরীকে মেঘমধ্যে সৌদামনীর ন্যায় ঐ সরোবরে দেখিতে পাইলেন, এবং কামমদে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, "সুন্দরি, আইস, তুমি আমার এই আশ্রমে বাস কর; আমি অনঙ্গতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, আমার প্রতি কৃপা কর।"......বিশ্বামিত্র ইঁহার সহিত দশ বৎসর কাটাইয়া লজ্জিত হইয়া ইঁহাকে বিদায় দেন।* বা ৬৩

উর্ব্বশী—একদা বরুণ ইঁহাকে সম্ভোগার্থ আহ্বান করেন; উর্ব্বশী কহিলেন, "আমার মন আপনার প্রতি, কিন্তু আজ আমি মিত্রের সেবায় নিয়োজিত।" বরুণ কোন প্রকারে লালসা চরিতার্থ করিয়া ইঁহাকে ছাড়িয়া দেন। মিত্রের নিকট সুন্দরী উপস্থিত হইলে তিনি ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ইঁহার প্রতি অভিসম্পাত করেন। সেই শাপবশে সুরসুন্দরীকে কিছুকাল মনুষ্যলোকে কালযাপন করিতে হয়। পৃথিবীতে আসিয়া ইনি কাশীরাজ পুরূরবার প্রণয়িনী হইয়াছিলেন। উ ৫৬

---

* শকুন্তলার উল্লেখ রামায়ণে নাই। এক স্থানে আছে, মুনি ঘৃতাচীতে সংসক্ত, নামটী বোধ হয় ভুল। কি ৩৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সীতাকে একান্ত অসম্মত দেখিয়া রাবণ বলেন, "উর্ব্বশী যেমন পুরুরবাকে পদাঘাত করিয়া অনুতাপ করিয়াছিলেন। সেইরূপ তুমি আমাকে না ভজিলে অনুতাপ পাইবে।" আ ৪৮

পুঞ্জিকাস্থলী—একদা ইনি ব্রহ্মার নিকট যাইতেছিলেন; রাবণ দেখিতে পাইয়া পথিমধ্যে ইঁহাকে বিবসনা করিয়া ফেলেন। সুন্দরী ব্রহ্মলোকে গিয়া রাবণকৃত দুর্ব্ব্যবহারের অভিযোগ করিল। ব্রহ্মা রাবণকে অভিশাপ দিলেন, "অদ্য হইতে সে যদি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি বল প্রকাশ করে, তবে তাহার মস্তক শতধা চূর্ণ হইবে।" ল ১৩

(এই ভয়ে রাবণ সীতার প্রতি বল প্রকাশ করিতে পারে নাই)

ইনি শাপবশে অঞ্জনা বানরী। কি ৬৫

হেমা—ময়দানবের প্রণয়িনী। ময়দানবের মৃত্যুর পর তাঁহার আশ্চর্য্য পুরীর অধিকারিণী। কি ৫১

মন্দোদরীর জননী। উ ১২

ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদত্তা, হেমা, সোমা, পুণ্ডরীকা, বামনা—ইঁহারা এবং সুররাজ ইন্দ্র ও পদ্মযোনিব্রহ্মার নিকটগামিনী অপ্সরাসমূহ ভরদ্বাজ ঋষির অতিথিবর্গকে (ভরতাদিকে) সৎকারমুগ্ধ করেন। অ ৯১

গন্ধর্ব্বগণ।

বিশ্বাবসু—গন্ধর্ব্বরাজ। সু ১

হাহাহুহু—গন্ধর্ব্বগণ। অ ৯১

নারদ, তুম্বরু, গোপ—ভরদ্বাজ ঋষির আহ্বানে ইঁহারা তাঁহার আশ্রমে আসিয়া ভরতাদি বিশিষ্ট অতিথিকে গীত বাদ্য শুনাইয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। অ ৯১

তুম্বরু—গন্ধর্ব্ব। রম্ভাতে আসক্ত হইয়া অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া প্রভু কুবের কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন; সেই শাপে বিরাধ রাক্ষস হইয়া পড়েন; রাম-হস্তে নিহত হইয়া শাপ মোচন ঘটে। আ ৪

চিত্ররথ—ইঁহার প্রসিদ্ধ কানন "চৈত্ররথ"* উত্তর কুরুতে অবস্থিত; রাবণ বিধ্বস্ত করেন। গন্ধর্ব্বরাজ। (কানন মধ্যে "চৈত্ররথ" দেখ) ল ২৪, আ ৩২

গোলভ—গন্ধর্ব্ব। কপিরাজ বালী দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত পঞ্চদশবর্ষ যুদ্ধ করিয়া ষোড়শবর্ষে ইঁহাকে বিনাশ পূর্ব্বক বানরগণকে নির্ভয় করেন। কি ২২

* চৈত্ররথ কুবেরোদ্যান, চিত্ররথ ইঁহার রক্ষক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রোহিত—গন্ধর্ব্বগণ। ইহারা ঋষভ পর্ব্বতে চন্দন-বন রক্ষা করিত। কি ৪১

গ্রামণী, শৈলূষ, শিক্ষ, শুক, বভ্রু—ঋষভপর্ব্বতবাসী গন্ধর্ব্বপতিগণ। কি ৪১

শৈলূষ—গন্ধর্ব্বরাজ। গান্ধার দেশ ইঁহার পুত্রদের অধীন ছিল; কেকয়রাজের পরামর্শে ভরত-পুত্রগণ গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লন। উ ১০০

বিভীষণ-পত্নী সরমা গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের দুহিতা। উ ১২

গ্রামণী—গন্ধর্ব্বরাজ। ইঁহার কন্যা দেববতীর সহিত সুকেশ রাক্ষসের বিবাহ হয়। উ ৫

উর্ম্মিলা—গন্ধর্ব্ব-পত্নী। ইঁহার কন্যা সোমদা চূলী ব্রহ্মর্ষিকে প্রাপ্ত হন। বা ৩৩

সোমদা—চূলী ব্রহ্মর্ষির পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহার কৃপায় "ব্রহ্মদত্ত" নামে মানসপুত্র প্রাপ্ত হন। বা ৩৩

নর্ম্মদা—(গন্ধর্ব্বী ?) ইঁহার তিন কন্যার সহিত মাল্যবান্, মালী ও সুমালী রাক্ষসের বিবাহ হয়। উ ৫

দেববতী—গ্রামণী গন্ধর্ব্বের কন্যা—সুকেশ রাক্ষসের সহিত বিবাহ হয়। উ ৫

দেবশ্রুতি—(গন্ধর্ব্ব-কন্যা ?) দানবে ইঁহাকে হরণ করিয়াছিল। কি ৬

শ্রুতি—(গন্ধর্ব্ব-কন্যা ?) হয়গ্রীব অসুর শ্বেতাশ্বতরীরূপিণী ইঁহাকে আনয়ন করে। কি ১৭

মেনা—সুমেরু-দুহিতা, হিমালয়-পত্নী। গঙ্গা ও উমার জননী। বা ৩৫

যক্ষগণ।

কুবের—ধনাধিপতি যক্ষরাজ। বিশ্রবা ঋষির প্রথম পুত্র। বৈশ্রবণ। উ ৩

ইঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা ইঁহাকে ধনরক্ষক লোকপালের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুষ্পক বিমান উপহার দেন। পিতা বিশ্রবা ইঁহাকে দক্ষিণসমুদ্রতীরে ত্রিকূটশিখরে লঙ্কাপুরীতে বাস করিতে উপদেশ দেন। রাক্ষসেরা বিষ্ণুর ভয়ে এই পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতালে পলায়ন করিয়াছিল, তদবধি পুরী রাক্ষসশূন্য ছিল। উ ৩

রাবণাদি তিন ভ্রাতা ব্রহ্মার প্রসাদ লাভ করিলে পর, সুমালী রাক্ষস পাতাল হইতে আসিয়া রাবণকে লঙ্কা অধিকার করিতে পরামর্শ দেন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দশগ্রীব বলিয়া পাঠাইবা মাত্র ইনি লঙ্কাপুরী তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া কৈলাসে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। উ ১১

দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া রাবণ সেখানে ইঁহাকে সদলবল পরাজিত করিয়া ইঁহার পুষ্পক-বিমান বলপূর্ব্বক হরণ করেন। উ ১৫

† শ্রুতি ও দেবশ্রুতি দুই কি এক ? কাহারও কাহারও মতে এ দুইটা নাম রূপকমাত্র।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একাক্ষি-পিঙ্গল—কুবেরের নামান্তর। (বিবিধ তত্ত্বে "একাক্ষি-পিঙ্গল" দেখ) উ ১৩

নলকূবর—কুবেরপুত্র। দশানন দেব-বিজয়ে বহির্গত হইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলে তথায় সসৈন্যে একদা রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। অপ্সরা রম্ভা সে রাত্রে শিবির নিকট দিয়া নলকূবরের নিকট অভিসারে গমন করিতেছিল। রাবণ দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধৃত করেন। কুবেরের সম্পর্ক হেতু অধুনা রম্ভা তাঁহার পুত্রবধূস্থানীয়া বলিয়া পরিচয় দিলেও রাক্ষসরাজ বলপূর্ব্বক তাহার ধর্ষণা করেন। সুন্দরী নলকূবরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তিনি হস্তে জল গ্রহণপূর্ব্বক যথাবিধানে আচমন করিয়া রাবণকে অভিশাপ দিলেন, "যৎকালে অতঃপর সে কামার্ত্ত হইয়া কোন অকামা কামিনীকে ধর্ষিত করিবে, তখন তাহার মস্তক সপ্তধা চূর্ণ হইয়া যাইবে।" (এই শাপভয়ে রাবণ সীতার প্রতি বলপ্রকাশ করিতে সাহস করে নাই।) উ ২৬

সুকেতু—যক্ষ। সন্তানকামনায় কঠোর তপস্যা করিয়া সহস্র হস্তীর বলশালিনী সুন্দরী কন্যা প্রাপ্ত হন। এই কন্যা তাড়কা—পরে শাপবশে রাক্ষসী। বা ২৫

সংযোধকণ্টক—যক্ষ। কুবের কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কৈলাসে রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন; মারীচের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। উ ১৪

সূর্য্যভানু—যক্ষ। কুবেরের দ্বারপাল—রাবণ কর্ত্তৃক হত। উ ১৪

মণিভদ্র, শুক্র, পদ্ম, শঙ্খ, প্রৌষ্ঠপদ—যক্ষগণ। কুবেরের অনুচরগণ। শুক্র ও প্রৌষ্ঠপদ ধনরক্ষক মন্ত্রী; পদ্ম ও শঙ্খ নিধিদেবতা। উ ১৫

গো ও পুষ্কর—বরুণের সেনাপতি। রাবণের সহিত বরুণালয়ে যুঝিয়াছিলেন। উ ২৩

প্রহাস—বরুণ-মন্ত্রী। রাবণের নিকট বরুণের হইয়া পরাজয় স্বীকার করেন। উ ২৩

পিঙ্গল ও দণ্ডী—সূর্য্যলোকে সূর্য্যের দ্বারপালদ্বয়। দিগ্বিজয়ী রাবণ ইহাদিগকে সূর্য্যের নিকট আগমন উদ্দেশ্য জানাইতে বলিলে, রবি প্রকারান্তরে রক্ষোরাজের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। উ প্র ২

দেবযোনিগণ।

নন্দীশ্বর—মহাদেবের বিশ্বস্ত অনুচর। প্রমথাধিপ। উ ১৬, সু ৫০

করালরূপ কৃষ্ণ-পিঙ্গলবর্ণ, বামনাকৃতি, বিকটমূর্ত্তি, মুণ্ডকেশ, খর্ব্ববাহু, বলবান্, বানরমুখ। উ ১৬

রাবণ কুবের জয় করিয়া পুষ্পকারোহণে কৈলাসের কাননাংশে গমন করিতে যাইতেছিলেন; সহসা ইঁহার রথের গতি থামিয়া গেল। নন্দী দেখা দিয়া নিষেধ করিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কহিলেন, "ওদিকে যাইও না, হরগৌরী ওখানে বিহার করিতেছেন।" রাবণ নন্দীর মুখাকৃতি দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন। নন্দী ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন, "আমার আকৃতিবিশিষ্ট বানরগণই তোকে সবংশে নিধন করিবে।" উ ১৬

গুহ্যক—কুবেরানুচর দেবযোনিবিশেষ। কি ৪৩

কিন্নর—কিম্পুরুষ। বিবিধতত্ত্বে "কিম্পুরুষী" দেখ) উ ৮৮

লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—(রাক্ষসী ?) হনুমান্ প্রথম লঙ্কার পুরপ্রবেশ উদ্‌যোগ করিলে ইনি তাহাকে* দেখিতে পাইয়া এক চপেটাঘাত করিয়া পথ আগলাইলেন; হনুমান্ দয়া করিয়া বামহাতে এক ঘুসী মারেন; ঘুসী খাইয়া ইনি তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক মহাবীরকে পুরপ্রবেশের অনুমতি দেন। প্রলয়জলদবৎ কৃষ্ণবর্ণা জ্বলদগ্নি-তুল্যকেশা অট্টহাস্যরতা লঙ্কাদেবী হনুমান্‌কে বলিয়াছিলেন, "ভগবান্ স্বয়ম্ভু আমারে কহিয়াছেন, "রাক্ষসি, যখন তুমি কোন বানরের হস্তে পরাজিত হইবে, তখনি জানিও রাক্ষসভাগ্যে ভয় উপস্থিত।" সু ৩

নিকুম্ভিলা—রাক্ষসদিগের ইষ্টদেবতা (?)। সূর্পণখা অশোক-কাননে সীতাকে শাসাইয়া বলিয়াছিল, "আজ আমরা তোকে বধপূর্ব্বক মনুষ্যমাংস খাইয়া মাতাল হইয়া দেবী নিকুম্ভিলার নিকট নৃত্য করিব।" সু ২৪

সুরসা—নাগ-জননী। ("বিশিষ্ট জীব" দেখ)

বাসুকি—নাগরাজ। বা ৪৫

সমুদ্র-মন্থন-কার্য্যে ইনি মন্থনরজ্জু হইয়াছিলেন। সহস্র বৎসর ক্রমাগত মন্থনে প্রথমে আর কিছু উঠিল না, ইনি হলাহল উদ্গিরণ করিতে লাগিলেন আর শিলা দংশিতে আরম্ভ করিলেন। বিষপ্রভাবে চরাচর ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইলে সুরগণের অনুরোধে শঙ্কর সেই সমস্ত বিষ গ্রাস করিয়া ফেলেন। বা ৪৫

ভোগবতীপুরী ইঁহার রাজধানী ছিল। রাবণ পাতাল-বিজয়কালে ইঁহার সহিত তক্ষক জটি ও শঙ্খকে বশে আনিয়াছিলেন এবং তক্ষকপত্নীকে হরণ করিয়াছিলেন। ল ৭

গুহ্যক, সিদ্ধ, সাধ্য, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্নর, তার্ক্ষ্য, সুপর্ণ ও নাগ—১৭, ল ৭০

---

* হনুমান্ কিন্তু দেহ সংক্ষেপ করিয়া মার্জ্জার আকারে পুরী প্রবেশ করিয়াছিলেন। সু ২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাজবংশ।

(ইক্ষ্বাকুবংশ)

রাম—রাজা দশরথের গুণশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র। কৌশল্যাগর্ভজাত। বা ১

রাম গাম্ভীর্য্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্য্যে হিমাচলের ন্যায়, বলবীর্য্যে বিষ্ণুর ন্যায়, সৌন্দর্য্যে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে যুগান্তকালীন অগ্নির ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্যায় এবং সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্ম্মের ন্যায়। বা ১

রাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। বা ২১

রাম ব্রাহ্ম-অস্ত্র ও সমগ্র বেদের অধিকারী ছিলেন। সু ৩৪

রামের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-লাঞ্ছিত চরণযুগল। অ ৯৮

ভূতগণের মধ্যে যেমন স্বয়ম্ভূর, সেইরূপ রামেরও গুণ অনন্যসাধারণ। অ ১

তিনি স্বয়ং নারায়ণ, সুরগণের অনুরোধে বলগর্ব্বিত রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিবার নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে রামরূপে অবতীর্ণ। ("নর বানরের স্বরূপ" ও "রামের স্বরূপ" দেখ) অ ১, উ প্র ৫

অনঙ্গ-কান্তি পুণ্ডরীক-লোচন ইন্দ্রোপম ইন্দীবরশ্যাম রাম। আ ১৭, বা ২০,২৭

পঞ্চদশবর্ষ বয়সে বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে গিয়া ঋষির নিকট হইতে মন্ত্র ও অস্ত্র লাভ করিয়া তাড়কাবধপূর্ব্বক সিদ্ধাশ্রম কণ্টকশূন্য করিয়া ঋষির যজ্ঞ সম্পন্ন করান। বা ২২

তৎপরে ঋষির সহ পথে যাইতে যাইতে অহল্যা উদ্ধার করিয়া মিথিলায় গিয়া হরধনুর ভঙ্গ পূর্ব্বক সীতা লাভ করেন। ফিরিবার সময় পথিমধ্যে পরশুরামের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়সে পিতৃসত্য পালনার্থ বনে যান। বা ২৬, বা ৪৯, বা ৭৩, বা ৭৬, আ ৪৭।

পাঁচ বৎসর নানা ঋষির আশ্রমে ও নয় বৎসর দণ্ডকারণ্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন* উ ৫০

চতুর্দ্দশ বৎসরে পৃথিবী প্রায় রাক্ষসশূন্য করিয়া চত্বারিংশৎবর্ষ বয়সে অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। অল্পকাল মধ্যেই বৃথা পৌরাপবাদে ভীত হইয়া একমাত্র পত্নী বনবাসসহচরী প্রাণাধিকা সীতাকে বনে বিসর্জ্জন দেন। উ ৪৫

দশ সহস্র দশ শত বৎসর পিতার ন্যায় আদর্শ রাজা রূপে প্রজাপালন করিয়া কাল পূর্ণ হইলে, সরযূ-সলিলে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃগণ সহ সশরীরে বৈষ্ণবতেজে প্রবিষ্ট হন। উ ১০৪, উ ১১০

বনে অকারণ রাক্ষসবধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলে রাম সীতাকে কহিয়াছিলেন, "সত্যই আমার প্রিয়, আমি স্বীকার করিয়া প্রাণান্তে অন্যথাচরণ করিতে পারিব না;

* দশ বৎসর নানা আশ্রমে, তিন বৎসর পঞ্চবটীতে, এক বৎসর কিষ্কিন্ধ্যায় ও লঙ্কায় অতিবাহিত হয়। আ ১১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বরং অকাতরে প্রাণত্যাগ করিতে পারি, লক্ষ্মণের সহিত তোমাকেও পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারি না। আ ১০

চিত্রকূট হইতে ভরতকে ফিরাইবার সময় রাম হাতে ধরিয়া ভরতকে বলিয়া দেন, "ভাই, মাতা কৈকেয়ীর উপর রাগ করিও না।" অ ১১২

রাম রাবণকে রণক্লিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, "রাক্ষস তুমি ঘোর যুদ্ধ করিয়াছ, তোমার হস্তে আমার অনেকগুলি বীর নষ্ট হইয়াছে, আমি তোমায় এখন অতিশয় পরিশ্রান্ত দেখিতেছি, অতএব অস্ত্র শরাঘাতে তোমার প্রাণসংহার করিতে আমার ইচ্ছা নাই; তুমি লঙ্কাপুরে প্রবেশপূর্ব্বক নিশাতিবাহিত কর, পশ্চাৎ সুস্থাবস্থায় আসিয়া আমার বীর্য্য দেখিও।" ল ৫৯

বৃথা পৌরাপবাদে ভীত হইয়া প্রাণাধিকা প্রণয়িনী সীতাকে বনবাস দিবার পর রাম আর দারান্তর গ্রহণ করেন নাই; প্রত্যেক যজ্ঞ-দীক্ষাকালে, জানকীর কনক-প্রতিমা তাঁহার পত্নী হইতেন। ("রাম-চরিত্রের বিকার" দেখ) উ ৯৯

রাম সর্ব্বভূত-শরণ্য। আ ৪

যৌবরাজ্যে অভিষেককালে পুরবাসী ও রাজগণ বলিয়াছিলেন, "রামকে দেখিলে বোধ হয়, যেন স্বয়ং বিষ্ণুই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অ ২

পঞ্চবটী বনে লক্ষ্মণ ভরতের সুখ্যাতি করিয়া কৈকেয়ীর অখ্যাতি করিতে প্রবৃত্ত হইলে রাম কহিলেন, "বৎস, তুমি ইক্ষ্বাকুনাথ ভরতের ঐ কথা বল, মাতা কৈকেয়ীর নিন্দা কখনই করিও না।"* আ ১৬

লক্ষ্মণ—দশরথ-পুত্র। সুমিত্রা-গর্ভজাত। বা ১৮

রামের একান্ত অনুগত, সকল কার্য্যেই সহায়। রামের বহিশ্চর দ্বিতীয় প্রাণের ন্যায় প্রিয়তর। বা ১৮

রাম-নির্ব্বাসনকালে, লক্ষ্মণ রামকে কহিয়াছিলেন, "আর্য্য, এক্ষণে আপনার এই নির্ব্বাসন-সংবাদ প্রচার হইতে না হইতেই আপনি আমার সাহায্যে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করুন। ....যদি বিঘ্নের কোন সূচনা দেখি, নিশ্চয় কহিতেছি, সুতীক্ষ্ণ-শরে এই অযোধ্যানগরী মনুষ্যশূন্য করিব। ....পিতা কৈকেয়ীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারই উৎসাহে যদি আমাদিগের বিপক্ষতাচরণ করেন, তবে তাঁহাকেও সংহার করিতে হইবে।" অ ২১

বনগমনকালে লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন, "এই বর-প্রসঙ্গ মহারাজ ও কৈকেয়ীর শঠতা, বরদান ছল।" অ ২৩

অনেক অনুনয়-বিনয়ে ও সাহস-বাক্যে লক্ষ্মণ কিছুতেই রামের মতি ফিরাইতে অক্ষম

---

* কিন্তু গঙ্গা পার হইয়া প্রথম বনবাসের রাত্রে রাম স্বয়ং কৈকেয়ীর নিন্দা করিয়াছিলেন। অ ৫৩,

৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইলে, পরিশেষে কহিলেন, "যদি একান্তই আপনার বন-গমনে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক আপনার পথ-প্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিব। আপনাকে ছাড়িয়া আমি উৎকৃষ্ট লোক কি অমরত্ব কিছুই চাহি না, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও প্রার্থনা করি না।.........আপনি দেবী জানকীর সহিত গিরিশৃঙ্গে বিহার করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম্মই আমি সাধন করিব।"

অ ৩১

বনে কবন্ধ রাক্ষস যখন রামলক্ষ্মণকে বলে পীড়ন করিয়া ধরিল, লক্ষ্মণ রামকে বলিলেন, "বীর, এক্ষণে আপনি আমাকে উপহারস্বরূপ অর্পণ করিয়া সুখে পলায়ন করুন।............পরে রাজ-সিংহাসনে উপবেশন করিয়া এক এক বার আমাকে স্মরণ করিবেন।"

আ ৬৯

লক্ষ্মণকে রাবণ-অস্ত্রে পতিত দেখিয়া, রাম বলিয়াছিলেন, "পৃথিবীতে অনুসন্ধান করিলে সীতার মত স্ত্রী পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু লক্ষ্মণের তুল্য ভ্রাতা সহায় ও যোদ্ধা আমি পাইব না। আমি যখন প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতা, লক্ষ্মণকে যুদ্ধে পরাজিত ও শায়িত দেখিলাম, তখন আমার সীতা-সমুদ্ধারে প্রয়োজন কি?.........লক্ষ্মণ কার্ত্তবীর্য্য অপেক্ষা বীর।"

ল ৪৯

অশোক-কাননে সীতা হনুমান্‌কে কহিয়াছিলেন, "ভ্রাতা লক্ষ্মণ, আমা অপেক্ষা রামের নিয়ত প্রিয়তর।"

সু ৩৮

ধরাতলে অবস্থানকাল পূর্ণ হইয়া আসিলে রাম নিয়ম করিয়া কালের সহিত কথোপ-কথনে নিযুক্ত ছিলেন, লক্ষ্মণ দ্বার-রক্ষক হইয়াছিলেন। দুর্ব্বাসা আসিয়া লক্ষ্মণকে নিয়ম-ভঙ্গ করিতে বাধ্য করেন; তাহার ফলে সৌমিত্রিকে সরযূ-সলিলে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে হয়।

উ ১০৫, ১০৬

সরযূতীরে উপস্থিত হইয়া, আচমনপূর্ব্বক লক্ষ্মণ সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রোধ করিলেন, তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস আর পড়িল না। দেবতারা যোগযুক্ত লক্ষ্মণকে এতদবস্থায় দেখিয়া তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে অদৃশ্যভাবে স্বর্গে লইয়া গেলেন।

উ ১০৬

ভরত—দশরথ-পুত্র। কৈকেয়ী-গর্ভজাত।*

বা ১৮

দশরথের দেহান্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ মাতুলালয় হইতে ভরতকে আনাইয়া রাজ্য-ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন।

অ ৬৮

* Schlegel বলেন, জন্মনক্ষত্রানুসারে ভরত সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিবাহকালে ভাইগুলির বয়স ছিল ১৫।১৬—বিশ্বামিত্র পরিচয় দিয়া বলেন, ইঁহারা "প্রিয়দর্শন যুবা"। তখনকার কালেও তাহা হইলে যোড়শবর্ষে যৌবন।

বা ৭২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভরত কিছুতেই সম্মত হন নাই। অ ৮২

তিনি জননীর অনার্য্যোচিত ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিয়া অনুচরবর্গসহ বনে গমনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠকে ফিরাইয়া আনিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। অ ৭৩, ৭৪, ১১১

তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া রামের পাদুকাযুগল * ন্যাসস্বরূপ গ্রহণ করিয়া নন্দিগ্রাম হইতে জ্যেষ্ঠের প্রতিনিধিস্বরূপে চতুর্দ্দশ বৎসর রাজ্য পালন করিতে থাকেন। অ ১১২, ১১৫

ভরত জটাচীরধারী হইয়া সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন এবং তথায় জ্যেষ্ঠের পাদুকাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া স্বয়ংই উহার সম্মানার্থ ছত্র চামর ধারণ করিয়া রহিলেন। তৎকালে যাহা কিছু রাজকার্য্য উপস্থিত হইতে লাগিল, অগ্রে উহাকে জ্ঞাপন করিয়া, পশ্চাৎ তাহার যথাবৎ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন; এবং যাহা কিছু উপহার উপনীত হইতে লাগিল, সমস্তই উহাকে নিবেদন করিয়া পরিশেষে কোষগৃহে সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। অ ১১৫

দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, "আমি ভরতকে রাম অপেক্ষা ধার্ম্মিক বলিয়া জানি।" অ ১২

ধর্ম্মপরায়ণ ভরত জ্যেষ্ঠভক্তি-নিবন্ধন নন্দিগ্রামে অবস্থান করিয়া তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্য মান ও বিবিধ ভোগ উপেক্ষা করিয়া আহার সংযম পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিতেন। জ্যেষ্ঠ বনবাসী হইলে তিনি তাপসের আচার অবলম্বন পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের অনুকরণ করিতে লাগিলেন। আ ১৬

চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস শেষ করিয়া রাম প্রত্যাগমন করিলে ধর্ম্মশীল ভরত স্বয়ং সেই পাদুকা লইয়া রামের পদে পরাইয়া দিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, "আর্য্য আপনি যে রাজ্য ন্যাসস্বরূপ আমার হস্তে দিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে অর্পণ করিলাম।" ল ১২৮

রামের মহাপ্রস্থানকালে ইনি জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইয়াছিলেন। উ ১০৯, ১১০

ভরত কেকয়রাজের † পরামর্শক্রমে রামের আদেশে গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজিত করিয়া গান্ধার দেশ অধিকার করেন। এইখানে তাঁহার পুত্রদ্বয় রাজা হন। উ ১০১

শত্রুঘ্ন—দশরথ-পুত্র। সুমিত্রা-গর্ভজাত। লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ সহোদর।‡ বা ১৮

ভরতের একান্ত অনুগত। বা ১৮

---

* পশ্চিম সংস্করণে ভরত এক যোড়া জরির জুতা সঙ্গে আনিয়াছিলেন। গৌড় সংস্করণে শরভঙ্গ ঋষি কুশের পাদুকা উপহার দেন। রামকে পরাইয়া ভরত গ্রহণ করেন।

† মাতুল যুধাজিৎ।

‡ Schlegel বলেন জন্মনক্ষত্রানুসারে রাম হইতে লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন তিনমাস ও ভরত এগারমাস ছোট।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাম রাজা হইলে তাঁহার আদেশে ইনি মধুবনে লবণাসুরকে বধ করিয়া তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া মধুরাপুরী স্থাপন করেন। উ ৬৯, ৭০

শত্রুঘ্ন মধুবন যাইবার সময় বাল্মীকির আশ্রম হইয়া যান। যে রাত্রে তিনি ঐ স্থানে ছিলেন, সেই রাত্রেই সীতাদেবী যমজকুমার প্রসব করেন। আত্মীয় স্বজন মধ্যে শত্রুঘ্নই এই সুসংবাদ জানিতে পারেন। উ ৬৬

দ্বাদশ বৎসর পরে অযোধ্যা প্রত্যাগমনকালেও শত্রুঘ্ন ঋষির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তথায় কুশ লবের তরুণকণ্ঠে করুণ রামায়ণ গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া ভ্রাতৃ-সকাশে উপস্থিত হন। উ ৭১

মহাপ্রস্থানকালে ইনিও জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিয়াছিলেন। উ ১০৯, ১১০

কুশ ও লব--বাল্মীকি-আশ্রমে প্রসূত ও পালিত। ঋষিশিশুবেশধারী রাজকুমারদ্বয়। রাম-সীতার পুত্র। উ ৬৬

বিম্ব হইতে উত্থিত প্রতিবিম্বের মত রূপে রামেরই অনুরূপ। ভ্রাতৃযুগল একান্ত শ্রুতিসুখকর দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত ত্রিবিধপ্রমাণসম্মত, ষড়জাতি সপ্তস্বরসংযুক্ত, তাললয়ানুকুল এবং শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-প্রভৃতি-রস-বহুল মহাকাব্য রামায়ণ পথে ঘাটে গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া বেড়াইত। বা ৪

একদা রাজা রামচন্দ্র সহসা তাহাদের অযোধ্যার রাজপথে গান করিতে দেখিতে পান। তাহাদিগকে সযত্নে স্বভবনে আনাইয়া সপরিবারে মনোহর উপাখ্যান আত্মচরিত শ্রবণ করেন। উ ৯৪

দ্বিতীয়বার সীতা-পরীক্ষার সময় দেবী পাতাল প্রবেশ করিলে লবকুশ শিশুদ্বয় পিতার আশ্রয় লাভ করে। উ ৯৮

মহাপ্রস্থানকালে অযোধ্যা জনশূন্য হইয়া যায়। রাম কুশকে কুশাবতীতে এবং লবকে শ্রাবস্তী পুরে রাজা করিয়া যান। উ ১০৭

দশরথ—স্বনামপ্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। কোশলেশ্বর। রামাদি চারি ভ্রাতার জনক। বা ১৮

ভূপালগণের মধ্যে জিতেন্দ্রিয় দশরথ "অতিরথ" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বা ৬

ইনি একজন স্বাধীন রাজা। ইঁহার সময়ে অযোধ্যার সুখৈশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। বা ৬

দিক্‌দিগন্তের রাজগণ এবং ম্লেচ্ছ, আর্য্য, আরণ্য ও পার্ব্বত্যজাতীয় সকলে সভামধ্যে রাজা দশরথের উপাসনা করিতেন। অ ৩

উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম দেশের রাজগণ এবং দ্বীপবাসী ও সামুদ্রিক বণিকেরা দশরথ-সভায় আসীন হইতেন। অ ৮২

সুবর্ণনির্ম্মিত মণিখচিত সভামণ্ডপ, তন্মধ্যে মণিমণ্ডিত সুবর্ণময় সিংহাসন, উৎকৃষ্ট আস্ত-রণযুক্ত হেমময় পীঠে বশিষ্ঠাদির আসন থাকিত। অ ৮১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সুসজ্জিত নয় সহস্র হস্তী, লক্ষ অশ্বারোহী, ষষ্টিসহস্র রথ, বিবিধ-আয়ুধধারী বীরপুরুষ অযোধ্যার সৈন্যমধ্যে গণিত হইত।* অ ৮৬

কোবিদার ধ্বজা অযোধ্যার রাজ-পতাকা। অযোধ্যায় সহস্র সহস্র ধ্বজপতাকাবাহী তুরগ-সৈন্য ছিল। দশরথ বিশ্বামিত্রকে বলিয়াছিলেন, "আমি অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধীশ্বর।" বা ২০

রাজা দশরথ রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা। পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া রামাদি চারি পুত্রকে লাভ করেন। বা ১৪, ১৫

দশরথের মহিষী—কৌশল্যার সহিত তিন শত পঞ্চাশ; প্রধানা তিন জন; কৌশল্যা সুমিত্রা, কৈকেয়ী।† অ ৩৪

দশরথ কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন, "এই বসুন্ধরায় যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের কিরণ স্পর্শ করে, তদবধি আমার অধিকার। অ ১০

শম্বরাসুরের সহিত ইন্দ্রাদি দেবগণের যুদ্ধে রাজা দশরথ ইন্দ্রের সাহায্য করিতে যান; মহিষী কৈকেয়ী সঙ্গে ছিলেন; রাজা যুদ্ধে আহত হইলে প্রিয়মহিষী বিস্তর সেবা করেন; দশরথ সন্তুষ্ট হইয়া দুই বর দিতে চাহিলে কৈকেয়ী ভবিষ্যতের জন্য বরদ্বয় সঞ্চিত রাখেন। অ ৯

ষষ্টিসহস্রবর্ষ বয়সে দশরথ সময় ফুরাইয়া আসিল দেখিয়া, প্রিয়তম জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে যান, সেই সময়ে কৈকেয়ীর প্রাপ্য সেই দুই বরের পূরণে শুভানুষ্ঠানে ব্যাঘাত হয় এবং বৃদ্ধ রাজা দারুণ পুত্রবিচ্ছেদ-শোক প্রাপ্ত হন। বা ১

দশরথ শব্দবেধী ছিলেন; একদা মৃগয়ায় শব্দানুসারে শরত্যাগ করিয়া ভ্রমক্রমে এক মুনিকুমারকে বধ করেন; মুনির শাপে পুত্রবিচ্ছেদশোকে রাজার প্রাণচ্যুতি ঘটে।‡ অ ৬৩, ৬৪

রাম ভরতকে কহেন, "পূর্ব্বে পিতা তোমার মাতার পাণিগ্রহণকালে কেকয়রাজকে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, রাজন্ তোমার এই কন্যাতে আমার যে পুত্র জন্মিবে, আমি তাহাকেই সমস্ত সাম্রাজ্য অর্পণ করিব।" অ ১০৭

যৌবরাজ্যে অভিষেককালে দশরথ রামকে বলেন, "এক্ষণে বৎস ভরত প্রবাসে আছেন, এই অবসরে তোমার অভিষেক সুসম্পন্ন হয়, ইহাই আমার বাঞ্ছা।.........মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতঃ অস্থির, অতএব আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত না হইতেই তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর।" অ ৪

---

* ইহারা রামকে ফিরাইতে ভরতের সহিত বনে গিয়াছিল।

† দশরথের পরিবৃত্তি ও বাবাতা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়েতরবর্ণা মহিষীও ছিল। (অশ্বমেধ দেখ) সম্ভবতঃ দশরথের অন্য কতক পুত্রও ছিল—"সরাজ পুত্র শত্রুঘ্ন" অযোধ্যা ৮১ সর্গ দ্রষ্টব্য।

‡ পুত্র নির্ব্বাসনের ষষ্ঠ রজনীর অর্দ্ধযামে দশরথ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দশরথ কৈকেয়ীকে বলেন, "কেবল রাম ভিন্ন জগতে তোমা অপেক্ষা আর কেহ আমার প্রিয় নাই।" অ ১১

ভরত কৈকেয়ীকে কহিলেন, "পিতা তোমার এই গৃহে প্রায়ই থাকেন, আমি আজ আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না, ইহার কারণ কি?" অ ৭২

দশরথ রামকে বলেন, "বৎস কৈকেয়ীকে বরদান করিয়া যারপরনাই মুগ্ধ হইয়াছি, অতএব অন্ত তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া স্বয়ং অযোধ্যারাজ্য গ্রহণ কর।" অ ৩৪

দশরথ কৈকেয়ীকে বলেন, "আমি ভরতকে রাম অপেক্ষা ধার্ম্মিক বিবেচনা করিয়া থাকি।…………যদি রামের বনবাস ভরতের প্রীতিকর হয়, তবে সে যেন আমার দেহান্তে আমার অগ্নি-সংস্কারাদি না করে।" অ ১২

সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে স্বর্গগত দশরথ দেবগণের সহিত আসিয়া রামকে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, "বৎস, তোমা হেন পুত্র পাইয়া আমি সদ্গতি লাভ করিয়াছি।" ল ১২০

মনু—প্রজাপতি। সসাগরা বসুমতী-পালক। বিবস্বৎ-সন্তান। বা ৫, ৭০

সত্যযুগের এক রাজা; ইনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। (ঋষিমধ্যে "মনু" দেখ) বর্ত্তমান কল্পের ইনি সপ্তম মনু, কাহারো মতে ইনি সংহিতাকার।* উ ৭৯

ইক্ষ্বাকু—মনুর পুত্র। প্রসিদ্ধ বংশের আদিপুরুষ। উ ৭৯

অযোধ্যার আদিরাজা। ইঁহার শত পুত্র। বা ৭০, উ ৭৯

অনরণ্য—ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যাধিপতি। দিগ্বিজয়ী রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া হত হন। মৃত্যুকালে ইনি রাবণকে অভিসম্পাত করেন, "আমার বংশীয় কাহার দ্বারা তুমি নিহত হইবে।" উ ১৯

ইঁহার শাসনকালে অনাবৃষ্টি কি দুর্ভিক্ষ কিছুই হয় নাই এবং তস্করের নামও ছিল না। ইঁহার বংশীয় রামের হস্তে রাবণ হত হয়েন। অ ১১০

ত্রিশঙ্কু—ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যাধিপতি। ইনি সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া প্রথমে বশিষ্ঠ, তৎপরে তৎপুত্রদিগের শরণাপন্ন হন। তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিলে তাঁহাদের শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া উগ্রতপোরত বিশ্বামিত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। উ ৫৮

বিশ্বামিত্র স্বয়ং যাজক হইয়া ইঁহার যজ্ঞ করিয়া ইঁহাকে স্বর্গে উঠিতে আদেশ করেন; ইনি উঠিতেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্র বাধা দেন। বা ৬০

ঋষি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আপন অসীম তপঃশক্তি-বলে দক্ষিণদিকে নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দেন। বা ৬০

* প্রতি কল্পে চৌদ্দ জন মনু; বর্ত্তমান কল্পে সাত জন মাত্র জন্মিয়াছেন। তন্মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু প্রথম, বৈবস্বত মনু সপ্তম।

This 7th Manu regarded as an Indian Adam or Noah. According to some this last Manu was the author of the code and therefore as progenitor of the Solar line of kings was a *Kshatriya*—M. Williams.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্রনিচয় প্রভৃতি অতিসৃষ্টি দর্শনে দেবগণ ভীত হইয়া একটা সামঞ্জস্য করেন ; তাহাতে এই নূতন সৃষ্ট স্বর্গে ত্রিশঙ্কু অধোমুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন ও নক্ষত্র হইয়া গেলেন। বা ৬০

মান্ধাতা—সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর ইক্ষ্বাকুবংশীয় অযোধ্যাধিপতি। যুবনাশ্বের পুত্র। উ ৬৭

চন্দ্রলোকে ইঁহার সহিত দিগ্বিজয়ী রাবণের সংগ্রাম ঘটে। উভয়ে সমযোদ্ধা, কেহ কাহাকেও হটাইতে পারেন না ; অগত্যা ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্য লইলেন। তখন মহর্ষি পুলস্ত্য ও গালব আসিয়া ভৎর্সনা করতঃ উভয়ের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপন করিয়া দেন। উ প্র ৩

রাজা মান্ধাতা সমগ্র পৃথিবী আপনার বশীভূত করিয়া ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন ও অর্দ্ধরাজ্য ভোগ করিবার বাসনায় স্বর্গে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে বলেন, "আগে পৃথিবীর সমস্ত অংশ তোমার অধীন হউক, তখন স্বর্গে ভাগ বসাইতে আসিও।" মান্ধাতা জিজ্ঞাসা করেন, "পৃথিবীতলে কে বা আমার বশ নহে ?" সুররাজ কহিলেন, "মধুবন-নিবাসী মধুপুত্র লবণ নিশাচর এখনও তোমার অধীন হয় নাই।" রাজা নামিয়া আসিয়া লবণের সহিত যুদ্ধ করিতে যান। পিতৃদত্ত শৈবশূল দ্বারা লবণ মান্ধাতাকে দগ্ধ করিয়া ফেলেন। উ ৬৭

কোন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী (শ্রমণ) বালীর অনুরূপ পাপ (ভ্রাতৃবধূগমন ?) করিয়াছিল, মান্ধাতা রাজা তাহাকে বিলক্ষণ দণ্ডিত করেন। কি ১৮

অসিত—(পরে "সগর" দেখ।) বা ৭০

সগর—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। অসিত রাজার পুত্র। বা ৭০

রাজা অসিত হৈহয় তালজঙ্ঘ শশবিন্দুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া দুই মহিষী সহিত হিমালয়ে প্রস্থান করেন। তথায় কালগ্রাসে পতিত হন। মহিষীরা সসত্বা ছিলেন। মহিষী কালিন্দী ভৃগুনন্দন চ্যবনের প্রসাদে পুত্র প্রসব করেন ; সপত্নীপ্রদত্ত গরলের সহিত প্রসূত হয় বলিয়া পুত্রের নাম "সগর"। বা ৭০

রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ইন্দ্র ইঁহার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব অপহরণ পূর্ব্বক পাতালে লইয়া যান। বা ৩৯

ষষ্টিসহস্র পুত্র ইঁহার আদেশে প্রত্যেকে একযোজন করিয়া পৃথিবী খনন পূর্ব্বক পাতালে অশ্ব অন্বেষণে গমন করেন। বা ৩৯

তথায় কপিল মুনির হুঙ্কারে সকলেই ভস্মাবশেষ হন। বা ৪০

সগর আদেশে তৎপুত্রগণ কর্ত্তৃক খাত বলিয়া সমুদ্রের নামান্তর "সাগর"। অ ১১০

হিমালয় ও বিন্ধ্যের মধ্যস্থলে সগরের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। বা ৩৯

অসমঞ্জ—সগর রাজার পুত্র। ইনি বৈমাত্রেয় শিশু ভ্রাতাগুলির ও প্রজাবালকগণের উপর অত্যাচার করিতেন বলিয়া পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হন। বা ৪৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অংশুমান্—অসমঞ্জের পুত্র। ইনি পাতাল হইতে পিতামহ সগরের যজ্ঞ-অশ্ব ফিরাইয়া আনিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করান। বা ৪১

পাতালে পিতৃব্যগণের পরিণাম শ্রবণ করিয়া শোকাকুল হইলে, পতিতপাবনী গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনাইয়া পবিত্রজলে পিতৃগণের তর্পণ করিতে পিতৃব্য-মাতুল বিহগ-রাজ গরুড় কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হন। বা ৪১

দিলীপ—অংশুমানের পুত্র। বহুবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়া গঙ্গা আনয়নের উপায় চিন্তা করিতে করিতে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কালকবলে পতিত হন। বা ৪২

ব্রহ্মা ভগীরথকে বলিয়াছিলেন, "দিলীপ মহর্ষি-সম তেজস্বী, মত্তুল্য তপস্বী।" বা ৪৪

কল্মাষপাদ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় সৌদাস রাজা বা প্রবৃদ্ধ রাজা এই আখ্যা প্রাপ্ত হন।* উ ৬৫, বা ৭০

ভগীরথ—দিলীপ-পুত্র। মন্ত্রিবর্গের উপর প্রজাপালনের ভার দিয়া গঙ্গাকে ভূলোকে আনিবার নিমিত্ত গোকর্ণপ্রদেশে দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করেন। বা ৪২

ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট সিদ্ধির বর দেন। ("গঙ্গা উৎপত্তি" দেখ) বা ৪৩

ভগীরথ গঙ্গাজলে অবগাহন করিয়া গঙ্গাজলে পিতৃলোকের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পরম সুখে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। বা ৪৪

গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন বলিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিয়াছিলেন। বা ৪৪

অম্বরীষ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন; যজ্ঞ-পশু অপহৃত হয়। বা ৬১

পুরোহিত আদেশ করেন;—রাজার দুর্নীতি-নিবন্ধন এরূপ ঘটিয়াছে, সর্ব্বনাশ হইবে; রক্ষার একমাত্র উপায়—আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন না হইতে, সেই অপহৃত পশুটী সন্ধান করিয়া আনয়ন, নতুবা তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ কোন একটি মনুষ্যকে ক্রয় করিয়া প্রদান। বা ৬১

রাজা পশুস্থানীয় মনুষ্য অন্বেষণে নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে ঋচীক ঋষির নিকট উপস্থিত হন। ঋষিকে যথেষ্ট মূল্য দিয়া তাঁহার মধ্যম পুত্রটীকে ক্রয় করিয়া লইলেন। বা ৬১

ব্রাহ্মণ-বটু বলিস্বরূপে যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইয়া মাতুলদত্ত উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়া পরিত্রাণ পান। রাজার যজ্ঞও সম্পন্ন হয়। বা ৪২

যযাতি—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। হৃতপুণ্য হইয়া স্বর্গচ্যুত হন। নহুষ-পুত্র। অ ১৩

(সোমবংশেও এই নামে এক রাজা ছিলেন, পরে "যযাতি" দেখ) কি ১৭

তক্ষ ও পুষ্কল—ভরতের পুত্র। গন্ধর্ব্বদেশ জয় করিয়া ভরত ইহাদিগকে গান্ধার ভাগ করিয়া দেন। তক্ষ তক্ষশীলায় এবং পুষ্কল পুষ্কলাবতে রাজা হন। উ ১০১

* প্রবৃদ্ধের নামই সৌদাস।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু—লক্ষ্মণের পুত্রদ্বয়। কারুপথ দেশ অঙ্গদের ও মল্লভূমি চন্দ্রকেতুর রাজ্য। অঙ্গদের অঙ্গদীয়া ও চন্দ্রকেতুর চন্দ্রকান্ত পুরী প্রতিষ্ঠিত হয়। উ ১০২

সুবাহু ও শত্রুঘাতী—শত্রুঘ্নের পুত্রদ্বয়। শত্রুঘ্ন সুবাহুকে মধুরা ও শত্রুঘাতীকে বৈদিশ পুরীতে স্থাপিত করেন। উ ১০৮

কুক্ষি, বিকুক্ষি, বাণ, পৃথু, ধুন্ধুমার, যুবনাশ্ব, সুসন্ধি, ধ্রুবসন্ধি, প্রসেনজিৎ, ভরত, ককুৎস্থ, রঘু, প্রবৃদ্ধ,* শঙ্খন, সুদর্শন, অগ্নিবর্ণ, শীঘ্রগ, মরু, প্রশুশ্রুক, নহুষ, নাভাগ, অজ—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণ, রামের পূর্ব্বপুরুষ। বা ৭০

ঋষভ—রামের মহাপ্রস্থানের পর অযোধ্যা বহুকাল জনশূন্য ছিল। এই রাজার সময় হইতে পুনরায় লোকালয় হয়। উ ১১১

সৌদাস—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। উ ৬৫

একদা ইনি মৃগয়া করিতে ব্যাঘ্ররূপী দুই ক্রূর রাক্ষসকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের মধ্যে এক জনকে বিনাশ করেন। অপর জন প্রতিশোধ তুলিবার ভয় দেখাইয়া অন্তর্হিত হয়। রাজা সৌদাস অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছিলেন; বশিষ্ঠ যাজকতা করেন। পলায়িত রাক্ষস বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া রাজার নিকট হইতে সমাংস অন্ন ভোজন প্রার্থনা করিল; রাজা উদ্যোগ করিয়া দিলেন। রাক্ষস গোপনভাবে ঘৃতপক্ক সমাংস অন্নের সহিত নরমাংস মিশাইয়া দিল। ঋষি-বশিষ্ঠ ভোজনে বসিয়া নরমাংস প্রদত্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন, "যে খাদ্য আমায় দিয়াছ, তাহাই তোমার খাদ্য হউক।" রাজাও প্রতিশাপ দিবার জন্য জলগণ্ডূষ লইলেন। মহিষী অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। রাজার জলগণ্ডূষ নিক্ষিপ্ত হইল। তাঁহার পাদদেশে সেই তেজঃ-সমন্বিত জল পতিত হইলে চরণদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। সেই অবধি তাঁহার নাম "কল্মাষপাদ" হয়। উ ৬৫

এই রাজার যেখানে যজ্ঞ হইয়াছিল, শত্রুঘ্ন বাল্মীকি-আশ্রম-সন্নিকটে সেই ভূমি দেখিয়াছিলেন। উ ৬৫

বীর্য্যসহ—সৌদাস রাজার পুত্র।† উ ৬৫

দণ্ড—সত্যযুগে মনু রাজা, তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু; ইক্ষ্বাকুর এক শত পুত্র; সর্ব্বকনিষ্ঠটী মূঢ় ও মূর্খ। অবশ্যই তাহার দণ্ড হইবে, ইক্ষ্বাকু এই ভাবিয়া তাহার নাম রাখিলেন "দণ্ড"। বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যভাগ তাঁহার রাজ্য হইল। দণ্ড তথায় এক উত্তম নগরী স্থাপিত করিয়া নাম রাখেন, "মধুমন্ত"। উ ৭৯

---

* প্রবৃদ্ধ শাপপ্রভাবে মাংসাশী রাক্ষস হন; পরে ইঁহারই নাম "কল্মাষপাদ" হইয়াছিল। (সৌদাস রাজারই নামান্তর।) ইনি রঘু-পুত্র, রঘুর নামান্তর সুতরাং সুদাস। বা ৭০, অ ১১১

† মিত্রসহ—নামান্তর। মতান্তরে ইনিই সৌদাস—সুদাস রাজার পুত্র। ইঁহার নাম—প্রবৃদ্ধ, কল্মাষপাদ ইত্যাদি। সুদাস তাহা হইলে হইতেছেন রঘু। উ ৭৮, ৬৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শুক্রাচার্য্যকে ইনি পৌরোহিত্যে বরণ করেন। রাজা একদিন মধুর চৈত্রমাসে শুক্রাচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হন। ঋষি আশ্রমে ছিলেন না, তাঁহার সুন্দরী কুমারী কন্যা অরজা বেড়াইতেছিল—রাজা দেখিতে পান। দেখিয়াই কামে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি বল প্রকাশ করিলেন ও পরে স্বস্থানে প্রস্থিত হইলেন। উ ৮০

শুক্রাচার্য্য আশ্রমে আসিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া অভিশাপ দিলেন। "দুর্ম্মতি রাজা দণ্ড পাপাচারী—সপ্তরাত্রের মধ্যে পুত্র সৈন্য ও বাহনগণের সহিত বিনষ্ট হইবে। ইন্দ্র সুমহৎ পাংশু বর্ষণ করিয়া এই দুর্ম্মতির রাজ্যের শতযোজন পর্য্যন্ত ধ্বংস করিবেন। যতদূর পর্য্যন্ত দণ্ডের রাজ্য বিস্তৃত আছে, ততদুর পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী অঙ্গার বর্ষণে বিনষ্ট হইবে।" বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দণ্ড রাজার রাজ্য; সত্যযুগে এইরূপে ধ্বংস হইয়া কালে অরণ্যে পরিণত হয় এবং দণ্ডকারণ্য আখ্যা লাভ করে। উ ৮১

পরে এই অরণ্যে তাপসেরা বাস করিতেন বলিয়া ইহার অংশবিশেষের নাম "জনস্থান"। উ ৮১

ক্ষুপ—মনুষ্যদিগের আদি রাজা। সত্যযুগের আদিতে মনুষ্যগণের রাজা ছিল না। বাসব দেবগণের রাজা ছিলেন। মনুষ্যগণ রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট সমাগত হইয়া রাজা প্রার্থনা করিল। ব্রহ্মা দেবতাদিগকে অংশ দিতে বলিয়া ক্ষুপ অর্থাৎ শব্দ করিয়া হাঁচিলেন—অমনি "ক্ষুপ" নামে রাজা জন্মগ্রহণ করিলেন। দেবতাগণের অংশ লইয়া ইনিই মনুষ্যগণের আদি রাজা হইয়া পৃথিবীকে বশে আনেন। উ ৭৬

অপর ক্ষত্রিয়গণ।

জনক—বিখ্যাত রাজর্ষি সীরধ্বজ। মিথিলা (বিদেহ) অধিপতি। সীতার পিতা। বা ৭১
"জনক" ইঁহাদের কুলোপাধি।

বিখ্যাত হরধনু পুরুষানুক্রমে ইঁহাদের গৃহে ছিল। ("হরধনু" দেখ) বা ৬৬

যজ্ঞক্ষেত্রে হল কর্ষণ করিতে করিতে অযোনিজা তনয়া সীতাকে প্রাপ্ত হন। বা ৬৬

জনক—নিমি রাজার পৌত্র। ইঁহার নামানুসারেই জনক-বংশ। বা ৭১

সীতার পিতা জনক ইঁহার বিংশতি পুরুষ অধস্তন। বা ৭১

দেবরাত—নিমিকুলোদ্ভব রাজা। ইঁহার যজ্ঞে তুষ্ট হইয়া বরুণ ও দেবগণ ইঁহার নিকট হরধনু অর্পণ করেন। বা ৬৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিমি—প্রসিদ্ধ বংশের আদিপুরুষ। ইনি ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণ মধ্যে দ্বাদশ। উ ৬৫

রাজা যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার আশয়ে বশিষ্ঠকে বরণ করিতে ইচ্ছা করেন; বশিষ্ঠ তখন ইন্দ্রের যজ্ঞে ব্রতী ছিলেন, তিনি নিমিকে অপেক্ষা করিতে বলেন। নিমি তাহা না করিয়া মহর্ষি গৌতমকে যজ্ঞে বরণ করিয়া ফেলিলেন। বশিষ্ঠ ফিরিয়া আসিয়া ঘটনা দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিমি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। রাজা তখন নিদ্রিত, সাক্ষাৎ হইল না। তখন বশিষ্ঠ অবসর পাইয়া নিমিকে শাপ দিলেন, "তোমার দেহ চেতনা-বিহীন হউক।" রাজাও বশিষ্ঠকে প্রতিশাপ দেন, "তুমিও বহুকাল চেতনাশূন্য থাকিবে।" উ ৫৫

নিমির যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে ভৃগু তাঁহার চেতনা সম্পাদন করেন; দেবতারা সেই চেতনাকে বর দিয়া কহিলেন, "বল, তুমি কোথায় থাকিবে?" নিমি-চেতনা কহিল, "আমি সর্ব্বভূতগণের নেত্রমধ্যে থাকিব।" দেবগণ কহিলেন, "তথাস্তু"। সেই অবধি জীবগণের চক্ষে—নিমেষ। উ ৫৭

মিথি—নিমি রাজার পুত্র। বশিষ্ঠ-শাপে চেতনাশূন্য নিমি-দেহ ঋষিগণ যজ্ঞভূমিতে অরণি রূপে কল্পিত করিয়া সবিশেষ তেজঃ-সহায়ে মন্ত্রহোম দ্বারা মন্থন করিতে লাগিলেন; সেই মন্থন হইতে এক মহাতপা পুত্র প্রাদুর্ভূত হইল। মন্থন হইতে জাত বলিয়া ইঁহার নাম "মিথি"। জনন হইতে জন্ম বলিয়া "জনক" এবং বিদেহ (অচেতন দেহ?) হইতে জন্ম বলিয়া ইঁহার অন্য নাম "বৈদেহ"। উ ৫৭

কুশধ্বজ—রাজর্ষি সীরধ্বজ জনকের ভ্রাতা। ভরত শত্রুঘ্নের শ্বশুর। সাঙ্কাশ্যাপুরীর অধিপতি। বা ৭১

উদাবসু, নন্দিবর্দ্ধন, সুকেতু, বৃহদ্রথ, মহাবীর, সুধৃতি, ধৃষ্টকেতু, হর্য্যশ্ব, মরু, প্রতীন্ধক, কীর্ত্তিরথ, দেবমীঢ়, বিবুধ, মহীধ্রক, কীর্ত্তিরাত, মহারোমা, স্বর্ণরোমা, ও হ্রস্বরোমা—নিমিকুলোদ্ভব রাজগণ। রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ। বা ৭১

কুশ—প্রসিদ্ধ কুশিক বংশের আদিপুরুষ। স্বয়ম্ভুর পুত্র। ধর্ম্মশীল রাজর্ষি। বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বপুরুষ। বা ৩২

গাধি—কুশ রাজার পৌত্র; কুশনাভের পুত্র। বিশ্বামিত্রের জনক। বা ৩৪

কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজাঃ, বসু—কুশ রাজার পুত্র। চারি জনে চারি পুরী প্রতিষ্ঠিত করেন। বা ৩২

কুশাম্ব হইতে কৌশাম্বী নগরী, কুশনাভ হইতে মহোদয়, অমূর্ত্তরজাঃ হইতে ধর্ম্মারণ্য এবং বসু হইতে গিরিব্রজ নগর সংস্থাপিত হয়। বা ৩২

কুশনাভ রাজার কন্যা সংক্রান্ত উপাখ্যান—(দেবগণ মধ্যে "পবন" দেখ) বা ৩২, ৩৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিশ্বামিত্র—("ঋষিগণ" মধ্যে এই নাম দেখ।)

হবিষ্পন্দ, মধুষ্পন্দ, দৃঢ়নেত্র, মহারথ*—রাজা বিশ্বামিত্রের চারি পুত্র। বা ৫৭

বশিষ্ঠের নিকট পরাভূত হইয়া রাজা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রবলে ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক তপস্যার্থ গমন করেন। তাঁহার রাজর্ষিত্ব পাইবার পূর্ব্বে এই পুত্রগণ উৎপন্ন হয়। বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্ব তখন বহুদূরে—সুতরাং এগুলি ক্ষত্রসন্তান। বা ৫৭

সুমতি—বিশালাধিপতি। বিশ্বামিত্র বালক রাম লক্ষ্মণকে লইয়া যখন মিথিলায় যাইতেছিলেন, ইনি অতিথি-সৎকারে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। বা ৪৮

বিশাল, হেমচন্দ্র, সুচন্দ্র, ধূম্রাশ্ব, সৃঞ্জয়, সহদেব, কুশাশ্ব, সোমদত্ত, কাকুৎস্থ† —বিশালাধিপতি সুমতির পূর্ব্বপুরুষগণ। বিশাল,রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা। ইক্ষ্বাকুপুত্র। বা ৪৭

শৈব্য—রাজা। সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া শ্যেনপক্ষী ও কপোতকে স্বীয় দেহ-মাংস প্রদান করিয়াছিলেন। অ ১২

অলর্ক—রাজা। আপনার চক্ষু উৎপাটন করিয়া কোন এক অন্ধ-ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সদ্গতি লাভ করেন। অ ১২

জনমেজয়, ধুন্ধুমার—অন্ধক মুনি মৃত পুত্রকে এই পুণ্যশীলদিগের গতি লাভ করিবার আশীর্ব্বাদ দেন। অ ৬৪

নল—রাজা। দময়ন্তীর পতি। ইঁহাদের প্রণয় দাম্পত্য-প্রেমের আদর্শ। সীতা ইঁহার পত্নীর সহিত উপমিত। নিষধরাজ। সু ২৪

সত্যবান্—দ্যুমৎসেন-পুত্র। সাবিত্রীর পতি। ইঁহাদের প্রণয়ও দাম্পত্য-অনুরাগের আদর্শ। সু ২৪

দ্যুমৎসেন—রাজা। সত্যবানের জনক। অ ৩০

দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরুরবা—রাবণের দিগ্বিজয়কালে ইঁহারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া পরাজয় স্বীকার করেন। উ ১৯

বুধ—সোমের পুত্র। (ঋষি ?) উ ৮৮

ইনি তপস্যা করিতেছিলেন, স্ত্রীরূপী ইল-রাজা বেড়াইতে বেড়াইতে ইঁহার নিকটে আসেন। ত্রৈলোক্যসুন্দরীর রূপ দেখিয়া বুধের ধ্যান ভঙ্গ হইল। উ ৮৮

তিনি আপন পরিচয় দিয়া কহিলেন, "সুন্দরি তুমি আমায় ভজনা কর।" ইলা উত্তর দিলেন, "আমি স্বাধীনা, তোমারই বশবর্ত্তিনী হইলাম, এক্ষণে যেরূপ ইচ্ছা তাহাই কর।" উ ৮৯

---

* হবিষ্যন্দ, মধুষ্যন্দ, দৃঢ়নেত্র, মহোদর।—নামান্তর।

† কাকুৎস্থ—সোমদত্তের পুত্র, সুমতির পিতা ; কোন কোন গ্রন্থে নামটা নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইল রাজা যখন স্ত্রী হইতেন, বুধ সুখবিহারে প্রবৃত্ত হইতেন; যখন তিনি পুরুষ থাকিতেন, বুধ তপস্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমশঃ বুধের ঔরসে ইঁহার গর্ভসঞ্চার হইল, তিনি নবম মাসে এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্র পুরুরবা। উ ৮৯

ইনি ইলের পুনরায় একেবারে পুরুষত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন। উ ৯০

ইল—কর্দ্দম প্রজাপতির পুত্র। বাহ্লীক* দেশের রাজা। উ ৮৭

মহাবাহু ইল একদা মধু মাসে বলবাহন সহিত এক মনোহর কাননে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগয়া করিতে করিতে, কার্ত্তিকেয় যে স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হন। তখন সেখানে দেব ত্রিলোচন রমণী সাজিয়া শৈলরাজনন্দিনীর সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। ঐ বনদেশের যে কোন স্থানে যে কোন প্রাণী ছিল, মহাদেবের ইচ্ছানুসারে সকলেই স্ত্রী হইয়া যাইতেছিল। উ ৮৭

রাজা ইল সেখানে আসিবামাত্র বলবাহন সমেত রমণী হইয়া গেলেন। রাজা মহা দুঃখিত হইয়া হরপার্ব্বতীর সাধ্য-সাধনা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী বর দিলেন, রাজা একমাস স্ত্রী হইয়া ইলা ও একমাস পুরুষ হইয়া ইল থাকিবেন। উ ৮৭

এক সময়ে ইলা পর্ব্বত মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে চন্দ্রতনয় তপস্যারত বুধের নেত্রপথে আইসেন। পরস্পর মনোমিলন হইলে বুধের সহযোগে ইলার এক পুত্র হইল, তিনিই স্বনামখ্যাত পুরুরবা। উ ৮৯

পুত্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া মহর্ষি কর্দ্দম অন্যান্য মুনিগণের সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞ করান। রাজা মরুত্ত এই যজ্ঞের আয়োজন করিয়া দেন। ইল একেবারে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হন। উ ৯০

শশবিন্দু—বাহ্লীক দেশের রাজা। ইলরাজার (পুরুষ অবস্থার) পূর্ব্বেকার পুত্র। উ ৮৯

পুরুরবা—ইল রাজার স্ত্রী-অবস্থার পুত্র। উ ৮৯

প্রতিষ্ঠান পুরীর রাজা, উর্ব্বশীকে দিন কতক ভোগ করিয়াছিলেন। উ ৫৬

আয়ু—পুরুরবা-উর্ব্বশীর পুত্র। উ ৫৬

নহুষ—আয়ুর পুত্র। বৃত্রাসুরকে বজ্রদ্বারা আঘাত করিয়া ইন্দ্র পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলে নহুষ রাজা শতসহস্রবর্ষ দেবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। উ ৫৬

পুরু ও যদু—যযাতি রাজার পুত্রদ্বয়। দেবযানীর গর্ভে যদু ও শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে পুরুর উৎপত্তি। উ ৫৮

দুষ্মন্ত—ইনি † এবং অন্যান্য কয়েকজন রাজা রাবণের দিগ্বিজয়-কালে তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া পরাজয় স্বীকার পূর্ব্বক রক্ষা পান। উ ১৯

যযাতি—নহুষ রাজার পুত্র। ইঁহার দুই ভার্য্যা। প্রথমা—বৃষপর্ব্বের দুহিতা, দিতির পৌত্রী

---

* বাহ্লি দেশ। † রামায়ণে দুষ্মন্ত আছেন, শকুন্তলা নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শর্ম্মিষ্ঠা ; দ্বিতীয়া—শুক্রাচার্য্য দুহিতা দেবযানী। শর্ম্মিষ্ঠা রাজার প্রিয়তমা ছিলেন। উ ৫৮
দেবযানী ইহাতে আপনাকে অবমানিত বোধ করিয়া পিতার নিকট দুঃখ জানান। শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে অভিশাপ দেন, তাহাতে রাজা তরুণ বয়সে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। উ ৫৮

শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুত্র পুরু, এবং দেবযানীর গর্ভজাত পুত্র যদু। রাজা যদুকে বলেন "আমি এখনও বিষয়-সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হই নাই, অতএব তুমি আমার হইয়া এই জরা গ্রহণ কর।" যদু সম্মত হইলেন না। পুরুকে বলিলে তিনি সাদরে পিতার জরা গ্রহণ করিলেন। যযাতি পুনরায় যুবা হইয়া নানা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করণান্তর পুরুর নিকট হইতে আপন জরা ফিরাইয়া লইয়া তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর করিলেন। উ ৫৯

যদুকে অভিশাপ দিলেন "তুমি রাক্ষসগণের জনক হইবে, তোমার সন্তানেরা চন্দ্রবংশচ্যুত এবং দুর্ম্মতি হইবে।" উ ৫৯

শ্বেত—বিদর্ভ নরপতি সুদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উ ৭৮

পিতার মৃত্যুর পর রাজা হইয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া আয়ু বিগতপ্রায় বুঝিয়া কনিষ্ঠ সুরথকে রাজ্য অর্পণ পূর্ব্বক তপস্যা করিবার নিমিত্ত বনে গমন করেন। কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। উ ৭৮

কিন্তু সেখানে গিয়াও ক্ষুধা ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রজাপতিকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহেন "খাইয়া দাইয়া তপ করিয়াছ, কখনও কাহাকেও কিছু দান কর নাই ; তজ্জন্য স্বর্গে আসিয়াও ক্ষুধা-তৃষ্ণার হাত এড়াইতে পার নাই। তুমি এক্ষণে আহারদ্বারা পরিপুষ্ট নিজ মৃতদেহ ভক্ষণ কর ; সে দেহ তোমার তপস্যাক্ষেত্রে এক সরোবরে ভাসিতেছে ; মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য একদিন সেখানে আসিবেন, তখন তুমি শাপমুক্ত হইবে।" উ ৭৮

রাজা স্বর্গ হইতে বিমানে চড়িয়া আসিয়া ভাসমান শব খাইতেন। একদা অগস্ত্য ঋষি দেখিতে পান ; নিকটে আসিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা তাঁহাকে সকল তত্ত্ব অবগত করাইয়া শাপমুক্ত হন। যাইবার সময় ঋষিকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কারসকল ও নানা বস্তু প্রদান করেন। উ ৭৮

অগস্ত্য রামকে এই সমস্ত অলঙ্কার উপহার দিয়া এই গল্প বলিয়াছিলেন। উ ৭৮

সুদেব—বিদর্ভনরপতি। ইহাঁর পুত্র শ্বেত। উ ৭৮

সুরথ—বিদর্ভরাজ শ্বেতের ভ্রাতা। কনিষ্ঠকে* রাজ্য অর্পণ পূর্ব্বক শ্বেত বনে যান। উ ৭৮

মরুত্ত—উশীরবীজ প্রদেশের রাজা। উ ১৮

ইনি যজ্ঞ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দিগ্বিজয়ী রাবণ ইহাঁর স্থানে উপস্থিত হইয়া

* স্থলবিশেষে সুরথ জ্যেষ্ঠ—কিন্তু কনিষ্ঠ শ্বেত পিতার পর রাজা হন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হয় রণ, নয় পরাজয়-স্বীকার,—প্রার্থনা করেন। রাজা যুদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন, পুরোহিত সম্বর্ত্ত নিবারণ করিলেন। রাবণ যজ্ঞাগত মহর্ষিগণকে ভক্ষণ করিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া গেলেন। যজ্ঞে উপস্থিত দেবগণ রাবণ-ভয়ে বিবিধ পশু-রূপ ধারণ করিয়া আত্মরক্ষা করেন। উ ১৮

রাবণ চলিয়া গেলে দেবগণ নিজ নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপকারী পশুদিগকে রূপ-বৃদ্ধির বর দিয়াছিলেন। উ ১৮

তৃণবিন্দু—রাজর্ষি। মেরুগিরির পার্শ্বে ইঁহার আশ্রম। ইঁহার কন্যা গর্ভিণী হইবার পর পুলস্ত্য ঋষি তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের পুত্র বিশ্রবা। উ ২

অর্জ্জুন—কার্ত্তবীর্য্য। হৈহয়াধিপ। সহস্র-বাহু মহাবীর। মাহিষ্মতীপুরীর রাজা। উ ৩১

রাবণ পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে করিতে ইঁহার নগরে উপস্থিত হন; উপস্থিত হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করেন। রাজা তখন স্ত্রীগণসহ নর্ম্মদা নদীতে জলবিহারে গিয়াছিলেন। রাবণ ক্রমে তথায় উপস্থিত হইলে, দুই মহাবীরে মহা যুদ্ধ বাধিল। অর্জ্জুন সমগ্র রাক্ষসী সেনাকে পরাজিত করিয়া ভীষণ গদাযুদ্ধে রাবণকে ভূপাতিত করিয়া বন্ধন-পূর্ব্বক স্বপুরে আনয়ন করেন। উ ৩২

মহর্ষি পুলস্ত্য পৌত্রের দুর্দ্দশা সংবাদ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের সকাশে আগমনপূর্ব্বক রাবণকে মোচন করান। এই সময়ে দুই বীর পরস্পর-হিংসা-নিবারক বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। উ ৩৩

মুনি জমদগ্নি বৈষ্ণব-ধনু পরিত্যাগ করিলে ইনি অধর্ম্ম-বুদ্ধি আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহাকে বধ করেন। বা ৭৫

পরশুরাম পিতৃ-নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধভরে বর্দ্ধনশীল ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করেন। বা ৭৪

সুধন্বা—সাঙ্কাশ্যা নরপতি। বা ৭১

মিথিলা রাজ্য অবরোধ করিবার নিমিত্ত আগমন করেন। হরধনু ও জানকী প্রার্থনা করিলে জনকরাজ অসম্মত হন; তাহাতে তুমুল সংগ্রাম বাধে। যুদ্ধে সুধন্বা পরাজিত ও নিহত হন। তাঁহার রাজ্যে—সাঙ্কাশ্যা-পুরীতে—জনক-ভ্রাতা কুশধ্বজ অধিষ্ঠিত হইলেন। বা ৭১

লোমপাদ—অঙ্গদেশের রাজা। দশরথের সখা। শান্তার জনক। বা ১১

ইনি স্বরাজ্যে অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে বারাঙ্গনাদ্বারা বন হইতে ভুলাইয়া আনাইয়া আপন জামাতা করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করেন। শ ১০

অশ্বপতি—কেকয়রাজ। কৈকেয়ীর পিতা। ভরতের মাতামহ। অ ৭৪

রাম রাজা হইবার সময় পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন—ইহার অল্পদিন পরেই বোধ হয় কাল কবলিত হন। উ ৩৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যুধাজিৎ—কেকয়-রাজপুত্র। ভরতের মাতুল। ইনি মধ্যে মধ্যে অযোধ্যায় আসিতেন।* বা ৭৩

ইঁহার পরামর্শে ভরত গন্ধর্ব্বদেশ জয় করিয়া পুত্রদিগকে রাজা করিয়া দেন। উ ১০০

প্রতর্দ্দন—কাশীরাজ। রামের বয়স্য। ৩৮

ইনি ভরতের সহিত রামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ করিয়া দেন।

লঙ্কাযুদ্ধ সাহায্যার্থ ভরতের সহিত বিস্তর উদ্যোগ করিয়াছিলেন। উ ৩৮

ভানুমান্† —কোশলরাজ। বা ১৩

কোশলরাজ, মগধরাজ, পূর্ব্বদেশীয় রাজগণ, সিন্ধুসৌবীর দেশীয়, সৌরাষ্ট্র-দেশীয় এবং দাক্ষিণাত্য রাজগণ—রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে এই সকল রাজাকে মিথিলা, কাশী, কেকয়, অঙ্গ ইঁহাদের সহিত নিমন্ত্রণ করা হয়। বা ১৩

দ্রাবিড়, সিন্ধুসৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী, কোশলা—দশরথ কৈকেয়ীকে কহেন, "এ সকল রাজা আমার শাসনাধীন।" অ ১০

নৃগ—ব্রাহ্মণভক্ত এক মহা যশস্বী রাজা। কোন সময়ে পুষ্করতীর্থে ইনি ব্রাহ্মণকে এক-কোটি গাভী সম্প্রদান করেন। তাহাতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি সবৎসা ধেনু দৈবাৎ সেই গাভী সকলের সহিত প্রদত্ত হইয়া যায়। যাঁহার ধেনু হারাইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণ দেশদেশান্তরে আপন গাভী অন্বেষণ করিতে করিতে কলখল দেশে এক পণ্ডিতের গৃহে সেটীকে দেখিতে পান। দেখিয়া ডাক দিবা মাত্র গাভীটি পূর্ব্বস্বামীর অনুসরণ করিল। তখন যে সেটীকে পালন করিতেছিল, সে কহিল, "এ গাভী আমার, আমায় নৃগ নৃপতি দান করিয়াছেন।" বিবাদ মিটাইবার জন্য উভয়ে নৃগ রাজার নিকট গমন করিল। কিন্তু রাজদ্বারে বহুদিবস অপেক্ষা করিয়াও প্রবেশের অনুমতি মিলিল না। তখন উভয়েই কুপিত হইয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন, "আমরা প্রয়োজনবশতঃ অর্থী হইয়া আগমন করিয়াছি, কিন্তু তুমি রাজা হইয়া আমাদিগকে দর্শন দিলে না, অতএব তুমি কৃকলাশ হও; কৃকলাশ হইয়া বহু সহস্র বৎসর গর্ত্তমধ্যে সর্ব্বজীবের অদৃশ্য হইয়া বাস কর। কলিযুগের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিষ্ণু মনুষ্যবিগ্রহধারী হইয়া বাসুদেব যদুকুলে উৎপন্ন হইবেন; পৃথিবীর ভারহরণে অবতীর্ণ সেই নর-নারায়ণ-ঋষিই তোমাকে শাপমুক্ত করিবেন।" উ ৫৩

বসু—নৃগ রাজার পুত্র। পিতা গর্ত্তে প্রবেশ করিলে ইনি রাজা হন। উ ৫৪

---

* কেকয়রাজ যুধাজিৎ ভরতকে বিস্তর উপহার দিতেন, কিন্তু রাম রাজা হইয়া যুধাজিৎকে ধন রত্ন উপহার দিলে যুধাজিৎ কহিলেন, "তোমার ধন রত্ন তোমারই থাক।" অযোধ্যাকাণ্ড ৮১ সর্গে একটি যুধাজিৎ নাম আছে, টীকাকার বলেন, এটী কোন মন্ত্রীর নাম।

† কেহ ভানুমান্ নাম ধরিয়াছেন। কেহ কোশল-রাজের বিশেষণ করিয়াছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রহ্মদত্ত—পবিত্রস্বভাব এক নরপতি। একদা কালরূপী গৌতম নামক ব্রাহ্মণ ইঁহার গৃহে আসিয়া ভোজন প্রার্থনা করেন। রাজা সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দিলেন, খাদ্যের সঙ্গে কিরূপে মাংস মিশ্রিত ছিল। তদ্দর্শনে মুনি রাজাকে ক্রোধভরে অভিসম্পাত করেন, "তুই গৃধ্র হ।" রাজা অনেক কাকুতি মিনতি করিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া যান, "ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে এক রাজা হইবেন, তিনি তোমাকে স্পর্শ করিলে তুমি শাপমুক্ত হইবে।" ব্রহ্মদত্ত গৃধ্র হইয়াই ছিলেন। রামের রাজত্বকালে সেই গৃধ্র অযোধ্যার রাজোদ্যানে এক উলূকের বাসা অধিকার করিয়া বলিল, "এ বাসা আমার।" উলূক যাইয়া রামের নিকট অভিযোগ করিল। রাম বিবাদস্থলে উপস্থিত হইয়া উলূককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এ বাসা কত দিন?" সে বলিল, "এই পৃথিবী যতকাল বৃক্ষ দ্বারা সুশোভিত, তদবধি আমার এই বাসা নির্ম্মিত হইয়াছে।" গৃধ্রকে জিজ্ঞাসা করা হইল, "তোমার এ বাসা কত দিন?" গৃধ্র উত্তর করিল, "যতদিন মনুষ্য উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আকীর্ণ হইয়াছে, তদবধি আমি এই গৃহে বাস করি।" সৃষ্টি পদ্ধতি অনুসারে মনুষ্যের অগ্রে বৃক্ষের সৃজন, সুতরাং রাম বুঝিলেন—বাসা উলূকেরই বটে। গৃধ্র চোর, অত্যাচারী। রাম গৃধ্রকে দণ্ড দিতে যান, এমন সময় দৈববাণী হইল, "গৃধ্রকে আর মারিবেন না, গৌতম-শাপে এ দগ্ধ হইয়া রহিয়াছে; এক্ষণে ইহাকে স্পর্শ করুন, এ শাপমুক্ত হউক।" রাম তাহাই করিলে সে দিব্য কলেবর প্রাপ্ত হইল। উ ৫৯

অনুচরবর্গ।

গুহ—নিষাদাধিপতি। অযোধ্যার পর গঙ্গাতীরে শৃঙ্গবেরপুর ইঁহার রাজধানী। ইনি রামের প্রিয়সখা ছিলেন। অ ৫০

বনগমনকালে রাম শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হইলে ইনি সপরিজনে আসিয়া বিস্তর আতিথ্যের বন্দোবস্ত করেন। রাম ইঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া কেবল অশ্বের ঘাস লইলেন। অ ৫০

ভরত যখন সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে রামকে ফিরাইতে যাইতেছিলেন, ইনি তাঁহাকে রামের শত্রু ভাবিয়া তদীয় পথরোধ করিবার উদ্যোগ করেন; পরে তথ্য শুনিয়া পথ সাদরে ছাড়িয়া দেন। অ ৮৪, ৮৫

সুমন্ত্র—দশরথ রাজার অর্থবিৎ সচিব। অতি বিশ্বস্ত পারিষদ। বা ৭

ইঁহার রাজ-অন্তঃপুরেও প্রবেশাধিকার ছিল। রাম-বনবাসকালে ইনি স্বয়ং কৈকেয়ীকে কড়া কথা শুনাইয়াছিলেন। অ ১৪

বৃদ্ধ সারথি। অ ৩৫

৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রামের বনবাসকালে দশরথের আদেশে ইনিই রথ চালাইয়া রামকে অযোধ্যা পার করিয়া দিয়া আসেন। অ ৩৯, ৫২

সীতার বনবাস সময়েও ইনিই লক্ষ্মণ-সহ দেবীকে গঙ্গা অবধি রথে লইয়া যান। উ ৪৬

ইনিই দশরথের পুত্রোৎপত্তি সংক্রান্ত পুরাবৃত্ত ও অঙ্গরাজের ঋষ্যশৃঙ্গ আনয়ন বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করেন। বা ৯

সীতা বিসর্জ্জনকালে ইনি দশরথের বংশাবলী সম্বন্ধে দুর্ব্বাসার কথিত গূঢ় বৃত্তান্ত লক্ষ্মণের নিকট কীর্ত্তন করেন। উ ৫০

বনগমনকালে রাম কহেন, "সুমন্ত্র, ইক্ষ্বাকুবংশে তোমার সদৃশ সুহৃৎ আর কাহাকেও দেখি না।" অ ৫২

ধৃতি—(ভরতের মন্ত্রী ?) বনে রাম-দর্শনকালে ভরত প্রথমে সুমন্ত্র ও ইঁহার সহিত জ্যেষ্ঠের সন্নিহিত হইয়াছিলেন। অ ৯৩

সুদামন—জনক রাজার মন্ত্রী। বা ৭০

সিদ্ধার্থ—দশরথের প্রিয়পাত্র বৃদ্ধ। রাম-বনগমনকালে কৈকেয়ীকে উপদেশ দিতে গিয়া নিষ্ফল হন। অ ৩৬

চিত্ররথ—রামের অতিবৃদ্ধমন্ত্রী ও সারথি। বনগমনকালে রাম ইঁহার ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করিয়া যান। অ ৩২

ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, সুমন্ত্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্ম্মপাল—দশরথের মন্ত্রিগণ। ইঁহারা ব্রাহ্মণেতরবর্ণ আট মন্ত্রী। বা ৭

সিদ্ধার্থ, বিজয়, জয়ন্ত, অশোকনন্দন—অযোধ্যার রাজদূত। দশরথের প্রাণ-বিয়োগ ঘটিলে ইঁহারা ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে গিয়াছিলেন। অ ৬৮

বিজয়, মধুমত্ত, কাশ্যপ, মঙ্গল, কুল, সুরাজি, কালিয়, ভদ্র, দন্তবক্র, সুমাগধ—রামের বয়স্যগণ। ইঁহাদের মধ্যে ভদ্র* রাম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়াছিলেন, "প্রজাগণ সীতাসম্বন্ধে কাণাঘুষা করিতেছে।" অপর সকলে সায় দিয়াছিলেন। উ ৪৩

স্ত্রীগণ।

সীতা—রাম-ভার্য্যা। জনকরাজ-দুহিতা। জানকী। বৈদেহী। বা ১৬

বিষ্ণুর মোহিনী-মূর্ত্তির ন্যায় হৃদয়হারিণী—রমণীকুলমণি। বা ১

জনক-রাজর্ষি হল দ্বারা যজ্ঞভূমি শোধন করিতেছিলেন, লাঙ্গল-পদ্ধতি হইতে এক কন্যা উত্থিতা হয় ; ক্ষেত্রে হলমুখ হইতে উৎপন্না বলিয়া নাম "সীতা।" বা ৬৬

---

* গুপ্তচর দুর্ম্মুখের উল্লেখ বাল্মীকিতে নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জনক এই অযোনিসম্ভবা কন্যাকে হরধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বীর্য্যশুল্কা করিয়া রাখেন; রাম ষোড়শবর্ষ বয়সে হরধনু ভঙ্গ করিয়া ইঁহাকে লাভ করেন। বা ১৭

সীতার ছয় বৎসর বয়সে বিবাহ হয়,* অষ্টাদশ বর্ষে পতিসহ বনে যান। আ ৪৭

অগস্ত্য স্ত্রীজাতিকে বিষম নিন্দা করিয়া সীতা-সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ইনি অরুন্ধতী সম পতিব্রতা।" আ ১৩

বনগমনকালে রাম সীতাকে সঙ্গে লইতে সম্মত হইতেছিলেন না; তাহাতে দেবী কহেন, "পিতা মাতা উপদেশ দিয়াছেন যে, 'সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে'; অতএব নাথ, তুমি যদি অদ্যই বনে গমন কর, আমি পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব।·········আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য চাহি না, তোমার সহবাসই বাঞ্ছনীয়; তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের সুখও আমার স্পৃহণীয় নহে।" অ ২৭

তথাপি রাম একান্ত অসম্মতি প্রকাশ করিলে দেবী অভিমান সহকারে উপহাস করিয়া কহিলেন, "নাথ, আমার পিতা যদি তোমাকে আকারে পুরুষ ও স্বভাবে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে তোমার হস্তে কখনই আমায় সম্প্রদান করিতেন না। লোকে বলিয়া থাকে, "প্রখর সূর্য্য অপেক্ষা রামের তেজ; এ কথা প্রলাপ হইয়া গেল দেখিতেছি।" অ ৩০

বনবাস গমনের নিমিত্ত কৈকেয়ী চীর আনিয়া দিলেন। সীতা কিরূপে চীর বন্ধন করিতে হয় জানিতেন না। একখণ্ড কণ্ঠে অপর খণ্ড হস্তে লইয়া লজ্জাবনত মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাম নিকটে আসিয়া কৌশেয়-বস্ত্রের উপর চীর বন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। অ ৩৭

বনে রামের অনুরূপ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া সীতা উদ্বিগ্ন হইয়া লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থ গমনে ত্বরা দিতে লাগিলেন; লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞা স্মরণ করিয়া যাইতে অভিলাষী হইতেছিলেন না; তখন জানকী ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "তুমি এরূপ অবস্থাতেও যখন রামের সন্নিহিত হইতেছ না, তখন তুমি একজন তাঁহার মিত্ররূপী শত্রু। তুমি আমাকে লইবার জন্য তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতেছ। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তুমি কেবল আমারই লোভে তাঁহার নিকট গমন করিলে না। তোমার ভ্রাতৃস্নেহ কিছুমাত্র নাই, তাঁহার বিপদ তোমার অভীষ্ট হইতেছে।" লক্ষ্মণ যখন বুঝাইতে লাগিলেন, "ও সব রাক্ষসী মায়া, তোমাকে আমি একাকী রাখিয়া যাইতে সাহস করি না।" তখন জানকী রোষারুণনেত্রে কহিলেন, "নৃশংস, কুলাধম,·········তোর দ্বারা যে পাপ অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে; তুই কপট, ক্রূর ও জ্ঞাতিশত্রু। দুষ্ট, এক্ষণে

---

* জনক রাজা বিশ্বামিত্রকে বলেন, "সীতা বিবাহযোগ্য বয়ঃ প্রাপ্ত হইল; অনেকানেক রাজা আসিয়া তাঁহারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি বীর্য্যশুল্কা বলিয়া বিবাহ দিই নাই। বা ৬৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তুই ভরতের নিয়োগে বা স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবেই হউক, আমার জন্য একাকী রামের অনুসরণ করিতেছিস্, কিন্তু তোদের মনোরথ কখন সফল হইবার নহে।" আ ৪৫

চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের শেষ বর্ষের প্রথমে রাবণ ইঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। প্রথমতঃ আপন অন্তঃপুর মধ্যে রক্ষা করে; তথায় দেবীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে আপন অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া মিষ্ট কথায় হস্তগত করিতে প্রয়াস পায়; তাহাতে নিষ্ফল হইলে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহে;*—"আমি আর দ্বাদশমাস প্রতীক্ষা করিব, যদি তুমি এত দিনে আমার প্রতি অনুকূল না হও, তবে পাচকেরা তোমায় প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিবে।" আ ৫৬

পরে অনুচরী রক্তমাংসাশী রাক্ষসীগণকে কহিল, "এক্ষণে তোমরা সীতাকে লইয়া অশোকবনে সতত বেষ্টন পূর্ব্বক গোপনে রক্ষা কর এবং কখন বা ঘোরতর গর্জ্জন ও কখন বা শান্তবাক্যে বন্যকরিণীর ন্যায় ইহাকে ক্রমশঃ বশে আনিতে চেষ্টা পাও। আ ৫৬

দেবী এই বনে মলিনবসনে একবেণীধরা হইয়া এক শিংশপা বৃক্ষমূলে অবস্থান করিতেন। সু ১৫

রক্ষোরাজ অশোকবনে সীতাকে নানারূপ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি বিবিধ প্রলোভনে ভুলাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু জানকী নিরবচ্ছিন্ন অনাহারেই থাকিতেন। ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার জন্য দিব্য পরমান্ন প্রেরণ করেন, কিন্তু সীতা—যে অন্ন অমৃতকল্প দেবদুর্লভ—তাহা পাইয়া এবং উহা ইন্দ্রই পাঠাইয়াছেন জানিতে পারিয়া, উহার অগ্রভাগ গ্রহণ পূর্ব্বক এই বলিয়া ভূতলে রাখিলেন যে, "আমার স্বামী ও দেবর প্রাণে বাঁচিয়া থাকুন আর নাই থাকুন, এই তাঁহাদের অন্ন।† কি ৬৩

রাবণবধের পর যখন ইনি পতি-সকাশে আনীতা হইলেন, বহুদিন রক্ষোগৃহবাস-নিবন্ধন লোকলজ্জাভয়ে রাম বহু দুর্ব্বাক্য বলিয়া ইঁহাকে আর গ্রহণ করিতে চাহিলেন না। ল ১১৬

দেবী অপবাদ ঘুচাইতে সর্ব্বসমক্ষে অগ্নিপ্রবেশ করেন। ল ১১৭

অগ্নি মূর্ত্তিমান্ হইয়া সমস্ত দেবগণের সহিত রামের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া রামকে পত্নী প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার বিস্তর স্তুতি করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন,—তিনি বিষ্ণু ও সীতা লক্ষ্মী। ল ১১৯

রাম রাজা হইলে অগস্ত্যাদি তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন, "সীতা স্বয়ং লক্ষ্মী.........রাক্ষসেরা লঙ্কায় তাঁহাকে মাতার ন্যায় রক্ষা করিয়াছিল। উ প্র ৫

---

* হনুমান্ সংবাদ দেন—অশোকবনে দেবী রাবণের কথা শুনেন নাই বলিয়া, রক্ষোরাজ তাঁহাকে বেদম কিল মারিয়াছিল। সু ৫৮

† পশ্চিমের রামায়ণে—ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র আসিয়া সীতাকে অমৃত খাওয়াইয়াছিলেন—এই লইয়া একটা সর্গ অধিক আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া অল্পদিন সংসারী হইয়াই রামচন্দ্র প্রজাদিগের মধ্যে সীতা সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা হইতেছে শুনিয়া দেবীকে গর্ভাবস্থায় বনবাস দেন। উ ৪৮

লক্ষ্মণ যখন দেবীকে বনে বিসর্জ্জন দিলেন, দেবী সংবাদ শুনিয়া প্রথমে মূর্চ্ছিতা হন, পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া বলেন "·········তুমি সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজাকে বলিও, তিনিই আমার পরমগতি; তাঁহার যে কলঙ্ক রটিয়াছে তাহা পরিহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।·········তুমি ভ্রাতৃগণকে যেরূপ দেখ, পুরবাসীদিগকে সেইরূপ দেখিও।········· স্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই গুরু, তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, স্ত্রীলোকের তাহাই কর্ত্তব্য।" উ ৪৮

বনে বাল্মীকির আশ্রমে দেবী আশ্রয়লাভ করেন; তথায় রাজপুত্র কুশলব প্রসূত হয়। উ ৪৯

বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ কুশলব যত্র তত্র গাইয়া বেড়াইত। উ ৬৬, ৯৪

ইহাদের নিকট হইতে ক্রমশঃ সীতার সংবাদ পাইয়া রাম দ্বাদশ বর্ষ পরে* তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ মানসে এক সভা করিয়া দেবীকে শপথ করিতে আহ্বান করেন। উ ৯৭

দেবী আসিয়া কহিলেন, "যদি রাম ভিন্ন আর কেহ আমার মনে স্থান না পাইয়া থাকে, তবে পৃথিবী-দেবী আমাকে অঙ্কে স্থান দিন।" সকলে বিস্মিতনেত্রে দেখিল, ধরিত্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়া সীতাকে লইয়া রসাতলে প্রবেশ করিলেন। উ ৯৭

যদিও রাম জানকীকে বনবাস দিয়াছিলেন, তিনি আর দার-পরিগ্রহ করেন নাই; যজ্ঞাদি কালে সীতার হিরণ্ময়ীপ্রতিমা তাঁহার সহধর্ম্মিণীরূপে বিরাজ করিত। উ ৯৯

কৈকেয়ী—কেকয়রাজ-তনয়া। রাজা দশরথের কনিষ্ঠা† মহিষী। ভরতের জননী।

বৃদ্ধবয়সে তরুণী ভার্য্যা—কৈকেয়ী রাজার মাথার মণি ছিলেন। অ ১০

দশরথ রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক সংবাদ দিতে অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন, প্রেয়সী মহিষী ক্রোধাগারে সুরলোক-পরিভ্রষ্ট সুরনারীর ন্যায় ভূতলে শায়িত! দেখিয়া তাঁহার দেহে কর পরামর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, "একি! তোমার পীড়া কি?······প্রিয়ে তোমার প্রেমে আমার মন একান্ত উন্মত্ত হইয়া আছে, এক্ষণে অকপটে বল, তুমি কাহার উপকার ও কাহারই বা অপকার করিবার বাসনা করিয়াছ?·········দেখ, আমি ও আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলেই তোমার বশংবদ; এক্ষণে বল কোন্ নিরপরাধীকে বধ এবং কোন্ অপরাধীকেই বা মুক্ত করিবে? কোন্ দীন দরিদ্রকে সম্পন্ন এবং কোন্

* গর্ভাবস্থায় সীতা বনে বিসর্জ্জিতা হন, অল্পদিন মধ্যে শত্রুঘ্ন লবণবধার্থ যাত্রাকালে বাল্মীকি-আশ্রমে শুনিয়া যান লবকুশের জন্ম হইল। উ ৭১। দ্বাদশ বর্ষ পরে শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় ফিরিবার সময়ে ঐ আশ্রমে শিশুদ্বয়ের গান শুনিয়াছিলেন, ইহার অল্পদিন পরেই রামের যজ্ঞ হয়; কুশলবের গান ও সীতা-শপথ এই সময়।

† স্থলান্তরে আছে "মধ্যমা"—বোধ হয় ভুল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধনবান্‌কেই বা অসম্পন্ন করিবে? আমি তোমার কোন ইচ্ছারই বিরুদ্ধাচরণে সাহসী নহি; যদি নিজের প্রাণ দিয়াও তাহা পূর্ণ করিতে পারি, এখনি করিতে প্রস্তত আছি। অ ১০

বোধ হয় কৈকেয়ী এমন আদরের সুয়া রাণী হইবার উপযুক্ত পাত্রীও ছিলেন; অসুর বিপক্ষে দশরথ যখন যুদ্ধে যান, তেজস্বিনী রণস্থলে পর্য্যন্ত পতির পার্শ্ববর্ত্তিনী ছিলেন। পতি রণে আহত হইলে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে আরোগ্যলাভ করান। এই সময়েই রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দুই বর দিতে চাহেন, রাজ্ঞী ভবিষ্যতের জন্য তাহা সঞ্চিত রাখেন। অ ১১

রামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ দেখিয়া মন্থরা যখন হিংসায় ক্রোধে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে আসিয়া সংবাদ দিল, কৈকেয়ী তখন আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া কুব্জাকে পুরস্কৃত করিতে যান; স্পষ্টই বলেন, "ভরত আর রাম আমার কাছে সমান।" অ ৭

কুব্জা যখন নিখ্‌তির ওজনে সুবিধা অসুবিধার কথা সূক্ষ্মরূপে বুঝাইয়া দিল, তখন স্ত্রীজন-সুলভ লঘুচিত্তের বিকারে কৈকেয়ী যে "গোঁ" ধরিয়া বাঁকিয়া বসিলেন, রাজার ক্রোধ, ক্ষোভ, গালি, মিনতি, হা হুতাশ, পুরবাসীগণের ভৎর্সনা—এসকলই কেবল অগ্নিতে আহুতি দিল মাত্র। অ ১২

সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবার পর পুত্র উপস্থিত হইলে বড় গর্ব্ব করিয়া জননী বলিতে গেলেন, "বৎস, তোমারই কারণ আমি এই সব ঘটাইয়াছি।" অ ৭২

তাহার উত্তরে যখন পুত্র অশ্রাব্য অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন, তখন তিনি মর্ম্মাহত হইয়া গেলেন। অ ৭৩

ভরদ্বাজ আশ্রমে ভরত যখন মাতুলগণের পরিচয় দিতে গিয়া নিজ জননীকে লঘু করিয়া দেখাইয়া দিলেন, তখন সেই তেজস্বিনী অভিমানিনী অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া অদূরে দীন-মনে পুত্রের অন্তরালে অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। অ ৯২

রাজার অন্যান্য শ্বশুরেরা কেবল কাজ কর্ম্মের সময় নিমন্ত্রিত হইতেন, কেকয়রাজের সঙ্গে কিন্তু সদা সর্ব্বদা তত্ত্ব তারাস চলিত। অ ৭০

ভরত প্রায়ই মাতুলালয়ে থাকিতেন; কেকয়রাজপুত্র যুধাজিৎও অযোধ্যায় ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন। কেকয়রাজই* সাহায্য করিয়া গান্ধার দেশ রামের রাজ্যভুক্ত করিয়া দেন। উ ১০১

কৈকেয়ীকে বিবাহকালে দশরথ কেকয়রাজের নিকট প্রতিশ্রুত হন,—কৈকেয়ীগর্ভজাত পুত্রই তাঁহার পর রাজসিংহাসন পাইবে।† রামের রাজ্যাভিষেককালেও দশরথের

* যুধাজিৎ।

† মূলে কথাটা আছে, "রাজ্যশুল্কং"—কেহ কেহ অন্য অর্থ করিয়াছেন। অ ১০৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অস্থিরচিত্ততায় ও কথাবার্ত্তায় বোধ হয় যেন তাঁহার উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া একটা গোলমালের সূত্রপাত হইয়াছিল। অ ৪

উদ্যোগকালে কেকয়রাজকে অভিষেক-সংবাদ প্রদান করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন নাই। অ ১

কৌশল্যা—রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠা ও প্রধানা রাজ্ঞী। রাম-জননী। অ ৩

কৈকেয়ীর বর প্রার্থনা শুনিয়া দশরথ কাতর হইয়া স্বয়া রাণীকে কহিলেন,—"হা! রাম বনবাসী হইলে কৌশল্যা আমায় কি বলিবেন! তিনি সেবায় কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্য কথায় সখীর ন্যায়, ধর্ম্মাচরণে ভার্য্যার ন্যায়, শুভানুধ্যানে ভগিনীর ন্যায়, এবং স্নেহ প্রদর্শনে জননীর ন্যায় আমায় অনুরক্ত করিয়াছেন; সেই প্রিয়বাদিনী আমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী। তিনি সম্মানের যোগ্য হইলেও আমি তোমার ভয়ে তাঁহাকে সম্মান করি নাই।" অ ১২

কৌশল্যা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি কৈকেয়ীর দাসী হইতেও অবজ্ঞাত।" অ ২০

সুমিত্রা—দশরথ-মহিষী। লক্ষ্মণ শত্রুঘ্নের জননী।* বা ১৮

জ্যেষ্ঠের সহিত বনগমনকালে লক্ষ্মণ সুমিত্রাকে প্রণাম করিয়া বিদায় চাহিলেন, জননী কহিলেন, "বৎস, যদিও সকলের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইঁহার সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি। বাছা, জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার।·········এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে মাতা এবং গহনবনকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও। বাছা, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর।" অ ৪০

শান্তা—লোমপাদ রাজার কন্যা। লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে বন হইতে ভুলাইয়া আনিয়া এই কন্যার সহিত বিবাহ দেন।† বা ১০

ঊর্ম্মিলা—লক্ষ্মণ-পত্নী। জনক রাজর্ষির অপর কন্যা। বা ৭১

মাণ্ডবী—ভরত-পত্নী। জনকভ্রাতা কুশধ্বজ রাজার কন্যা। বা ৭২

শ্রুতকীর্ত্তি—শত্রুঘ্ন-পত্নী। কুশধ্বজ রাজার অপর কন্যা। বা ৭২

কেকয়রাজ্ঞী—কৈকেয়ীর জননী। অ ৩৫

---

* কাহারো কাহারো মতে বৈশ্য-কন্যা। ভরদ্বাজ ঋষিকে ভরত পরিচয় দেন, ইনি পিতার মধ্যমা মহিষী। (গ্রন্থান্তরে অন্য মত।) অ ৯২

† শান্তা দশরথের দুহিতা (লোমপাদ কর্ত্তৃক পুত্রীরূপে গৃহীতা) মতান্তর। কাশী সংস্করণে ঋষ্যশৃঙ্গ-শান্তার অনেক কথা বেশী আছে। বা ১১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কেকয়রাজকে কোন এক মহর্ষি বর দান করিয়াছিলেন; বর প্রভাবে রাজা পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবেরই বাক্য বুঝিতে পারিতেন। একদা এক জৃম্ভ পক্ষী ডাকিতেছিল, কেকয়রাজ তাহা শ্রবণ ও তাহার অভিপ্রায় অনুধাবন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাণী রাজাকে অকারণ এইরূপ হাসিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন, "এই হাস্যের বিষয় ব্যক্ত করিলে আমার মৃত্যু ঘটিবে।" রাজ্ঞী উত্তর করিলেন, "তুমি বাঁচ আর মর, কারণটা এখনই বলিতে হইবে, নতুবা আমি আত্মহত্যা করিব।" কেকয়রাজ মহিষীর নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে বরদাতা ঋষির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া তাঁহার অনুমতি-প্রার্থী হইলেন। ঋষি নিষেধ করিলেন। রাজা অগত্যা মহিষীকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অ ৩৫

স্বামীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের কারণ কৈকেয়ীকে ধিক্কার দিয়া সুমন্ত্র তাঁহার মাতা-সম্বন্ধে এই উপাখ্যান শুনাইয়াছিলেন।

অলম্বুষা—ইক্ষ্বাকু-মহিষী। বিশালার বিশাল রাজার জননী। বা ৪৭

বৈদর্ভী—কুশিক-গোত্রের আদিপুরুষ কুশ রাজার মহিষী। বা ৩২

ঘৃতাচী*—কুশনাভ রাজার মহিষী। ইঁহার গর্ভে কুশনাভের একশত কন্যা জন্মে। বা ৩২

(এই কন্যাগুলি সংক্রান্ত উপাখ্যান—দেবমধ্যে "পবন" ও ঋষিমধ্যে "ব্রহ্মদত্ত" দেখ।) বা ৩২, ৩৩

কেশিনী—সগর রাজার মহিষী। বিদর্ভ-রাজদুহিতা। অসমঞ্জের জননী। বা ৩৮

সুমতি—সগর রাজার অপর পত্নী। কশ্যপ-দুহিতা। গরুড়ের সহোদরা। বা ৩৮

ইনি তুম্বফলাকার এক গর্ভপিণ্ড প্রসব করেন, উহা ভেদ করিবা মাত্র ষষ্টিসহস্র পুত্র নির্গত হয়। ঘৃতপূর্ণ কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া উহাদিগকে পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছিল। বা ৩৮

সাবিত্রী—দ্যুমৎসেন-পুত্র সত্যবানের সহধর্ম্মিণী। পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা। সু ২৪

সীতা রামকে বলেন, "তুমি আমাকে সত্যবানের সহধর্ম্মিণী সাবিত্রীর ন্যায় তোমারই বশবর্ত্তিনী জানিও।" অ ৩০

পতি-সেবারূপ তপোবলে ইনি স্বর্গে পূজিতা। অ ১১৮

দময়ন্তী—নল রাজার পত্নী। পতিব্রতা-রমণীকুলের আদর্শস্থানীয়া। ভৈমী। জানকী ইঁহার সহিত উপমিত হইয়াছিলেন। সু ২৪, ২৫

মদয়ন্তী—সৌদাস রাজার মহিষী। এক সময়ে বশিষ্ঠ-ঋষি কোন কারণ বশতঃ রাজাকে শাপ দেন। রাজাও প্রতিশাপ দিতে যাইতেছিলেন, মহিষী দিতে দেন নাই। উ ৬৫

* টীকাকারের মতে ইনি অপ্সরা ঘৃতাচী। তাহা হইলে ইক্ষ্বাকু-মহিষী অলম্বুষা হয়ত অপ্সরা অলম্বুষা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইলা—বাহ্লীকদেশের রাজা ইল, মহাদেবের ইচ্ছানুসারে স্ত্রী হইয়া যান। রাজা পার্ব্বতীকে সাধ্য সাধনা করিয়া এই বর লাভ করেন—তিনি একমাস পুরুষ থাকিয়া ইল ও একমাস স্ত্রী থাকিয়া ইলা রহিবেন। ইঁহার পুত্র পুরুরবা। উ ৮৭

কালিন্দী—অসিত রাজার মহিষী। বিধবা অবস্থায় চ্যবন মুনির প্রসাদে সগরকে প্রসব করেন। বা ৭০

মন্থরা—কুব্জা; কৈকেয়ীর পরিচারিকা। কৈকেয়ী এই অনাথা দাসীকে মাতৃকুল হইতে আনয়ন করেন। অ ৭

যথার্থই কৈকেয়ীর হিতাকাঙ্ক্ষিণী—এই দুষ্টাই রামের রাজ্যাভিষেকের উদ্যোগ দেখিয়া ঈর্ষ্যা-পরবশা হইয়া কৈকেয়ীকে রাজার নিকট হইতে সর্ব্বনাশকর দুই বর লইতে প্ররোচিত করে। অ ৯

কি উপায়ে রামের বনবাস ও ভরতের রাজ্যাভিষেক নিশ্চয় হইতে পারে, কুব্জা কৈকেয়ীকে বুঝাইয়া দিলে রাণী কহিলেন, "মন্থরে, পৃথিবীতে যত কুব্জা আছে, বুদ্ধি নিশ্চয় কল্পে তুমি তাহাদের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। তোমা ছাড়া এই পৃথিবীতে অনেক বিকৃতাকার বক্র ও পাপদর্শন কুব্জা আছে, কিন্তু তুমিই কেবল কুব্জভাবাপন্ন হইয়া বায়ুভগ্ন উৎপলের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন হইয়াছ।……শম্বরাসুরের সহস্র মায়া তোমার ঐ হৃদয়ে নিবিষ্ট। পৃষ্ঠের উপর যে রথঘোণের ন্যায় এই উন্নতাকার মাংসপিণ্ডটি আছে, উহা ঐ সমস্ত মায়া থাকিবার স্থান। উহার মধ্যে তোমার বুদ্ধি ও রাজনীতি বাস করিতেছে। অ ৯

রামকে বনবাসী করিয়া ভরতকে রাজ্য দিতে পারিলে আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার এই মাংসপিণ্ডে চন্দন লেপন করিয়া উত্তম সুবর্ণের আভরণ পরাইব এবং তোমার মুখে সুবর্ণময় বিচিত্রতিলক প্রস্তুত করিয়া দিব; তুমি দেবীর ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিবে।" অ ৯

জাতি।

হৈহয়—জাতি। জমদগ্নিহন্তা অর্জ্জুন ইহাদের অধিপ ছিলেন। বা ৭৫

হৈহয়, তালজঙ্ঘ, শশবিন্দু—ইক্ষ্বাকুবংশীয় অসিত রাজাকে ইহারা পরাভূত ও দূরীকৃত করে। বা ৭০

পহ্লব, শক, যবন, বর্ব্বর, কাম্বোজ, কিরাত, হারীত*—ম্লেচ্ছজাতি। বিশ্বামিত্র-সৈন্যসহ যুদ্ধ করণার্থ বশিষ্ঠের শবলা কর্ত্তৃক সৃষ্ট। বা ৫৪, ৫৫

---

* কোন কোন সংস্করণে এই স্থলে "দরদ" নামে অনার্য্য জাতির (বা দেশের) উল্লেখ আছে। Griffith বলেন, দেশটা Dardistan.

৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন, বরদ—এই সকল জাতির রাজ্য উত্তরদিকে স্থগ্রীব নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কি ৪৩

কিরাত—স্থগ্রীব পূর্ব্বদিকবাসী বানরগণকে কহিলেন, "যাহাদিগের কেশ স্থতীক্ষ এবং বর্ণ পিঙ্গল, যাহারা অপক্ক মৎস্য আহার করিয়া থাকে, সেই সকল দ্বীপবাসী প্রিয়দর্শন কিরাতের মধ্যে প্রবেশ করিও।" কি ৪০

নিষাদ—জাতি। কোশল রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া ইহাদের রাজ্য। শৃঙ্গবেরপুর রাজধানী ছিল। রাম-সখা গুহ ইহাদের অধিপতি ছিলেন। অ ৫০

নিষাদরাজ মৎস্য মাংস ও মধু উপহার লইয়া ভরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বন্য ফল মূল, আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস এবং অরণ্য স্থলভ অন্যান্য খাদ্যও সংগৃহীত ছিল। অ ৮৪

নিষাদরাজের দাসেরা "স্বস্তিকা" নামক নৌকার উপর মঙ্গলবাদ্য বাজাইতে বাজাইতে জল-মধ্যে নৌকার চিত্রগতি দেখাইয়া ভরতকে গঙ্গা পার করিয়াছিল। অ ৮৯

লক্ষ্মণ যখন সীতাকে বনবাস দিতে লইয়া যান, নিষাদগণই নৌকা বাহিয়া নদী পার করে। উ ৪৭

পুরাকালে গজ-কচ্ছপ-বাহী গরুড়, চরণ-ধৃত বিশাল বটশাখা ফেলিয়া নিষাদদেশ ধ্বংস করেন। আ ৩৫

কৈবর্ত্ত—সসৈন্য ভরত গঙ্গাতীরে নিষাদরাজ্যে উপস্থিত হইলে, নিষাদরাজ তাঁহার পথ-রোধ করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, "রাম আমার প্রভু ও মিত্র; এক্ষণে তোমরা তাঁহার জন্য বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক ভাগীরথীর উপকূলে অবস্থান কর। বলবান্ দাসেরা মাংস ও ফল মূল লইয়া ভরতের নদী পার হইবার পথে বিঘ্ন আচরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুক। বহুসংখ্য কৈবর্ত্ত যুবা পাঁচ শত নৌকায় আরোহণ ও কবচ ধারণ করিয়া স্থিতি করুক।" অ ৮৪

ভরত সমভিব্যাহারে অন্যান্য নানা শিল্পিগণের সহিত কৈবর্ত্তেরা স্থবেশে শুদ্ধবসনে কুঙ্কুমাদিমিশ্রিত অনুলেপন ধারণ পূর্ব্বক গো-যানে যাইতে লাগিল। অ ৮৩

মুষ্টিকা, চণ্ডাল, কিঙ্কর, মুদিত (কিরাত), আভীর—(বিবিধ তত্ত্ব দেখ)

ম্লেচ্ছ, আর্য্য, আরণ্য, পার্ব্বত্য—এই জাতীয় সকলে সভামধ্যে রাজা দশরথের উপাসনা করিতেন। অ ৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঋষিগণ।

কশ্যপ—প্রজাপতি। সুরাসুরের জন্মদাতা মহর্ষি। আ ১৪, অ ২

ব্রহ্মপুত্র মরীচির তনয়। বা ৭০

ইঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু বামনরূপে ইঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। বা ২৯

ইনি প্রজাপতি দক্ষের আটটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। উহাদের নাম, অদিতি, দিতি, দনু, কালকা, তাম্রা, ক্রোধবশা, মনু ও অনলা। পাণিগ্রহণান্তে কশ্যপ প্রীতমনে কহিলেন, "পত্নীগণ, তোমরা এক্ষণে আমার তুল্য ত্রিলোকের প্রজাপতি পুত্র প্রসব কর।" তখন অদিতি, দিতি, দনু ও কালকা ইঁহারা তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। এই চারি স্ত্রী হইতে কশ্যপ যথাক্রমে এই সমস্ত পুত্র প্রাপ্ত হন :—

অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও যুগল অশ্বিনীকুমার, তেত্রিশটি দেবতা ; দৈত্যসকল ; অশ্বগ্রীব ; নরক ও কালক। আ ১৪

যে চারিজন পত্নী প্রজাপতি পুত্র প্রসবে সম্মত হন নাই, তাঁহারা এই সকল প্রাণীর জননী :—ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী। মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি, সুরসা, কদ্রু। মনুষ্য (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) (জীবকুল পর্য্যায় দেখ।) পবিত্র ফলবৃক্ষ সকল। আ ১৪

ইহা ব্যতীত কশ্যপ দিতির গর্ভে মরুৎগণের জন্ম দেন। (মরুৎ উৎপত্তি দেখ) বা ৪৬

কপিল—মহর্ষি। ভগবান্ বাসুদেব এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাতালে অবস্থিত হইয়া ধরা ধারণ করিয়া আছেন। বা ৪০

ষষ্টিসহস্র সগর-সন্তান পিতৃ-আদেশে যজ্ঞিয়অশ্বের অন্বেষণে উত্তরপশ্চিমদিক্ খনন করিতে করিতে পাতালে উপস্থিত হইয়া ধ্যানস্থ ইঁহাকে দেখিতে পায়—হৃত অশ্বটি নিকটে বাঁধা ছিল। রাজপুত্রেরা ইঁহার উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলে, দেবের হুঙ্কারে সকলেই ভস্মাবশেষ হইয়া যায়। বা ৪০

দিগ্বিজয়ী রাবণ পশ্চিম সমুদ্রে আসিয়া এক দ্বীপে উপস্থিত হন। তথায় পাবকপ্রতিম সুবর্ণময় এক মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে তিনি রাবণকে এক চপেটাঘাতে ভূপতিত করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইলেন। রক্ষোরাজ সুস্থ হইলে, প্রতিশোধ বাসনায় সম্মুখস্থ এক বিবর-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া আরও কত সেইরূপ রত্নধারী বীর ও ত্রিকোটি নৃত্যশীলা স্ত্রী দেখিতে পাইলেন। রোমাঞ্চকলেবরে সে স্থান হইতে বহির্গত হইতে গিয়া আর এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেথানে এক পরম পুরুষ পাবক দ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া শয়ান। পার্শ্বে দিব্যা-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভরণ-ভূষিতা ত্রিলোকসুন্দরী এক নারী বাল-ব্যজন করিতেছে। রাবণ সুন্দরীর গাত্র স্পর্শ করিতে যান, এমন সময় সেই পুরুষ হাস্য করিয়া উঠিলেন, দশগ্রীব অমনি ভূপতিত। উত্থিত হইয়া রক্ষোরাজ বলিলেন, "আপনি যেই হউন, যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে যেন আপনার হাতেই হয়।" দশানন ঐ মহাপুরুষের শরীর-মধ্যে চরাচর ত্রৈলোক্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। অগস্ত্য মুনি রামকে কহেন, "এই পরম-পুরুষ নর নামক কপিলদেব—নারায়ণ; আর ত্রিকোটী রমণী তাঁহার স্বর সকল। উ প্র ৫

অতিবল—রামের একাদশসহস্র বৎসর পরমায়ু হইলে স্বয়ং কাল তাপসরূপে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন; তিনি আসিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, "আমি মহর্ষি অতিবলের* দূত। উ ১০৩

জামদগ্ন্য—জমদগ্নি ঋষির পুত্র। পরশুরাম। ভার্গব। বা ৭৪

ইনি পিতার আদেশে আপন জননীর মস্তক পরশু দ্বারা ছিন্ন করিয়াছিলেন। অ ২১

হৈহয়গণ কর্তৃক পিতৃ-নিধনে জাতক্রোধ হইয়া ইনি একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া† করেন। পরে, ইন্দ্রের সমক্ষে অস্ত্রত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সাধনে মনঃ সমাধান ও ভগবান্ কাশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেন। বা ৭৫

রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করিয়া বিবাহানন্তর পিতা ভ্রাতা সহিত যখন অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতেছিলেন, জামদগ্ন্য ঋষি অকস্মাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাঁহার পথরোধ করেন। আপন হস্তস্থিত বৈষ্ণবধনু দেখাইয়া কহিলেন, "রাম তুমি শৈবধনু ভাঙ্গিয়াছ, তাহারই অনুরূপ এই বৈষ্ণবধনু। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এই ধনুতে তুমি জ্যা আরোপিত ও শর সংযোজিত কর; তাহা হইলে তোমাকে শক্তিশালী বিবেচনা করিব এবং তোমার সহিত বলবৎ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হইব।" দশরথ প্রভৃতি ভয়ে একান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। বা ৭৫

কিন্তু রাম অবলীলাক্রমে শরাসন জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন; অমনি ভার্গবের তেজ রামে সংক্রমিত হইয়া গেল। এবং ঐ শরাসনে গুণযোগ ও শর সংযোগ করিয়া কোপাকুলিতবাক্যে কহিলেন, "জামদগ্ন্য, তুমি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে আমার পূজনীয় হইতেছ; কেবল এই কারণেই আমি এই বৈষ্ণবধনুর প্রাণহর-শর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু ইহার সন্ধান কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। এক্ষণে বল, ইহার দ্বারা তোমার তপঃসঞ্চিত লোক সমুদয় কিংবা আকাশ-গতি—কোন্‌টি নষ্ট করিব?" ঋষির অনুরোধানুসারে প্রথমটি রাম কর্তৃক বিনষ্ট হইল। তখন পরশুরাম কহিলেন, "বীর, এই বৈষ্ণব-শরাসন গ্রহণ করাতেই আমি বুঝিয়াছি, তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম; তুমি অবিনাশী বিষ্ণু।" অনন্তর জামদগ্ন্য পূজিত হইয়া রামকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতে আপন আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। বা ৭৬

* মহর্ষি অতিবল—ব্রহ্মা।

† জাতাজাত ক্ষত্রিয় বধ করেন। গর্ভস্থ শিশুও ছাড়েন নাই। "একুশ" বার নাই, "অনেকবার" আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিশ্বামিত্র—কুশবংশোদ্ভব কৌশিক। ক্ষত্রিয় রাজা—উগ্র তপোবলে প্রথমে "রাজর্ষি," তৎপরে "ঋষি," পরে "মহর্ষি," শেষে "ব্রহ্মর্ষি" হন। বা ৫৭

ব্রহ্মার বরে ব্রাহ্মণ হইয়া তবে ক্ষান্ত হন। বা ৬৩

ব্রহ্মা বলেন, "ব্রাহ্মণ্য প্রতিপাদক সমস্ত লক্ষণই তোমাতে বর্ত্তিয়াছে।" বা ৬৫

একদা ইনি চতুরঙ্গ বল সাথে বশিষ্ঠের আশ্রমে অতিথি হন; বশিষ্ঠ কামধেনু শবলার কৃপায় সম্যক্ আতিথ্য করেন। বা ৫৩

রাজা বহু লোভ দেখাইয়া গাভীটি চাহিলেন, বশিষ্ঠ কিছুতেই দিলেন না। বা ৫৪

তখন ক্ষত্রিয় বীর বলপূর্ব্বক ধেনুটি লইয়া যাইবার প্রয়াস পাইলেন। বশিষ্ঠের আদেশে শবলার দেহ হইতে নানা ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইয়া বিশ্বামিত্রের পুত্রগণসহ সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিল। বা ৫৫

রাজা অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে রাজ্য দিয়া বনে তপস্যার্থ গমন করিলেন। বা ৫৫

কঠোর তপস্যায় শূলপাণিকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সমন্ত্রক অস্ত্রশস্ত্র লাভ করেন। তখন আবার আসিয়া বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। বশিষ্ঠ তাঁহার এক মাত্র ব্রহ্মদণ্ড সহায়ে বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্র—ব্রহ্মাস্ত্র পর্য্যন্ত ব্যর্থ করিয়া দিলেন। বা ৫৬

তখন বিশ্বামিত্র ক্ষত্রবলে ধিক্কার দিয়া ব্রহ্মবলই বল মানিয়া ব্রাহ্মণ হইবার আশয়ে অতি উগ্রতপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। সিদ্ধকাম হইয়া তবে নিরস্ত হন। এই সময়ে বশিষ্ঠের সহিত পুনঃ সদ্ভাব হয়। বা ৬৫

এই তপঃকালে অপ্সরা মেনকাকে ডাকিয়া দশ বৎসর ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্র প্রেরিত রম্ভাকে শাপে শিলাময়ী করিয়া দিয়াছিলেন। বা ৬৩, ৬৪

অম্বরীষ রাজা যজ্ঞ-বলি করিবার নিমিত্ত ইঁহার ভাগিনেয় শুনঃশেফকে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন; ঋষি-বটু ইঁহার শরণাগত হইলে ইনি তাঁহাকে অগ্নিস্তুতি শিখাইয়া রক্ষার উপায় করিয়া দেন।* বা ৭২

ত্রিশঙ্কু রাজা সশরীরে স্বর্গগামী হইবার অভিলাষী হইয়া ইঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে ইনি স্বয়ং যাজকতা করিয়া তাঁহার যজ্ঞ সমাপনানন্তর তাঁহাকে স্বর্গে উঠিতে আদেশ করেন; কিন্তু সুরপতি তাহাতে বিরোধী হইলে ইনি আপন অদ্ভুত তপস্যাবলে জ্যোতিশ্চক্রের গতিপথের বাহিরে দক্ষিণদিকে নূতন সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্রাদি সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করেন। অতি-সৃষ্টি দর্শনে ভীত হইয়া দেবগণ একটা সামঞ্জস্য করিয়া ত্রিশঙ্কুকে আকাশে স্থান দেন। বা ৫৮, ৫৯, ৬০

হিমালয়-সন্নিকটে কৌশিকীতীরে ইঁহার আশ্রম ছিল।† বা ৩৪

---

* রাজা হরিশ্চন্দ্রের উল্লেখ রামায়ণে নাই। † যজ্ঞ-সিদ্ধির অপেক্ষায় সিদ্ধাশ্রমে আসেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইনি পঞ্চদশবর্ষীয় রামলক্ষ্মণকে সিদ্ধাশ্রমে লইয়া গিয়া তাড়কাদি বধ করাইয়া আপনার যজ্ঞসিদ্ধ ও আশ্রম নিরুপদ্রব করেন। বা ২৬

এই সময়ে ইনি রামকে "বলা অতিবলা" নামক বিদ্যা ও সমন্ত্রক অস্ত্রসমূহ উপহার দেন। পরে, বীর-বালকদ্বয়কে মিথিলায় রাজা জনকের যজ্ঞ ও হরধনু দেখাইতে লইয়া যান। বা ৩০, ২২, ২৫, ৩১

রাম হরধনু ভঙ্গ করিলে স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া তাঁহার বিবাহ দেওয়ান। বা ৭২

(অতঃপর আর ঋষির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।) রাম রাজা হইয়া বসিলে চতুর্দ্দিক হইতে বহু ঋষি তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি নাম বিশ্বামিত্র আছে। উ ১

বনগমনকালে রাম বিশ্বামিত্র ও অগস্ত্যকে বহু রত্ন দান করিবার আদেশ দেন। অ ৩২

শম্বুক—শূদ্র-মুনি। রামরাজত্বকালে ইনি স্বর্গ কামনায় তপস্যা করিতেছিলেন। ত্রেতা যুগে শূদ্রের তপে অধিকার ছিল না ; এই অনধিকার চর্চ্চার ফলে রামরাজ্যে অকালমৃত্যু দেখা দিল,—এক ব্রাহ্মণশিশু কালগ্রাসে পতিত হইল। শিশুর মৃতদেহ কোলে করিয়া ব্রাহ্মণ রাজদ্বারে আসিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। রাম মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া এই দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। নারদ সংবাদ দিলেন,—ত্রেতায় শূদ্র তপস্যা করিতেছে, তজ্জন্য এই অত্যাহিত। রাম পুষ্পক-বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব উত্তর পশ্চিমদিক্ অন্বেষণ করিলেন, রাজ্যে পাপ পাইলেন না। দক্ষিণে শৈবল পর্ব্বতের পার্শ্বে শম্বুককে তপোরত দেখিলেন। তাহার পরিচয় লইয়া খড়্গাঘাতে তাহার শিরশ্ছেদ করিলেন। দেবগণ সাধুবাদ করিয়া বলিলেন ;—"এ শূদ্রও স্বর্গে গেল, মৃত ব্রাহ্মণকুমারও বাঁচিয়া উঠিয়াছে।" উ ৭৫, ৭৬

গয়—গয়াপ্রদেশে মহাত্মা গয় পুত্র-কর্ত্তব্যসম্বন্ধে দুইটি গাথা রচনা করেন। ("গয়া" দেখ) অ ১০৭

অগস্ত্য—মহর্ষি। উর্ব্বশীর উদ্দেশে মিত্রাবরুণনিষিক্ত তেজ হইতে কুম্ভমধ্যে সম্ভূত। উ ৫৭

ইনি ইল্বল ও বাতাপি নামক রাক্ষসদ্বয়ের একজনকে ভক্ষণ ও অপরকে দগ্ধ করিয়া সংহার করেন। আ ১১

ইঁহার আশ্রম তাড়কা বিধ্বস্ত করিয়াছিল। বা ২৫

বিন্ধ্যগিরি সূর্য্যের পথরোধ বাসনায় বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, ইঁহার আদেশে নিরস্ত হন। আ ১১

ইঁহার আশ্রমে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত হইতেন, তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। আ ১২

রাম দণ্ডকারণ্যে ইঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলে ঋষি তাঁহাকে ইন্দ্রদত্ত হেমময় হীরক-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

খচিত বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত দিব্য বৈষ্ণবধনু এবং ব্রহ্মদত্ত নামে সূর্য্যপ্রভ অমোঘ শর আর জ্বলন্তঅগ্নিবৎবাণেপূর্ণ অক্ষয়-তূণীর এবং স্বর্ণকোষে কনকমুষ্টি অসি—এইগুলি উপহার দেন। আ ১২

অগস্ত্য দত্ত ব্রহ্মাস্ত্রে রাবণবধ হইয়াছিল। ল ১০৯

ইঁহার উপদেশানুসারে রাম পঞ্চবটী বনে পর্ণশালা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বনবাসের কতক অংশ অতিবাহিত করেন। আ ১৩

রাম-রাবণে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছিল, সে সময় ইনি রণস্থলে আসিয়া রামকে রিপুকুল উন্মূলনকারী "আদিত্য-হৃদয়" নামক সূর্য্যস্তোত্র শিখাইয়া যান। ল ১০৫

রাম রাজা হইলে ইনি অভিনন্দনার্থ আসিয়া নানা উপাখ্যান শুনাইয়া রামকে কতক-উৎকৃষ্ট আভরণ উপহার দিয়া শ্বেত রাজার গল্প বলেন। উ ৩৬, ৭৮

অত্রি—মহর্ষি। অনসূয়াতাপসী ইঁহার পত্নী। অ ১১৭

রাম দণ্ডকারণ্য প্রবেশকালে ইঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভরদ্বাজ—মহর্ষি। গঙ্গা-যমুনার অন্তর্ব্বেদীতে প্রয়াগে ইঁহার আশ্রম। অ ৫৪

রাম বনগমনকালে ইঁহার নিকট আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলে ইনি তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক অর্ঘ বৃষ নানাপ্রকার ফল মূল ও জল প্রদান করিয়া সম্যক অতিথি সৎকার করেন। ইনিই তাঁহাকে মনোরম চিত্রকূট পর্ব্বতোপরি বাস করিতে উপদেশ দেন। অ ৫৪

জ্যেষ্ঠকে ফিরাইতে আসিয়া ভরতও ইঁহার আশ্রমে অতিথি হন। ঋষি সদলবল ভরতকে বিশিষ্টরূপ আতিথ্য করিবার নিমিত্ত অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া সলিল দ্বারা আচমন ও দুইবার ওষ্ঠ মার্জ্জন পূর্ব্বক দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করেন, তিনি আসিয়া ঋষির মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়াছিলেন।

ভরদ্বাজ এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া দেবতা সকলের আবির্ভাব কামনা করিলেন; স্বর্গ হইতে দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা দলে দলে আসিয়া ঋষির অতিথিবর্গকে পরিতৃপ্ত করিয়া যান। লতাগণ নারীরূপ ধরিয়া মন মোহিয়াছিল। অ ৯১

লঙ্কা-জয়ের পর অযোধ্যায় ফিরিবার সময়ও রাম ইঁহার আশ্রম হইয়া যান। ইঁহার আশ্রম হইতে অযোধ্যা তিন যোজন পথ; রামের ইচ্ছানুসারে ভরদ্বাজের বরে এই তিন যোজন পথের বৃক্ষ সকল কল্পবৃক্ষের অনুরূপ হইয়া উঠে। ল ১২৫

ভরদ্বাজ-ঋষি স্বীয় কন্যা দেববর্ণিনীকে বিশ্রবার হস্তে অর্পণ করেন। ইঁহাদের পুত্র কুবের। উ ৩

ঋষ্যশৃঙ্গ—মুনি। বিভাণ্ডক-পুত্র। ইনি গৌণ ও মুখ্য উভয় ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বন করিয়াছিলেন। বা ৯

অঙ্গাধিপতি লোমপাদ রাজার রাজ্যে ঘোর অনাবৃষ্টি ঘটিলে তিনি বারবিলাসিনীগণ দ্বারা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভুলাইয়া এই ঋষিকে স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। ঋষি আসিতেই রাজ্যে সুবৃষ্টি হইল। রাজা শান্তা নামে স্বীয় দুহিতার সহিত ইঁহাকে পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গৃহে রাখিয়া দেন। বা ১০

রাজা দশরথ সখা অঙ্গপতির জামাতা এই ঋষিকে নিজ স্থানে আনাইয়া ইঁহা দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া লন। বা ১১

বশিষ্ঠ—মহর্ষি। রঘুকুলগুরু। ব্রহ্মার পুত্র। ধনুর্ব্বেদজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য। বা ৭০

দশরথ রাজার আচার্য্য ও প্রধান উপদেশদাতা। উ ৫৬, ৫৭। বা ৬৫, ৭

ইনি ব্রহ্মবল প্রকাশ করিয়া মূর্ত্ত ক্ষত্রবল রাজা বিশ্বামিত্রকে রণে পরাভূত করিয়া ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেন। ("বিশ্বামিত্র" ও "শবলা" দেখ)। বা ৫২

নিমি রাজা ইঁহাকে যজ্ঞে বরণ করেন নাই বলিয়া ইনি রাজাকে শাপ দেন। উ ৫৫

রাজার প্রতিশাপে ইঁহাকে দেহত্যাগ করিয়া বায়ু স্বরূপ হইয়া থাকিতে হয়। পরে ইনি পিতা ব্রহ্মার নিকট আবেদন করিয়া তাঁহার আদেশে মিত্রাবরুণ-তেজে প্রবেশ করিয়া অযোনিসম্ভব হইয়া পুনর্ব্বার প্রজাপতিত্ব লাভ করেন। উ ৫৬

উর্ব্বশীর উদ্দেশে কুম্ভমধ্যে নিষিক্ত মিত্র ও বরুণের তেজ হইতে দুই তেজোময় ঋষি জন্মগ্রহণ করেন; প্রথম অগস্ত্য; দ্বিতীয় নিমিশাপে চ্যুত-প্রাণ ইনি। এটি ইঁহার দ্বিতীয় জন্ম। ইনি জন্মিবামাত্র রাজা ইক্ষ্বাকু স্বীয় কুলের হিতোদ্দেশে ইঁহাকে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। ইঁহার শাপে সৌদাস রাজা রাক্ষস হইয়া যান। উ ৬৫

বিশ্বামিত্র শিশু-রামকে তাড়কা বধার্থ লইতে আসিলে দশরথ সহসা সম্মত হন নাই, ইঁহার কথায় যাইতে দেন। বা ২১

রামের বনগমনকালে "রামের অনুপস্থিতিতে রাজ্য অর্দ্ধাঙ্গিনী সীতার," ইনি বলিয়াছিলেন, কেহ গ্রাহ্য করে নাই। অ ৩৭

নারদ—ত্রিলোকদর্শী ব্রহ্মর্ষি। তপোনিরত স্বাধ্যায়সম্পন্ন বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য দেবর্ষি। বা ১

শারদমেঘ-শুভ্রঋষি মেঘে চড়িয়া ত্রিভুবন বেড়াইতেন। উ ২০

ইনিই প্রথম রামের রাজত্বকালে* বাল্মীকিকে রামচরিত শ্রবণ করান। বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করেন, "এক্ষণে পৃথিবীতে সর্ব্বগুণসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে?" নারদ সমগ্র রামচরিত—বন হইতে অযোধ্যা প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করিয়া কহেন, "ইনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য—আদর্শ রাজা—অধুনা অযোধ্যাধিপতি, রাম পিতার ন্যায় প্রজাপালন করিতেছেন। বা ১

রাবণ ত্রিভুবন জয় করণার্থ দেশে দেশে যুদ্ধ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, অন্তরীক্ষে নারদ

* কেহ কেহ অনুমান করেন, রাম রাজা হইবার ষোড়শ বৎসর পরে এই কথোপকথন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঋষি মেঘে চড়িয়া দেখা দিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, "পৌলস্ত্য, তুমি দেব দানবের অবধ্য ; ক্ষুদ্র মনুষ্য জাতি, ইহাদিগকে বিনষ্ট করিতেছ কেন ? ইহারা পৃথিবীতে নানা দুঃখ ভোগ করিয়া আবার পরলোকে যমালয়ে গিয়া নিগৃহীত হয় ; অতএব তুমি যমকে দমন করিবার প্রয়াস পাও, তাহা হইলে তোমার বীর্য্যের উপযুক্ত কাজ করাও হইবে, এবং লোকে তোমার জয়জয়কারও করিবে।" রাবণ পরামর্শ শুনিয়া কালকে জয় করিতে দক্ষিণমুখে প্রস্থিত হইলেন। উ ২০

ইঁহার নিকট সংবাদ শুনিয়া রাবণ শ্বেতদ্বীপ জয় করিতে গিয়াছিলেন। উ প্র ৫

সনৎকুমার—প্রজাপতি-পুত্র। পরম প্রভাব-বিশিষ্ট ঋষি। বা ১১

সত্যযুগে রাক্ষসপতি রাবণ ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "দেবগণের মধ্যে কোন্ দেব সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও শক্তিশালী ?" ইনি উত্তর করেন, "যিনি সমস্ত জগতের ভর্ত্তা, যাঁহার উৎপত্তি আমরা অবগত নহি, যিনি সুরাসুরের প্রণম্য, সেই হরি নারায়ণ.........যোগিগণ পুরাণ বেদ পঞ্চরাত্র ও যজ্ঞসকল সহায়ে তাঁহারই যাগ, তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকে। দৈত্য দানব রাক্ষস প্রভৃতি সুররিপুগণকে তিনিই সর্ব্বথা জয় করিয়া থাকেন।" রাবণ জিজ্ঞাসিলেন, "সুররিপুগণ ইঁহার হস্তে নিহত হইলে কোন্ গতি প্রাপ্ত হয় ?" সনৎকুমার উত্তর করিলেন, "দেবতারা যাহাদিগকে সংহার করেন, তাহারা স্বর্গ প্রাপ্ত হয় এবং পুনরায় তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে ; এইরূপ যাতায়াত করিয়া থাকে। কিন্তু চক্রধর জনার্দ্দন হরি, যাহাদিগকে সংহার করেন, তাহারা একেবারে তাঁহার সালোক্য প্রাপ্ত হয়। পুনর্জ্জন্ম তাহাদের ঘুচিয়া যায়। তাঁহার কোপও বর-তুল্য।" রাবণ শুনিয়া কিরূপে হরির সহিত যুদ্ধ বাধাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। সনৎকুমার দশাননের নিকট শ্রীহরির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "শুন, কিছুকাল অপেক্ষা কর ; তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে, তাঁহার সহিত তোমার সাক্ষাৎকার ঘটিবে। ত্রেতাযুগে দেব-নরের হিতার্থ শ্রীবৎসলাঞ্ছন হরি ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথ-নন্দন হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন ; তিনি পিত্রাদেশে ভ্রাতার সহিত দণ্ডককাননে বিচরণে যাইবেন। সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না অদ্বিতীয়া রূপসী জনকনন্দিনী তাঁহার ভার্য্যা হইবেন, তিনিও স্বামীর সহচারিণী থাকিবেন।" উ প্র ৩

এই তত্ত্ব শুনিয়া দশানন দশরথ-নন্দনের সহিত বিবাদের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ;— এই জন্যই রক্ষোরাজ সীতাকে হরণ করেন। উ প্র ৪

দশরথের পুত্রার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান-সঙ্কল্পকালে সুমন্ত্র সারথি রাজাকে কহিয়াছিলেন, "সত্যযুগে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণ সন্নিধানে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিষয় কহিয়া ঋষ্যশৃঙ্গ-বৃত্তান্ত বলেন।" বা ৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাল্মীকি—প্রচেতোবংশোদ্ভব ঋষি, প্রচেতা হইতে দশম। উ ৯৬

রামায়ণ-মহাকাব্যের কবি। শ্লোকের জন্মদাতা। ("রামায়ণ" ও "শ্লোক" দেখ) বা ২

রাম-রাজত্বকালে অযোধ্যার দক্ষিণে তমসাতীরে ইঁহার আশ্রম ছিল। বা ২

সেইখানে ময়ূর-কণ্ঠ-মুখরিত বনমধ্যে লক্ষ্মণ সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া আইসেন। উ ৪৮

লবকুশ এইখান হইতে প্রতিপালিত; এইখান হইতে রামায়ণ। বা ৩

রাম-বনবাসকালে বাল্মীকি-আশ্রম চিত্রকূট পর্ব্বতে ছিল; সেথানে রাম ঋষির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। এখানেও বোধ হয় একটি "তমসা" নদী ছিল।* অ ৫৬

সীতা-বিসর্জ্জনকালে লক্ষ্মণ দেবীকে বলিয়াছিলেন, "মহর্ষি বাল্মীকি আমার পিতার পরম বন্ধু।" উ ৪৭

যথন লঙ্কা-জয় করিয়া অযোধ্যায় আসিয়া রাম "সীতার রূপের অনুরূপ রূপ ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় রাজ্যগ্রহণ করিয়াছেন," সেই সময়ে একদা মহর্ষি বাল্মীকি মুনিবর নারদকে জিজ্ঞাসা করেন, "অধুনা পৃথিবীতে গুণশ্রেষ্ঠ মনুষ্য কে?" নারদ তাঁহাকে সমগ্র রামচরিত—তাঁহার অযোধ্যা-সিংহাসনে আরোহণ পর্য্যন্ত শুনাইয়া কহেন, "রামই মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ।" বা ১

নারদ দেবলোকে প্রস্থান করিলে পর বাল্মীকি তমসাতীরে বিচরণ করিতেছিলেন, সহসা এক ব্যাধ আসিয়া সম্মুখস্থ ক্রৌঞ্চ-দম্পতীর একটিকে বিনাশ করিল। বাল্মীকির মুখ হইতে সহসা এই সময় শ্লোকোৎপত্তি হয়। ঋষি আশ্রমে আসিয়া এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে প্রজাপতি ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে আদেশ করেন, "তুমি শ্লোকমালায় সমগ্র রামচরিত রচনা কর।" তদনুসারে ঋষি চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে ছয় কাণ্ড রামায়ণ রচনা করিলেন। পরে উত্তরকাণ্ড রচিত হইল। বা ২, ৪

মহর্ষি আশ্রমে মুনিবেশধারী কুশীলবকে বেদার্থ গ্রহণ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে "রাবণবধ" নামক স্বকৃত রামায়ণ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। বা ৪

রামের অশ্বমেধযজ্ঞে মহর্ষি বাল্মীকি নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। সঙ্গে শিষ্যদ্বয় কুশীলব ছিল। উ ৯৩

মহর্ষির আজ্ঞাক্রমে শিশুদ্বয় অযোধ্যার পথে ঘাটে রামায়ণ গান করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া বেড়াইত। একদা রাম উহাদের গীত শুনিতে পাইয়া বালকদ্বয়কে স্বভবনে ডাকাইয়া সপরিবারে মনোহর আত্মচরিত শ্রবণ করেন। উ ৯৪

এই গীতি প্রসঙ্গে কুশীলব সীতারই গর্ভজাত জানিতে পারিয়া ভগবান্ বাল্মীকির নিকট

* রাম-বনবাসকালে বাল্মীকির আশ্রম বোধ হয় অযোধ্যার দক্ষিণ-পশ্চিম চিত্রকূটে ছিল। সীতা-বনবাস কালে বোধ হয় দক্ষিণ-পূর্ব্ব তমসাতীরে। অনেকে বাল্মীকির একই আশ্রম দেখান। কিন্তু সীতা-বিসর্জ্জন কালে "স্বর্গতুল্য চিত্রকূটের" আদৌ উল্লেখ নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই বলিয়া দূত প্রেরণ করেন যে, "যদি জানকী সচ্চরিত্রা হন, তাহা হইলে তিনি এক্ষণে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করুন।" উ ৯৫

বাল্মীকি সভামধ্যে সীতাকে শপথ করাইতে সম্মত হইলেন। পরদিন সভা হইলে বাল্মীকি ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদশ্রুতির ন্যায় জানকীকে পশ্চাতে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া আপন পরিচয় দিয়া শপথ পূর্ব্বক জানকীকে শুদ্ধচারিণী বলিয়া প্রচার করিলেন। রাম কিন্তু তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া লোকের সংশয় ঘুচাইতে দেবীকে পুনরায় শপথ করিতে আজ্ঞা দিলেন। উ ৯৬

শপথ করিয়া দেবী "রামের আশ্রয়রূপ তপস্যার বলে নাগলোকে যাত্রা করেন।" উ ৯৭

কুশীলব বাল্মীকির নিকট হইতে পিতার আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে ব্রহ্মার আজ্ঞাক্রমে দেবঋষি ও সভাসদ্বর্গ সহিত রাম লবকুশমুখে বাল্মীকি-রচিত আপন ভবিষ্যৎচরিত (উত্তরকাণ্ড) শ্রবণ করেন। উ ৯৮

(সীতা যে সময়ে বনে বিসর্জ্জিত হন, কুশীলব যে সময়ে আশ্রমে ধাত্রীকোলে লালিত পালিত হইতেছিল, সে সময়ে বোধ হয় মহর্ষি রামায়ণ রচনায় নিযুক্ত।) বা ৪

গৌতম*—মহর্ষি। দেবগুরু। বা ৪৮, ৫১

মিথিলার সন্নিকটে ইঁহার আশ্রম ছিল। অহল্যা ইঁহার পত্নী; শতানন্দ পুত্র। এই স্থানে সুররাজ ইঁহার ভার্য্যাকে দূষিত করেন; ঋষি ইন্দ্রকে শাপ দেন;—"তুই আমার রূপ পরিগ্রহ করিয়া আমার ভার্য্যাসম্ভোগরূপ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিস্, অতএব আমার অভিশাপে এখনই তোর বৃষণ ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িবে।" তাহাই হইল। বা ৪৮

ইন্দ্রকে ইন্দ্রজিতের বন্দিত্ব হইতে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "সুররাজ, আমি অহল্যাকে মহর্ষি গৌতমের হস্তে বহুবৎসরের জন্য ন্যাস স্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলাম, তিনিও পরিশেষে আবার আমায় প্রত্যর্পণ করেন; তখন আমি গৌতমের ধৈর্য্য ও তপঃসিদ্ধির বিষয় অবগত হইয়া অহল্যাকে পত্নীরূপে ব্যবহারার্থ তাঁহাকে প্রদান করিলাম……তুমি কামের বশীভূত হইয়া গৌতমের আশ্রমে গমন পূর্ব্বক প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় ঐ স্ত্রীকে দেখিতে পাও এবং তাহাকে দূষিত কর। ঐ সময় মহর্ষি গৌতম তোমাকে দেখিতে পাইয়া অভিসম্পাত করেন, "যখন তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীকে দূষিত করিলে, তখন যুদ্ধে নিশ্চয় শত্রুর হস্তগত হইবে। আর তুমি এই স্থানে যেরূপ দূষিত ভাবের সূত্রপাত করিলে, মনুষ্যলোকেও ইহার সুপ্রচার হইবে; কিন্তু যে ব্যক্তি এই কার্য্যের কর্ত্তা, পাপের অর্দ্ধাংশ তাহার এবং অপরার্দ্ধ তোমার হইবে। অতঃপর তোমার এই ইন্দ্রত্ব পদও আর স্থায়ী হইবে না। যখন যে ব্যক্তি ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে, তখন সে কদাচ এই পদে স্থায়ী হইবে না।" উ ৩০

* গৌতম—গোতম, দুই নামই দেখিতে পাওয়া যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গৌতম অহল্যাকেও কঠোর শাপ দেন ; শাপ মোচনের উপায় কহেন ; "দশরথ-নন্দন রাম বহু সহস্রবর্ষ পরে যখন ব্রাহ্মণের উপকারার্থ গমন করিয়া এই আশ্রমে তোমায় দর্শন দিবেন ; তখন তুমি তাঁহার সম্যক্ আতিথ্য করিলে পাপমুক্ত হইবে ; তুমি যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, ইহা হইতে উদ্ধার করিতে একমাত্র তিনিই সমর্থ।" উ ৩০

তাড়কা বধ করিয়া মিথিলায় যাইতে রামলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের সহিত গৌতম-আশ্রমে আইসেন, তখন অহল্যা শাপমুক্ত হইলেন। মহর্ষি গৌতম যোগবলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হিমালয় হইতে স্বীয় তপোবনে আগমন করিলেন এবং বিধানানুসারে রামের সৎকার করিয়া সহধর্ম্মিণী অহল্যার সহিত পরম সুখে তপস্যা করিতে লাগিলেন। বা ৪৯

শুক্রাচার্য্য—মহর্ষি। ভৃগুনন্দন উশনা। দৈত্যগুরু। উ ৫৮

ইনি ইন্দ্রজিতের গুরু ছিলেন। রক্ষোবীরকে যজ্ঞ করাইতেন। উ ২৫

কন্যা অরজার প্রতি বলপ্রকাশ হেতু ইঁহার শাপে দণ্ড রাজা ভস্মীভূত হন, তাঁহার রাজ্য অরণ্যরূপে পরিণত হইয়া দণ্ডকারণ্য হয়। উ ৮১

যযাতি রাজা ইঁহার অপর এক কন্যা দেবযানীকে মহিষী করেন। অপর পত্নী শর্ম্মিষ্ঠার উপর রাজার সমধিক অনুরাগ ছিল বলিয়া অপমান বোধে ইনি যযাতিকে অভিশাপে জরাগ্রস্ত করিয়া দেন। উ ৫৮

চ্যবন—ভৃগুনন্দন মহর্ষি। ইঁহাকে অগ্রে করিয়া যমুনাতীরবাসী ঋষিগণ লবণবধে সাহায্যার্থী হইয়া রামের নিকট আইসেন। উ ৬০

ইঁহার আশীর্ব্বাদে অসিত রাজার বিধবা সসত্ত্বা মহিষী কালিন্দী সপত্নী-প্রদত্ত গরলে বিপন্না না হইয়া (গরল-সহ) সগরকে প্রসব করেন। অ ১১০

ভৃগু—মহর্ষি। ভার্গব বংশের আদিপুরুষ। সগর রাজা পুত্র কামনায় ইঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। বা ৩৮

ইঁহার পত্নী অসুরগণের অনুরোধে ইন্দ্রের নিধন কামনা করিলে বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহতা হন। বা ২৫

ভৃগু পত্নীকে নিহত দর্শন করিয়া কুপিত হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দিলেন ;—"তুমি ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া অবধ্যা আমার পত্নীকে বধ করিলে ; অতএব হে জনার্দ্দন, তোমাকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে ; তথায় বহুবর্ষ পত্নীর সহিত তোমার বিচ্ছেদ ঘটিবে।" উ ৫১

(এই শাপবশে বিষ্ণু রামরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পত্নীবিচ্ছেদ সহ্য করিয়াছিলেন।)

জমদগ্নি—ভৃগুবংশোদ্ভব ঋষি। পরশুরামের জনক। বা ৭৪

ইঁহার আদেশে পুত্র রাম মাতা রেণুকার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। অ ২১

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবধনু ইঁহার হস্তগত হয় ; সেটি পরিত্যাগ করিলে ইনি হৈহয়াধিপ কর্ত্তৃক নিহত হন। বা ৭৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুলস্ত্য—ব্রহ্মর্ষি। ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনিও একজন প্রজাপতি। ছয়জন প্রজাপতির মধ্যে ইনি চতুর্থ। সু ২৩, আ ১৪

ইনি রাজর্ষি তৃণবিন্দুর আশ্রমে তপস্যা করিতেন ; কুমারীগণ আসিয়া উৎপাত করিত ; তাহাতে ইনি অভিশাপ দেন ;—অতঃপর যে এখানে আসিবে, সে গর্ভবতী হইবে। ভয়ে আর কেহ গেল না, কিন্তু রাজকন্যা আসিতেন, তাঁহাতে শাপ ফলিল। পিতা ব্যাপার বুঝিয়া ঋষিকে ধরিয়া পড়িলেন, ঋষি সে কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং বর দিলেন ; এই বর-পুত্র বিশ্রবা। উ ২

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দশাননকে বন্দী করিলে ইনি আসিয়া পৌত্রকে মোচিত করেন। উ ৩৩

রাবণ-মান্ধাতার যুদ্ধে মান্ধাতা ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলে ইনি আসিয়া বিবাদ মিটাইয়া উভয়মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত করিয়া দেন। উ প্র ৩

বিশ্রবা—ব্রহ্মর্ষি পুলস্ত্যের পুত্র। পিতার ন্যায় তপোনিষ্ঠ। উ ২

মহর্ষি ভরদ্বাজ ইঁহার সুচরিত্র অবগত হইয়া ইঁহার হস্তে স্বীয় দুহিতা দেববর্ণিনীকে সম্প্রদান করেন ; ইঁহাদের পুত্র বৈশ্রবণ কুবের। উ ৩

সুমালী রাক্ষস কুবেরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া স্বীয় কন্যা কৈকসীকে বিশ্রবা ঋষির নিকট পুত্রার্থ পাঠাইয়া দেয় ; বিশ্রবা তখন অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন ; কৈকসী সেই দারুণ কাল গণনা না করিয়াই প্রকারে আপন অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিল। উ ৯

বিশ্রবা তাহার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে গিয়া কহিলেন, "তুমি যখন এই নিদারুণ কালে আসিয়াছ, তখন তোমার গর্ভে দারুণ দারুণাকার ও দারুণ লোকপ্রিয় রাক্ষসেরা জন্ম-গ্রহণ করিবে ;" কৈকসী সবিনয়ে সুপুত্র প্রার্থিনী হইলে ঋষিবর কহিলেন, "সর্ব্বশেষে যে পুত্র জন্মিবে সে আমার বংশানুরূপ ও ধার্ম্মিক হইবে।" বিশ্রবার কৃপায় কৈকসী লাভ করেন ;—রাবণ, কুম্ভকর্ণ, সূর্পণখা ও বিভীষণ। উ ৯

কুবের পিতৃভক্ত ছিলেন ; সর্ব্বদা ইঁহার নিকট আসিতেন ; ইঁহার উপদেশমতে তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দশগ্রীবকে লঙ্কা ছাড়িয়া দিয়া কৈলাসে স্বীয় ভবন স্থাপিত করেন। উ ১১

দুর্ব্বাসা—মহর্ষি। অত্রি মুনির পুত্র। উ ৫১

রাজা দশরথ ইঁহাকে রামাদি সম্বন্ধে ভাবী বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে ইনি কহিয়াছিলেন,—রাম কালমাহাত্ম্যে সীতা, লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রুঘ্নকে ত্যাগ করিবেন। (সীতাবর্জ্জনকালে সুমন্ত্র লক্ষ্মণকে এই গূঢ় সংবাদ দেন।) উ ৫০

রামের একাদশ সহস্র বর্ষ পরমায়ু হইলে একদা তিনি নিয়ম করিয়া নির্জ্জনে কালের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষক হইয়াছিলেন, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বলিলে ঋষি শাপভয় প্রদর্শন করেন। অগত্যা কাল-প্রস্তাবিত নিয়মের লঙ্ঘন করিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। ঋষি উৎকৃষ্ট অন্ন ভোজন পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন; লক্ষ্মণ নিয়মভঙ্গফলে সরযূ-জলে আত্ম-বিসর্জ্জন করেন। উ ১০৫

দক্ষ—প্রজাপতি। ব্রহ্মার পুত্র। ইনি যজ্ঞ করেন, জামাতা বিরূপাক্ষ (শিব) যজ্ঞে অংশ পান নাই বলিয়া যজ্ঞ ধ্বংস করেন। বা ৬৬

ইঁহার ষাটটি কন্যা, আটটিকে কশ্যপ ঋষি বিবাহ করেন। আ ১৪

প্রচেতা—মহর্ষি। ইঁহার বংশধর বাল্মীকি। প্রজাপতি। উ ৯৬, আ ১৪

অঙ্গিরা—মহর্ষি। ইঁহার পুত্র গর্গ। প্রজাপতি। আ ১৪, উ ৩৬

গর্গ*—মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র। কেকয়রাজগুরু। উ ১০০

যুধাজিতের ইচ্ছানুসারে ইনি রামের নিকট আসিয়া তাঁহাকে সিন্ধু নদের পার্শ্বস্থ গন্ধর্ব্ব-দেশ জয় করিতে উপদেশ দেন। উ ১০০

কুশধ্বজ—ব্রহ্মর্ষি†। বেদবতীর পিতা। বৃহস্পতি-পুত্র। উ ১৭

বৃহস্পতি—দেবগুরু মহর্ষি। বা ১৭

পুরাকালে দেব-দানব-যুদ্ধে দানবগণ দেবগণকে দানবীমায়ায় মুগ্ধ করিয়া বিনাশ করিতে থাকে; তখন দেবগুরু বৃহস্পতি সমস্ত বিদ্যাপ্রভাবে ও ঔষধি প্রয়োগে তাঁহাদের চিকিৎসা করেন। ল ৫০

কৃশাশ্ব—প্রজাপতি মহর্ষি। ইঁহার সহযোগে দক্ষদুহিতা সুপ্রভা ও জয়া একশত অস্ত্র প্রসব করেন। বা ২১

এই অস্ত্রগুলি কৃশাশ্বের নিকট হইতে দেবতারা, তাঁহাদিগের নিকট হইতে শূলপাণি, তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বামিত্র লাভ করেন; তাড়কা-নিধনকালে বিশ্বামিত্র সেগুলি রামকে উপহার দেন। বা ২৬

এই অস্ত্রগুলি কৃশাশ্বের পুত্র বলিয়া খ্যাত। বা ২১

উশনা—শুক্রাচার্য্য।

ঔর্ব্ব—ব্রহ্মর্ষি। ইঁহার ক্রোধানল বড়বারূপে পরিণত; এই অগ্নি যুগান্তকালে স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ আহার করিয়া থাকে; পূর্ব্বদিকে জলোদসমুদ্রে এই বড়বানল দৃষ্ট হইয়া থাকে; তথায় সকল প্রকার জলজন্তু ঐ বড়বা-মুখ দর্শনে ভীত হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিতেছে; উহাদের আর্ত্তরব অতি দূর হইতেও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। কি ৪০

মেরুসাবর্ণি—ধর্ম্মজ্ঞ তপঃপরায়ণ মহর্ষি; সুমেরু পর্ব্বতে অবস্থান করেন। কি ৪২

স্বয়ম্প্রভা তাপসী ইঁহার দুহিতা। কি ৫১

* গ্রন্থান্তরে "গার্গ্য" আছে।

† রাজর্ষি (?) উ ১৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জহ্নু—সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী গঙ্গা ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাবেগে প্রবাহিত হইলেন; এক স্থলে অদ্ভুতকর্ম্মা মহর্ষি জহ্নু যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছিলেন, গঙ্গা স্বীয় প্রবাহে ঐ যজ্ঞক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া চলিলেন; তদ্দর্শনে জহ্নু উঁহার মনে গর্ব্বের উদ্রেক হইয়াছে বুঝিয়া, রোষভরে তাঁহার সমস্ত জল নিঃশেষ পান করিয়া ফেলিলেন। দেবতারা বিস্মিত হইয়া মহর্ষির বিস্তর স্তুতিবাদ করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণবিবর হইতে * গঙ্গাকে নিঃসারিত করিলেন। জহ্নুর দুহিতা বলিয়া গঙ্গার এক নাম জাহ্নবী। বা ৪৩

ঋচীক—মহর্ষি। বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সত্যবতীকে ইনি বিবাহ করেন। বা ৩৪
ইনি মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে অম্বরীষ রাজার নিকট যজ্ঞপশুস্থলীয় হইবার নিমিত্ত মূল্য লইয়া বিক্রয় করিয়াছিলেন। বা ৭১

শুনঃশেফ—ঋচীক মুনির পুত্র। বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয়। বা ৬১
অম্বরীষ রাজার অশ্বমেধ-যজ্ঞের অশ্ব হৃত হয়; যজ্ঞপশুস্থলীয় হইবার নিমিত্ত ঋচীক মুনির একটি পুত্রকে তিনি ক্রয় করিতে চাহিলে মুনি জ্যেষ্ঠপুত্রকে দিতে অসম্মত হইলেন; মুনিপত্নী কনিষ্ঠকে ছাড়িলেন না; তখন মধ্যম শুনঃশেফ কহিলেন, "তবে দেখিতেছি আমার ভাগ্যেই বলিদান ঘটিতেছে, চল।" তিনি রাজার সঙ্গে যাইতে যাইতে পথে মাতুল বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র নিজ পুত্রদের কাহাকেও ইঁহার স্থলে যাইতে বলেন, পুত্রেরা কেহই সম্মত হইল না; বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে অভিশম্পাত করিয়া শুনঃশেফকে অগ্নিস্তুতি দুইটী গাথা শিখাইয়া দেন। কুশনির্ম্মিত পবিত্র কাঞ্চী-দাম, রক্তাম্বর, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে শোভিত হইয়া বলিরূপে (বৈষ্ণব) যূপকাষ্ঠে বদ্ধ হইলে ইনি সেই স্তুতি পাঠ করেন; তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ মুনি-বটুকে দীর্ঘায়ু করিয়া দেন। বা ৬২

শুনক—ঋচীকের কনিষ্ঠ পুত্র। বা ৬১

কাশ্যপ—কশ্যপ-নন্দন। বিভাণ্ডকের জনক।† বা ৯

কাশ্যপ—পরশুরাম ইঁহাকে পৃথিবী দান করিয়াছিলেন।‡ বা ৭৫

বিভাণ্ডক—কশ্যপ-পুত্র। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির জনক। বা ৯

ভার্গব—ভৃগুবংশধর। ("পরশুরাম" ও "শুক্রাচার্য্য" দেখ।)

পরশুরাম—("জামদগ্ন্য" দেখ।)

কৌশিক, যবক্রীত, গার্গ্য, গালব, মেধাতিথি-পুত্র কণ্ব—পূর্ব্বদিক্‌বাসী ঋষিগণ।

স্বস্ত্যাত্রেয়, নমুচি, প্রমুচি, অগস্ত্য, অত্রি, সুমুখ, বিমুখ—দক্ষিণদিক্‌বাসী ঋষিগণ।

---

* রামায়ণে মুনির কর্ণবিবর হইতে গঙ্গা নিঃসারিত, উরু হইতে নহে।
† কোন সংস্করণে "কশ্যপ" আছে।
‡ দুই কাশ্যপ একই জন হইতে পারেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নৃষদ্গু, কবষী,* ধৌম্য, কৌষেয়—পশ্চিমদিক্‌বাসী ঋষিগণ।

বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, সপ্তর্ষিগণ—উত্তরদিক্‌বাসী ঋষিগণ।

রাক্ষসগণের বধসাধন পূর্ব্বক রাম অযোধ্যার রাজ্য অধিকার করিলে, এই সকল মহর্ষিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছিলেন। উ ১

বুধ, সংবর্ত্ত, চ্যবন, অরিষ্টনেমী, প্রমোদন, দুর্ব্বাসা, কর্দ্দম, পুলস্ত্য, ক্রতু, বষট্‌কার, ওঙ্কার—স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত ইল রাজার পুনরায় পুরুষত্ব বিধানের নিমিত্ত এই সকল ঋষিগণ মিলিয়া মন্ত্রণা করিয়া রুদ্রদেবের আরাধনার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। উ ৯০

বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দুর্ব্বাসা, পুলস্ত্য, গর্গ, চ্যবন, ভার্গব, শতানন্দ, ভরদ্বাজ, দীর্ঘতমা, শক্তি, বামন, বসুপ্রভ, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গাল্য, গৌতম, অগ্নি-তনয় সুপ্রভ, নারদ, পর্ব্বত—সীতার শপথ-পরীক্ষা দেখিবার নিমিত্ত রামের যজ্ঞ-সভায় ইঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন। উ ৯৬

ভৃগু, আঙ্গিরস, কুৎস, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ—ঋষিগণ। ধর্ম্মপাঠক সচিব; রাম-সভায় থাকিতেন। উ প্র ২

চূলী—ব্রহ্মর্ষি। সোমদা গন্ধর্ব্বকুমারী ইঁহার আরাধনা ও পরিচর্য্যা করিয়া ব্রহ্মদত্ত নামে মানস-পুত্র লাভ করে। বা ৩৪

ব্রহ্মদত্ত—চূলী ব্রহ্মর্ষি কর্ত্তৃক সোমদাকে দত্ত মানস-পুত্র। ইনি কুশনাভ রাজার পবন কর্ত্তৃক বিকৃতাঙ্গী শত কন্যাকে বিবাহ করেন। বা ৩৩

জাবালি—ইনি ভরতের সঙ্গে রামকে ফিরাইতে আসিয়া তাঁহাকে নাস্তিক-ধর্ম্ম শুনাইয়া রামের মত পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা পান,—অবশ্য নিষ্ফল হন। অ ১০৮

মনু—মহর্ষি। ইঁহার চরিত্রশোধক দুই শ্লোকঃ—"মনুষ্যেরা পাপাচরণ পূর্ব্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে বীতপাপ হয় এবং পুণ্যশীল সাধুর ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। নিগ্রহ বা মুক্তি যেরূপে হউক, পাপী শুদ্ধ হয়; কিন্তু যে রাজা দণ্ডের পরিবর্ত্তে মুক্তি দিয়া থাকেন, পাপ তাঁহাকেই স্পর্শে।" ("রাজবংশ" মধ্যে "মনু" দেখ) কি ১৮

অকারণে কাহারও দণ্ড বিধান কর্ত্তব্য নহে, প্রকৃত অপরাধীর প্রতি যে দণ্ড বিহিত হয় তাহাই রাজার স্বর্গলাভের কারণ হইয়া থাকে। মনু ইক্ষ্বাকুকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন।† উ ৭৯

* পাঠান্তর কহষী।

† সম্ভবতঃ ইনি প্রথম অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনু। প্রথম ও সপ্তম মনুতে অনেক স্থলে গোল বাধে। ইক্ষ্বাকুকে উপদেশ দেন যখন, তখন প্রসিদ্ধ সংহিতাকার সপ্তম মনুও হইতে পারেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইধ্মবাহ—অগস্ত্য-ভ্রাতা, ঋষি। বনবাসকালে রাম অগস্ত্য-আশ্রমে যাইবার সময়ে ইঁহার আশ্রমে ও দণ্ডকারণ্যে অতিথি হইয়াছিলেন। আ ১১

শরভঙ্গ—গৌতমগোত্রজাত ধার্ম্মিক মহর্ষি। দণ্ডকারণ্যে ইঁহার আশ্রম ছিল। আ ৫ রাম ইঁহার আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে এক আশ্চর্য্য দেখিতে পান। তথায় স্বয়ং সুররাজ বিরাজমান।* সুররাজ ঋষিকে তাঁহার কঠোর তপোলব্ধ দুর্লভ ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিলেন। ঋষি রামের ন্যায় বিশিষ্ট অতিথিকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্র-সহিত গমন স্থগিত রাখেন। রামকে সমুচিত আতিথ্য করিয়া কহিলেন, "বৎস, বহুসংখ্য লোক আমার আয়ত্ত হইয়াছে ; এক্ষণে বাসনা, তুমি তৎসমুদয় প্রতিগ্রহ কর।" রাম কহিলেন, "তপোধন। আমি স্বয়ং তপোবলে দিব্য-লোক সকল আহরণ করিব ; সম্প্রতি আপনি আমায় আমার আশ্রয়-স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন।" ঋষিবর রামের অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, "মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর, তোমার সমক্ষে দেহ বিসর্জ্জন দিব।" এই বলিয়া বহ্নি স্থাপন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেহ ভস্মীভূত হইলে শরভঙ্গ অনলের ন্যায় ভাস্বর-দেহ এক কুমার হইলেন, এবং সহসা বহ্নি মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সাগ্নিক ঋষিগণের লোক ও দেবলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক আরোহণ করিলেন। আ ৫

সুতীক্ষ্ণ—দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি। বনে রাম ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তখন ইনি মললিপ্ত পঙ্কক্লিন্ন জটাধারী অবস্থায়। ইনিও রামকে বলেন, "তোমার প্রতীক্ষায় এতদিন সুরলোকে আরোহণ করি নাই ; আমি পুণ্যবলে যে সকল উৎকৃষ্ট লোক অধিকার করিয়াছি, তাহার সংবাদ দিবার জন্য আজ দেবরাজ ইন্দ্র আমার আশ্রমে আসিয়াছিলেন। আমি বলি, তুমি পত্নী ও ভ্রাতার সহিত সেই সকল লোকে গিয়া বিহার কর।" রাম আপন তপোবলে ঐ সকল লোক অধিকার করিবেন জানাইয়া তাঁহাকে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে অনুরোধ করিলে ঋষি তাহা করিয়া পরে রামকে অগস্ত্যের আশ্রম-পথ দেখাইয়া দেন। আ ৭

মতঙ্গ—বনবাসকালে রাম ইঁহার আশ্রমে আসিয়াছিলেন। শবরী শ্রমণা ইঁহার শিষ্যদিগের পরিচারিকা ছিল। ("মতঙ্গ-আশ্রম" দেখ) আ ৭৪

ইঁহার শাপ-ভয়ে ঋষ্যমূক পর্ব্বত বালীর অগম্য ছিল। কি ১১

কণ্ব—চিত্রকূটের অদূরে এই ঋষির আশ্রম ছিল। রাম চিত্রকূটে বাস করিতে থাকিলে

---

* খর ও চতুর্দ্দশ রাক্ষস নিহত হইলে ঋষিগণ রামকে কহিলেন, "এই নিমিত্ত সুররাজ শরভঙ্গাশ্রমে আসিয়াছিলেন, এই কারণেই মুনিগণ আশ্রম দর্শন প্রসঙ্গে তোমাকে এখানে আনিয়াছিলেন।" আ ৩০

৮

Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাক্ষসগণ তত্রত্য ঋষিগণের উপর বেশী করিয়া উৎপাত আরম্ভ করিল; তাহাতে ঋষিরা সরিয়া এই মুনির আশ্রমে যাইবেন স্থির করেন। অ ১১৬

স্থূলশিরা—ঋষি। ইঁহার শাপ-প্রভাবে দনু নামক দানব রাক্ষস হইয়া যায়। এই রাক্ষস পরে কবন্ধ হয়। আ ৭১

ধর্ম্মভৃত—দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি। ইনি রামকে পঞ্চাপ্সর সরোবর বৃত্তান্ত কহিয়াছিলেন। আ ১১

মাণ্ডকর্ণী—পঞ্চাপ্সর সরোবরের সৃষ্টিকর্ত্তা ঋষি। আ ১১

কোন সময়ে এই ঋষি দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিতেছিলেন; অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ তাহাতে আপন পদচ্যুতির আশঙ্কা করিয়া ঋষির তপোবিঘ্ন জন্মাইবার জন্য পাঁচটী অপ্সরাকে নিযুক্ত করিলেন; তাহারা মুনির মন ভুলাইয়া তাঁহাকে সংসারী করিয়া ফেলে। ঋষিবর সরোবরমধ্যে গুপ্তগৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এই পঞ্চ সুন্দরীর সঙ্গে রঙ্গ-রসে গীতবাদ্য আমোদে কালাতিবাহন করিতেন। পঞ্চাপ্সর সরোবর-মধ্য হইতে সঙ্গীত-ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল, অথচ তথায় জন প্রাণীর সম্পর্ক নাই,—দেখিয়া রাম বিস্মিত হইয়াছিলেন। আ ১১

মধুচ্ছন্দা—বিশ্বামিত্র-পুত্র।* শুনঃশেফের প্রতিনিধি হইতে পিতার আদেশ মানেন নাই। বা ৬২

মাণ্ডব্য—মহর্ষি। ইনি এক ঋষিপত্নীকে বিধবা হইতে অভিশাপ দেন; অত্রিপত্নী অনসূয়া প্রতিশাপে দশ রাত্রি এক রাত্রিতে পরিণত করিয়া শাপের তীক্ষ্ণতা কমাইয়া দেন। অ ১১৭

কণ্ডু—মহর্ষি। অধর্ম্ম জানিয়াও পিতৃ-আজ্ঞায় গো-বধ করেন।† অ ২১

কণ্ডু—ঋষি। ইঁহার দশ বৎসরের একটি পুত্র ছিল, অরণ্যে তাহার মৃত্যু হয়; তাহাতে কণ্ডু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সমগ্র বনকে অভিসম্পাত করেন; তদবধি ঐ স্থানের বৃক্ষের ফল পুষ্প বা পত্র নাই, নদী শুষ্ক, পদ্মের বিকাশ নাই, মূল সুলভ নয়, পশু পক্ষী দৃষ্ট হয় না; ভূমি জলশূন্য, জনশূন্য। কি ৪৮

কণ্ডু—মহর্ষি কণ্বের পুত্র। ইঁহার গাথা;—"যদি শত্রু কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাগত হয়, তবে ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তাহাকে অভয় দান করা কর্ত্তব্য। শত্রু ভীত বা গর্ব্বিত হউক, অন্যের পীড়নে শরণাপন্ন হইলে প্রাণপণে তাহাকে রক্ষা করা ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যদি কেহ ভয় মোহ বা ইচ্ছাক্রমে শরণাগতকে সাধ্যমত রক্ষা না করে তবে লোকে গর্হিত পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। যদি রক্ষাকর্ত্তার সমক্ষে শরণাগত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, তবে তাহার সকল পাপ রক্ষাকর্ত্তাতে বর্ত্তিয়া থাকে।" ল ১৮

---

* মধুস্পন্দের নামান্তর ?

† তিন স্থলে কণ্ডু নাম আছে, একই জন হইতে পারেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিশাকর—উগ্রতপা মহর্ষি*। পূর্ব্বে বিন্ধ্যাচলে ইঁহার এক আশ্রম ছিল। সম্পাতি দেখিয়াছিলেন। কি ৬১

রাম-রাবণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী শুনাইয়া দগ্ধপক্ষ গৃধ্ররাজকে আশ্বাসিত করিয়া ইনি বর দিয়াছিলেন। কি ৬৩

সপ্তজন—ঋষ্যমূক হইতে কিষ্কিন্ধ্যা যাইতে পথে এক বন; তন্মধ্যে এক সুবিস্তীর্ণ আশ্রম। এই স্থানে এই নামে ব্রত-পরায়ণ কঠোর-তপা সাতজন ঋষি ছিলেন। তাঁহারা অধঃশিরা হইয়া থাকিতেন, এবং নিয়ত জলমধ্যে শয়ন ও সাতদিন অন্তর বায়ু ভক্ষণ করিতেন। এই বনে গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি জ্বলিত। কি ১৩

অষ্টাবক্র, কহোড়—ঋষি। সীতার অগ্নিপরীক্ষাকালে স্বর্গগত দশরথ রামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, "অষ্টাবক্র দ্বারা যেমন কহল ব্রাহ্মণ সদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন, তোমা হেন পুত্র দ্বারা আমি তদ্রূপ সদ্গতি পাইয়াছি।" ল ১২০

গালব—ঋষি। রাবণ ও মান্ধাতায় বিষম যুদ্ধ হইতেছিল, ইনি ও পুলস্ত্য মিটাইয়া দেন। উ প্র ৩

পর্ব্বত—দেবর্ষি। রাবণ দিগ্বিজয়কালে চন্দ্রলোক জয়ে যাইতেছিলেন; পথে রথারূঢ় নানা দিব্য পুরুষকে দেখিতে পান; পর্ব্বত মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদের পরিচয় প্রাপ্ত হন;—তাহারা কেহ তপঃফলভোগী—সোমরস পান করিয়া অপ্সরা কর্তৃক চুম্বিত হইতে হইতে যাইতেছিলেন†; কেহ বা সম্মুখ সমরে পতিত যোদ্ধা; কেহ দাতা; সকলে স্বর্গলোকে চলিয়াছেন। উ প্র ৩

রাবণ এই ঋষিকে আপন উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা জিজ্ঞাসিলে ইনি রাজা মান্ধাতার নাম উল্লেখ করেন। উ প্র ৩

নারদ ও পর্ব্বত—দুই ব্রাহ্মণ। অর্থী হইয়া রাজদ্বারে আসিয়া রাজার সাক্ষাৎ না পাওয়াতে নৃগ রাজাকে শাপ দিয়াছিলেন। উ ৫৪

ভরদ্বাজ—বাল্মীকির শিষ্য। শ্লোকোৎপত্তিকালে ইনি রামায়ণ-কবির নিকটে ছিলেন। বা ২
(ইনি অবশ্য প্রসিদ্ধ ভরদ্বাজ ঋষি নহেন।)

মহোদয়‡—ঋষি। ত্রিশঙ্কু ভূপতির বিশ্বামিত্র-সম্পাদিত যজ্ঞে ইনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই; তজ্জন্য বিশ্বামিত্র কর্তৃক অভিশপ্ত হন। বা ৫৯

সম্বর্ত্ত—বৃহস্পতির সহোদর ভ্রাতা। মরুত্ত রাজার পুরোহিত। উ ১৮

---

* এক স্থলে আছে রাজর্ষি। কি ৬৩, ১০

† ইঁহাদের মধ্যে একজন এমনভাবে অপ্সরাসেবিত হইয়া যাইতেছিলেন যে, রাবণও দেখিয়া বলেন, "নির্লজ্জ।" উ প্র ৩

‡ Griffith বলেন, এটা বশিষ্ঠের নামান্তর—যদিও অপর কোন সর্গে বশিষ্ঠের এ নাম নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাবণের আহ্বানে যজ্ঞদীক্ষিত রাজা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন, ইনি যাইতে দেন নাই। উ ১৮

ইল রাজার পুরুষত্ব বিধানের পরামর্শে ইনিও ছিলেন। উ ৯০

বামদেব—দশরথ রাজার কুল-পুরোহিত। বশিষ্ঠ ও বামদেব দশরথের সর্ব্বপ্রধান ঋত্বিক্। বা ৭

মৌদ্গাল্য ও বামদেব—ইঁহারা এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ দশরথ রাজার অন্তিম-কার্য্য সম্পাদনার্থ সমবেত হইয়াছিলেন। অ ১৭

সুযজ্ঞ—বশিষ্ঠ-তনয় ঋষি। বনগমনকালে রাম ইঁহাকে নানাবিধ আভরণ, বস্ত্রাদি এবং স্বীয় শত্রুঞ্জয়নামক হস্তী দান করিয়া যান। অ ৩১, ৩২

সুধন্বা—অমন্ত্র ও সমন্ত্রক শর প্রয়োগ করিতে সমর্থ, অর্থশাস্ত্রবিৎ উপাধ্যায়। ভরতের নিকট হইতে বনে রাম ইঁহার সংবাদ লইয়াছিলেন। অ ১০৯

শতানন্দ—গৌতম-অহল্যার পুত্র। জনক রাজর্ষির কুল-পুরোহিত। বা ৫১, ৫০

কাঞ্চন—মধুরায় শত্রুঘ্নের পুরোহিত। উ ১০৮

সুযজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, মার্কণ্ডেয়, কাত্যায়ন—ঋষি। দশরথ রাজার মন্ত্রিগণ। বা ৭

কর্দ্দম—প্রজাপতিগণের মধ্যে ইনিই প্রথম। আ ১৪

ইল রাজা ইঁহার পুত্র। ইলের পুরুষত্ব বিধানের জন্য ইনি অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। উ ৯০

প্রজাপতি, কর্দ্দম, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, মহাবল, বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, প্রচেতাঃ, দক্ষ, বিবস্বান্, অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ। আ ১৪

ত্রিজট—গর্গগোত্রসম্ভূত পিঙ্গলমূর্ত্তি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ইনি বনমধ্যে ভূমি খনন দ্বারা দিনপাত করিতেন। রাম বনগমনকালে ধন বিতরণ করিতেছেন শুনিয়া ইনি কিঞ্চিৎ ভিক্ষার্থ আগমন করেন; রাম বলেন, "তুমি যতদূর তোমার দণ্ডকাষ্ঠ নিক্ষেপ করিতে পারিবে, ততদূর যত ধেনু থাকিবে, তোমার।" ব্রাহ্মণ ছিন্ন সাটী কটিতে জড়াইয়া এমন জোরে ফেলিলেন যে সেটা সরযূর অপর পারে পহুছিল। সে স্থান পর্য্যন্ত যত ধেনু ছিল, সমস্তই সেই ব্রাহ্মণ পাইলেন। অ ৩২

সর্ব্বার্থসিদ্ধ—এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। রাম-রাজত্বকালে ইনি পথে এক কুক্কুরকে প্রহার করেন। কুক্কুর আসিয়া রামের নিকট অভিযোগ করিল। রাম ব্রাহ্মণকে আনাইয়া তাহাকে দণ্ড দিতে যান; ঋষিগণ ও মন্ত্রী সকল নিবারণ করিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয় নহেন।" কুক্কুর বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দোষীকে অমনি ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। আমার প্রতি যদি আপনার কৃপা থাকে, তবে এই ব্রাহ্মণকে কুলপতি পদ প্রদান করুন এবং উহাকে কালঞ্জরের অধ্যক্ষ করিয়া পাঠান। শত্রুর প্রতি শাস্তির পরিবর্ত্তে এমন পুরস্কার প্রার্থনার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে কুক্কুর কহিল, "আমি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম, সকল সৎকর্ম্ম করিয়াও এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি। পুত্র পশু ও বান্ধবের সহিত যাহাকে নরকে নিপাতিত করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহাকেই দেবতা ব্রাহ্মণ ও গো-সেবায় নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।"' উ প্র ২

অন্ধক—অন্ধ-তাপস। শব্দভেদী রাজা দশরথ ভ্রমক্রমে ইঁহার এক মাত্র অবলম্বন পুত্রটিকে শরাঘাতে সংহার করেন। বৃদ্ধ মুনি দশরথকে, "তোমারও বৃদ্ধ বয়সে পুত্র-বিরহ-শোকে মৃত্যু হইবে" অভিশাপ দিয়া সস্ত্রীক চিতারোহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করেন। ("দশরথ প্রতি অভিশাপ" দেখ।) অ ৬৩, ৬৪

কুলপতি—("সর্ব্বার্থসিদ্ধ" দেখ।) উ প্র ২

এক তপোবৃদ্ধ জরা-জীর্ণতাপস রামের চিত্রকূট-বাসকালে সদলে রক্ষোভয়ে পলায়ন করেন। অ ১১৬

ঋষিপত্নীগণ।

শবরী—(শ্রমণা) ত্রিকালজ্ঞা বৃদ্ধা তাপসী। ইনি এককালে মতঙ্গ-আশ্রমস্থ মুনিদিগের পরিচারিকা ছিলেন। দণ্ডকারণ্যে রামের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে আতিথ্যে তৃপ্ত করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক মহর্ষিলোকে প্রস্থান করেন। আ ৭৪

অদিতি—কশ্যপ মহর্ষির পত্নী। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা। সুরগণ-জননী। আ ১৪

ইঁহার গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও অশ্বিনীকুমারযুগল, এই তেত্রিশটী দেবতা জন্মগ্রহণ করেন। আ ১৪

বিষ্ণু বামনরূপে ইঁহাকে জননীত্বে বরণ করিয়াছিলেন। বা ২৯

দিতি—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। দৈত্যগণের জননী। আ ১৪

মরুৎগণও ইঁহার গর্ভে জাত। বা ৪৬

দনু—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। অশ্বগ্রীবের জননী। আ ১৪

কালকা—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। নরক ও কালকের জননী। আ ১৪

অনলা—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। পবিত্র বৃক্ষ সকল ইঁহার সন্তান। আ ১৪

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মনু—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। ইঁহা হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি।* মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য, চরণ হইতে শূদ্র জন্মে। আ ১৪

তাম্রা—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। ইঁহার পঞ্চ দুহিতা ঃ—ক্রৌঞ্চী, ভাসী, শ্যেনী, ধৃতরাষ্ট্রী, শুকী। আ ১৪

ক্রোধবশা—কশ্যপ-পত্নী। দক্ষ-দুহিতা। ইঁহার দশ দুহিতা ঃ—মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমদা, মাতঙ্গী, শার্দ্দূলী, শ্বেতা, সুরভি, কদ্রু, সুরসা। আ ১৪

অরুন্ধতী—বশিষ্ঠ মহর্ষির পত্নী। পতিব্রতাগণের অগ্রগণ্যা। দেবগণ সীতাকে ইঁহার সহিত তুলনা করিতেন। আ ১৩

লোপামুদ্রা—অগস্ত্য-পত্নী।

সুকন্যা—চ্যবন-পত্নী।

শ্রীমতী—কপিল-পত্নী। সতী সাধ্বীর উদাহরণ-স্থল। সীতা ইঁহাদিগের সহিত উপমিত। সু ২৪

জয়া ও সুপ্রভা†—দক্ষ-দুহিতা। প্রজাপতি কৃশাশ্বের সহযোগে ইঁহারা একশত অস্ত্র প্রসব করেন। বা ২১

জয়া বরলাভ করিয়া অসুর সংহারার্থ অদৃশ্যরূপ পঞ্চাশত এবং সুপ্রভা "সংহার" নামক পঞ্চাশৎ উৎকৃষ্ট শর প্রসব করিয়াছিলেন। বা ২১

বোধ হয় এইগুলি প্রথমতঃ ত্রিপুরারির হস্তগত হয়, তাঁহার নিকট হইতে বিশ্বামিত্র, পরে রামচন্দ্র প্রাপ্ত হন। বা ২৬

ভৃগু-পত্নী—দেব ও অসুরগণের সংগ্রামকালে দৈত্যগণ দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ করে; ভৃগুপত্নী তাহাদিগকে অভয়দান করিলে তাহারা নির্ভয়ে তথায় বাস করিয়াছিল। সুরেশ্বর হরি দৈত্যদিগকে ভৃগুপত্নী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ চক্র দ্বারা ঋষিপত্নীর মস্তক ছেদন করেন। ভৃগু এই কারণে বিষ্ণুকে শাপ দেন। উ ৫১

মহর্ষি শুক্রের জননী পতি-পরায়ণা ভৃগুপত্নী অসুরগণের অনুরোধে ইন্দ্রের নিধন কামনা করিয়াছিলেন; বিষ্ণুই তাঁহাকে বিনাশ করেন। বা ২৭

অনসূয়া—অত্রি মুনি-পত্নী। কঠোর তপস্যাবলে দেব ঋষির শুভ কল্পে অদ্ভুত কর্ম্মকারিণী পতিব্রতা বৃদ্ধা তপস্বিনী। অ ১১৭

বনবাসকালে রাম সহ সীতা ইঁহাদের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ইনি দেবীকে পাতিব্রত্য

* গৌড় সংস্করণ রামায়ণে মনু ও অনলা নাম নাই, তৎস্থলে বলা ও অতিবলা আছে।

† সুপ্রভা নাম কোন কোন গ্রন্থে "বিজয়া" আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধর্ম্মে উপদেশ দিয়া দিব্য মাল্য, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আভরণ ও আশ্চর্য্য অঙ্গরাগ অনুলেপন উপহার দিয়াছিলেন; এই সকল বস্তুর অদ্ভুত গুণ, ব্যবহার করিলেও ম্লান হয় না। অ ১১৮
দশ বৎসর অনাবৃষ্টি প্রভাবে লোক সকল নিরন্তর দগ্ধ হইতেছিল, তৎকালে ইনি ফল মূল সৃষ্টি করেন এবং আশ্রমমধ্যে গঙ্গাকেও প্রবাহিত করিয়া দেন। মাণ্ডব্য ঋষি এক ঋষিপত্নীকে বিধবা হইতে অভিশাপ দেন; ইনি প্রতিশাপে দশ রাত্রি এক রাত্রিতে পরিণত করিয়া শাপের তীক্ষ্ণতা হ্রাস করেন। অ ১১৭

স্বয়ংপ্রভা—মেরুসাবর্ণি ঋষির কন্যা। ময়দানবের প্রণয়িণী হেমা-অপ্সরার প্রিয়সখী। কি ৫০
হেমার অনুরোধে ইনি ময়দানবের আশ্চর্য্য পুরী রক্ষা করিতেন; সীতান্বেষণে রত হনুমানাদির সহিত সেইখানে সাক্ষাৎ হয়। কি ৫০, ৫৩

রেণুকা—জমদগ্নি-পত্নী। পরশুরামের জননী। পিতার আজ্ঞায় পরশুরাম ইঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। অ ২১

সত্যবতী—ঋচীক ঋষির পত্নী। বিশ্বামিত্রের ভগিনী। শুনঃশেফের জননী। বা ৩১, ৬১
সশরীরে স্বর্গারোহণের পর লোকের হিত-কামনায় স্রোতস্বতীরূপে হিমাচল হইতে প্রবাহিত;—সেই অবধি ইঁহার নাম "কৌশিকী।" বা ৩৪

দেববর্ণিনী—ভরদ্বাজ ঋষির কন্যা। বিশ্রবার পত্নী। কুবেরের জননী। উ ৩

অরজা—শুক্রাচার্য্যের কন্যা। দণ্ড রাজা বল পূর্ব্বক ইঁহার কুমারীত্ব নষ্ট করেন। উ ৮০
এই কারণে শুক্র-শাপে দণ্ড-রাজ্য দণ্ডকারণ্য হইয়া যায়। উ ৮১

অহল্যা—গৌতম মুনির পত্নী। শতানন্দের জননী। বা ৫১
ইনি বড় রূপসী ছিলেন; সুররাজ ইন্দ্র একদা ইঁহার স্বামীর অনুপস্থিতিকালে আসিয়া ইঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করেন। অহল্যা শচীপতিকে চিনিতে পারিয়াও অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই। বা ৪৮
স্বকার্য্য সাধনানন্তর ইন্দ্র যখন প্রস্থান করিতেছেন, পথে মুনি দেখিতে পান; সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সুরপতিকে অভিশাপ দিলেন; তাহাতে তিনি বৃষণহীন। বা ৪৮
অহল্যাকে অভিশাপ দিলেন, "তোরে এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্যা* হইয়া ভস্মরাশিতে শয়ন এবং বায়ু মাত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক কালযাপন করিতে হইবে। স্বকৃত কার্য্যের জন্য তোর অনুতাপের পরিসীমা থাকিবে না। এইরূপে বহুসহস্র বৎসর অতীত হইয়া যাইবে। এক সময়ে দশরথ-নন্দন রাম এই বনে আগমন করিবেন; তুই লোভ মোহের বশবর্ত্তিনী না হইয়া তাঁহার আতিথ্য করিবি; তদ্দ্বারাই তোর এই শাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং তুই পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আমার সহিত সম্মিলিত হইবি।" বা ৪৮
তাড়কাবধের পর মিথিলা আসিবার কালে রাম গৌতম-আশ্রমে উপস্থিত হন। বা ৪৮

---

* লোকালয়ে মুখ না দেখাইয়া কঠোর ব্রহ্মচারিণী হইয়াছিলেন; একেবারে পাষাণ হন নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রামের আগমনে সকলে অহল্যাকে পুনরায় দেখিতে পাইল। তাহার শাপ ঘুচিল। তখন জমদগ্নির সহিত রেণুকার ন্যায় পতির সহিত মিলিতা হইয়া ঋষি-সুন্দরী তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন। বা ৪৯

বৈরূপ্যের নাম হল। বৈরূপ্য হইতে যাহা উদ্ভূত, তাহা হল্য ; এই স্ত্রীর হল্য বা বিরূপতা আদৌ ছিল না, সেই হেতু নাম অহল্যা। উ ৩০

ইনিই সৃষ্টিকর্ত্তার প্রথম স্ত্রী সৃষ্টি। সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি ইঁহাকে গৌতমের হস্তে সমর্পণ করেন। দেবতাগণের ইঁহার উপর লোভ ছিল। দেবরাজ সুবিধা পাইয়া গৌতম-আশ্রমে তাঁহাকে দূষিত করেন। মহর্ষি গৌতম জানিতে পারিয়া ইন্দ্রকে অভি-সম্পাত করেন—তাহাতে সুররাজকে শত্রুর (মেঘনাদের) বন্দিত্ব স্বীকার করিতে হয়। উ ৩০

অহল্যাকে ভর্ৎসনা করিয়া ঋষি কহিলেন, "দুর্ব্বিনীতে, তুই আমার এই আশ্রমে বিরূপ হইয়া থাক্ ; তুই যখন রূপ-যৌবনসম্পন্না হইয়া এইরূপ চপলস্বভাব হইয়াছিস্, তখন এই জীবলোকে তোর ন্যায় অনেকেই রূপবতী হইবে। অতঃপর কেবল তুই আর রূপ-বতী থাকিবি না। যখন কেবল তোর রূপে ইন্দ্রের এইরূপ চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইয়াছে, তখন এই প্রকার রূপ সকল লোকই অধিকার করিবে সন্দেহ নাই।" তদবধি সকলেই সমধিক রূপবান্। মনুষ্যরূপী স্বয়ং বিষ্ণু রামের আগমনে শাপ- মুক্তি কহিয়া দিয়া গৌতম প্রস্থান করিলেন ; অহল্যাও অতি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।* উ ৩০

দেবযানী—শুক্রাচার্য্যের কন্যা। ইনি যযাতি রাজার মহিষী হইয়াছিলেন। উ ৫৮

রাজা ইঁহাকে প্রেয়সী করেন নাই বলিয়া ইঁহার অভিযোগে ঋষি রাজাকে শাপ দেন ; তাহাতে যযাতি অকালে জরাগ্রস্ত হইয়া পড়েন। উ ৫৮

বেদবতী—বৃহস্পতি-পুত্র কুশধ্বজ ব্রহ্মর্ষির কন্যা। উ ১৭

সত্যযুগে দশানন বিচরণ করিতে করিতে হিমালয় সন্নিহিত এক কাননে কৃষ্ণাজিনপরি-ধানা জটাধারিণী তপোরতা এই ঋষিকন্যাকে দেখিতে পান। ইনি রাবণকে আত্মপরি-চয় কহিলেন, পিতা আমাকে বিষ্ণুর হস্তে সমর্পণ করিতে বাসনা করেন ; পিতা শুম্ভ নামক দৈত্যরাজ কর্ত্তৃক হত হইলে মাতা স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক অগ্নি-প্রবেশ করিলেন। আমি তদবধি নারায়ণকে পতিরূপে লাভ করিব এই উদ্দেশে তপশ্চরণ করিতেছি। রাবণ ইঁহার রূপ দেখিয়া কামান্ধ হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া ইঁহাকে হস্তগতা করিতে চেষ্টা করে ; তাহাতে নিষ্ফল হইলে ইঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক বলপ্রকাশে প্রয়াস পাইল। তখন ইনি স্বহস্তে সেই কেশরাশি ছেদন করিয়া অপমান

---

* অহল্যা-সংবাদ এক রামায়ণে দুই স্থানে দুই প্রকার—সমগ্র রামায়ণ এক হাতের রচনা নয়—ইহা একটা প্রমাণ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হেতু প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে রাবণকে বলিয়া যান, "পাপিষ্ঠ, তোর দ্বারা বনমধ্যে আমি ধর্ষিত হইলাম, অতএব তোর বধের জন্য আমি কোন ধার্ম্মিকের অযোনিজা কন্যা হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিব।" উ ১৭

সত্যযুগের এই বেদবতীই ত্রেতায় জনকরাজের কন্যারূপে উৎপন্না হইয়া রাম-ভার্য্যা হইয়াছিলেন। উ ১৭

অগস্ত্য রামকে কহেন, "এই বেদবতী মর্ত্ত্যলোকে হলকর্ষিত ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইবেন।" উ ১৭

দৈত্যগণ।

বলি—বিরোচন-পুত্র। দৈত্যরাজ। হিরণ্যকশিপুর পৌত্র। উ প্র ৯

আপন প্রভাবে ত্রিলোক জয় করিয়া দেবগণকে ত্রস্ত করিয়া তুলেন। দেবগণের মিনতিতে নারায়ণ বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিকে ছলনা করিয়া ত্রিলোক উদ্ধার করেন। ত্রিপাদ-ভূমি ভিক্ষা চাহিয়া পাদত্রয়ে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়া বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন। বা ২৯

রসাতল বিজয় করিবার কালে রাবণ বিচরণ করিতে করিতে দৈত্যরাজ বলির আলয়ে উপস্থিত হন। উ প্র ১

আলয়ে প্রবেশকালে দ্বারদেশে এক চন্দ্র-মৌলি শ্মশ্রুধারী* প্রকাণ্ড দেহ লৌহ-মুষলহস্ত ভীষণ কৃষ্ণকায় পুরুষকে দেখিতে পান। তাঁহার অনুমতি লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে বলি তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম নৃসিংহমূর্ত্তি প্রভৃতির কথা শুনাইয়া পিতামহ হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল দেখাইয়া জানাইলেন—তাঁহার যে দ্বারী তিনিই হরি। রাবণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন; দ্বারী কিন্তু অন্তর্দ্ধান করিলেন। বলি রাবণকে বলেন, "এই নারায়ণ হরিই অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু, নৃসিংহ, ক্রতুধামা, সুধামা, পাশহস্ত, বলদেব।" উ প্র ১

বিরোচন—দানব। বলি রাজার পিতা। ইঁহার কন্যা মন্থরা ইন্দ্র কর্ত্তৃক হত। বা ২৯, ২৫

হিরণ্যকশিপু—বলি দৈত্যের পিতামহ। উ প্র ১

কি জল কি স্থল কোন স্থানে কোন অস্ত্র দ্বারা ইঁহার মৃত্যু বিহিত হয় নাই। বিষ্ণু নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোড়ে রাখিয়া নখর প্রহারে ইঁহার মৃত্যু বিধান করেন। উ প্র ১

ইনি ইন্দ্র হইতে নিজ ভার্য্যা লাভ করিয়াছিলেন। সু ২০

---

* বিষ্ণুর অভিনব মূর্ত্তি; কৃষ্ণকায় না হইলে রুদ্র বলা চলিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মধু, কৈটভ—নারায়ণের কর্ণমল হইতে উৎপন্ন মহাবীর্য্য দানবদ্বয়। উ ৫৯

যোগনিদ্রারত বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে সমুত্থিত ব্রহ্মা স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টি মানসে মহাতপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন; এই দুই ঘোররূপী দানব জন্মিয়াই সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি ধাবমান হইল; প্রজাপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সেই চীৎকারে মধুসূদনের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি ইহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া চক্র দ্বারা ইহাদিগকে বিনাশ করেন।

মধুকৈটভের মেদে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এক নাম মেদিনী। উ ৫৯

মধুকৈটভের অস্থিসমূহে এই পৃথিবী পর্ব্বত-সমন্বিতা। উ ১০৪

নরক—অসুর। বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত। বরাহ-পর্ব্বতে এই দুষ্ট বাস করিত। উ প্র ১, কি ৪২, ল ৬৯

হয়গ্রীব ও পঞ্চজন—দুই দানব। ইহাদিগকে বধ করিয়া বিষ্ণু শঙ্খ (পাঞ্চজন্য ?) ও চক্র (সুদর্শন ?) আহরণ করেন। কি ৪২

হয়গ্রীব শ্বেতাশ্বতরীরূপিণী শ্রুতিকে আনিয়াছিলেন। কি ১৭

অশ্বগ্রীব—কশ্যপ-পত্নী দনুর পুত্র। আ ১৪

নরক ও কালক—কশ্যপ-পত্নী কালকার পুত্র। আ ১৪

ত্রিপুর—অসুর। রুদ্র কর্ত্তৃক নিহত। বা ৭৪

প্রসিদ্ধ হরধনু যাহা রাম ভঙ্গ করেন, সুরগণ উহা সংগ্রামার্থী ভগবান্ ত্র্যম্বককে ত্রিপুরাসুর সংহারের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। বা ৭৫

অন্ধক—অসুর। শ্বেতারণ্যে রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে ভস্মীভূত। আ ৩০

তারক—অসুর। দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক নিহত। ল ৪

বল—অসুর। ইন্দ্রের অশনি দ্বারা ছিন্ন হয়। এই জন্য ইন্দ্রের এক নাম "বলভিৎ।" আ ৩০

বৃত্র—পরম ধার্ম্মিক অসুররাজ।* উ ৮৪

সুসমৃদ্ধ রাজ্য যথাধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক পুত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুদুষ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। ইন্দ্র ইহাতে ভয় পাইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন। বিষ্ণু ইন্দ্রকে অসুরের বধোপায় বলিয়া দেন। উ ৮৫

ইন্দ্র তপোরত বৃত্রের মস্তকে বজ্র হানিয়া তাহাকে নিধন করেন। (যুদ্ধে বৃত্রের এক হস্ত ছিন্ন হইলে একমাত্র হস্তে ইনি বহুকাল যুঝিয়াছিলেন।) সু ২১

বৃত্র নিহত হইলে, তপোরত অসুরকে বধ করা অন্যায় হইয়াছে ভাবিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা ভয়ে লোকালোক পর্ব্বতের পরবর্ত্তী নিরবচ্ছিন্ন তমোময় প্রদেশে পলায়ন করিলেন। উ ৮৫

ব্রহ্মহত্যা পাপ সেখানে গিয়াও তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। পরে দেবগণের

---

* বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিয়াছিলেন, "আমি পূর্ব্ব হইতে বৃত্রাসুরের সহিত সৌহৃদ্যে বদ্ধ আছি। আমি স্বহস্তে তাহাকে বিনাশ করিব না।" উ ৮৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মিনতিতে বিষ্ণু ইন্দ্রকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার পরামর্শ দেন; তাহা করিয়া সুররাজ পরিত্রাণ পান। উ ৮৬

মধুরেশ্বর—অসুর। বৃত্রাসুরের পুত্র। উ ৮৪

নমুচি—ইন্দ্র এই অসুরের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া বজ্রপ্রহারে ইহাকে নিহত করেন। আ ৬০

অনুহ্লাদ—অসুর (?) শচীকে হরণ করে। ইন্দ্র ইহাকে বিনাশ করেন। কি ৩৯

শম্বর (তিমিধ্বজ)—অসুর। ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত। ল ৬৯

এই মায়াবী অসুরের সহিত দেবগণের সংগ্রামে ইন্দ্রসখা দশরথ সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন; মহিষী কৈকেয়ী সঙ্গে ছিলেন। অ ৯

কালনেমি, সংহ্রাদ, রাধেয়, বহুমায়ী, লোকপাল, যমল, অর্জ্জুন, হার্দ্দিক্য, শুম্ভ, নিশুম্ভ, জম্ভ, নিসন্দি, ধূমকেতু, বাণ, দনু, শুক, শম্ভু, প্রাহ্লাদি, কূট, মৃদু, কংস, নরক, নমুচি, বল, পুর, বৃত্র, বলী—দৈত্য দানব অসুরগণ। বিষ্ণু ও ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরাজিত বা নিহত। উ প্র ১

বাণ—অসুররাজ। লঙ্কা বিধ্বংসকারী হনুমান্‌কে রাবণ ইহার সহিত উপমিত করিয়াছিলেন।

শাম্বসাদন—অসুর। হনুমানের পিতা কেশরী বানররাজ কর্ত্তৃক নিহত। সু ৩৫

বৃষপর্ব্ব—দৈত্যরাজ (?), যযাতি-মহিষী শর্ম্মিষ্ঠার পিতা। দিতি-পুত্র। উ ৫৮

ইল্বল-বাতাপি—দুই অসুর। ইল্বল বিপ্রবেশ ধারণ ও সংস্কৃত উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধোদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত; এবং মেষরূপী বাতাপিকে পাক করিয়া উহাদিগকে আহার করাইত। বিপ্রগণের আহার সম্পন্ন হইলে ইল্বল বাতাপিকে ডাক দিত; বাতাপি উহাদিগের দেহ ভেদ পূর্ব্বক মেষবৎ রবে বহির্গত হইত। এইরূপে উহারা অনেক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিয়াছিল। মহর্ষি অগস্ত্য একদা সুরগণের অনুরোধে বাতাপিকে ভক্ষণ করেন; মুনি-জঠরে অসুর জীর্ণ হইয়া গেল। ইল্বল ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া ঋষির প্রতি ধাবমান হয়; অচিরেই তাঁহার ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম হইয়া যায়। আ ১১

নিবাত কবচ—রসাতলবাসী দৈত্যগণ। পাতাল বিজয় করিতে গিয়া রাবণ ইহাদের সহিত বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন, কোন পক্ষের জয় পরাজয় হইল না। অবশেষে ব্রহ্মা আসিয়া দুই দলে সদ্ভাব করাইয়া দিলেন। মিত্রতা নিবন্ধন আনুগত্য করিয়া দশানন এখান হইতে একশত মায়া লাভ করেন। উ ২৩

কালকেয়—দৈত্যগণ। রাবণ ইহাদিগকে পাতালে পরাজিত করেন। উ ২৩

বিদ্যুজ্জিহ্ব—কালকেয়বংশসম্ভূত দানবরাজ। উ ১২

রাবণ ইহাকে ভগিনী (শূর্পণখা) সম্প্রদান করিয়াছিলেন। পাতাল বিজয়কালে শ্যালক ইঁহাকে বধ করেন। উ ২৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জম্ভ—দৈত্য (?) তাড়কাপতি সুন্দের পিতা। বা ২৫

সুন্দ—দৈত্য। জম্ভনন্দন। তাড়কার পতি—অগস্ত্য কর্ত্তৃক নিহত। বা ২৫

উপসুন্দ—সুবাহু রাক্ষসের পিতা। বা ২০

ময়—দিতি-পুত্র মায়াবী দানব। মন্দোদরীর পিতা। রাবণের শ্বশুর। উ ১২

দানবমধ্যে বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া খ্যাত। কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার বরে শিল্পজ্ঞান অধিকার পূর্ব্বক মায়াবলে ভূমধ্যে স্বর্ণের বন ও দিব্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া হেমা নাম্নী অপ্সরার সহিত বাস করিতেন। সুররাজ বজ্র দ্বারা ময়কে বিনাশ করেন। ব্রহ্মা হেমাকে ময়ের আশ্চর্য্য পুরী প্রদান করিলেন ঃ—এখানে স্বর্ণের বৃক্ষ—মূলে বৈদুর্য্যময় বেদী, স্বর্ণের মৎস্য সরোবরে ক্রীড়া করিত। বৈদুর্য্য খচিত স্বর্ণ ও রৌপ্যের সপ্ততল গৃহ—উহাতে স্বর্ণের গবাক্ষ মুক্তাজালে আবৃত থাকিত। কি ৫০

হেমা অপ্সরার সহযোগে ইঁহার মায়াবী ও দুন্দুভি নামে দুই পুত্র ও মন্দোদরী কন্যা জন্মে। উ ১২

রাবণ মৃগয়ায় গিয়া একদা সকন্যা ইঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। দৈত্যেন্দ্র রাক্ষসরাজের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কর দ্বারা কন্যার পাণিগ্রহণ করাইয়া হাস্যমুখে কহিলেন, "রাজন্ তুমি ইহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর।" দশগ্রীব সেই স্থলেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মন্দোদরীকে বিবাহ করিলেন। ময় জামাতাকে আপন তপস্যালব্ধ অদ্ভুত অমোঘ শক্তি উপহার দিলেন। (এই শক্তি রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি প্রয়োগ করেন।) উ ১২

পুলোম—দৈত্যরাজ। শচীর পিতা। ইন্দ্রের শ্বশুর। উ ২৮

স্বর্গে দেব রাক্ষস যুদ্ধে জয়ন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলে ইনি দৌহিত্রকে লইয়া পাতালে পলায়ন করেন। ইঁহার সম্মতি লইয়া অনুহ্লাদ শচীকে হরণ করিতেছিল ; ইন্দ্র ইঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া শচীকে উদ্ধার করেন। কি ৩৯

মায়াবী ও দুন্দুভি—হেমা অপ্সরার গর্ভজাত ময় দানবের পুত্র। মন্দোদরীর ভ্রাতা। উ ১২

দুন্দুভি—মহিষরূপী অসুর। বরলাভে মুগ্ধ হইয়া বীর্য্যমদে সমুদ্রের সহিত যুদ্ধ প্রার্থনা করে ; সমুদ্র অস্বীকৃত হইয়া তাহাকে হিমালয়ের নিকট প্রেরণ করেন ; হিমালয়ও তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়া তাহাকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীর নিকট যাইতে বলেন। অসুর কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া কপিরাজকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে, তিনি পিতৃদত্ত স্বর্ণহার কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক অসুরকে শৃঙ্গ দ্বারা গ্রহণ ও উৎক্ষেপণ করিয়া আছাড় মারিলেন ; দুন্দুভি চূর্ণ হইয়া গেল। কি ১১

ছুড়িয়া ফেলিবার সময় অসুরের মুখরক্ত মতঙ্গ-আশ্রমে পড়ে ; তজ্জন্য ঋষি শাপ দেন। মৃত অসুরের পর্ব্বতাকার অস্থিমালা কিষ্কিন্ধ্যার অদূরে পতিত ছিল ; সুগ্রীবের সহিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মিত্রতা-কালে রাম পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহা দূরে ফেলিয়া শক্তির পরিচয় দেন।* কি ১১

মায়াবী—অসুর। দুন্দুভি দানবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কি ৯

ইহার বালীর সহিত স্ত্রী-সংক্রান্ত বিবাদ ছিল। একদা রজনীযোগে এই অসুর কিষ্কিন্ধ্যা-দ্বারে আসিয়া বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করে। বালী কনিষ্ঠ সুগ্রীবকে সঙ্গে লইয়া অসুরকে তাড়া করিলে, সে ভয়ে পলাইয়া এক বিস্তীর্ণ ভূ-বিবরে প্রবেশ করিল। সুগ্রীবকে গহ্বর-দ্বারে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বালী বিবরমধ্যে সেই অসুরের অনুধাবন করিলেন। সপরিবার এই অসুর বালী কর্ত্তৃক নিহত হয়। কি ৯

এই গহ্বর-প্রবেশ ঘটনা লইয়াই বালী সুগ্রীবে বিবাদ ঘটে। কি ১০

লোলা—দৈত্য। মধুর পিতা। উ ৬১

মধু—লোলার জ্যেষ্ঠপুত্র দিতিজ বংশোদ্ভব মহাসুর। উ ৬১

মধুর ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস দেখিয়া প্রীত হইয়া দেব শূলপাণি ইহাকে স্বীয় শূলাংশ এক শূল উপহার দিয়া কহিয়াছিলেন, "যতদিন তুমি দেবতা ও ব্রাহ্মণকে আক্রমণ না করিবে, ততদিন এই শূল তোমার নিকট থাকিবে। এই শূল তোমার বিপক্ষের প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহাকে ধ্বংস করিয়া তোমার হস্তে ফিরিয়া আসিবে।" মধুর নির্ব্বন্ধে তাহার পুত্রও এই শূলের অধিকারী হইবে, মহাদেব এরূপ বরও দিয়াছিলেন। উ ৬১

দৈত্যরাজ মধু রাবণের অনুপস্থিতিকালে (তদীয় মাতৃস্বসা অনলার গর্ভসম্ভূত) ভগিনী কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। প্রতিশোধ বাসনায় রাবণ মধুপুরীতে উপস্থিত হইলে, ভগিনীর অনুরোধে দৈত্যরাজকে বিনাশে নিবৃত্ত হন। মধু রাবণের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিয়া দেবযুদ্ধে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। উ ২৫

মান্ধাতা রাজা ইহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলে মধু শৈব-শূল প্রয়োগে তাঁহাকে বধ করে। উ ৬৬

লবণ—অসুর। মধু দৈত্যের পুত্র। পিতার শৈব-শূল লাভে দৃপ্ত হইয়া দেব ঋষির উপর বড় অত্যাচার করিত। উ ৬১

উৎপীড়িত হইয়া যমুনার তীরবাসী চ্যবন-প্রমুখ ঋষিগণ রামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। উ ৬৯

রাম মধুকৈটভ-দলনে বিষ্ণু কর্ত্তৃক সৃষ্ট শরসমূহ প্রদান করিয়া লবণকে নিরস্ত্র অবস্থায় আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিয়া শত্রুঘ্নকে প্রেরণ করেন। উ ৬৩

---

* এই সময়ে রাম আপন ক্ষমতার নিদর্শন দেখাইতে এক শর প্রয়োগ করেন; সেই শর সপ্ত শালবৃক্ষ ও গিরিপ্রস্থ ভেদ করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট এবং মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মহাবেগে প্রত্যাগমন করিয়া তূণমধ্যে আসিল। গৌড় সংস্করণ রামায়ণে আছে—এই শর এক জ্যোতির্ম্ময় হংসরূপে আপনি আসিয়া পুনরায় তূণে প্রবেশ করিল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লবণ শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক নিহত হয়। তাহার রাজ্যে শত্রুঘ্ন রাজা হন। লবণবধার্থ শর প্রয়োগকালে সুর নর ত্রস্ত হইয়া উঠিলে ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন, "ইহা বিষ্ণুর শরময়ী প্রাচীন মূর্ত্তি।" উ ৬৯

গয়—অসুর (?) ভূ-বৃত্তান্তে "গয়া" দেখ। (ঋষিগণ মধ্যে দেখ।) অ ১০৭

রাক্ষসগণ।

রাবণ—রাক্ষসরাজ। দশানন। দশগ্রীব প্রসিদ্ধ লঙ্কেশ্বর। পুলস্ত্যপুত্র বিশ্রবা ঋষির ঔরসে সুমালীর কন্যা কৈকসী রাক্ষসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। উ ৯

বনমধ্যে দশসহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে আপন দশ মস্তক উপহার দিয়া পদ্মযোনির নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হন ঃ—দেব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব পিশাচ পক্ষী সর্প কেহ তাঁহাকে বধ করিতে পারিবে না। উ ১০

রক্ষোবর মনুষ্যকে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্যের নিকট হইতে অবধ্যত্ব যাচ্ঞা করেন নাই। দেবগণ এই ত্রুটি দেখাইয়া বিষ্ণুকে মনুষ্যরূপে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া রাবণ সংহার করিতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু তাহাই স্বীকার করেন। দশরথ-পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া রক্ষোরাজকে নিধন করেন। বা ১৬, উ ১০৪, ল ১১৮

লঙ্কা পূর্ব্বে সুমালী প্রভৃতি রাক্ষসদিগের ছিল। উ ৫

বিষ্ণু-ভয়ে রাক্ষসগণ পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করিলে এই পুরী বৈশ্রবণ কুবেরের অধীন থাকে। উ ৩

রাবণের বরলাভের কথা শুনিয়া সুমালী, দৌহিত্র রাবণকে লঙ্কা অধিকার করিতে পরামর্শ দেন; রাবণ কুবেরের নিকট দূত পাঠাইবামাত্র ধর্ম্মশীল সাপত্ন্য ভ্রাতা কুবের দশাননকে লঙ্কা ছাড়িয়া দিয়া কৈলাসে প্রস্থান করেন। এই অবধি লঙ্কা রাবণের হইল। উ ১১

দশগ্রীব দেব ঋষির উপর বড় অত্যাচার করিতেন বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুবের তাঁহাকে কিছু মিষ্ট উপদেশ পাঠান। উ ১৩

তাহাতে দশগ্রীব ক্রোধান্বিত হইয়া কৈলাসে গিয়া কুবেরকে আক্রমণ করেন; যক্ষরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার বরলব্ধ আশ্চর্য্য পুষ্পক বিমান কাড়িয়া লন। উ ১৫

এই সময়ে কৈলাসে উপদ্রব করিবার উপক্রম করিলে বানরমুখ নন্দী তাঁহাকে অভিশাপ দেন ঃ—"বানরেরাই তাহাকে সবংশে নিপাত করিবে।" উ ১৬

বল-দর্পিত দশানন এই সময় হস্ত দ্বারা কৈলাস পর্ব্বত তুলিতে প্রয়াস পান; পর্ব্বত কাঁপিয়া উঠিল; উমা চঞ্চল হইয়া মহেশকে ধারণ করিলেন; তখন মহেশ্বর পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ঐ পর্ব্বতকে ঈষৎ চাপিয়া ধরিলেন—দশাননের অঙ্গুলি বাহুসহ নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল, রক্ষোরাজ যাতনায় ভীষণ চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি মহেশ্বরের স্তব করিলেন, বহু মিনতিতে প্রীত হইয়া দেবদেব তাঁহার ভুজসকল মুক্ত করিয়া দিলেন এবং কহিলেন, "তুমি যাতনায় যে রব করিয়াছ, তাহাতে ত্রিলোক কাঁপিয়া গিয়াছে, অতএব অতঃপর তোমার নাম হইল—রাবণ।" রাবণ এই সময়ে দেবের নিকট হইতে অপর বর ও "চন্দ্রহাস" খড়্গ লাভ করেন। উ ১৬

একদা মৃগয়ায় গিয়া রাবণ সকন্যা ময়দানবের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। দানববর তাঁহাকে কন্যা মন্দোদরী সম্প্রদান করিয়া আপন তপস্যালব্ধ অমোঘ শক্তি উপহার দেন। এই শক্তি রক্ষোরাজ যুদ্ধে লক্ষ্মণের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। উ ১২

একদা অরণ্যে রাবণ তপোরতা বেদবতী তাপসকুমারীকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার উপর বলপ্রকাশ করিতে যান; বেদবতী তাঁহাকে এই অভিশাপ দিয়া অগ্নিপ্রবেশ করেন, "আমি বিষ্ণুকে পতিরূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছি, তুই আমার উপর অত্যাচার করিলি, তোর মৃত্যুর জন্য আমি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিব।" এই বেদবতীই সীতারূপে রামরূপী বিষ্ণুর পত্নী হইয়া রাবণ-বধার্থ উদ্ভূত হন। উ ১৭

রাবণ পথিমধ্যে সুবিধা পাইয়া রম্ভা ও বরুণকন্যা পুঞ্জিকাস্থলী অপ্সরাদ্বয়ের ধর্ষণা করেন; তজ্জন্য নলকূবর ও ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ দেন; সেই শাপভয়ে রমণীর প্রতি বলপ্রকাশ রক্ষোরাজকে ছাড়িতে হয়। এই হেতু রাবণ সীতার প্রতি বলপ্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই। ল ১৩

রাবণ দেব দানব ও ঋষিগণের স্ত্রী হরণ করিয়া লঙ্কায় আনিয়াছিলেন। উ ২৪

রাজর্ষি ব্রাহ্মণ দৈত্য গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসের কন্যা সকল রাবণের শ্রী সৌন্দর্য্যের একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়া স্মরাবেশে স্বয়ংই তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা দশগ্রীবের প্রতি একান্ত অনুরক্তা। সু ৯

দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া রাবণ মরুত্ত রাজাকে জয় করেন। উ ১৮

মান্ধাতার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন। ইক্ষ্বাকুবংশীয় অনরণ্য রাজাকে যুদ্ধে নিহত করেন। উ প্র ৩

মৃত্যুকালে অনরণ্য তাঁহাকে শাপ দিয়া যান, "আমার বংশীয় কেহ তোকে বধ করিবে।" এই শাপবশে রামের হস্তে রাবণের মৃত্যু। উ ১৯

রাবণ পৃথিবীর রাজাদিগকে জয় করিয়া বেড়াইতেছিলেন, নারদ তাঁহাকে পরামর্শ দেন—ক্ষুদ্র মানবজাতি, ইহাদের মারিয়া ফল কি? ইহারা ত মৃত্যুর অধীন; মৃত্যুর নিয়ন্তা যমরাজকে দমন করিতে পারিলে শৌর্য্যের অনুরূপ কার্য্য করা হয়। উ ২০

রাক্ষসরাজ যমপুরে গিয়া যে সকল প্রাণী দণ্ডিত হইতেছিল, তাহাদের মুক্ত করিয়া দেন। উ ২১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যমরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে প্রকারান্তরে পরাস্ত করেন। উ ২২

রাবণ পাতালে গিয়া নিবাতকবচ দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করেন; পরে উভয়দলে সখ্য হয়। রক্ষোরাজ পাতালে দানবরাজ বলির সাক্ষাৎ পান; তাঁহার দ্বারী স্বয়ং হরিরও দর্শন লাভ করেন। উ প্র ১

বরুণালয়ে বরুণপুত্রগণকে যুদ্ধে হারাইয়া দেন। উ ২৩

ভোগবতী পুরীতে গিয়া পন্নগগণকে পরাজিত করেন এবং বাসুকি তক্ষক শঙ্খ ও জটীকে বশে আনেন। ল ৭

রাবণ মধুপুরীতে গিয়া মধুদৈত্যকে বশীভূত করিয়াছিলেন। উ ২৫

সূর্য্যলোকে গিয়া দিনদেবকে পরাজয় স্বীকার করান। উ প্র ২

চন্দ্রলোকে গিয়া চন্দ্রকে পরাজিত করিবার উপক্রম করিলে ব্রহ্মা আসিয়া রক্ষোরাজকে নিবৃত্ত করান; এবং তাঁহাকে সঞ্জীবক মন্ত্র (শিবস্তোত্র) শিখাইয়া যান। উ প্র ৪

পশ্চিমসাগরে এক দ্বীপে গিয়া রাবণ এক মহাপুরুষের হস্তে পরাস্ত হন; তাঁহার অনুসরণে এক বিবরমধ্যে গমন করিয়া নানা আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখেন—এক পুরুষ অগ্নিতে মুখ ঢাকিয়া শয়ান ছিলেন, এক সুন্দরী তাঁহাকে ব্যজন করিতেছিলেন; রাবণ সুন্দরীকে স্পর্শ করিতে যাইবামাত্র সেই পুরুষ হাসিয়া উঠিলেন, দশানন অমনি ভূমিসাৎ। উঠিয়া বলিলেন, "তোমার হাতে যেন আমার মৃত্যু হয়।" উ প্র ৫

তাহাই হইয়াছিল—সে পুরুষ ছিলেন ভগবান্ কপিল নারায়ণ; রামরূপে তিনিই আসিয়া রাবণকে বধ করেন।

রাবণ স্বর্গে বিষম যুদ্ধ লাগাইয়া দেবগণকে পরাস্ত করেন। উ ২৭

তাঁহার পুত্র মেঘনাদ সুররাজ ইন্দ্রকে বন্দী করিয়া লঙ্কায় ধরিয়া আনেন। উ ২৯

রাবণ ত্রিভুবন জয় করিয়া নারদকে বলেন, "আরত আমার সম যোদ্ধা পাই না, বল, কোথাকার লোক বলবত্তর?" উ প্র ৫

নারদ শ্বেতদ্বীপের উল্লেখ করিয়া বলেন, "সেখানকার অধিবাসিগণ নারায়ণ-ভক্ত, তাহাদের সমান শক্তিশালী কেহ নাই।" রাবণ শ্বেতদ্বীপে উপস্থিত হইলে সেখানকার জন কতক রমণী তাঁহাকে ধরিয়া ক্ষুদ্র পুত্তলের মত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ছাড়িয়া দিল। তখন রাবণ বুঝিলেন, নারায়ণ ও নারায়ণ-ভক্তের শক্তি কত। নারায়ণের হস্তে মরিলে নারায়ণের লোক লাভ করা যায় শুনিয়া তাঁহার নারায়ণ-হস্তে মৃত্যুর ইচ্ছা বাড়িয়া গেল। উ প্র ৫

একদা রাবণ সনৎকুমার ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেন, "দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?" উ প্র ২ ঋষি উত্তর করেন, "নারায়ণ; তাঁহার হস্তে মরিলেও অপর দেবগণের বর অপেক্ষা শ্রেয়োলাভ।" শুনিয়া অবধি নারায়ণের হস্তে মরিবার জন্য নারায়ণের সহিত বিবাদ বাধাইবার সুবিধা রাবণ খুঁজিতে লাগিলেন। সনৎকুমার তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

"ব্যস্ত হইও না, তুমি নারায়ণের দর্শন পাইবে ; ত্রেতায় তিনি দশরথ-পুত্র রূপে জন্মিবেন, সস্ত্রীক বনে যাইবেন"। রাবণ উপায় পাইল—এই জন্যই সে সীতা হরণ করিয়াছিল। উ প্র ৩

কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে যাইলে তিনি রাবণকে কক্ষগত করিয়া পরাস্ত করেন। উ ৩৪

হৈহয়াধিপ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া ইনি তাঁহার বন্দী হইয়া পড়িয়াছিলেন। উ ৩২

রাবণ তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে বরলাভ করেন। উ ১০

কিন্তু পরে বোধ হয় শৈব হইয়াছিলেন। ইঁহার স্বর্ণের শিবলিঙ্গ ছিল, স্বয়ং পূজা করিতেন। উ ৩১

সুগ্রীব ইঁহাকে শাসাইয়া বলিয়াছিলেন, "ভগবান্ ব্যোমকেশের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও তোর আর নিস্তার নাই।" ল ২০

ইঁহার প্রধানা রাজ্ঞী মন্দোদরী। তাঁহার সহস্রাধিক সপত্নী ছিল। রাবণের প্রধান সৈন্য সংখ্যা লঙ্কাপুরে রক্তমাংসাশী দশসহস্র-কোটি। ল ১৯

ইঁহার সহস্র-গর্দ্দভযুক্ত ও পিশাচবদন-বাহনযুদ্ধরথ ছিল। ইঁহার নৃমুণ্ড-চিহ্নিত ধ্বজ। ল ৬১

সুরাসুর-যুদ্ধ-সময়ের ইন্দ্রের বজ্র, বিষ্ণুর চক্র ও অন্যান্য অস্ত্রের প্রহার-চিহ্ন ইঁহার দেহে বর্ত্তমান ছিল ; নাগরাজ ঐরাবতের দন্তাঘাত চিহ্নও লক্ষিত হইত। আ ৩২

রাবণ অভিষব গৃহ হইতে মন্ত্রপূত পবিত্র সোমরস বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। ভোগবতীপুরী হইতে তক্ষকের প্রিয়পত্নীকে হরণ করিয়াছিলেন। আ ৩২

দশানন ক্রোধভরে দিব্য চৈত্ররথ কানন, উহার মধ্যবর্ত্তী সরোবর ও নন্দনবন নষ্ট করিয়া নভোমণ্ডলে উদয়োন্মুখ চন্দ্র সূর্য্যেরও গতিরোধ করিয়াছিলেন। আ ৩২

রাবণ নারদকে বলিয়াছিলেন, "আমি নাগ ও দেবগণকে স্ববশে স্থাপন পূর্ব্বক অমৃত লাভার্থ সমুদ্র মন্থন করিব।" উ ২০

পরিব্রাজক বেশে রক্ষোরাজ সীতাকে হরণ করেন। হরণকালে সীতা ইঁহাকে কহেন, "তোর বলবীর্য্য অতি আশ্চর্য্য, তুই পুণ্যশ্লোক, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে যুদ্ধে আমায় জয় করিয়া লইতে পারিলি না।" আ ৫৩

বিভীষণ রামকে বলেন, "ইনি (দশানন) বেদ-বেদান্ত-পারগ, মহাতপা ও অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের প্রধান অনুষ্ঠাতা। ল ১১০

হনুমান্ রামকে বলেন, "রাবণ যুদ্ধার্থী বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি অতিশয় ধীর, তিনি সর্ব্বদা সাবধানে স্বচক্ষে নিজবল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন।" ল ৩

রাবণ বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশ কোটি রাক্ষসের অধিনায়ক ছিলেন। আ ৫৫

১০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বনে রামকে মহর্ষি অগস্ত্য যে অস্ত্রশস্ত্র উপহার দেন, ইন্দ্রপ্রেরিত রথে চড়িয়া, সেই ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রাম রাবণকে সংহার করেন। ল ১০৯

কুম্ভকর্ণ—রাবণের মধ্যম সহোদর। ল ৬১

জন্মাবধি ইনি বহু প্রজা ভক্ষণ আরম্ভ করেন বলিয়া, ব্রহ্মার শাপে ছয়মাসকাল একেবারে নিদ্রিত থাকিতেন, একদিন মাত্র জাগরিত হইতেন; লঙ্কাযুদ্ধকালে কিন্তু নয়মাস সুপ্ত ছিলেন।* ল ৬০

যুদ্ধের অবস্থা দেখিয়া রাবণ ইঁহাকে জাগাইতে আদেশ করেন। বহু বাদ্য বাজনা টানাটানি ও অস্ত্রাঘাতে ইঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল না, তখন তাঁহার শরীরের উপর দিয়া সহস্র মাতঙ্গ সবেগে চালন করা হইল। মহাবীর তাহাদের স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া জাগরিত হইলেন।† ল ৬০

রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে বরাহ মহিষ ও অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য দেখাইয়া দিল; তিনি রাশীকৃত বিবিধ মাংসে এবং অসংখ্য কলস বসা ও মদ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন।.........

যূপাক্ষের মুখে লঙ্কার অবস্থা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। ল ৬০

বলবুদ্ধিকর সুরা দুই সহস্র কলস পান করিয়া সভায় জ্যেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তথায় তাঁহাকে রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে দীর্ঘ উপদেশ দিতে গিয়া জ্যেষ্ঠ কর্তৃক ভর্ৎসিত হইলে তাঁহাকে বিস্তর সাহস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি মনের সুখে স্ত্রী-সম্ভোগ ও মদিরা পান করিতে থাকুন; আমি আপনার কার্য্যোদ্ধারে চলিলাম।‡" ল ৬৪, ৬৩

ইঁহার আকার এমনি ভীষণ ছিল যে, দেখিবামাত্র বানরসৈন্য পলায়ন করিতে লাগিল; তখন রাম বিভীষণের পরামর্শে সৈন্যমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন, এটা জীব নহে, একটা যন্ত্র মাত্র, ভয়ের প্রয়োজন নাই। ল ৬১

কুম্ভকর্ণ রণস্থলে মহা হুলস্থূল বাধাইলে রামচন্দ্র ইঁহার হস্ত পদ মুণ্ড ছেদন করিয়া ইঁহাকে বধ করেন। ল ৬৭

বিভীষণ—রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ধর্ম্মশীল রাক্ষস। ইনি ব্রহ্মার নিকট হইতে অমর বর লাভ করেন। উ ১০

যখন সকল রাক্ষস-বীর রাবণকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল, ইনি ধীর বিনয়পূর্ণ-বাক্যে জ্যেষ্ঠকে সীতা ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। ল ১৪

রাবণ ও মেঘনাদ কর্তৃক বিস্তর ভর্ৎসিত হইলে ইনি ক্রোধভরে আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ

---

* মতান্তরে, কুম্ভকর্ণের ছয়মাস নিদ্রাকালের নয় দিন মাত্র অতিবাহিত হইয়াছিল, এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করা হয়।

† গ্রন্থান্তরে আছে—কিছুতেই নিদ্রা ভাঙ্গে নাই, শেষে কতকগুলি যুবতী রমণীর স্পর্শে শিহরিয়া জাগিয়া উঠেন।

‡ গৌড় সংস্করণে কুম্ভকর্ণের বক্তৃতা অন্যবিধ; তিনি কহেন—তিনি নারদের মুখে শুনিয়াছেন, বিষ্ণু দশরথাত্মজ হইয়া রাবণ বধার্থ আসিবেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিয়া চারিজন অমাত্য সমভিব্যাহারে রাম-শিবিরে উপস্থিত হন।* বানরেরা রাবণের চর মনে করিয়া ইঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে রাম নিবারণ করিয়া ইঁহাকে স্বপক্ষ-ভুক্ত করেন। ল ১৮

রামপক্ষে থাকিয়া ইনি লঙ্কার অনেকানেক সংবাদ এবং যুদ্ধে নানাবিধ পরামর্শ দিয়া রামের জয়লাভে প্রভূত সহায়তা করেন। রাবণ নিধনের পর ইনি লঙ্কার রাজা হন। ল ১১৩

লঙ্কাজয়ের পর অযোধ্যায় আসিবার কালে ইনি রামের সঙ্গে ছিলেন; অযোধ্যায় কিছু-কাল অতিবাহিত করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ল ১২৩

রামের মহাপ্রস্থানকালে ইনি পুনরায় অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে রাম কহিয়া যান, "সখে, যাবৎ প্রজা থাকিবে, তাবৎ তোমায় লঙ্কায় থাকিয়া দেহ ধারণ করিতে হইবে; যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য, যাবৎ পৃথিবী, যাবৎ আমার চরিত-কথা, তাবৎ ইহলোকে তোমার রাজ্য। রামের বরে ইনি মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন। উ ১০৮

মেঘনাদ—ইন্দ্রজিৎ। মন্দোদরীর গর্ভজাত রাবণের পুত্র। উ ১২

জন্মিবার সময়ে মেঘের ন্যায় নাদ করিয়াছিলেন, সেই হেতু এই নাম। উ ১২

দেব-রক্ষোযুদ্ধে রাবণ সুরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে দেবতারা তাঁহাকে ব্রহ্মার বরে অবধ্য জানিয়া বন্দী করিতে চেষ্টা করেন; মেঘনাদ তাহা দেখিয়া পুরাকালে পশুপতি-প্রদত্ত মহামায়াকে আশ্রয় করিয়া দেবসৈন্য আক্রমণ করিলেন। উ ২৯

রাবণ-নন্দন মায়াবলে আকাশে অদৃশ্য থাকিয়া ইন্দ্রকে মায়াচ্ছন্ন করিয়া শত শত শর প্রহারে অবসন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং মায়াপ্রভাবে দেবরাজকে বন্ধন করিয়া স্বীয় সৈন্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; রাবণ বন্দী লইয়া লঙ্কায় আসিলেন। উ ৩০

তখন সুরগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া রাবণের সন্নিধানে আগমন করিলেন। ব্রহ্মা পিতা পুত্র রাক্ষসদ্বয়কে বিস্তর সাধুবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, "অতঃপর মেঘনাদের নাম ইন্দ্রজিৎ হইল। উ ৩০

আমি পুত্রকে বর দিতেছি, তোমরা ইন্দ্রকে মুক্ত করিয়া দাও।" মেঘনাদ অমর বর চাহিলেন; তাহাতে ব্রহ্মা অসম্মত হইলে ইন্দ্রজিৎ এই প্রার্থনা করিলেন, "রিপু জয়ার্থ যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া যখন আমি বিধিমত অগ্নিতে হোম করিব, তখনি যেন আমার জন্য অগ্নি হইতে অস্ত্র সহিত রথ উত্থিত হয়; এবং যতক্ষণ আমি সেই রথে অবস্থান করিব, ততক্ষণ যেন অমর হই। জপ হোম সমাপন না করিয়া যদি সংগ্রাম আরম্ভ করি, তাহা হইলেই যেন বিনষ্ট হই।" পিতামহ ইন্দ্রমুক্তি বিনিময়ে এই বরই দিয়া-ছিলেন। উ ৩০

---

* গৌড় সংস্করণ রামায়ণে বিভীষণ এই সময়ে জ্যেষ্ঠ কর্ত্তৃক পদাঘাতে আসনচ্যুত হন, এবং মাতার অনুমতি লইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলে তথায় মহাদেবের উপদেশ পান; তদনুসারে রামের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মেঘনাদ ঐরাবতকে স্বর্গচ্যুত করিয়া তাহার দুই দন্ত উৎপাটন করিয়া দেন। ল ১৫

ইনি দিব্য যজ্ঞারম্ভ পূর্ব্বক আশুতোষের সন্তোষ সাধন করিয়া দুর্লভ বরলাভ করিয়াছিলেন। ল ৭

নিকুম্ভিলা-যজ্ঞক্ষেত্রে ইন্দ্রজিৎ আভিচারিক হোম সম্পন্ন করিয়া হুতাশনকে প্রীত করিলে সুরাসুরের অদৃশ্য হইয়া অতীব দুর্দ্ধর্ষ হইতেন। ল ৮৬

ইন্দ্রজিৎ তপস্যায় ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া ব্রহ্মশির অস্ত্র ও কামগামী অশ্ব লাভ করেন। ব্রহ্মার আদেশ ছিল—যখন ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলায় উপস্থিত হইয়া আভিচারিক হোম সমাপন করিয়া উঠিতে না পারিবে, সে সময়ে শত্রুপক্ষ সশস্ত্র আক্রমণ করিলে তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। ল ৮৪

বিভীষণ রামকে এই গূঢ় সন্দেশ দিয়া ইন্দ্রজিতের হোম সমাপন না হইতে হইতে লক্ষ্মণ দ্বারা তাহাকে আক্রমণ করাইয়া মেঘনাদের বধ সাধন করেন। ল ৯০

হনুমান্ প্রথমবার লঙ্কায় আসিয়া মহা উৎপাত আরম্ভ করিলে ইন্দ্রজিৎ তাহাকে ব্রহ্মাস্ত্রেরও অবধ্য জানিয়া কেবল বন্ধনোদ্দেশে ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করেন এবং তদ্দ্বারা হনুমানের কর চরণ নিবদ্ধ করিয়া তাহাকে রাবণ-সভায় লইয়া আইসেন। সু ৪৮

লঙ্কাযুদ্ধে ইনি দুইবার রামলক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া মহাবিপদে ফেলিয়াছিলেন। ল ৪৫, ৭২

একবার হনুমানের সমক্ষে রণস্থলে মায়াসীতার মুণ্ড কাটিয়া রামপক্ষকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিলেন। ল ৮০

ইন্দ্রজিৎ অশ্বমেধ, গোমেধ প্রভৃতি সপ্তবিধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। উশনা (শুক্রাচার্য্য) ইঁহার পুরোহিত ছিলেন। উ ২৫

রাবণ পুত্রকে সম্বোধিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার তপস্যা, বিক্রম ও শক্তি সর্ব্বাংশে আমারই অনুরূপ সন্দেহ নাই।" সু ৪৮

মারীচ—জম্ভনন্দন সুন্দের ঔরসে যক্ষকন্যা তাড়কার গর্ভে জাত যক্ষ (?), অগস্ত্য-শাপে রাক্ষস। বা ২৫

তাড়কা-নিধনকল্পে রামকে লইয়া যাইতে আসিয়া বিশ্বামিত্র দশরথকে কহেন, "মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র রাবণ ত্রিলোকের সমস্ত লোককে অতিশয় পীড়ন করিতেছেন শুনিলাম ; সে স্বয়ং অবজ্ঞা করিয়া আমার যজ্ঞের বিঘ্ন সম্পাদনে আগমন করিবে না ; মারীচ ও সুবাহু নামে দুই দুর্দ্দান্ত রাক্ষস তাহারই নিয়োগে যজ্ঞ নষ্ট করিতে আসিবে।" বা ২০

রাম এই রাক্ষসকে প্রাণে না মারিয়া মানবাস্ত্র দ্বারা শতযোজন দূর সাগরগর্ভে প্রক্ষিপ্ত করেন। বা ৩০

তদবধি মারীচ কৃষ্ণাজিনধারী জটাজূট শোভিত মিতাহারী হইয়া সমুদ্রোপকূলে এক আশ্রমে তপস্বিভাবে বাস করিতেন। অা ৩৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অকম্পনের মুখে খরাদির নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এবং তাহার প্ররোচনায় রামলক্ষ্মণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত রাবণ মারীচ-আশ্রমে আসিয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। মারীচ রাক্ষসরাজকে বিস্তর বুঝাইয়া প্রতিনিবৃত্ত করেন। আ ৩১

পরে নাসাকর্ণহীনা ভগিনী শূর্পণখা দেখা দিয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিয়া রাবণকে সীতা-হরণের পরামর্শ দিলে রক্ষোপতি পুনরায় মারীচের নিকট আগমন পূর্ব্বক তাহার সাহায্য-প্রার্থী হইলেন। মারীচ রামের বীর্য্য সবিস্তারে ব্যাখ্যা করিয়া রাবণকে পুনরায় বুঝাইতে অনেক চেষ্টা করিল; স্পষ্টই বলিল, "রামের প্রতাপ যা দেখিয়াছি, কি জাগরণে কি স্বপ্নে যত্র তত্র তাঁহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠি; রত্ন রথ প্রভৃতি রকারাদি নামেও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।" আ ৩৯

এবার কিন্তু রক্ষোরাজ প্রবোধ মানিলেন না। বরং মারীচকে ভয় দেখাইলেন—আদেশ মত কার্য্য না করিলে রাবণ-হস্তে তাহার মৃত্যু নিশ্চয়। আ ৪০

অগত্যা মারীচ পঞ্চবটী-বনে আসিয়া স্বর্ণমৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক সীতাকে মোহিত করিল। আ ৪৩

পত্নীর আগ্রহে রাম সেই মৃগ ধরিবার নিমিত্ত সশস্ত্র বাহির হইলেন। মারীচ ভুলাইয়া তাঁহাকে বহুদূরে লইয়া গেল। রাম অনুধাবন করিতে করিতে কিছুতেই তাহাকে ধরিতে না পারিয়া ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন; সেই অস্ত্রে আহত হইয়া মায়াবী রাক্ষস স্বমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক "হা সীতা, হা লক্ষ্মণ" বলিয়া আর্ত্ত-স্বরে চীৎকার করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। আ ৪৪

রাবণ মারীচকে বলিয়াছিল, "বলে যুদ্ধে দর্পে ও উপায়-নির্ণয়ে তোমার তুল্য আর কেহই নাই; তুমি মায়াবী।" আ ৩৬

লক্ষ্মণ অদ্ভুত মৃগরূপ দেখিয়াই বলিয়াছিলেন, "এ মারীচ রাক্ষস। যে সমস্ত রাজা মৃগয়া-বিহারার্থ পুলকিত-মনে অরণ্যে আইসেন, এ দুরাত্মা এইরূপ মৃগরূপ ধারণ করিয়া ভুলাইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে।" আ ৪৩

অকম্পন—জনস্থানবাসী খরানুচর রাক্ষসদিগের মধ্যে কেবল ইনিই রাম-শর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। ইনিই দ্রুতবেগে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণকে সংবাদ দেন—"রাম-শরে জনস্থান রাক্ষসশূন্য হইয়াছে।" এই দুরাত্মাই রাবণকে পরামর্শ দেন—"যুদ্ধে রামকে পরাস্ত করা অসম্ভব, অতএব তাঁহার অতুল রূপসী স্ত্রী সীতাকে হরণ কর, তাহা হইলেই রাম স্ত্রী-শোকে মরিয়া যাইবে।" আ ৩৯

অতিকায়—ধান্যমালিনী-গর্ভজাত রাবণ-পুত্র। লক্ষ্মণ কর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্রে নিহত। ল ৭০

ইনি সহস্র অশ্বযুক্ত রথে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন; কুম্ভকর্ণের পরেই আয়তনে ইঁহার দেহ অতি বৃহৎ ছিল। ইঁহার রথে চতুর্হস্ত মুষ্টিবিশিষ্ট দশ হস্ত দীর্ঘ প্রদীপ্ত দুই খড়্গ ছিল। ল ৭০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দেব-রক্ষোযুদ্ধে ইনি অস্ত্রবলে ইন্দ্রের বজ্রকে স্তম্ভিত ও বরুণের পাশকে পরাহত করেন। ল ৭০

অক্ষ—রাবণ-পুত্র। অশোককানন-বিধ্বংসকারী হনুমান্‌কে ধরিতে আসিলে কপিবর ইঁহাকে পদযুগল ধরিয়া শূন্যে তুলিয়া আছাড় মারেন, তাহাতেই ইঁহার মৃত্যু হয়। সু ৪৭

দেবান্তক, নরান্তক, ত্রিশিরা—রাবণ-পুত্র। রাক্ষস-সেনাপতি। ল ৬৫, ৬৯

মহোদর, মহাপার্শ্ব—রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। উপ-সেনাপতি। ল ১৮, ১৯

কুম্ভ, নিকুম্ভ—কুম্ভকর্ণের পুত্রদ্বয়। রাম কর্ত্তৃক নিহত। ল ৭৪

সুগ্রীব কুম্ভকে কহিয়াছিলেন, "তুমি বিক্রমে প্রহ্লাদ ও বলির তুল্য।" ল ৭৫

প্রহস্ত—রাবণের প্রধান সেনাপতি। নীল-হস্তে হত। ল ৫৭, ৫৮

কৈলাসাচলে ইনিই কুবের-সেনাপতি মণিভদ্রকে পরাস্ত করেন। ল ১৯

খর—রাবণাদির মাতৃষ্বস্রেয় ভ্রাতা। বিধবা ভগিনী স্থর্পণখার অভিভাবক হইয়া চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস সহ দণ্ডককাননে বাস করিতেন। উ ২৪

লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক বিরূপীকৃতা স্থর্পণখার প্ররোচনায় রাম লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া চতুর্দ্দশ সহস্র অনুচর সহ রাম-শরে হত। আ ৩০

খরের সহিত বহুক্ষণ যুদ্ধের পর রাম ইহাকে রক্তাক্ত দেহে মহাক্রোধে আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে দুই তিন পদ অপসৃত হইয়াছিলেন, এবং উহার বিনাশার্থ ইন্দ্রপ্রদত্ত ব্রহ্মাস্ত্রসদৃশ এক শর নিক্ষেপ করেন। আ ৩০

দূষণ—খরের ভ্রাতা ও সেনাধ্যক্ষ। রাম কর্ত্তৃক দণ্ডকারণ্যে হত। আ ২৬

মকরাক্ষ—খর-নন্দন। লঙ্কাযুদ্ধে রামের হস্তে নিহত। ল ৭৭

মহোদর—রাবণানুচর। ইনি রাবণকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, "যুদ্ধে কাজ নাই; আমরা পাঁচজন রক্ষোবীর ক্ষতবিক্ষতদেহে রামনামাঙ্কিত শর ধারণ পূর্ব্বক আসি; আপনি সীতাকে দেখান এবং প্রচার করিয়া দিন আমরা রামলক্ষ্মণকে ভক্ষণ করিয়া আসিয়াছি; তাহা হইলেই সীতা গত্যন্তর না দেখিয়া আপনাকে ভজিবে।" ল ৯৪

দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, বিতর্দ্দন, গজস্কন্ধ—এই চারিজনকে মহোদর রাক্ষস আপন মিথ্যা সংকল্পে সহচর করিতে চাহিয়াছিল। ল ১৪

যূপাক্ষ—কুম্ভকর্ণের সচিব। ভগ্ননিদ্র কুম্ভকর্ণকে ইনি লঙ্কার সংবাদ জ্ঞাপন করেন। ল ৬০

সুপার্শ্ব—রাবণের জনৈক সুশীল অমাত্য। ল ৯২

ইন্দ্রজিৎবধ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাবণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া সীতাকে বধ করিতে ধাবমান হন। এই অমাত্য তাঁহাকে স্ত্রীহত্যা-পাতকের কথা শুনাইয়া বহু বিনয়ে নিবৃত্ত করিতে প্রয়াস পান। "আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, অদ্য যুদ্ধের আয়োজন করিয়া অমাবস্যায় সসৈন্যে নিষ্ক্রান্ত হওয়া কর্ত্তব্য" ইহা জানাইয়া রক্ষোরাজকে সভায় ফিরাইয়া আনেন। ল ৯২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অবিন্ধ্য—এক বৃদ্ধ রাক্ষস। সীতা ফিরাইয়া দিতে রাবণকে উপদেশ দিয়াছিল। সু ৩৭

শঙ্কুকর্ণ—অশোককাননের দ্বাররক্ষক রাক্ষস। সু ১৮

জম্বুমালী—প্রহস্তের পুত্র। অশোকবনে হনুমানের সহিত যুঝিতে আসিয়া নিহত। সু ৪৪

শার্দ্দূল—রাক্ষস, রাবণের চর। এই রাক্ষসই রাবণ-আদেশে প্রথমে সমুদ্রতীরে রামসৈন্য দেখিয়া গিয়া রাবণকে সংবাদ দেয়—রামের বাহিনী দশযোজন ব্যাপিয়া আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ল ৩০

শুক—রাক্ষস। রাবণ ইহাকে সুগ্রীবের নিকট দূত স্বরূপ পাঠান—তাঁহাকে রামের স্বপক্ষতা ছাড়াইবার জন্য। বানরেরা ইহাকে ধরিয়া বিনাশ করিতে উদ্যত হয়; রাম বাঁচাইয়া দেন। ল ২০

শুক, সারণ—রাবণের মন্ত্রিদ্বয়। রাবণের আদেশে বানর সাজিয়া রামের সৈন্যবলাদির সন্ধান লইতে রাম-শিবিরে আসিয়াছিলেন; বিভীষণ ধরিয়া ফেলেন। রাম ইঁহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া ছাড়িয়া দেন। ল ২৫

অনল, পনস, সম্পাতি, প্রমতি—বিভীষণের অমাত্যচতুষ্টয়। ইহারা আপন প্রভুর সহিত রামের শরণাপন্ন হইয়াছিল। পক্ষিরূপে লঙ্কায় আসিয়া তত্ত্বসংগ্রহ করিত। ল ৩৭

দুর্দ্ধর, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, নিকুম্ভ—রাবণের মন্ত্রিগণ। সু ৪৯

বিদ্যুজ্জিহ্ব—মায়াবী রাক্ষস। রাবণের আদেশে রামের কৃত্রিম ছিন্নমুণ্ড ও শরাসন প্রস্তুত করিয়া অশোককাননে সীতাকে প্রদর্শন করে। সীতাকে রাম-সমাগম বিষয়ে নিরাশ করিয়া রাবণের করিয়া দিতে প্রয়াস পায়—অবশ্য নিষ্ফল হয়। ল ৩১

বজ্রদংষ্ট্র—রক্ষঃসেনাপতি। অঙ্গদ-হস্তে নিহত। ল ৫৩, ৫৪

ধূম্রাক্ষ, অকম্পন—রক্ষঃসেনাপতি। হনুমান্ কর্ত্তৃক হত। ল ৫২, ৫৫, ৫৬, ১৯

নরান্তক, কুম্ভহনু, মহানাদ, সমুন্নত—সেনাপতি প্রহস্তের মন্ত্রিচতুষ্টয়। ল ৫৭

শোণিতাক্ষ, প্রজঙ্ঘন, কম্পন, যূপাক্ষ—কুম্ভকর্ণাত্মজের সহায়গণ। ল ৭৪

বিরূপাক্ষ, যূপাক্ষ, দুর্দ্ধর্ষ, প্রঘস, ভাসকর্ণ—রাবণের সেনাপতিগণ। অশোককাননে হনুমানের সহিত যুঝিতে গিয়া হত। সু ৪৬

মকরাক্ষ, নরান্তক, কুম্ভ, নিকুম্ভ, যজ্ঞশত্রু, ব্রহ্মশত্রু—অন্যান্য রাক্ষসগণের এবং এই সকলের গৃহে হনুমান্ পুচ্ছ-অগ্নি লাগাইয়াছিলেন। সু ৫৪

ত্রিশিরা, শ্যেনগামী, পৃথুশ্যাম, যজ্ঞশত্রু, দুর্জ্জয়, বিহঙ্গম, করবীরাক্ষ, পরুষ, কালকামুখ, মেঘমালী, মহামালী, বরাস্য, রুধিরাশন, মহাকপাল, স্থূলাক্ষ, প্রমাথী—জনস্থানবাসী মহাবল রাক্ষস সকল। খর ও দূষণের অনুচর। রামের শরে হত। আ ২৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বজ্রহনু, অতিরথ, সংহ্লাদী, দেবান্তক, ত্রিশিরা, মহাপার্শ্ব, মহামালী, তীক্ষ্ণবেশ, বজ্রদংষ্ট্র, দুর্দ্ধর্ষ, সুপার্শ্ব, চক্রমালী, সত্ত্ববন্ত—রক্ষোবীরগণ। লঙ্কাযুদ্ধে হনুমান্, সুগ্রীব ও অঙ্গদ কর্ত্তৃক হত। ল ৮৯

দুর্ম্মুখ, রভস, সূর্য্যশত্রু, ইন্দ্রশত্রু, ব্রহ্মশত্রু, ত্রিশীর্ষ, প্রঘজ্ঞ, জম্বুমালী, শত্রুঘ্ন, বিদ্যুন্মালী, তপন, প্রঘস, বিরূপাক্ষ, অগ্নিকেতু, জজ্ঞ, রশ্মিকেতু, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, বজ্রমুষ্টি, অশনিপ্রভ, প্রতপন, পিশাচ, মিত্রঘ্ন, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, মহাহ্লাদ, বিকট, অরিঘ্ন, প্রঘাস, উন্মত্ত, মত্ত, মন্দ—রক্ষোবীরগণ। লঙ্কাযুদ্ধে হত। ল ৪২, ৪৩, ১২৪

প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, বিরূপাক্ষ, বিদ্যুজ্জিহ্ব, বিদ্যুন্মালী, বহুদংষ্ট্র, শুক, সারণ, জম্বুমালী, সুমালী, রশ্মিকেতু, ধূম্রাক্ষ, সূর্য্যশত্রু, সম্পাতি, বিদ্যুদ্রূপ, ভীম, ঘন, বিঘন, শুকনাভ, চক্র, শঠ, কপট, হ্রস্বকর্ণ, দংষ্ট্র, লোমশ, যুদ্ধোন্মত্ত, মত্ত, সাদি, ধ্বজগ্রীব, দ্বিজিহ্ব, হস্তিমুখ, করাল, বিশাল, রক্তাক্ষ—হনুমান্ প্রথম লঙ্কায় গিয়া এই সকল রক্ষোবীরগণের গৃহে অনুক্রমে গিয়াছিলেন। সু ৬

সুমালী—রাবণের মাতামহ। উ ৯

পূর্ব্বে লঙ্কাপুরী সুমালী প্রভৃতি তিন ভ্রাতার ছিল; বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রাক্ষসগণ পাতালে পলায়ন করে। উ ৫

সুমালী একদা কন্যা কৈকসী সহ মর্ত্ত্যে বেড়াইতে আসিয়া বৈশ্রবণ কুবেরকে দেখিতে পান। উ ৮

তাঁহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া পিতাকন্যাকে বিশ্রবা ঋষির উপাসনা করিতে পরামর্শ দেন। উ ৯

বিশ্রবা ঋষির কৃপায় কৈকসী রাবণাদিকে প্রাপ্ত হইল। রাবণাদি ব্রহ্মার নিকট হইতে দুর্লভ বর পাইয়াছে শুনিয়া সুমালী দৌহিত্রকে লঙ্কা অধিকার করিতে উপদেশ দেন। রাবণ কুবেরের নিকট হইতে লঙ্কা অধিকার করেন। উ ১১

স্বর্গে দেবরক্ষোযুদ্ধে সুমালী রাবণপক্ষে বিস্তর যুঝিয়াছিলেন; মহাসমরে অষ্টম বসু সাবিত্র ইঁহাকে বধ করেন। উ ২৭

মাল্যবান্—রাবণের মাতামহ-ভ্রাতা। উ ৫

ইনিই বিষ্ণুর নিকট পরাভূত হইয়া পাতালে পলায়ন করেন। উ ৮

লঙ্কাযুদ্ধকালে রাবণকে সীতা প্রত্যর্পণ বিষয়ে বুঝাইতে আসিয়া দৌহিত্র কর্ত্তৃক ভর্ৎসিত হন। ল ৩৫, ৩৬

মালী—রাবণের মাতামহ-ভ্রাতা। ইঁহারা তিন ভ্রাতা সুকেশ রাক্ষসের পুত্র। পুরাকালে বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধে হত। উ ৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হেতি, প্রহেতি, বিদ্যুৎকেশ, সুকেশ—রাবণের মাতামহের পূর্ব্বপুরুষগণ। (রক্ষোবংশ-লতা দেখ)। উ ৪

হেতি প্রহেতি রাক্ষসগণের আদিপুরুষ। প্রহেতি বনে যান, হেতি সংসারী; তৎপুত্র বিদ্যুৎকেশ, তৎপুত্র সুকেশ। উ ৪

বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্ম্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত, উন্মত্ত—রাবণের মাতামহ-ভ্রাতা মাল্যবান্ রাক্ষসের পুত্রগণ। উ ৫

প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালকামুখ, ধূম্রাক্ষ, সংহ্রাদি, প্রঘস, ভাসকর্ণ—সুমালী রাক্ষসের পুত্রগণ। রাবণের মাতুল। উ ৫

অনল, অনিল, হর, সম্পাতি—রাবণের মাতামহ-ভ্রাতা মালী রাক্ষসের পুত্রগণ। উ ৫

মারীচ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ, মহোদর—সুমালী রাক্ষসের মন্ত্রিচতুষ্টয়। রাবণ লঙ্কা বিজয় করিবেন শুনিয়া সুমালী ইহাদিগকে রাবণের অনুচর করিয়া দেন। উ ১১

শুক, সারণ, ধূম্রাক্ষ—রাবণের সচিব। ইহাদিগকে লইয়া রাবণ দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন। উ ১৪

মহাপার্শ্ব—সীতা-হরণ লইয়া কেহ কেহ যখন রাবণকে ভয় দেখাইতেছিল, ইনি পরামর্শ দেন:—"যে ব্যক্তি হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অযত্ন-সুলভ মধুপান না করে, সে নিতান্ত মূর্খ সন্দেহ নাই।.........আপনি কুক্কুটবৎ বলপূর্ব্বক প্রবর্ত্তিত হউন, এবং জানকীরে গিয়া পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করুন। ইচ্ছা পূর্ণ হইলে আর কিসের ভয়?" ল ১৩

বিরাধ—বীভৎস রাক্ষস। দণ্ডকারণ্যবাসী। যবের পুত্র; ইহার জননী শতহ্রদা। আ ৩ বনে সীতাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে; রাম জানকীর পরপুরুষস্পর্শে বিশেষ শোকাকুল হন। রাক্ষসের প্রতি তিনি বিস্তর অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। অস্ত্রের দ্বারা তাহার দেহের কোন অনিষ্ট হইবে না, সে এইরূপ বর লাভ করিয়াছিল। রামলক্ষ্মণের অস্ত্রাঘাতে ক্রোধান্বিত হইয়া রাক্ষস সীতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বীরদ্বয়কে বাহুমধ্যে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল; সীতা বাহু উৎক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "রাক্ষসরাজ তোমায় নমস্কার; তুমি উঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া আমাকে লইয়া যাও।" রাম লক্ষ্মণ দুইজনে দুরাত্মার দুই বাহু ভাঙ্গিয়া দিলেন, সে যাতনায় মূৰ্চ্ছিত হইল, কিন্তু মরিল না। দুই ভ্রাতায় তাহাকে মুষ্টি-প্রহার পদাঘাত করিয়া নিষ্পিষ্ট করিতে লাগিলেন, তথাপি রাক্ষস মরিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। তখন সর্ব্বভূতশরণ্য রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, "শস্ত্রাঘাতে আমরা ইহার প্রাণ সংহার করিতে পারিব না; তুমি এক প্রশস্ত গর্ত্ত খনন কর, ইহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া বধ করিব।" এই বলিয়া তিনি চরণ দ্বারা রাক্ষসের কণ্ঠাক্রমণ করিলেন। তখন বিরাধ বলিল, "পুরুষ-সিংহ, আমি মোহবশতঃ তোমায় জানিতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পারি নাই, আমি তুম্বরু গন্ধর্ব্ব ; রম্ভাতে আসক্ত হইয়া অনুপস্থিত ছিলাম, তজ্জন্য প্রভু কুবের কর্তৃক অভিশপ্ত হই ; সেই অভিশাপে আমার এই মূর্ত্তি। তোমার হস্তে নিহত হইয়া আমার শাপমোচন হইল। তুমি আমাকে অন্তিমকালে গর্ত্তে নিক্ষেপ কর ; মৃত নিশাচরের সমাধিই ব্যবহার।" আ ৪

কবন্ধ—দণ্ডকারণ্যবাসী রাক্ষস। মস্তকগ্রীবাহীন, ভগ্নজঙ্ঘ বীভৎসমূর্ত্তি। আ ৬৯
ইহার উদরে মুখ ও ললাটে একটিমাত্র চক্ষু, দংষ্ট্রা বিকট, জিহ্বা লোল, হস্ত এক যোজন। বনে রামলক্ষ্মণকে আক্রমণ করিলে তাঁহারা এই রাক্ষসের দুই বাহু ছেদন করিয়া দেন। তখন সে পরিচয় দিল—"সে শ্রী নামক দানবের পুত্র, তাহার নাম দনু।" সে ইন্দ্রচন্দ্রের ন্যায় রূপবান্ ছিল, কিন্তু রাক্ষসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঋষিগণকে ভয় দেখাইত। স্থূলশিরা ঋষির শাপে প্রকৃত রাক্ষস হইয়া যায়। ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া তাঁহার শতধার বজ্রে কবন্ধমূর্ত্তি ঘটিয়াছে। কবন্ধের অনুরোধে রাম তাহাকে প্রোথিত করিয়া দাহ করেন। তখন সে দিব্যমূর্ত্তি লাভ করিয়া রামকে সুগ্রীবের সহিত মিলিত হইবার উপদেশ দিয়া দিব্যলোকে প্রস্থান করিল। আ ৭৩

যব—রাক্ষস (?) ; ইহার পুত্র বিরাধ। আ ৩

শ্রী—দানব। ইহার পুত্র দনু—পরে কবন্ধ রাক্ষস। আ ৭১

দনু—দানব। ("কবন্ধ" দেখ) আ ৭১

সুবাহু—উপসুন্দের পুত্র। মারীচের সহিত এ দুষ্ট সিদ্ধাশ্রমে উপদ্রব করিত। রাম আগ্নেয়াস্ত্রে ইহাকে নিহত করেন। বা ৩০

ব্রহ্মরাক্ষস—ইহারা বেদবেদাঙ্গবিৎ ; রাত্রিশেষে লঙ্কায় বেদধ্বনি করিত। সু ১৮
যজ্ঞ-তন্ত্রবিৎ—যজ্ঞের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া থাকে। বা ৮

ছায়াগ্রাহ—অসুর। ইক্ষুসমুদ্রবাসী জীবভুক্ জীব। ইহারা ব্রহ্মার আদেশে প্রতিনিয়ত ছায়া গ্রহণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া প্রাণিগণকে ভক্ষণ করে। কি ৪৫

মন্দেহ—বিকটদর্শন রাক্ষসগণ। লোহিত সাগরতটে শৈলশৃঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক অধোমুখে লম্বমান থাকিত। কি ৪০

রাক্ষসীগণ।

মন্দোদরী—রাবণের প্রধানা মহিষী। ময়দানবের কন্যা। ইন্দ্রজিতের গর্ভধারিণী। উ ১২

ধান্যমালিনী—রাবণ-পত্নী। একদা রাবণ অশোককাননে সীতার উপর অত্যাচার করিতে আসিলে, এই রাক্ষসী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া সীতা-পার্শ্ব হইতে অপসারিত করে। সু ২২
অতিকায়ের গর্ভধারিণী। ল ৭০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বজ্রজ্বালা—বৈরোচন বলির দৌহিত্রী। রাবণ ইহাকে আহরণ করিয়া কুম্ভকর্ণের পত্নী করিয়া দেন। উ ১২

সরমা—গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের দুহিতা। ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্না গন্ধর্ব্বকন্যা। বিভীষণ-ভার্য্যা। উ ১২

এই কন্যা মানস-সরোবর-তীরে জন্মগ্রহণ করেন; ঐ সময়ে বর্ষাগমে মানস-সরোবর কন্যার সন্নিহিত স্থান পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়; কন্যার মাতা তদ্দর্শনে "সরঃ মা বর্দ্ধত" বলিয়াছিলেন; এই হেতু কন্যার নাম "সরমা"। উ ১২

ইনি অশোকবনে সীতার সখী ছিলেন। রাবণ রামের মায়ামুণ্ড দেখাইয়া দেবীকে শোকাকুলা রাখিয়া প্রস্থান করিলে, ইনি প্রকৃত তত্ত্ব জানাইয়া দেবীর ভয় দূর করেন। ল ৩৩

কলা—বিভীষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা।* এই রক্ষোবালা মাতৃ-নিয়োগে সীতার নিকট আসিয়া আশ্বাসের কথা কহিত। সু ৩৭

সূর্পণখা—রাবণ-ভগিনী। কামরূপিণী রাক্ষসী। অঙ্গার লোহিতবর্ণা। আ ১৯, উ ৯

কালকেয়-দৈত্যবংশীয় বিদ্যুজ্জিহ্বের সহিত ইহার বিবাহ হয়। উ ১২

দিগ্বিজয়কালে রাবণ ভ্রমক্রমে ভগিনীপতিকে বিনাশ করিলে ইনি কাঁদিয়া পড়েন; ভ্রাতা রক্ষোরাজ খরের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দণ্ডককানন ইহার বিহারভূমি করিয়া দেন। উ ২৪

ইনি পঞ্চবটী-বনে রামলক্ষ্মণের সহিত রসিকতা করিতে আসিলে লক্ষ্মণ ইহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দেন। আ ১৭

প্রতিহিংসা প্রবৃত্তা এই মায়াবিনী খরের নিকট অভিযোগ করিলে, রামকে শাসন করিতে আসিয়া রক্ষোবীর সদলে নিহত হন। আ ১৮

তখন সূর্পণখা লঙ্কায় গিয়া রাজ্যশাসন সম্বন্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া জ্যেষ্ঠকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিয়া সীতা-হরণার্থ জনস্থানে আনয়ন করে। আ ৩৩

অশোককাননে সীতাকে শাসাইয়া সূর্পণখা বলিয়াছিল:—"আজ আমরা তোকে খাইয়া মাতাল হইয়া দেবী নিকুম্ভিলার নিকট নৃত্য করিব।" (সে বোধ হয় এ রাক্ষসী নহে।) সু ২৪

কুম্ভীনসী—রাবণের মাসতুতো ভগিনী। মধুদৈত্য ইহাকে হরণ করে। উ ২৫

রাবণের মাতামহ সুমালীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবান্; তাঁহার কন্যা অনলা; অনলার গর্ভে বিশ্বাবসুর কন্যা ইনি। উ ২৫

রাবণ মধুদৈত্যকে শাসন করিতে গেলে ইনি নিবারণ করিয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করাইয়া দেন। উ ২৫

সুমালীরও চারি কন্যার একজনের নাম কুম্ভীনসী—ইনি রাবণের মাসী। উ ৫

* গৌড় সংস্করণ রামায়ণে নাম আছে নন্দা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কৈকসী—রাবণাদির জননী।* সুমালীর কন্যা। উ ৫

পিতার পরামর্শে ইনি বিশ্রবা ঋষিকে ভজনা করিয়া তিন পুত্র ও এক কন্যা প্রাপ্ত হন;—রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও সূর্পণখা। উ ৯

সালকটঙ্কটা—সন্ধ্যা-তনয়া রাক্ষসী। রাবণের মাতামহের পিতামহ বিদ্যুৎকেশের পত্নী। উ ৪

ভয়া—কাল-ভগিনী। বিদ্যুৎকেশের জননী। রাক্ষসদিগের আদিপুরুষ হেতির পত্নী। উ ৪

দেববতী—গ্রামণী গন্ধর্ব্বের কন্যা। সুমালী রাক্ষসের জননী। রাবণের মাতামহ-জননী।

সুন্দরী—মাল্যবানের পত্নী।
কেতুমতী—সুমালীর পত্নী।
বসুদা—মালীর পত্নী।
} ইঁহারা নর্ম্মদা গন্ধর্ব্বীর কন্যাগণ। রাবণের মাতামহী। উ ৫

অনলা—মাল্যবানের কন্যা। কুম্ভীনসীর জননী। রাবণের জাঠতুতো মাসী। উ ৫

পুষ্পোৎকটা, রাকা, কুম্ভীনসী—সুমালী রাক্ষসের অপর তিন কন্যা। রাবণের মাতৃ-স্বসা। উ ৫

ত্রিজটা—বৃদ্ধা রাক্ষসী। অশোকবনে রাক্ষসীদিগকে সীতার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে দেখিয়া কহিয়াছিল, "দেখ, তোমরা জানকীকে ভক্ষণ না করিয়া পরস্পর পরস্পরকে খাও।" ইনি এক ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহাতে রাবণের মৃত্যু ও রামের সীতা-লাভ সূচিত হয়। স ৭

রাবণ-আদেশে ইনি সীতাকে পুষ্পকরথে চড়াইয়া নাগপাশ-বদ্ধ রামলক্ষ্মণকে দেখাইয়া আনেন। ল ৪৭

বিনতা, বিকটা, চণ্ডোদরী, প্রঘসা, অজামুখী, সূর্পণখা—ইহারা ভয় দেখাইয়া সীতাকে রাবণের অনুগামিনী করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। সু ২৪

একজটা, হরিজটা, বিকটা, দুর্ম্মুখী—রাক্ষসীগণ। ইহারা ভাল কথায় বুঝাইয়া সীতাকে রাবণের প্রতি লওয়াইতে প্রয়াস পায়। সু ২৩

অয়োমুখী—রাক্ষসী। মতঙ্গ-আশ্রমের সন্নিকটে রামলক্ষ্মণ সীতান্বেষণে নিযুক্ত ছিলেন; এই বিকটকায়া রাক্ষসী লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিল। লক্ষ্মণ ইহার নাসা, কর্ণ ও স্তন ছেদন করিয়া দেন। আ ৮৯

সিংহিকা—লবণসমুদ্রবাসিনী ছায়াগ্রাহী রাক্ষসী। রাহু গ্রহের জননী। সু ৯

সমুদ্র-লঙ্ঘন-সময়ে হনুমান্‌কে এই কামরূপিণী রাক্ষসী বদন বিস্তার পূর্ব্বক গ্রাস করে। উ ৩৫

কপিবর ইহার জঠরে প্রবেশ করিয়া নখর-প্রহারে মর্ম্মস্থান ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ইহার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক বহির্গত হন। সু ১

* উত্তর ও দক্ষিণ সংস্করণে নিকষা নাম দেখি নাই; গৌড় সংস্করণে এই নাম আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অঙ্গারকা—সিংহিকার নামান্তর (?) (সিংহিকা দেখ); লবণ-সমুদ্রবাসিনী ছায়াগ্রাহী রাক্ষসী। কি ৪১

লঙ্কা—লঙ্কার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ("দেবীগণ" দেখ।)

নিকুম্ভিলা—রাক্ষস-দেবী। ("দেবীগণ" দেখ।)

শতহ্রদা—বিরাধ রাক্ষসের জননী। আ ৩

তাড়কা—সুকেতু যক্ষের কন্যা। জম্ভনন্দন সুন্দের ভার্য্যা। বা ২৫

কোন দোষ বশে সুন্দ মহর্ষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাড়কা সুন্দরী পুত্র মারীচের সহিত মহর্ষিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে; মহর্ষির শাপে যক্ষী রাক্ষসী হইয়া যায়। বা ২৪ রাক্ষসী হইয়া মলদ করূষ নামক জনপদদ্বয় বিধ্বস্ত করিয়া অগস্ত্য-আশ্রমকে নিজ বিহার-ক্ষেত্র করে। বিশ্বামিত্র ষোড়শবর্ষীয় বীর রামকে আনয়ন পূর্ব্বক ইহার বিনাশ সাধন করেন। বা ২৬

মন্থরা—বিরোচন দানবের কন্যা। ইনি পৃথিবী ধ্বংসের সংকল্প করিলে ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হন। বা ২৫

শর্ম্মিষ্ঠা—বৃষপর্ব্ব-দুহিতা। দিতির পৌত্রী। যযাতি রাজার মহিষী। পুরুর জননী। উ ৫৮

শুক্রাচার্য্যের পুত্রী দেবযানীকে উপেক্ষা করিয়া ইঁহাকে সমধিক ভালবাসিতেন বলিয়া রাজা আচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। উ ৫৮

একাক্ষী, এককর্ণা, কর্ণপ্রাবরণা, গোকর্ণী, হস্তকর্ণী, লম্বকর্ণী, অকর্ণিকা, হস্তিপদী, অশ্বপদী, গোপদী, পাদচূলিকা, একপাদী, পৃথুপাদী, অপাদিকা, দীর্ঘশিরোগ্রীবা, দীর্ঘকুচোদরী, দীর্ঘনেত্রা, দীর্ঘজিহ্বা, দীর্ঘনখা, অনাসিকা, সিংহমুখী, গোমুখী, শূকরীমুখী*—অশোককাননে সীতার রক্ষিকা রাক্ষসীগণ। সু ২২

বানরগণ।

বালী—ইন্দ্রের ঔরসজাত কিষ্কিন্ধ্যাপতি। ঋক্ষরজার সন্তান। উ প্র ১

বালী গিরিরাজ ও সমুদ্রের দর্পহারী দুন্দুভি অসুরকে নিহত করেন। কি ১১

তৎপুত্র মায়াবীর সহিত যুদ্ধে ইনি তাড়া করিলে অসুর এক বিবরমধ্যে অন্তর্দ্ধান করে; বালী কনিষ্ঠ সুগ্রীবকে গহ্বরদ্বারে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অনুধাবন করেন। কি ৯ বৎসর অতীত হইয়া গেল; কপিরাজ প্রত্যাগমন করিলেন না; কিন্তু গহ্বরমুখ হইতে সফেন শোণিত নির্গত হইতে লাগিল, অপিচ গর্ত্তমধ্য হইতে অসুরদিগের সিংহনাদ শ্রুত

* আরও অনেক রাক্ষসীর নাম অন্যত্র আছে। সু ১৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইল ; সুগ্রীব জ্যেষ্ঠকে মৃত স্থির করিয়া অসুরদিগের পথরোধ করিবার আশায় এক প্রকাণ্ড শিলায় গর্ত্তমুখ রুদ্ধ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য অধিকার করিয়া বসিলেন। জ্যেষ্ঠের পত্নী তারাও তাঁহার হইল। কি ৪৬

অল্পকাল মধ্যেই বালী ফিরিয়া আসিলেন। সুগ্রীবকে গালি দিয়া তাহার ভার্য্যা হরণ পূর্ব্বক তাহাকে একবস্ত্রে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। কি ১০

রামের সাহায্য-সাহসে সুগ্রীব যখন ইঁহাকে যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিয়াছিল, রাম তখন প্রচ্ছন্ন থাকিয়া শরাঘাতে ইঁহাকে নিধন করেন। কি ১৬

বালী রামকে বলিয়াছিলেন, "যদি তুমি আমায় কহিতে, আমি তোমার ভার্য্যাপহারী দুরাত্মা রাবণকে কণ্ঠে বন্ধন পূর্ব্বক জীবন্ত অবস্থায় তোমার হস্তে দিতাম।" কি ১৭

মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে করিতে রাবণ কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন ; কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন ; বালী তখন সমুদ্রোপকূলে সন্ধ্যা উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন। সংবাদ শুনিয়া দশানন দক্ষিণসমুদ্রতটে বানররাজের নিকট গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বালী বেদমন্ত্র জপ করিয়া উপাসনা করিতেছেন। রাবণ বালীকে ধরিবার নিমিত্ত পিছু হইতে নিঃশব্দ-পদসঞ্চারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; নিকটবর্ত্তী হইলে কপিরাজ রক্ষোরাজকে ধরিয়া কক্ষমধ্যে পূরিয়া বেগে আকাশে উত্থিত হইলেন। পরে তিনি চারি মহাসাগরে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া রাবণকে কক্ষ হইতে বাহির করিলেন ; গলদ্ঘর্ম্ম রাক্ষসরাজ বিনীতভাবে তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। তখন বালী তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন। উ ৩৪

সুগ্রীব—বালীর কনিষ্ঠ। ঋক্ষরজার ক্ষেত্রে সূর্য্যের ঔরসজাত পুত্র। উ প্র ১

রামের প্রধান সহায়। মায়াবী অসুরের অনুধাবনে গত জ্যেষ্ঠের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে মৃত স্থির করিয়া তাঁহার রাজ্য ও ভার্য্যা অধিকার করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ফিরিয়া আসিয়া ইঁহার ভার্য্যাকে গ্রহণ পূর্ব্বক ইঁহাকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করেন ; কি ১২

জ্যেষ্ঠের তাড়নায় ইনি কোথাও স্থির হইতে পারেন নাই ; অবশেষে মতঙ্গ মুনির শাপ-বশে বালীর অগম্য ঋষ্যমূক গিরির এক গুহায় পঞ্চ বিশ্বস্ত অনুচর সহ আশ্রয় গ্রহণ করেন। কি ১১

সীতা-বিরহিত রামের সহিত সুগ্রীবের সখ্য স্থাপিত হইলে রাম বালীকে বিনষ্ট করিয়া ইঁহাকে কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃবধূ তারাও ইঁহার হন। কি ২৬

ইঁহার সৈন্য সাহায্যে রাম লঙ্কা জয় করেন।* কি ২৯

---

* লঙ্কাজয়ের পর রামাদি অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলে ভরত সুগ্রীবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, "বীর, আমাদের ভ্রাতার মধ্যে তুমিই পঞ্চম।" ল ১২৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বালী ইঁহাকে কিষ্কিন্ধ্যা হইতে নিষ্কাশিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই ; এমন তাড়া লাগাইয়াছিলেন যে, ভয়ে সুগ্রীবকে সমস্ত পৃথিবী ছুটিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। ইহাতে এক উপকার হয় এই যে আদ্যোপান্ত ভূ-বৃত্তান্ত ইনি জানিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জ্ঞান-অনুসারে অনুচর বানরগণকে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্মরূপ বিবরণ জানাইয়া সীতান্বেষণার্থ পাঠাইতে পারিয়াছিলেন। কি ৪৬

মহাপ্রস্থানকালে ইনি রামের অনুগমন করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন। উ ১১০

অঙ্গদ—বালীর পুত্র। বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হইয়া রামের অনুরোধে ইঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কি ২৬

ইনি হনুমানের সহিত দক্ষিণদিকে সীতান্বেষণে গিয়াছিলেন। সমুদ্র-লঙ্ঘনের কথা উঠিলে ইনি বলেন, "আমি শতযোজন লম্ফে পার হইতে পারি, কিন্তু ফিরিবার বেলা সন্দেহ।" কি ৬৬

কুম্ভকর্ণের ভয়ে বানরসৈন্য পলাইতেছে দেখিয়া বালিপুত্র সাহস দিয়া কহিলেন, "পলাইও না ; হয় আমরা অল্প আয়ুঃবশতঃ রণে ধরাশায়ী হইব এবং এরূপ মৃত্যুতে কাপুরুষগণের দুর্লভ ব্রহ্মলোকে গমন করিব, বীরজনের সমস্ত ভোগ্য ভোগ করিব, নয় ত রণে নিহত হইয়া চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি লাভ করিব।" ল ৬৬

রামের মহাপ্রস্থানকালে সুগ্রীব ইঁহাকে রাজ্য দিয়া সখার অনুগমন করেন। উ ১০৮

হনুমান্—কেশরী বানরের ক্ষেত্রজ ও বায়ুর ঔরস পুত্র। ("পবন" দেখ) ল ৩০

কেশরীর পত্নী অঞ্জনা বানরী ফলাহরণার্থ গমন করিয়া গহন বনে হনুমান্‌কে প্রসব করিয়া প্রস্থান করে ; সদ্যঃপ্রসূত শিশু ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল ; ঐ সময়ে দিবাকর উদিত হইলেন ; হনুমান্ তাঁহাকে ফল মনে করিয়া ভক্ষণার্থ লম্ফ প্রদান করিল ; সূর্য্যের যখন সন্নিহিত, তখন রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিতে আসিয়াছিল ; রাহুকে দেখিয়া হনুমান্ বৃহত্তর ফল বোধে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল ; রাহু প্রাণভয়ে ইন্দ্রের শরণাগত হইলেন ; ইন্দ্র ঐরাবতে চড়িয়া সাহায্যার্থ আসিতে লাগিলেন। হনুমান্ ঐরাবতকে আরও বৃহত্তর ফল মনে করিয়া উহার অভিমুখে অগ্রসর হইল। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া হনুমানের প্রতি বজ্র প্রহার করিলেন ; বজ্র-তাড়িত হইয়া কপি-শিশু এক পর্ব্বত-পৃষ্ঠে পতিত হইল, পড়িয়া শিশুর বাম হনুটি ভাঙ্গিয়া গেল। বায়ু কাতর শিশু পুত্র লইয়া এক গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাঁহার কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল, ত্রিলোকে হাহাকার উঠিল। উ ৩৫

তখন দেবতারা আসিয়া সকলে হনুমান্‌কে এক এক বর দিয়া তাহাকে দেব-অস্ত্রেরও অবধ্য করিয়া অমর করিয়া দিলেন। বনে ঋষিদিগের উপর উৎপাত করিতেন বলিয়া ঋষিগণ শাপ দিয়াছিলেন, সেই জন্য হনুমান্ স্বয়ংও আপন শক্তির সীমা জানিতেন না, কেহ স্মরণ করাইয়া দিলে তবে বল বর্দ্ধিত হইত। উ ৩৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বুদ্ধি ও কার্য্যসিদ্ধি ইঁহারই আয়ত্ত ; বল উৎসাহ ও শাস্ত্রবোধ ইঁহারই ছিল। সু ১৪, ল ১১৪

ইনি সুগ্রীবের মন্ত্রী হইয়াছিলেন ; প্রভুর একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর। কি ২

ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সীতাবিরহিত রামলক্ষ্মণকে দেখিয়া বালীর চর মনে করিয়া সুগ্রীব নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিলে, ইনি ভিক্ষুবেশ ধারণ করিয়া বীর-যুগলের সম্মুখে আসিয়া বিনয়পূর্ব্বক পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। কি ২

পরিচয় পাইয়া সুগ্রীবের সহিত মিলন করিয়া দেন।* কি ৫

ইনি সীতান্বেষণে দক্ষিণদিক গমনার্থ ভার পাইলে রাম ইঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকুশল বিবেচনা করিয়া সীতার অভিজ্ঞান নিমিত্ত আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরী ইঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। কি ৪৪

ইনি শতযোজন সমুদ্র লম্ফ দ্বারা লঙ্ঘন করিয়া সীতান্বেষণে লঙ্কায় গিয়া লঙ্কাপুরীর (দুর্গের) সেতু ভগ্ন ও পরিখা আপূর্ণ করিয়া দেন। সু ২

বহুকষ্টে অশোককাননে সীতার দর্শন পাইয়া তাঁহাকে রামের অভিজ্ঞান প্রদর্শন এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যভিজ্ঞান গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কায় মহা উৎপাত আরম্ভ করেন। ল ৩

রাবণ বহু আয়াসে ইঁহাকে বন্ধন করিয়া ইঁহার লাঙ্গুলে অগ্নি লাগাইয়া দেন। ল ৫৮

হনুমান্ আপন শক্তি-বলে মুক্ত হইয়া সেই পুচ্ছাগ্নিতে লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া পুনরায় সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া আসিয়া রামকে সংবাদ দেন। সু ৬৫

যুদ্ধকালে এক সময়ে ইনি রাবণকে এক চপেটাঘাত করেন, চড় খাইয়া রক্ষোরাজ কপিবরকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলেন, "কপিবর, তোমার বলবীর্য্য বিচিত্র ; তুমি আমার শ্লাঘনীয় শত্রু, তোমার বীরত্বে সাধুবাদ প্রদান করি।" ল ৫৯

যুদ্ধকালে ইনি ওষধিপর্ব্বত আনিয়া নাগপাশক্লিষ্ট রামলক্ষ্মণকে সঞ্জীবিত করেন ও শক্তি-শেলাহত লক্ষ্মণকে পুনর্জ্জীবিত করেন।† ল ৭৩

অযোধ্যায় রামের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণকালে হনুমান্ বর চাহিলেন, "পৃথিবীতে যতকাল রাম কথা প্রচলিত থাকিবে, ততকাল যেন আমার দেহে প্রাণ থাকে।" রাম "তথাস্তু" বলিয়া হনুমান্‌কে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চন্দ্রপ্রভ রত্নহার নিজ কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া তাহার গলে পরাইয়া দিলেন।‡ ("হনুমানের পুরস্কার" দেখ) উ ৪০

---

* হনুমানের বাক্য শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে কহেন, "ঋগ্বেদজ্ঞ, যজুর্ব্বেদজ্ঞ ও সামবেদজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত অপর কেহ ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে না। ইনি অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একটিও অপ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। বোধ হয় ইনি ব্যাকরণ প্রভৃতি বিবিধ ব্যুৎপাদক গ্রন্থ বহুবার অধ্যয়ন করিয়াছেন। বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠগত মধ্যম স্বর অবলম্বন পূর্ব্বক পদবিন্যাস ক্রম অতিক্রম না করিয়া শ্রুতিকটু-পদশূন্য বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কি ৩

† গৌড় সংস্করণে হনুমানের ওষধি আনয়ন বৃত্তান্ত নানা ব্যাপারে অনেক বেশী আছে। কালনেমি সংবাদ, পথে নন্দিগ্রামে ভরতের সহিত সাক্ষাৎ ইত্যাদি—অন্য রামায়ণে নাই। উ ৪১

‡ পরাক্রম উৎসাহ বুদ্ধি প্রতাপ সুশীলতা মাধুর্য্য নীতিজ্ঞান গাম্ভীর্য্য চাতুর্য্য বীর্য্য এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জাম্ববান্—ঋক্ষরাজ। সুগ্রীবের বিশ্বস্ত অনুচর। (মন্ত্রী ?) ল ৩০
সত্যযুগে জৃম্ভাপরিত্যাগকালে ব্রহ্মার আস্য হইতে উৎপন্ন। বা ১৭
গদ্গদের (ক্ষেত্রজ ?) পুত্র। এই গোলাঙ্গুলেশ্বর ইন্দ্রের সাহায্যকারী। ল ২৭
দেবাসুর-যুদ্ধে ইনি দেবপক্ষে থাকিয়া শিলা বর্ষণ করিয়া অনেক বরলাভ করিয়াছিলেন। দেবশাসনে ওষধি সঞ্চয় করিয়া সাগরে নিক্ষেপ করেন; তজ্জন্য সমুদ্র হইতে অমৃত উত্থিত হয়। কি ৬৬
পূর্ব্বে দানবরাজ বলির যজ্ঞে সনাতন বিষ্ণু স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আক্রমণ করেন; ঐ সময় ইনি তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। কি ৬৬
সমুদ্র পার হইবার কথা উঠিলে ইনি বলেন, "আমি বৃদ্ধ, গতিশক্তি আর তেমন নাই, তবে এখন নবতি যোজন মাত্র লম্ফ দিয়া যাইতে পারি।" কি ৬৬
নর্ম্মদা-তীরে ঋক্ষবান্ পর্ব্বতে ইনি অধিষ্ঠান করিতেন। ল ২৭
মহাপ্রস্থানকালে রাম জাম্ববান্‌কে বলেন, "যাবৎ কলিযুগ তাবৎ তুমি জীবিত থাক, কিন্তু বিভীষণ ও হনুমান্ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবেন।" উ ১০৮

ঋক্ষরজা—বালী ও সুগ্রীবের জনক (ও জননী) উ প্র ১
চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার যোগাভ্যাসকালে নেত্রযুগ হইতে অশ্রুধারা বিনির্গত হয়; ভগবান্ হস্ত দ্বারা তাহা গ্রহণ ও চর্চ্চিত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিবামাত্র সেই অশ্রুকণা হইতে এক বানর উৎপন্ন হইল; তিনিই ইনি। উ প্র ১
ঋক্ষরজা একদিন তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া উত্তরমেরুপর্ব্বতস্থ সরোবরে গমন করেন; তথায় জলমধ্যে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া অন্য বানর মনে করিয়া তাহাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় জলমধ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন; লম্ফ দিয়া তীরে উঠিবামাত্র অসামান্য সুন্দরী স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্র ও সূর্য্য ঐ সময়ে সেই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন; সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীকে দেখিয়া উভয়েই কামমোহিত হইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রের কৃপায় ইনি বালীকে এবং সূর্য্যের কৃপায় সুগ্রীবকে জন্মদান করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে ইনি স্বীয় বানররূপ পুনঃ প্রাপ্ত হন। উ প্র ১
ব্রহ্মার আদেশে দেবদূত ইঁহাকে লইয়া গিয়া কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিয়া দিল। ইনি সপ্তদ্বীপের সমুদয় বানরগণের অধিপতি হইলেন। উ প্র ১

নল—বিশ্বকর্ম্মার ঔরস পুত্র অনুবালীর ক্ষেত্রজ পুত্র। ল ৩০
সমুদ্রের নির্দ্দেশানুসারে রামের আদেশে ইনিই সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন। ল ২২

গুণে হনুমান্ অপেক্ষা ইহলোকে কেহই অধিক নাই। অপিচ, এই কপিবর ব্যাকরণ শিক্ষা করিবেন বলিয়া সূর্য্যাভিমুখ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে উদয়গিরি হইতে অস্ত-পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। অধিক কি, এই অপ্রমেয় বানরেন্দ্র সূত্র, বৃত্তি, মহাভাষ্য এবং সংগ্রহের সহিত মহার্থযুক্ত মহৎ গ্রন্থ অর্থতঃ গ্রহণ করিয়া তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; ইঁহার সদৃশ শাস্ত্রবিশারদ আর কেহই নাই। ইনি সমস্ত বিদ্যা—কি ছন্দঃ কি তপোবিধান সকল বিষয়েই সুরগুরুকে স্পর্দ্ধা করেন।

১২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নীল—অনল-পুত্র। ল ৩০

ইনি রাবণ-সেনাপতি প্রহস্তকে নিধন করিয়াছিলেন। ল ৫৮

সুষেণ—বরুণ-পুত্র। সুগ্রীব ও বালীর শ্বশুর। (স্থলান্তরে "ধর্ম্মের পুত্র।") ল ৩০, বা ১৭

তার—বৃহস্পতি-পুত্র। সুগ্রীবের শ্বশুর।* বা ১৭

মৈন্দ ও দ্বিবিদ—অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পুত্র। অঙ্গদের মাতুল। ল ৩০

প্রজাপতি ব্রহ্মা মহাত্মা অশ্বীর সম্মান বর্দ্ধিত করিবার জন্য ইহাদিগকে সকলের অবধ্য করিয়াছিলেন। সু ৬০

একদা এই দুই মহাবীর সুরসৈন্য পরাজয় পূর্ব্বক অমৃত পান করেন। ল ২৮

শ্বেত, জ্যোতির্ম্মুখ—সূর্য্যের পুত্র। ল ৩০

গন্ধমাদন—কুবেরের পুত্র। বা ১৭

হেমকুট—বরুণের পুত্র। ল ৩০

শরভ—পর্জ্জন্যের পুত্র। বা ১৭

কেশরী—বৃহস্পতির পুত্র। হনুমানের পিতা। ল ৩০

ইনি মাল্যবান্ পর্ব্বতে বাস করিতেন, তথা হইতে গোকর্ণ পর্ব্বতে প্রস্থান করেন; সেই-খানে সমুদ্রতীর্থে শাম্বসাদন নামক অসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। সু ৩৫

দধিমুখ—সুগ্রীবের মাতুল†। কিষ্কিন্ধ্যারাজের মধুবন-রক্ষক। সোমের পুত্র। ল ৩০

সীতা-সংবাদ-আনয়নকারী বানরেরা ইঁহার বড় নির্য্যাতন করিয়াছিল। সু ৬২

যক্ষ ও প্রভাব—সুগ্রীবের মন্ত্রী। নবরাজ্য প্রাপ্ত ভোগসুখরত সুগ্রীবকে চেতাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কি ৩১

ধূম্র—জাম্ববানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। গদ্‌গদের পুত্র। ল ৩০

ইনি দেবাসুর-যুদ্ধে ইন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ল ২৭

সন্নাদন—বানরগণের পিতামহ। ল ২৭

ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধেও ইনি পরাজিত হন নাই। চতুষ্পদের মধ্যে ইঁহার তুল্য রূপবান্ কেহ ছিল না। ল ২৭

ক্রথন—পর্ব্বতকন্যার গর্ভে অগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ল ২৭

দেবাসুর-যুদ্ধে দেবপক্ষে ছিলেন। ল ২৭

দুর্দ্ধর—বসুর পুত্র। ল ৩০

সুমুখ, দুর্ম্মুখ, বেগদর্শী—বানররূপী স্বয়ম্ভূর পুত্র। ল ৩৯

* উত্তরকাণ্ডে তারার পিতা তার। উ ৩৪

† বালী ও সুগ্রীবের মাতা কই যে মাতুল! ঋক্ষরজা ত পিতা ও মাতা দুইই। উ প্র ৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গজ, গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গন্ধমাদন—যমের পুত্র। গবাক্ষ গোলাঙ্গুলেশ্বর। ল ৩০

গোলাঙ্গুলেরা লঙ্কা-যুদ্ধে রাক্ষস গিলিত। ল ৪৪

বিনত—বানর যূথপতি। ইনি সীতান্বেষণার্থ অনুচরগণ সহ পূর্ব্বদিকে গিয়াছিলেন। কি ৪০

সুহোত্র, শরারি, শরগুল্ম, বৃষভ, উল্কামুখ, অনঙ্গ, বৃহদ্বল—হনুমানের সহিত ইঁহারা দক্ষিণদিকে গিয়াছিলেন। কি ৪১

অর্চ্চিষ্মান্, অর্চ্চিমাল্য, মারীচ—সুষেণের সহিত ইঁহারা পশ্চিমদিকে গিয়াছিলেন। কি ৪২

শতবলী—বানরযূথপতি। অনুচরগণ সহ ইনি উত্তরদিকে সীতান্বেষণে গিয়াছিলেন। কি ৪০

সূর্য্যের উপাসক সাবর্ণিমেরু পর্ব্বতে বাস করেন। ল ২৭

রক্তমুখ, কেশরী, দরীমুখ, ধূম্র, পনস, রুমণ, গয়, ইন্দ্রজানু, রম্ভ, দুর্ম্মুখ, বহ্নি, বিদ্যুন্মালী, সম্পাতি, দম্ভ, সূর্য্যাক্ষ, বীরবাহু, সুবাহু, কুমুদ, দধিবক্ত্র, সুপাটল, সুনেত্র—সুগ্রীবের আত্মীয় অনুচর ও যূথপতিগণ। ইঁহারা অনেকে সীতান্বেষণে গিয়াছিলেন। কি ৩৯

অর্ক, প্রজঙ্ঘ, জম্ভ, রভস, বলীমুখ, তরস, প্রসভ, পাবকাক্ষ, বিদ্যুদ্দংষ্ট্র, সূর্য্যানন, বেগদর্শী—বানরবীরগণ। লঙ্কা-যুদ্ধে যুঝিয়াছিলেন। ল ৪

প্রজঙ্ঘ, তরস, সুবাহু, বীরবাহু, প্রসভ, অনল, পনস, শাস্ত্র—বানরযূথপতিগণ ল ৪১

সম্পাতি, অশ্বকর্ণ, ঋষভ, সানুপ্রস্থ, সানুগ্রাহ, ঋষভস্কন্ধ, সুন্দ, পৃথু, শঙ্খচূড়, শুম্ভ, ইন্দ্রজানু—বানরবীরগণ। ল ৪২, ৪৩

সংযোজন, সরভ, সংরম্ভ, ক্রমণ, প্রমাথী, হর, পনস, রম্ভ, চণ্ড, কুমুদ—বানরযূথপতিগণ। ল ২৬

তারেয়, ইন্দ্রজানু, ঋষভ, সুপাটল, শুম্ভ, শরভ, শঙ্খচূড়—ইহাদের পুরস্কৃত করিয়া রাম অযোধ্যা হইতে বিদায় দেন। ইহারা তাঁহার লঙ্কাসমরে সাহায্যকারী। উ ৪০

তারা—সুষেণের দুহিতা। বালীর মহিষী। বালীর অবর্ত্তমানে দেবর সুগ্রীবের প্রণয়িণী।* কি ২২, ৪৬, ২৯

বালীর মৃত্যুতে শোককাতরা হইয়া ইনি সহমরণে যাইতেছিলেন, রাম নিবারণ করেন। কি ২৪

সুগ্রীব রাজা হইলে দিন রাত তাঁহাকে লইয়া মাতাল হইয়া থাকিতেন। কি ৩৩, ৩৫

রুমা—সুগ্রীব-ভার্য্যা। তার বানরের কন্যা। কি ২৫

বালী সুগ্রীবকে তাড়াইয়া এই ভ্রাতৃবধূকে অধিকার করিয়াছিলেন। কি ১৮

---

* সুগ্রীবের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, এমন উল্লেখ নাই। "রাম বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কাঞ্চনী মালা, তারা ও কপিরাজ্য অর্পণ করেন।" ল ২৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অঞ্জনা—হনুমানের গর্ভধারিণী। কেশরীর ভার্য্যা। কুঞ্জরের দুহিতা। কি ৬৭
ইনি পুঞ্জিকাস্থলী নাম্নী অপ্সরা, শাপবশে বানরী হন। রূপযৌবনসম্পন্না কেশরিপত্নী অঞ্জনা একদা শৈলশিখরে বিচরণ করিতেছিলেন; বায়ু তাঁহার বসন অল্পে অল্পে অপহরণ করিলেন এবং রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া উহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পতিব্রতা অঞ্জনা তটস্থ হইয়া পড়িলে পবনদেব বলিলেন, "ভয় নাই, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিতেছি না, কেবল তোমায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সংকল্পমাত্রে তোমাতে সংক্রান্ত হইয়াছি; এক্ষণে তোমার গর্ভে একটি বুদ্ধিমান্ মহাবল পুত্র জন্মিবে।" (সে পুত্র হনুমান্।) কি ৬৭

বিশিষ্টজীবগণ।

গরুড়—পক্ষিরাজ। বিষ্ণুর বাহন। কশ্যপ-সন্তান।* বিনতা-নন্দন। আ ২৪
সগররাজ-পত্নী সুমতি ইঁহার সহোদরা ছিলেন। উ ৬, বা ১৭
ভূলোকে গঙ্গা আনয়ন করিয়া ভস্মীভূত পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করিতে ইনিই ভাগিনেয় পুত্র অংশুমান্‌কে পরামর্শ দেন। বা ৪১
রামলক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের নাগপাশে বদ্ধ ছিলেন; ইঁহার আগমনমাত্রে সেই পাশ ঘুচিয়া যায়। ইনি বীরদ্বয়ের গাত্রস্পর্শ পূর্ব্বক মার্জ্জন করিয়া দিলেন; তাহাতে ক্ষত শুষ্ক হইয়া গেল। রাম ইঁহার পরিচয় চাহিলে ইনি কহেন, "আমি তোমার সখা, এখন আর অধিক পরিচয় দিব না, তুমি যুদ্ধে জয়ী হইয়া ফিরিবার সময় আমাদের সম্বন্ধ বিশেষ জানিবে।"† এই বলিয়া রামকে প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন করিয়া পক্ষিরাজ প্রস্থান করিলেন।…………সকলে দেখিয়াছিল ইনি সুরূপ। ল ৫০
ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে অনুলেপন, গলে উৎকৃষ্ট মাল্য, ইনি দিব্য আভরণ ও নির্ম্মল বস্ত্রে অপূর্ব্ব শোভা পাইতেছেন। (বায়ুপথের ষষ্ঠ কক্ষায় ইঁহার অবস্থান) উ প্র ৪, ল ৫০
(পরে "সুভদ্র" বটবৃক্ষ দেখ) আ ৫৫

সম্পাতি—অরুণের পুত্র। জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। চিরজীবী গৃধ্ররাজ। আ ১৪
বৃত্রাসুর বধের পর জটায়ু ও ইনি ইন্দ্রকে জয় করিবার নিমিত্ত ব্যোমমার্গে স্বর্গে যাত্রা করেন। কি ৫৯
আসিবার সময় সূর্য্যদেবের সন্নিহিত হন; তখন মধ্যাহ্নকাল; জটায়ু সূর্য্যের তেজে

---

* কোন কোন স্থলে গরুড়—অরিষ্টনেমির পুত্র। (অরিষ্টনেমি=কশ্যপ ?) কিন্তু আ ১৪ দুই পৃথক্। কি ৬৬
† প্রক্ষিপ্তকার মহাশয়দের নিকট এই কথাটা এড়াইয়া গিয়াছে। কারণ রামের ফিরিবার সময় গরুড়ের সহিত সম্বন্ধ জানাইবার গল্প নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিহ্বল হন; সম্পাতি তৎক্ষণাৎ ভ্রাতৃ-বাৎসল্যে পক্ষপুট দ্বারা কনিষ্ঠকে আবৃত করেন। কি ৬২

জ্যেষ্ঠের পক্ষ দগ্ধ হইল, তিনি বিন্ধ্য পর্ব্বতে পড়িলেন; তদবধি সেই স্থানেই থাকিতেন, পুত্র সুপার্শ্ব আহার যোগাইত। জটায়ুর আর কোন সংবাদ পান নাই। সীতান্বেষণে আসিয়া বিন্ধ্যগিরিতে অঙ্গদপ্রমুখ বানরেরা পরস্পর জটায়ু-নিধন কথা বলাবলি করিতেছিল; ইনি শুনিতে পাইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন। কি ৫৭

তাহাদের মুখে সকল সমাচার অবগত হইয়া আত্ম-পরিচয় কহেন এবং নিশাকর মহর্ষির বৃত্তান্ত বলিয়া রাবণের নিবাসস্থান জানাইয়া দেন। ইহার পর ঋষির বরানুসারে ইঁহার পুনরায় পক্ষোদ্ভেদ হয়; ইনি উড্ডীন হইলেন। কি ৬৪

জটায়ু ও সম্পাতি সূর্য্যের নিকট গিয়া দেখেন, সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় বৃহৎ। কি ৬২

সুপার্শ্ব—সম্পাতি গৃধ্রের পুত্র। দগ্ধপক্ষ পিতাকে বিন্ধ্যাচলে ভক্ষ্য যোগাইতেন। কি ৬০

একদা ইনি পিতার আহার সংগ্রহের জন্য মহেন্দ্র পর্ব্বত আগলাইয়াছিলেন; রাবণ সে সময়ে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল; এই দুইজনকেই পক্ষিবর ভক্ষ্যরূপে আয়ত্ত করার উদ্যোগ করাতে রাবণ ইঁহার শরণাপন্ন হন; তাহাতেই নিষ্কৃতি লাভ করেন। কি ৬০

জটায়ু—গৃধ্ররাজ। গরুড়ভ্রাতা অরুণের পুত্র, শ্যেনীগর্ভজাত। দশরথের বয়স্য। আ ১৪

পঞ্চবটীবনে বাসকালে রামের ইনি সহায় হইয়াছিলেন—সীতা রক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। আ ৫০, ৫১

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, পথে ইনি দেখিতে পান। সীতা উদ্ধার কল্পে রক্ষোরাজের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরাস্ত হন। রাবণ ইঁহাকে মৃতকল্প অবস্থায় ফেলিয়া সীতাকে অঙ্কে গ্রহণ পূর্ব্বক পলায়ন করে। আ ১৭

সীতা-বিরহে উন্মত্তপ্রায় রামের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে সকল তথ্য নিবেদন করিয়া (রাবণ বিশ্রবার পুত্র, কুবেরের ভ্রাতা—তাহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিতে না করিতে) বিহগরাজ প্রাণত্যাগ করেন। রাম লক্ষ্মণ ইঁহার অগ্নিসংস্কার করিয়াছিলেন। আ ৬৮

অরুণ—গরুড়ের কনিষ্ঠ। সম্পাতি ও জটায়ুর জনক। আ ১৪

উচ্চৈঃশ্রবা—সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট অশ্ব। ইন্দ্র ইহাকে বাহন করেন। বা ৪৫

রাবণ সূর্য্যলোকে গিয়া দেখিয়াছিলেন সূর্য্যের বাহন উচ্চৈঃশ্রবা। উ প্র ২

ঐরাবত, বামন, অঞ্জন, পদ্ম—দিঙ্‌নাগ চতুষ্টয়।* উ ৩২

গজরাজ ঐরাবত ইন্দ্রের বাহন। উ ৩৫

---

* ঐরাবত, মহাপদ্ম, সার্ব্বভৌম,—ইঁহারা দিগ্‌গজ। ঐরাবত—দন্তচতুষ্টয় শোভিত। ল ৬৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিরূপাক্ষ, মহাপদ্ম, সুমনা, ভদ্র—পাতালের দিক্‌হস্তিচতুষ্টয়। ইহার মধ্যে ভদ্র শুভ্রবর্ণ। বা ৪০

ইহারা পাতালদেশে চারিদিকে চারি জন থাকিয়া পৃথিবী ধারণ করিয়া আছে। পর্ব্ব-কালে বিরূপাক্ষের শিরশ্চালনে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। বা ৪০

ইহারা বাক্য-প্রয়োগ সমর্থ।

কুমুদ—দেবকুঞ্জর। সযূথ ইনি আকাশ হইতে বৃষ্টি হিমপাত করিয়া থাকেন। উ প্র ৪

সুরভি—স্বর্গের কামধেনু। পাতালে বরুণালয়ে থাকিতেন। ইঁহার স্তন হইতে সততই ক্ষীরধারা ঝরিতেছে; ঐ ক্ষীরধার হইতে ক্ষীরোদ সাগর উৎপন্ন। এই সমুদ্র হইতে চন্দ্র উদ্ভূত; অমৃতভোজীদিগের অমৃতও এই ক্ষীরোদসাগর হইতে উত্থিত। ইহা হই-তেই পিতৃগণের স্বধা উৎপন্ন হয়। উ ২৩

রাবণ এই গাভীকে প্রদক্ষিণ করিয়া পাতালে বরুণালয়ে আসিয়াছিলেন। উ ২৩

এক সময়ে সুরভি আকাশপথে যাইতে যাইতে দেখিতে পান,—তাঁহার দুই পুত্র বলীবর্দ্দ ক্ষেত্রে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া লাঙ্গল টানিতেছে; তদুপরি কৃষক তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বিষম তাড়না করিতেছে। দেখিয়া সুরভির নেত্র হইতে জল ঝরিতে লাগিল; দৈবাৎ সেই অশ্রুর এক বিন্দু ইন্দ্রের দেহে পতিত হয়; ইন্দ্র সুরভিকে কাতর দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন,—পুত্রের কষ্টে ধেনুশ্রেষ্ঠা বিচলিতা। সকলে বুঝিতে পারিল, বহুপুত্রা সুরভি যখন পুত্রের কষ্টে এত আকুল, তখন পুত্রের তুল্য প্রিয় আর কিছুই নাই। অ ৭৪

শবলা—বশিষ্ঠের কামধেনু। পাপাপহারিণী বিচিত্রবর্ণা গাভী। বা ৫২

একদা নৃপতি বিশ্বামিত্র চতুরঙ্গিণী সেনা সহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন; বশিষ্ঠ শবলাকে বলিলেন, "শবলে, আমি এই সসৈন্য রাজার সম্যক্ আতিথ্য বিধান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি উপকরণ সংগ্রহ কর।" মহর্ষির আজ্ঞামাত্র শবলা ইক্ষু, লাজ, উৎকৃষ্ট গৌড়ী সুরা, মহামূল্য পানীয়, বিবিধ ভক্ষ্য, সূপ, পর্ব্বতাকার উষ্ণ অন্নরাশি, পায়স, দধিকুল্যা এবং সুস্বাদু খাণ্ডবে পূর্ণ বহুসংখ্য রজতময় ভোজনপাত্র ইচ্ছামাত্রে সৃষ্টি করিল। বা ৫৩

বিশ্বামিত্র আতিথ্যে পরিতৃপ্ত হইয়া বশিষ্ঠের নিকট এই গাভীটি চাহিলেন। বশিষ্ঠ বলিলেন, "ইহা দ্বারা আমার অগ্নিহোত্র হোম ও বলিকার্য্য সংসাধিত হয়, অধিক কি স্বাহাকার ও বষট্‌কার-সাধ্য বিবিধ যাগ যজ্ঞ এবং বিদ্যা ইহারই অধীন।.........আমি ইহার সাহায্যে প্রভূত দক্ষিণা দান পূর্ব্বক দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ এবং অন্যান্য দৈবী ক্রিয়া সাধন করিয়া থাকি; ইহাকে আমি কিছুতেই দিতে পারিব না।" রাজা বিশ্বা-মিত্র বহু লোভ দেখাইলেন; শেষে বলিলেন, "এটি রত্ন, রত্নে রাজার অধিকার, অতএব এটি আমারই প্রাপ্য।" বা ৫৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কিন্তু কিছুতেই বশিষ্ঠকে সম্মত করিতে পারিলেন না। তখন রাজা গাভীটি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া চলিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া বশিষ্ঠ শবলাকে আদেশ দিলেন, "তুমি সৈন্য সৃষ্টি কর।" বা ৫৪

শবলা হুম্বা রব করিবামাত্র বহুসংখ্য পহ্লব নামক ম্লেচ্ছসৈন্য উৎপন্ন হইল। বা ৫৪

ক্রমে ভীষণমূর্ত্তি যবনদিগের সহিত শক জাতীয় সৈন্য উদ্ভূত হইল। ইহারা মহাবীর্য্য তীক্ষ্ণ অসি ও পট্টিশধারী, পীতবর্ণ ও পীতাম্বর সংবৃত। শবলা হুঙ্কার পরিত্যাগ করিবামাত্র দিবাকরের ন্যায় প্রখরমূর্ত্তি কাম্বোজ সৈন্য উৎপন্ন হইল। বা ৫৫

তাহার আপীনদেশ হইতে বর্ব্বর ও যোনিবিবর হইতে যবন, অপান হইতে শক ও রোমকূপ হইতে কিরাত ও হারীত সৈন্য জন্মিল। ইহারা বিশ্বামিত্রসৈন্য সহিত ঘোর যুদ্ধ করিয়া পদাতি হস্তী অশ্ব রথ সমুদয় বিনষ্ট করিল। বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বিবিধ অস্ত্র লইয়া আসিয়াও নিহত হইলেন। পরিশেষে বিশ্বামিত্র পরাজিত হইয়া শবলাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলাইতে বাধ্য হইলেন। বা ৫৫

সুরসা—নাগজননী।* সু ১

হনুমান্ সমুদ্র ডিঙ্গাইতেছিলেন, দেবগণ তামাসা দেখিবার নিমিত্ত ইঁহাকে তাঁহার পথরোধ করিতে বলেন। ইনি আসিয়া হনুমান্‌কে গ্রাস করিবার নিমিত্ত বদন বিস্তার করিলেন। পরস্পর আকার বাড়াবাড়ির পর সুরসার আস্যবিবর যখন শতযোজন হইল, হনুমান্ সহসা অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ক্ষুদ্র হইয়া নাগমাতার মুখ গলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সু ১

কাক—বায়সরূপী ইন্দ্রের পুত্র। (জয়ন্ত?) সু ৩৮

চিত্রকূট পর্ব্বতে একদা রাম সীতার ক্রোড়ে নিদ্রিত ছিলেন; এই কাক আসিয়া সীতার স্তন ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়; রাম জাগরিত হইয়া দর্ভাস্তরণ হইতে একটি দর্ভ গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ ইহার প্রতি প্রয়োগ করেন। কাক ব্রহ্মাস্ত্রের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া রামেরই শরণাপন্ন হয়। রাম ইহার দক্ষিণ চক্ষু নষ্ট করিয়া ইহাকে বিদায় দেন। সু ৩৮

(অশোককাননে সীতা হনুমান্‌কে রামের প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপ এই গল্প বলিয়াছিলেন।)

স্বর্ণমৃগ—সীতা হরণোদ্দেশে রাবণ-আদেশে মারীচ কর্ত্তৃক গৃহীত মূর্ত্তি। আ ৪২

উহার শৃঙ্গ উৎকৃষ্ট রত্নের ন্যায়, কর্ণ ইন্দ্রনীল ও উৎপলের ন্যায়, এবং মুখ রক্তপদ্ম ও নীলপদ্মের ন্যায়। উহার গ্রীবাদেশ কিঞ্চিৎ উন্নত, উদর নীলকান্ত তুল্য, পার্শ্বভাগ মধুক পুষ্প সদৃশ, বর্ণ পদ্মরাগের অনুরূপ স্নিগ্ধ ও সুন্দর; খুর বৈদূর্য্যাকার, জঙ্ঘা সূক্ষ্ম, সর্ব্বাঙ্গ রৌপ্যবিন্দুতে চিত্রিত ও নানা ধাতুতে রঞ্জিত; সন্ধিবন্ধ অত্যন্ত নিবিড় এবং পুচ্ছ ইন্দ্রায়ুধ তুল্য ও উর্দ্ধে শোভিত। আ ৪২

---

* হনুমান্ ইঁহাকে বলিয়াছিলেন, "দাক্ষায়ণী।" সু ১। জটায়ুর বিবরণ অনুসারে ইনি দক্ষের দৌহিত্রী। আ ১১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সিংহ—চন্দ্রগিরি পর্ব্বতে একপ্রকার পক্ষী ; উহারা তিমি মৎস্য ও হস্তী লইয়া নীড়ে আরোহণ করে। কি ৪২

মহাকালিকা, কালপুরুষ—(প্রেতমূর্ত্তি ?) মাল্যবান্ রাবণকে কহিলেন, "স্বপ্নযোগে মহাকালিকাগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান, উহারা গৃহের দ্রব্যজাত অপহরণ পূর্ব্বক প্রতিকূল করিতেছে এবং পাণ্ডুর দন্ত বিস্তার পূর্ব্বক বিকট হাস্য হাসিতেছে।………প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণপিঙ্গল মুণ্ডিত বিকটাকার কালপুরুষ প্রত্যেকের গৃহ নিরীক্ষণ করিতেছে।" ল ৩৫

সার্ব্বভৌম—কুবেরের বাহন হস্তী। মৈনাক পর্ব্বতের পরবর্ত্তী সিদ্ধাশ্রমের সরোবরে পর্য্যটন করে। কি ৪৩

শক্রঞ্জয়—রামের বাহন, মহাবল মহাকায় হস্তী। রাম মাতুলালয় হইতে এটি উপহার পান। বনগমনকালে সুযজ্ঞকে দান করিয়া যান। অ ৩২

লঙ্কাজয়ের পর অযোধ্যায় আসিবার কালে সুগ্রীব এই নামের এক হস্তীর পৃষ্ঠে চড়িয়া আসিয়াছিলেন। ল ১২৯

সুদর্শন—হস্তী। লঙ্কাযুদ্ধে মহোদর রাক্ষস ইহার উপরে চড়িয়া যুঝিয়াছিলেন। ল ৬৯

শ্যাম—বটবৃক্ষ। ভরদ্বাজ-আশ্রম হইতে চিত্রকূট যাইতে যমুনা-তটে বনস্পতি। বনগমনকালে সীতা ইহাকে নমস্কার করিয়া মানত রাখিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক গমন করেন। অ ৫৫

সত্যোপযাচন—শরদণ্ডা নদীর পশ্চিম তীরে এক দিব্য বৃক্ষ। ইহাকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া কুলিঙ্গ নগরীতে লোকে প্রবেশ করে। (ইহার নিকট যাহা যাচ্ঞা করা যায়, তাহাই মিলে—তজ্জন্য এই নাম ?) অ ৬৮

সুভদ্র—বটবৃক্ষ। লঙ্কার সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। শাখাসকল চতুর্দ্দিকে শতযোজন বিস্তৃত। আ ৩৫

মহাবল গরুড় মহাকায় হস্তী ও কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণার্থ ঐ বৃক্ষের অন্যতর শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন। তিনি উপবিষ্ট হইবামাত্র তাঁহার দেহভারে শাখা ভগ্ন হইয়া যায়। উহার নিম্নে নানাবিধ ঋষিগণ অবস্থান করিতেছিলেন। গরুড় উহাদের প্রতি একান্ত কৃপাবিষ্ট হইয়া এক পদে ঐ শতযোজন দীর্ঘ ভগ্নশাখা ও গজকচ্ছপ গ্রহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইয়া ঐ দুইটী জন্তুকে ভক্ষণ এবং শাখা দ্বারা নিষাদদেশের উচ্ছেদ সাধন করিলেন। আ ৩৫

(ইহার পরেই পক্ষীন্দ্র ইন্দ্রাগার হইতে অমৃত হরণ করেন।)

পিশাচ—ছয়শত পিশাচ রাবণের সভাগৃহ রক্ষা করিত। ল ১১

ভূত, বিনায়ক—বায়ুমার্গের চতুর্থ কক্ষায় বিনায়কের সহিত ভূতগণ বাস করেন। উ প্র ৪

যেখানে রামায়ণ পাঠ হয়, সেখানে ভূতের উপদ্রব থাকে না। ল শেষ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বংশ-লতা।

ইক্ষ্বাকু বংশ। বা ৭০

প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণের অগোচর

ব্রহ্ম
|
ব্রহ্মা
|
মরীচি
|
কশ্যপ
|
বিবস্বান্
|
মনু (প্রজাপতি)*
|
ইক্ষ্বাকু (অযোধ্যার আদি রাজা)
|
কুক্ষি
|
বিকুক্ষি
|
বাণ
|
অনরণ্য
|
পৃথু
|
ত্রিশঙ্কু
|
ধুন্ধুমার
|
যুবনাশ্ব
|
মান্ধাতা
|
সুসন্ধি
|
ধ্রুবসন্ধি, প্রসেনজিৎ

ধ্রুবসন্ধি
|
ভরত
|
অসিত
|
সগর
|
অসমঞ্জ
|
অংশুমান্
|
দিলীপ
|
ভগীরথ
|
ককুৎস্থ
|
রঘু
|
প্রবৃদ্ধ (পরে কল্মাষপাদ)
|
শঙ্খন
|
সুদর্শন
|
অগ্নিবর্ণ
|
শীঘ্রগ
|
মরু
|
প্রশুশ্রুক
|
অম্বরীষ
|
নহুষ
|
যযাতি
|
নাভাগ
|
অজ
|
দশরথ

* ইনি সপ্তম মনু ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জনক বংশ। বা ৭১

নিমি*
- মিথি
- জনক†
- উদাবসু
- নন্দিবর্দ্ধন
- সুকেতু
- দেবরাত
- বৃহদ্রথ
- মহাবীর
- সুধৃতি
- ধৃষ্টকেতু
- হর্য্যশ্ব
- মরু
- প্রতীন্ধক
- কীর্ত্তিরথ
- দেবমীঢ়
- বিবুধ
- মহীধ্রক
- কীর্ত্তিরাত
- মহারোমা
- স্বর্ণরোমা
- হ্রস্বরোমা
  - সীরধ্বজ
    - জনক‡
  - কুশধ্বজ

বিশ্বামিত্র বংশ। বা ৩২, ৩৪

কুশ (প্রজাপতি-পুত্র)
- কুশনাভ
- গাধি
  - বিশ্বামিত্র
  - সত্যবতী = ঋচীক (ঋষি)
    - শুনঃশেফ

---

* ইনি ইক্ষ্বাকুপুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ।

† ইঁহার নামানুসারে জনক-বংশ। বিখ্যাত রাজর্ষি (সীরধ্বজ) জনকের পূর্ব্বপুরুষ।

‡ ইনিই সীতার পিতা। প্রখ্যাত রাজর্ষি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

রাক্ষস বংশ *। উ ৪, ৫—৯

হেতি + ভয়া (কাল-ভগিনী)
- বিদ্যুৎকেশ + সালকটঙ্কটা (সন্ধ্যা-তনয়া)
  - সুকেশ + দেববতী (গ্রামণী-কন্যা)
    - মাল্যবান্ + সুন্দরী
      - বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুর্মুখ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, মত্ত, উন্মত্ত
      - অনলা
        - কুম্ভীনসী
    - সুমালী + কেতুমতী
      - প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কালকামুখ, ধূম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রঘস, ভাসকর্ণ
      - কুম্ভীনসী, পুষ্পোৎকটা, রাকা, কৈকসী† + বিশ্রবা (ঋষি)
        - রাবণ
          - মেঘনাদ, অতিকায়, অক্ষ§
        - কুম্ভকর্ণ
          - কুম্ভ, নিকুম্ভ
        - বিভীষণ
          - কলা‡
        - সূর্পণখা
    - মালী + বসুদা
      - অনল, অনিল, হর, সম্পাতি

বিশাল বংশ-বৃক্ষ। বা ৪৭

বিশাল
|
হেমচন্দ্র
|
সুচন্দ্র
|
ধূম্রাশ্ব
|
সৃঞ্জয়
|
সহদেব
|
কুশাশ্ব
|
সোমদত্ত
|
কাকুৎস্থ‖
|
সুমতি

---

* রাক্ষসগণের মধ্যে তাহাদের অধিপতি রূপে হেতি ও প্রহেতি নামে মধুকৈটভাকৃতি ভ্রাতৃযুগল জন্মগ্রহণ করে। প্রহেতি ধার্ম্মিক হইয়া বনে গেল। হেতি সংসারী হইয়া কালের ভগিনী ভয়ার পাণিগ্রহণ করিল।

† বিশ্রবার পুত্র কুবেরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া সুমালী রাক্ষস আপন দুহিতা কৈকসীকে বিশ্রবা ঋষির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করে। ঋষির কৃপায় কৈকসী রাবণাদিকে প্রাপ্ত হয়। নিকষা নাম সকল সংস্করণে নাই।

‡ এটি কন্যা। বিভীষণের পুত্রের উল্লেখ নাই।—"তরণীসেন" কৃত্তিবাসের গল্প।

§ দেবান্তক নরান্তক, ত্রিশিরা—ইহারাও রাবণপুত্র।

‖ কোন কোন গ্রন্থে এ নামটা নাই।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জটায়ু বংশ। আ ১৪

- কশ্যপ + তাম্রা (দক্ষকন্যা)
  - শুকী
    - নতা
      - বিনতা
        - গরুড়
        - অরুণ
          - সম্পাতি
          - জটায়ু

জীবকুল। আ ১৪

প্রজাপতি দক্ষের ষাটটি কন্যা ; তন্মধ্যে আটটিকে কশ্যপ পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। সেই আটটি ও তাঁহাদের বংশ :—

১। অদিতি—ইঁহার গর্ভে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও অশ্বিনীকুমার যুগল, এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা।

২। দিতি—ইঁহার গর্ভে দৈত্যসকল জন্মগ্রহণ করে।*

৩। দনু—ইঁহার গর্ভে অশ্বগ্রীবের জন্ম।

৪। কালকা—ইঁহা হইতে নরক ও কালকের উৎপত্তি।

৫। মনু—ইঁহা হইতে মনুষ্যের উদ্ভব।† মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র জন্মে।

৬। অনলা—পবিত্র বৃক্ষ সকল ইঁহার সন্তান।

---

* পূর্ব্বে সকাননা সাগরবসনা বসুন্ধরা এই দৈত্যদিগের অধিকারে ছিল। অমৃত উদ্ধারের পর ইন্দ্র দৈত্য দলন করিয়া ধরা কাড়িয়া লন।

† রামায়ণ অনুসারে ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে চারি বর্ণ মানবের উৎপত্তি নহে। স্বায়ম্ভুব মনু হইতেও মানব নহে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৭।

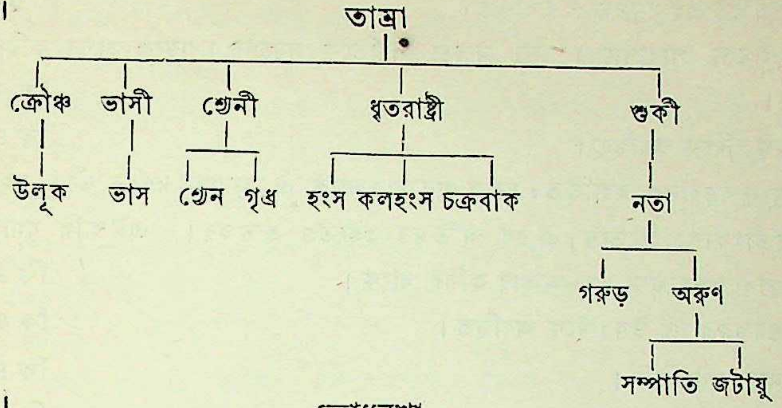

৮।

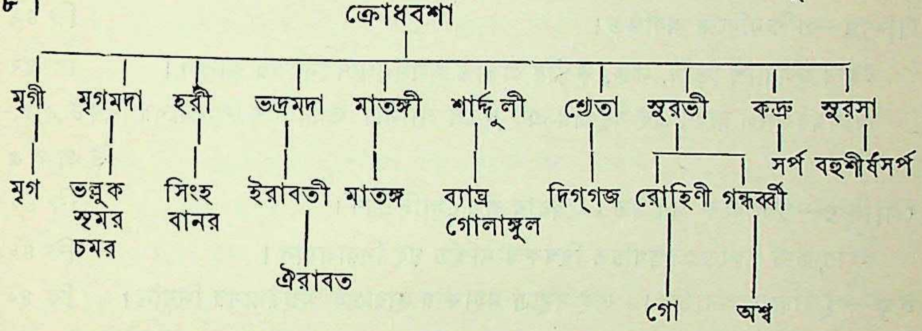

সমুদ্র।

ক্ষীরোদ—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ; শরৎ মেঘের ন্যায় শ্বেতবর্ণ। কি ৪৬

অপ্সরোগণের বিহারস্থান। কি ৫০

অমৃত উদ্ধার করিতে সুরাসুরগণ এই সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। ভগবান্ নারায়ণ এই সমুদ্রে শয়ান থাকেন। বা ৪৫

কামধেনু সুরভির স্তন হইতে যে ক্ষীরধারা ঝরিতেছে, ঐ ক্ষীরধারা হইতে এই সমুদ্র উৎপন্ন। উ ২৩

এই সমুদ্র হইতে চন্দ্র উদ্ভূত। উ ২৩

সুরগণের সুধা ও পিতৃগণের স্বধা ইহা হইতে উৎপন্ন। ঐ

ধন্বন্তরি, বারুণী, অপ্সরা, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তভও উত্থিত হয়। বা ৪৫

লবণ—দক্ষিণসমুদ্র ; দক্ষিণদিকে অবস্থিত। কি ৪১

এই সমুদ্রের শতযোজন দূরে লঙ্কাদ্বীপ। কি ৫৯

হনুমান্ এই সমুদ্র লম্ফ দ্বারা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। সু ১

রামচন্দ্র এই সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন। ল ২২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মৈনাক পর্ব্বত এই সমুদ্রমধ্যে অবস্থিত। সু ১
মহর্ষি অগস্ত্য পারাপারের জন্য মহেন্দ্র পর্ব্বতকে সমুদ্রের মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়াছিলেন। কি ৪১
জলোদ—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। কি ৪০
এই সমুদ্রে বড়বানল বিরাজিত; সকল প্রকার জলজন্তু ঐ বড়বামুখ দর্শনে ভীত হইয়া নিরন্তর চীৎকার করিতেছে; ঐ রব অতি দূর হইতেও শ্রুত হয়। এই অগ্নি যুগান্তকালে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ আহার করিয়া থাকে। কি ৪০
উত্তর—উত্তরকুরুর পর উত্তরদিকে অবস্থিত। কি ৪৩
ইহার মধ্যে সোমগিরি। কি ৪৩
পশ্চিম—পশ্চিমদিকে অবস্থিত। কি ৪২
ইহার জলরাশি তিমি, নক্র, কুম্ভীর প্রভৃতি জলজন্তুগণে নিরন্তর আকুল। কি ৪২
দিগ্বিজয়কালে রাবণ এই সমুদ্রের এক দ্বীপে আসিয়া ভগবান্ কপিলদেবের নিকট পরাজিত হন। উ প্র স ৫
লোহিত—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহার জল লোহিতবর্ণ। কি ৪০
ইহার তটে গরুড়ের রত্নখচিত বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত গৃহ বিরাজমান। কি ৪০
ইক্ষু—পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। এই সমুদ্রে মহাকায় ছায়াগ্রহ অসুরগণের নিবাস। কি ৪০
সাগর—সগর রাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র অপহৃত যজ্ঞ-অশ্বের অন্বেষণে প্রত্যেকে এক যোজন দীর্ঘ এক যোজন প্রস্থ অবনীতল খনন করেন; এই খাতস্থল জলে পূর্ণ হইলে সগরের নামে "সাগর" আখ্যা প্রাপ্ত হয়। বা ৪০

পর্ব্বত।

হিমালয়—(হিমাচল) মহারণ্যে মহাশৈল। কি ১১
সিদ্ধচারণসেবিত পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ। ধাতুর আকর। বা ৩৫
স্বভাবতঃ হিমপূর্ণ; হেমন্তকালে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন, সুতরাং সূর্য্য অতি দূরে থাকায় স্পষ্টতঃ হিমালয় নাম সার্থক হয়। আ ১৬
মেনকার স্বামী। গঙ্গা ও উমার পিতা। বা ৩৫
হনুমান্ হিমালয়ের কোন্ স্থানে ব্রহ্মকোশ, কোথাও রজতনাভিস্থান, কোথাও রুদ্রের শরক্ষেপস্থান, কোথাও ইন্দ্রালয়, কোথাও হয়গ্রীবস্থান, কোথাও দীপ্ত ব্রহ্মশির, কোথাও যমকিঙ্কর, কোথাও কুবেরের আশ্রয়, কোনস্থানে প্রদীপ্ত সূর্য্যসমাবেশ, কোথাও ব্রহ্মালয়, কোথাও শিবকোদণ্ডস্থান, কোথাও বা পৃথিবীর নাভিদেশ দেখিয়াছিলেন। ল ৭৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সুগ্রীব-দূতেরা হিমাচলে একটি সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ দেখিল। পূর্ব্বে ঐ পবিত্র পর্ব্বতে দেবগণের প্রীতিকর অপূর্ব্ব অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বানরেরা ঐ যজ্ঞবাটে গিয়া আহুতি প্রবাহ হইতে উৎপন্ন অমৃতবৎ সুস্বাদু ফল মূল দেখিতে পাইল, উহা ভক্ষণ করিলে একমাসকাল পরিতৃপ্ত থাকা যায়। কি ৩৭

সুমেরু—হিমালয়পত্নী মেনকার পিতা। এই পর্ব্বত পর্য্যন্ত সূর্য্য বিচরণ করেন। বা ৩৫

মেঘপর্ব্বত অতিক্রম করিলে ষষ্টিসহস্র শৈল দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, ইহাদের মধ্যে সুমেরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে পদার্থ এই পর্ব্বত আশ্রয় করে, সূর্য্যকরে সেই স্বর্ণময় হইয়া যায়। কি ৪২

বিশ্বদেব বসু ও মরুদ্গণ এই পর্ব্বতে সন্ধ্যার সময় সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকেন; পরে সূর্য্য জীবলোকের অদৃশ্য হইয়া অস্তাচলে আরোহণ করেন। সুমেরুর শিখরদেশে বরুণের এক দিব্য বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত আলয় আছে। কি ৪২

কৈলাস—ধাতুরাগরঞ্জিত শিবস্থান। হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত। কি ৪৩

সরযূ নদী এই পর্ব্বতস্থিত মানস-সরোবর হইতে প্রবাহিত। বা ২৪

এখানে কুবেরের বাসভবন; রাবণ কুবের জয় করিতে আসিয়া এই পর্ব্বত উত্তোলন করিতে প্রয়াস পান। উ ১৪

এখানে মহাদেব কর্ত্তৃক নিগৃহীত ও নন্দী কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হন। উ ১৬

এইখানে তাঁহার রম্ভা সম্মিলন। উ ২৬

হনুমান ওষধি লইতে আসিয়া এই পর্ব্বতে রুদ্রদেবের সমাধিপীঠ ও মহাবৃষকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। ল ৭৩

বিন্ধ্য—সহস্রশৃঙ্গ পর্ব্বত, কিষ্কিন্ধ্যার দক্ষিণ। কি ৪৯

দক্ষিণ-সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত অর্থাৎ রামায়ণ অনুসারে সমুদ্রাবধি বিস্তৃত। কি ৫৪, ৫৯

এই পর্ব্বত সূর্য্যের পথরোধ করিবার নিমিত্ত ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতেছিল, মহর্ষি অগস্ত্যের আদেশে নিবৃত্ত হয়। আ ১১

হিমালয় তুল্য উচ্চ। বা ৩৯

উদয়গিরি—স্বর্ণময় পর্ব্বত; পৃথিবীর পূর্ব্বসীমা। কি ৪০

সূর্য্য সত্যযুগে উত্তরদিক্ দিয়া উহাতে আরোহণ করিলে জম্বুদ্বীপে দৃষ্ট হইতেন। কি ৪০

উদয়াচল ভুবনতল প্রকাশের এবং পৃথিবীতে গতায়াতের পূর্ব্ব প্রথম দ্বার, এই জন্য এই দিকের নাম "পূর্ব্বদিক।" কি ৪০

অস্তাচল—সুমেরু হইতে দশ সহস্র যোজন দূর। কি ৪২

সুমেরু হইতে সূর্য্য অর্দ্ধ মুহূর্ত্তে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া অদৃশ্য হন। অস্তাচলের পর পশ্চিম দিকে আর যাইবার নাই। কি ৪২

ঐ স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অসীম, আমরা উহার কিছুই জানি না। এই দুই পর্ব্বতের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অন্তরালে বৃহৎ এক তালবৃক্ষ আছে, উহা দশ মস্তকে শোভিত, বেদী মণ্ডিত ও স্বর্ণময়। কি ৪২

মহেন্দ্র—দক্ষিণ-সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত। লঙ্কায় লম্ফ দিতে হনুমান্ এই পর্ব্বত হইতে যাত্রা করেন। কি ৬৮

মহর্ষি অগস্ত্য পারাপারের জন্য এই পর্ব্বতকে সমুদ্রের মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়াছিলেন। কি ৪০

প্রতি পর্ব্বে সুররাজ ইন্দ্র এখানে আসিয়া থাকেন। কি ৪০

পরশুরাম ইন্দ্রের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক অস্ত্র ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম সমাধানে মন নিবিষ্ট ও ভগবান্ কশ্যপকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়া এই পর্ব্বতে তপস্যা করিতেন। বা ৭৫

মন্দর—এই পর্ব্বত সমুদ্র-মন্থনে মন্থন-দণ্ড হইয়াছিল। বা ৪৫

পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। কি ৪০

মৈনাক—ইন্দ্রবজ্রভয়ে লবণসমুদ্র মধ্যে অবস্থিত গিরি। সু ১

পূর্ব্বে পর্ব্বতদিগের পক্ষ ছিল, তাহারা উড়িয়া বেড়াইত। মাথায় পড়িবার ভয়ে দেব-ঋষিগণ কাতর হন, তজ্জন্য ইন্দ্র বজ্রাস্ত্র উদ্যত করিয়া পর্ব্বতগণের পক্ষচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইলেন। বায়ু মৈনাককে উড়াইয়া সমুদ্রে ফেলেন, তাহাতে মৈনাক সপক্ষ রহিয়া যান। পরে দেবরাজ পাতালবাসী অসুরগণের সঞ্চার রোধ করিবার নিমিত্ত পাতালের নির্গমন-দ্বার অবরুদ্ধ করণে অর্গলস্বরূপে মৈনাককে নিযুক্ত করেন। হনুমান্ সীতান্বেষণে লঙ্কার গমনার্থ সাগর ডিঙ্গাইতেছিলেন, তাঁহার বিশ্রামের জন্য মহাসমুদ্র মৈনাককে হনুমানের পথে উত্থিত হইতে আজ্ঞা করেন; ইনি উত্থিত হইয়া গমনশীল মহাবীরকে সাদর সম্ভাষণ করিলেও বৃথা বিলম্ব ভয়ে তিনি অপেক্ষা করেন নাই। সু ১

মৈনাক পর্ব্বতে ময়দানবের এক প্রাসাদ ছিল। পর্ব্বতে ইতস্ততঃ কুরঙ্গবদনা স্ত্রীদিগের আলয় দৃষ্ট হয়। কি ৪৩

সোমগিরি—উত্তরসমুদ্রে অবস্থিত পর্ব্বত। ইহা সুরগণেরও অগম্য পর্ব্বত। উত্তর-সমুদ্রে সূর্য্যোদয় না হইলেও সোমগিরি সমস্ত আলোকিত করিতেছে।* এই পর্ব্বত উত্তর-দিকের শেষ সীমা। কি ৪৩

এখানে বিশ্বব্যাপী দেবপ্রধান শম্ভু ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবৃত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।† কি ৪৩

এখানে বিশ্বাত্মা (বিষ্ণু) একাদশাত্মক শম্ভু (রুদ্র) ও যিনি ব্রহ্মা—এই ত্রিমূর্ত্তি বাস করেন। কি ৪৩

সৌবর্ণ—মেঘ পর্ব্বত। কি ৪২

---

* Aurora Borealis ?

† শম্ভু এখানে। কৈলাসে নহেন ? মতান্তরে যিনি বিষ্ণু, তিনি রুদ্র, তিনি ব্রহ্মা—ত্রিমূর্ত্তি। কি ৪৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পূর্ব্বে সুরগণ এই পর্ব্বতে শ্রীমান্ ইন্দ্রকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তিনিই ইহার রক্ষক। কি ৪২

মেঘ—ঐ। (সৌবর্ণ পর্ব্বতের নামান্তর) কি ৪২

সৌমনা—উদয় পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ। কি ৪০

পূর্ব্বে পুরুষোত্তম বিষ্ণু ত্রৈলোক্য আক্রমণকালে এই শৃঙ্গে এক পদ এবং সুমেরু-শিখরে দ্বিতীয় পদ অর্পণ করিয়াছিলেন। কি ৪০

সুদামন—কেকয় হইতে অযোধ্যা আসিবার পথে এই পর্ব্বত। ইহার উপরিভাগে শ্রীবিষ্ণুর এক পদচিহ্ন ছিল। অ ৬৮

কনকশিল—জলোদ সমুদ্রের উত্তরতীরে স্বর্ণপ্রভ এক পর্ব্বত। সর্ব্বদেবপূজিত ধরণীধর অনন্ত এই পর্ব্বতে বিরাজমান। কি ৪০

চক্রবান্—পশ্চিম-সমুদ্রের চতুর্থাংশ অতিক্রম করিলে এই পর্ব্বত দৃষ্ট হয়। এখানে বিশ্বকর্ম্মা সহস্রঅরযুক্ত এক চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পুরুষপ্রধান বিষ্ণু পঞ্চজন ও হয়গ্রীব নামক দুই দানবকে বধ করিয়া তথা হইতে এক শঙ্খ ও ঐ চক্র আহরণ করেন। কি ৪২

হিমবৎপ্রভব—হিমালয়ের অন্যতম শৃঙ্গ। উত্তরে স্থিত। এখানে ব্যোমকেশ দেবীর সহিত তপে রত। বা ৩৬

মানস—উত্তরে। এই পর্ব্বতে অনঙ্গদেব তপস্যা করিয়াছিলেন। কি ৪৩

শিশির—যবদ্বীপের পর, পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহার শৃঙ্গ নভঃস্পর্শী। এই পর্ব্বত দেব দানবগণের বাসভূমি। কি ৪০

পারিযাত্র—পশ্চিম সমুদ্রে অবস্থিত পর্ব্বত। এখানে জ্বলন্ত অগ্নির তুল্য ঘোররূপ চব্বিশকোটি গন্ধর্ব্ব বাস করে। কি ৪২

বরাহ—পশ্চিম-সমুদ্রপারে পর্ব্বত। এইখানে প্রাগ্জ্যোতিষ নগর। কি ৪২

কুঞ্জর—দক্ষিণসমুদ্র-পারে পর্ব্বত। ইহার উপর ভোগবতী পুরী।* এখানে অগস্ত্য মুনির বাসস্থান ছিল। কি ৪১

ঋষভ—বৃষাকার গিরি। এই পর্ব্বতে গো-শীর্ষ পদ্ম ও হরিশ্যাম নামে উৎকৃষ্ট চন্দন জন্মে। ঋষভ পর্ব্বতের পরই পৃথিবীর দক্ষিণ শেষ-সীমা। কি ৪১

ইহার পর যমের রাজধানী, অন্ধকারাচ্ছন্ন পিতৃলোক, তথায় জীব যাইতে পারে না। কি ৪১

ঋষভ—পূর্ব্বদিকে ক্ষীরোদ সাগরে এক ধবল পর্ব্বত। কি ৪০

---

* রাবণ ত পাতালে গিয়া ভোগবতী পুরী জয় করেন; রসাতল তাহা হইলে দক্ষিণদিকে বটে?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভৃগুতুঙ্গ—পর্ব্বত-শৃঙ্গ। ঋচীক-আশ্রম এই পর্ব্বতে ছিল। এই স্থানে অম্বরীষ রাজা শুনঃশেফকে ক্রয় করেন। বা ৬১

উত্তর—কৌশিকী-নদীতীরে এই পর্ব্বতে বিশ্বামিত্র তপস্যা করিতেন। বা ৬৩

শৈবল—দক্ষিণদিকে এই পর্ব্বতের পাদদেশে এক সরোবরতীরে শম্বুক শূদ্র তপস্যা করিতেছিলেন। উ ৭৫

গোকর্ণ—সমুদ্রতীর্থে অবস্থিত পর্ব্বত।* এই স্থানে কেশরী বানর দেবর্ষিগণের আদেশে শাম্বসাদন অসুরকে নিপাত করেন। সু ৩৫

ওষধি—হিমালয় ও ঋষভ পর্ব্বতের মধ্যে সর্ব্বৌষধিপ্রদ এই পর্ব্বত; হনুমান্ ইহা উৎপাটন করিয়া আনিয়াছিলেন।† ("ঋষভ, গন্ধমাদন, মহোদয়" ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে নাম)। ল ৭৩

চন্দ্র ও দ্রোণ—যেখানে অমৃত মন্থন হইয়াছিল, তাহার সন্নিকটে ক্ষীরোদসাগরে অবস্থিত পর্ব্বত। বিশল্যকরণী ঔষধি এইখানে জন্মায়। ল ৫০

চন্দ্রগিরি—সিন্ধু-সাগরসঙ্গমে শতশৃঙ্গ পর্ব্বত। কি ৪২

পুষ্পিতক, সূর্য্যবান, বৈদ্যুত—দক্ষিণসমুদ্র-পারে পর্ব্বত। কি ৪১

বজ্রগিরি—পশ্চিমসমুদ্রে অবস্থিত। কি ৪২

ক্রৌঞ্চ—উত্তরে কৈলাসের পর এক পর্ব্বত। কি ৪১

কাল—সোমাশ্রমের নিকট স্বর্ণের আকর এই পর্ব্বত। উত্তরে। কি ৪৩

সুদর্শন, দেবসখা—হিমালয়ের নিকট দুই পর্ব্বত। কি ৪৩

মলয়—ঋষ্যমূক-গিরির নিকট এক পর্ব্বত (ঋষ্যমূকের শাখা)। রামলক্ষ্মণকে বালীর চর মনে করিয়া সুগ্রীব এ পর্ব্বতে পলাইয়া আসেন; হনুমান্ ভ্রাতৃদ্বয়কে এখানে আনিয়া কপিরাজের সহিত মিলন করান। কি ৫

মলয়—এ পর্ব্বতে চন্দন-বন আছে। কাবেরী নদী ইহা হইতে উদ্ভূত। এখানে মহর্ষি অগস্ত্য বাস করিতেন। কি ৪০

মলয়—সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া পারে পঁহুছিবার কালে হনুমান্ এক দ্বীপ (লঙ্কা) ও মলয় পর্ব্বতস্থ উপবন দেখেন।‡ সু ১

দর্দ্দুর—সমীরণ মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বত হইতে সুরভি হইয়া থাকেন। অ ৯১

সহ্য—মলয়ের নিকট দক্ষিণে এক পর্ব্বত। ল ৪

---

* দক্ষিণের গোকর্ণতীর্থ বোধ হয় এই পর্ব্বতোপরি স্থিত।

† মতান্তরে এ পর্ব্বতের নাম "গন্ধমাদন"। নাগপাশক্লিষ্ট রামলক্ষ্মণকে চেতাইতে এবং শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হনুমান্ ইহা বহিয়াছিলেন।

‡ সমুদ্রের দক্ষিণতীরেও বোধ হয় "মলয়" নামে গিরি ছিল। লঙ্কাবতার-সূত্র গ্রন্থে আছে, বুদ্ধ লঙ্কায় মলয়-শিখরে রাবণকে উপদেশ দেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লম্ব—"ত্রিকূট" দেখ। (ত্রিকূটের নামান্তর) সু ২

ত্রিকূট—হনুমান্ সমুদ্র পার হইয়া লম্ব পর্ব্বতে পতিত হইলেন। সু ১

ইহার অপর নাম ত্রিকূট, ইহার উপর লঙ্কা প্রতিষ্ঠিত। সু ২

এই পর্ব্বতের মধ্যশিখর মেঘাকার, পক্ষিগণেরও দুষ্প্রাপ্য এবং টঙ্কাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন। তদুপরি লঙ্কা। উ ৫

অরিষ্ট—লঙ্কার উপান্তে অবস্থিত পর্ব্বত। হনুমান্ লঙ্কা হইতে ফিরিবার কালে এই পর্ব্বত হইতে লম্ফ দেন। হনুমানের ভারে নিপীড়িত হইয়া গিরি রসাতলে প্রবেশ করেন। সু ৫৬

সুবেল—লঙ্কায় অবস্থিত, যোজনদ্বয় বিস্তীর্ণ পর্ব্বত। এই গিরির নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিয়া শার্দ্দূল ও অপর দশ জন রাবণ-চর রামের ব্যবসায় পর্য্যবেক্ষণ করে। ল ২৯

রামও এই গিরির উপর উঠিয়া লঙ্কাপুরী দেখিয়া বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ল ৩৮

চিত্রকূট—গন্ধমাদন তুল্য পর্ব্বত। ভরদ্বাজ-আশ্রম (প্রয়াগ) হইতে দশক্রোশ দূর। অ ৫৪

পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর দিয়া যাইতে হয়। বনবাসকালে রাম ভরদ্বাজ ঋষির নিদেশ-অনুসারে এই পর্ব্বতে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া কিছুকাল সুখে অতিবাহিত করেন। এইখানে ভরত-সমাগম ঘটে। অ ১০০

রামের বনবাসকালে বাল্মীকি-আশ্রম এখানে ছিল। অ ৫৬

ঋষ্যমূক—দণ্ডকারণ্যে পম্পার উপকূলবর্ত্তী পর্ব্বত। ব্রহ্মার নির্ম্মিত শিশুসর্পসমাকীর্ণ ধাতুরঞ্জিত এই গিরি। আ ৬৩

ইহার শিখরে শয়ান থাকিয়া স্বপ্নযোগে যে যত ধন পায়, জাগরিতাবস্থায় তত ধন অধিকার করে। আ ৬৩

পাপকর্ম্মা পুরুষ এই পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিলে রাক্ষসেরা সুপ্তাবস্থায় তাহাকে প্রহার করে। আ ৭৩

কিষ্কিন্ধ্যার অনতিদূরে অবস্থিত। মতঙ্গ মুনির শাপ-ভয়ে এ পর্ব্বতে বালীর প্রবেশাধিকার ছিল না, সেই হেতু সুগ্রীব স্বীয় অন্তরঙ্গ চারি অনুচর সহ এখানে নির্ভয়ে বাস করিতেন। আ ৭৫

এইখানে রাম-সুগ্রীব মিলন ঘটিয়াছিল। কি ৫

ঋক্ষবান্—এই পর্ব্বত বানরদিগের অবস্থিতি-স্থান। নর্ম্মদার নিকট। গোলাঙ্গুলেশ্বর জাম্ববান্ এখানে অধিষ্ঠান করিতেন। ল ২৭

মাল্যবান্—এই পর্ব্বতের পক্ষ ছিল। কিষ্কিন্ধ্যার সমীপবর্ত্তী। আ ৫১

হনুমানের পিতা কেশরী এখানে বাস করিতেন। সু ৩৫

প্রস্রবণ—দণ্ডকারণ্যে গোদাবরীতটে। রামের কুটীর ইহার নিকট ছিল। আ ৬৪

প্রস্রবণ—সুগ্রীবকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া রাম এখানে বর্ষাতিবাহিত করেন। কি ২৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গন্ধমাদন—গন্ধপূর্ণ পর্ব্বত। বানর-বিহারভূমি।* অ ৫৪, সু ১৫

পদ্মাচল, অঞ্জনশৈল, মহাশৈল, ধূম্রাচল, মহারুণ শৈল, কলিন্দগিরি—অন্যান্য পর্ব্বতবাসী বানরগণের সহিত এ সকল পর্ব্বতের বানরগণও সুগ্রীব-আদেশে রামের সাহায্যার্থ আসিয়াছিল। কি ৩৭

চন্দন, কৃষ্ণ, সালেয়, পারিযাত্র, সুদর্শন, সাবর্ণিমেরু, সংরোচন (গোমতী-তীরে), **উশীরবীজ** (মন্দর-শাখা)—বানরবিহার-ভূমি পর্ব্বত সকল। ল ২৬, ২৭

যামুন—যমুনার উৎপত্তি গিরি। কলিন্দ গিরি।† কি ৪০

লোকালোক—বৃত্র বধ করিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা-ভয়ে ভীত হইয়া লোকালোক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সত্বর নিরবচ্ছিন্ন তমোময় প্রদেশে পলায়ন করেন। সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ও সপ্ত সমুদ্র বেষ্টনকারী শেষ সীমা—লোকালোক পর্ব্বত; ইহার পর আর সূর্য্যের কর পঁহুছায় না। উ ৯৮

নদী।

গঙ্গা—ভাগীরথী। জাহ্নবী। ত্রিপথগা। সুরতরঙ্গিণী। বা ৪৪

সুরগণ স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত গঙ্গাকে হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন; হিমালয়ও ত্রিলোকের উপকারার্থ ত্রিপথবিহারিণী লোকপাবনী গঙ্গাকে ধর্ম্মানুসারে সুরগণের নিকট সমর্পণ করেন। বা ৩৫

এই গঙ্গাজলে পিতৃগণের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলে তাঁহারা সুরলোক পাইয়া থাকেন। বা ৪১

এই গঙ্গাজলে অশুভকালেও স্নানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিবার কোন বাধা নাই। বা ৪৪

ভগীরথের তপোবলে বিষ্ণুপাদচ্যুত‡ ও হরজটাপরিভ্রষ্ট হইয়া সাগরে মিলিত হন। অ ৫০

ভগীরথের তপস্যায় সুরতরঙ্গিণী বিস্তীর্ণ আকারে আকাশ হইতে শোভন হর-শিরে বেগে পতিত হইলেন; লোক-পাবনী হর-জটা হইতে বিন্দুসরোবরাভিমুখে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন; গঙ্গা সপ্তধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিলেন; তিনধারা পশ্চিমে, তিনধারা পূর্ব্বে এবং এক ধারা ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; ভগীরথের অনুগমন করিতে করিতে

---

* শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হনুমান্ যে ওষধিপর্ব্বত আনয়ন করেন, গৌড় সংস্করণে তাহার নামই গন্ধমাদন। অন্য গ্রন্থে নাই।

† যমুনা এই হেতু "কালিন্দী।"

‡ গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনাকালে বিষ্ণুপাদচ্যুত হইবার কথা নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মহাসাগরে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক সগরসন্তানগণের উদ্ধার সাধন নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন। ("গঙ্গা উৎপত্তি" দেখ) বা ৪৩

গঙ্গা সমুদ্রের ভার্য্যা। অ ৫২

মন্দাকিনী—আকাশ-গঙ্গা। আ ৫০, বা ৩৭

বায়ুপথের চতুর্থ কক্ষায় চত্বারিংশৎ সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে অধিষ্ঠিত; অষ্টম কক্ষায় বায়ু ইঁহাকে আদিত্যপথে ধারণ করিয়া আছে—অশীতি সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে। ("বায়ুপথ" দেখ।) উ প্র ৪

কার্ত্তিকেয় উৎপত্তিকালে অগ্নি ইঁহার গর্ভে পাশুপত-তেজ নিক্ষেপ করেন, ইনি সহিতে না পারিয়া তাহা হিমালয়-পার্শ্বে পরিত্যাগ করেন। ("কার্ত্তিকেয় উৎপত্তি" দেখ)। বা ৩৭

সরযূ—কৈলাস পর্ব্বতস্থ মানস সরোবর হইতে উৎপন্ন। সরঃ হইতে নিঃসৃত বলিয়া নাম সরযূ। বা ২৪

ইহার তীরে অযোধ্যা নগরী।* বা ৫

কাল পূর্ণ হইলে মহাত্মা রাম ভ্রাতৃগণ সহ পুণ্যসলিলা এই নদীতে অবতরণ করিয়া দেহ ত্যাগ করেন; সেই সময়ে রামের অনুগামী বহুসংখ্য প্রাণী সরযূতে অবগাহন পূর্ব্বক দেহ বিসর্জ্জন করে। উ ১১৫

তমসা—ভাগীরথীর অদূর স্থিতা। বা ২

বাল্মীকি-আশ্রম এই নদীতীরে ছিল। এই নদীতীরে বিচরণ করিতে করিতে মহর্ষির মুখকমল হইতে শ্লোকোৎপত্তি হয়। বা ২

তমসা—অযোধ্যা হইতে দণ্ডকারণ্যে যাইতে রামকে এ নদী পার হইতে হইয়াছিল। অ ৪৬ ("তমসা তটিনী" দেখ।)

পম্পা—দণ্ডকারণ্যে স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী। ঋষ্যমূক গিরি ইহার তটে। আ ৭৫

ইহার তীরে সীতাবিরহিত রাম উন্মাদের ন্যায় কাঁদিয়া বেড়াইয়াছিলেন। এইখানে প্রথম হনুমানের সমাগম ঘটে। কি ১

গোদাবরী—দণ্ডকারণ্যে নদী। পঞ্চবটী বনে রামের পর্ণশালা ইহার অদূরে ছিল। আ ১৫

মন্দাকিনী—চিত্রকূট পর্ব্বতের তলবাহিনী। (গঙ্গার স্বর্গীয় ধারা নহে) আ ৯৫

ইহাকে প্রতিস্রোতে রাখিয়া গেলে সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রম।† আ ৬

মাল্যবতী—চিত্রকূট পর্ব্বতে রামের কুটীরের নিকট দিয়া প্রবাহিত। অ ৫৬

যমুনা—ইনি আসিয়া প্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছেন। সঙ্গম-স্থলে ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম। অ ৫৪

---

* কোশল জনপদ সরযূতীরে, রাজধানী অযোধ্যা কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধযোজন দক্ষিণ। উ ১২৩

† বোধ হয় দণ্ডকারণ্যে এই নামে দ্বিতীয় নদী ছিল। উ ১২৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কালিন্দী—যমুনার এক নাম। অ ৭১

সরস্বতী—কেকয়দেশ হইতে অযোধ্যা আসিতে পথে গঙ্গা*সরস্বতী সঙ্গম। অ ৭১

সরস্বতী—সীতান্বেষণার্থ পূর্ব্বদিক্‌গামী বানরেরা এই নদী পার হয়। কি ৪০

শোণ—এই নদী মগধদেশ হইতে নিঃসৃত ও পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া পাঁচটি শৈলের মধ্যে মালার ন্যায় শোভমানা। বা ৩২

মাগধী—সিদ্ধাশ্রমের দুর উত্তর। শোণ নদীর নামান্তর। বা ৩২

শোণ—পূর্ব্বদিকে সমুদ্রপারে সিদ্ধচারণসেবিত নদ। ইহার রক্তবর্ণ প্রবাহ খরবেগে বহিয়া থাকে। কি ৪০

মহী, কালমহী—পূর্ব্বদিকে দুই স্রোতস্বতী। কি ৪০

নর্ম্মদা, কৃষ্ণাবেণী,† মহানদী, গোদাবরী—কিষ্কিন্ধ্যা হইতে দক্ষিণ যাইতে পার হইতে হয়। কি ৪১

কাবেরী, তাম্রপর্ণী—দক্ষিণে। মলয় পর্ব্বত হইতে প্রবাহিত। কি ৪১

শৈলোদা—উত্তরে। ইহার উত্তরতীরে কীচকবংশবন; বংশ ধারণ পূর্ব্বক ঋষিগণ এই নদী পার হন। কি ৪৩

বেদশ্রুতি, গোমতী, স্যন্দিকা, —অযোধ্যা হইতে দণ্ডকারণ্যে যাইতে রামকে এ সকল নদী পার হইতে হইয়াছিল। অ ৪৯

কৌশিকী—বিশ্বামিত্র-ভগিনী, ঋচীকপত্নী সত্যবতী স্বর্গারোহণের পর লোকহিতার্থ এই নদীর আকার হিমালয় হইতে প্রবাহিত। ইহার সন্নিকটে বিশ্বামিত্রের আশ্রম। বা ৩৪

সুচক্ষু, সীতা, সিন্ধু—শিব-জটা হইতে পতিত হইয়া গঙ্গার কয় ধারার পূর্ব্ববাহিনী এই তিন ধারা। বা ৫৩

হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী—গঙ্গার সপ্তধারার পশ্চিমবাহিনী ত্রিধারা। বা ৪০

ইক্ষুমতী—ইক্ষ্বাকুদিগের পৈত্রিক নদী। অ ৬৮

সাঙ্কাশ্য নগরীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বা ৭১

মালিনী, শরদণ্ডা, ইক্ষুমতী—অযোধ্যা হইতে কেকয়দেশ যাইতে পার হইতে হয়। অ ৬৮

বিপাশা, শাল্মলী—অযোধ্যা হইতে কেকয় যাইবার পথে দৃষ্ট হয়। অ ৬৮

সুদামা, হ্লাদিনী, শতদ্রু, শিলা, আকুর্ব্বতী,‡ শিলাবহা, কুলিঙ্গা,§ কুটিকোষ্টিকা,

---

* এ গঙ্গা ভাগীরথী নহে, "সীতা" নামে গঙ্গার শাখা।

† আধুনিক "কৃষ্ণা"?

‡ এই দুই নদী সন্তরণ-পার যোগ্য।

§ যমুনার নিকট।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উত্তরগা, কুটিকা, কপিবতী, স্থানুমতী, গোমতী—কেকয়দেশ হইতে অযোধ্যা আসিতে এই সকল নদী পার হইতে হয়। অ ৭১

বালুকিনী, বরূথী*—শৃঙ্গবের পুর হইতে নন্দিগ্রাম আসিবার পথে। ল ১১৭

পর্ণসার, হৈমবতী, বেণা—বানর-বিহার জলাশয়। নদী। ল ২৬

কেশিনী—সীতাকে বনে বিসর্জ্জন দিয়া আসিবার সময় লক্ষ্মণ ইহার তটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। উ ৫২

আশ্রম তীর্থ।

অনঙ্গাশ্রম—গঙ্গা-সরযূ-সঙ্গম তীর্থে এই আশ্রম। এই স্থানে অঙ্গদেশ। মহাদেবের রোষাগ্নিতে কামদেব এই স্থানে অঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন—এই জন্য কামের নাম অনঙ্গ, দেশের নাম অঙ্গ। অনঙ্গ আশ্রমস্থ ধর্ম্মপরায়ণ মুনিগণ পুরুষ পরম্পরায় অনঙ্গেরই শিষ্য,† ইঁহারা নিষ্পাপ। বা ২৯

পুষ্কর—পশ্চিমদিকস্থ প্রসিদ্ধ তীর্থ। বা ৬১

নূতন স্বর্গ সৃষ্টির পর বিশ্বামিত্র ঋষি এইখানে আসিয়া বহুকাল তপস্যা করেন। শুনঃশেফ এই স্থানে তাঁহার শরণাগত হয়। এইখানে তাঁহার মেনকা সমাগম। বা ৬২, ৬৩

কুশপ্লব—তপোবন। এইখানে কশ্যপপত্নী দিতি সুর-নাশী পুত্র লাভার্থ তপস্যা করিয়াছিলেন। মারুৎগণ এখানে জন্মগ্রহণ করেন। বা ৪৬

বিশালা জনপদ মধ্যে এই আশ্রম। বা ৪৭

সিদ্ধাশ্রম—পুরাকালে ভগবান্ বামনদেব এই স্থানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। পরে ইহা অগস্ত্যের আশ্রম হয়। বা ২৯, ২৫

সপুত্র তাড়কা ও সুবাহু রাক্ষস এই আশ্রম বিধ্বস্ত করিতে থাকে ; বিশ্বামিত্র ঋষি রাম-লক্ষ্মণের সাহায্যে ইহা উপদ্রবশূন্য করেন এবং এখানে স্বীয় যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। বা ৩০

সিদ্ধাশ্রম—মৈনাক পর্ব্বতের পর তাপসদিগের বাসভূমি। কুবেরের হস্তী এখানে পর্য্যটন করিত। কি ৪৩

সোমাশ্রম—হিমালয় সন্নিকটে এই আশ্রম ; এখানে দেবতা গন্ধর্ব্ব বাস করেন। কি ৪৩

পরশুরাম-তীর্থ—শৃঙ্গবেরপুর হইতে নন্দিগ্রাম আসিতে হনুমান্ এই তীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। ল ১১৬

---

* জারুথী ?

† কেহ কেহ বলেন "হরের শিষ্য" একটা "তন্ত" লইয়া গোল। বা ২৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গোকর্ণ-তীর্থ—এইখানে আশ্রমে দশানন কঠোর তপস্যা করিয়া দুর্লভ বরলাভ করিয়াছিলেন। উ ৯

এই প্রদেশে তীর্থে ভগীরথ ভূতলে গঙ্গা আনয়নার্থ তপশ্চরণ করেন। হিমালয়ে বা দক্ষিণে (মালাবার উপকূলে) বা ৪২

গো-প্রতার—মহাপ্রস্থানকালে সরযূর এই তীর্থে রামানুগামী জীবজন্তুগণ অবগাহন পূর্ব্বক আত্ম-বিসর্জন করিয়া দেবলোকে গমন করেন। (অযোধ্যা রাজপুরী হইতে সার্দ্ধ-যোজন দূর)। উ ১১০

সেতুবন্ধ—লঙ্কা হইতে পুষ্পক বিমানারোহণে প্রত্যাগমনকালে রাম সীতাকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই অগাধ অপার সাগরের তীর্থস্থান ; এক্ষণে উহা "সেতুবন্ধ" নামে পবিত্র ত্রিলোকপূজিত বিখ্যাত তীর্থ হইবে—ইহা মহাপাতক নাশন।" ল ১২৪

নিকুম্ভিলা—দেবালয় ও সহস্রযূপ-শোভিত লঙ্কার যজ্ঞক্ষেত্র। উ ২৫

ইন্দ্রজিৎ এখানে যজ্ঞ করিয়া যুদ্ধে যাইতেন। ল ৭২

গঙ্গা-সরযূ-সঙ্গম—এই স্থানে অনঙ্গাশ্রম। বা ২৩

গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম—এই স্থানে প্রয়াগ ভরদ্বাজাশ্রম। অ ৪৫

সরোবর।

মানস-সরঃ—ব্রহ্মার মানস হইতে সম্ভূত। কৈলাস পর্ব্বতে অবস্থিত পবিত্র সরোবর। ইহা হইতে সরযূ নদী উৎপন্ন। বা ২৪

বিন্দু সরোবর—গঙ্গা ভূতলে নামিবার সময় মহাদেবের জটাজূটমধ্যে তিরোহিত হইলে ভগীরথ ভগবানের স্তুতি করিলেন ; শূলপাণি প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাকে এই সরোবর অভিমুখে নিঃসৃত করিয়া দেন। বা ৪৩

সুদর্শন-সরঃ—ঋষভ পর্ব্বতেস্থিত সরোবর। এই সরোবরে স্বর্ণকেশররঞ্জিত উজ্জ্বল রজত-পদ্ম আছে। কি ৪০

ঋক্ষবিল—বিন্ধ্য পর্ব্বতে এক প্রকাণ্ড বিবর। হনুমানাদি বিন্ধ্য পর্ব্বতে সীতান্বেষণে ক্লান্ত এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া জল অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই গর্ত্তমধ্যে জল আছে এমন লক্ষণ প্রাপ্ত হন। সাহস করিয়া ভিতরে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রমশঃ ময়-দানবের আশ্চর্য্যপুরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বাহির হইবার পথ পান না। স্বয়ম্প্রভা তাপসী চক্ষু বাঁধিয়া বাহির করিয়া দেন। কি ৫০, ৫৩

পঞ্চাপ্সরঃ-সরঃ—যোজন প্রমাণ এক দীর্ঘিকা। এই সরোবর মধ্য হইতে গীতবাদ্যধ্বনি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রুত হয়, কিন্তু নিকটে জনপ্রাণীকে দেখিতে পাওয়া যায় না। মহর্ষি মাণ্ডকর্ণী তপোবলে ইহা নির্ম্মাণ করেন। সুরকার্য্যোদ্দেশে প্রধান পাঁচ অপ্সরা আসিয়া উগ্রতপোরত এই মুনিকে কামের বশীভূত করিয়া ফেলে। মুনি সেই পাঁচজনের নিমিত্ত সরোবরের অভ্যন্তরে এক গুপ্তগৃহ প্রস্তুত করেন; তথায় তাহারা মহর্ষির সহিত ক্রীড়া-কৌতুক করিয়া গীতবাদ্য করিয়া থাকে; তাহারই শব্দ সরঃ মধ্য হইতে শুনা যায়। আ ১১

পম্পা-সরোবর, মতঙ্গ সরঃ--পম্পা নদীর অংশ বিশেষ। আ ৫৭

কানন।

নন্দন—স্বর্গের উপবন। সুরোদ্যান। সু ৬১

চৈত্ররথ—উত্তরকুরুদেশে কুবেরোদ্যান। গঙ্গা*-সরস্বতী-সঙ্গমের নিকট। বা ২৬

রাবণ এই আশ্চর্য্য কানন বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। অ ৭১, আ ৩২

কেকয় হইতে অযোধ্যা আসিতে এই নামে এক কানন। ("উত্তরকুরু" দেশ দেখ) অ ৭১

শ্বেতারণ্য—এই স্থানে অন্ধকাসুর রুদ্রদেবের নেত্রজ্যোতিতে ভস্মীভূত হয়। আ ৩০

শ্লেষাত্মক-বন—রাবণাদি তিন ভ্রাতা লঙ্কা অধিকারের পূর্ব্বে এই পিতৃ-তপোবনে বাস করিতেন। উ ১০

আলিখিতাখ্য—পশ্চিম-সমুদ্রতীরে এক বন, অদূরে সিন্ধুসাগরসঙ্গম। কি ৪২

নৈমিষারণ্য—গোমতী-তীরে এই স্থানে রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উ ৯১

নিকুম্ভিলা—লঙ্কার উপবন। যজ্ঞক্ষেত্র। ল ৭২

কুরুজাঙ্গল—অযোধ্যা হইতে কেকয় যাইতে ইহার মধ্য দিয়া পথ। অ ৬৮

ভারুণ্ডবন—কেকয় হইতে অযোধ্যা আসিতে পথে এক বন। অ ৭১

ক্রৌঞ্চারণ্য—জনস্থান ও মতঙ্গাশ্রমের মধ্যে দণ্ডকারণ্যে এক বন। জনস্থান হইতে তিন ক্রোশ। আ ৬৯

মধুকবন—অগস্ত্য-আশ্রম ও পঞ্চবটীর মধ্যে এক বন। আ ১৩

অশোক—লঙ্কায় রাবণের প্রমোদবন। নন্দন ও চৈত্ররথ কাননের ন্যায় সুদৃশ্য। স্বর্ণ-প্রাকারে বেষ্টিত কল্পবৃক্ষসঙ্কুল উপবন। ইহার ভিতর স্বর্ণবর্ণ কদলীকুঞ্জ ছিল। এখানে দীর্ঘিকায় মণিসোপান, মুক্তা-রেণু ও প্রবালের বালুকা এবং স্ফটিকের কুট্টিম ছিল। ইহার অনতিদূরে স্তম্ভশোভী চৈত্যপ্রাসাদ। সু ১৪, ১৫

---

* এ গঙ্গা—জাহ্নবী নহে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া প্রথমে আপন অন্তঃপুরমধ্যে রক্ষা করেন ; তথায় দেবীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে আপন অতুল ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া মিষ্ট কথায় হস্তগত করিতে প্রয়াস পান ; তাহাতে নিষ্ফল হইলে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহেন, "আমি আর দ্বাদশমাস প্রতীক্ষা করিব, যদি তুমি এতদিনে আমার প্রতি অনুকূল না হও, তবে পাচকেরা তোমায় প্রাতর্ভোজনের জন্য খণ্ড খণ্ড করিবে।" পরে অনুচরী রক্তমাংসাশী রাক্ষসীগণকে কহিলেন, "এক্ষণে তোমরা সীতাকে লইয়া অশোক-বনে সতত বেষ্টন পূর্ব্বক গোপনে রক্ষা কর ; এবং কখন ঘোরতর গর্জ্জন ও কখন বা শান্তবাক্যে বন্যকরিণীর ন্যায় ইহাকে ক্রমশঃ বশে আনিবার চেষ্টা পাও।" আ ৫৬

এই কাননে এক সুবৃহৎ শিংশপা-বৃক্ষমূলে দীনমনে ধরাসনে মলিন-বসনে সীতাদেবী অবস্থান করিতেন। অন্বেষণে রত হনুমান্ এইখানে একবেণীধরা দেবীকে দেখিতে পাইয়া রামের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী অভিজ্ঞান প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহার চূড়ামণি প্রত্যভিজ্ঞান গ্রহণ পূর্ব্বক লঙ্কায় নানা উপদ্রব এবং এই কানন বিধ্বস্ত ও ইহার তোরণদ্বার চূর্ণ করিয়া রামের নিকট ফিরিয়া আইসেন। সু ১৫, ৩৬, ৪১

অশোকবন—পরে দেখ।

দণ্ডকারণ্য—ইক্ষ্বাকু-তনয় দণ্ড রাজার রাজ্য শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে এই ভীষণ অরণ্যে পরিণত হয়। উ ৮১

গঙ্গার দক্ষিণ হইতে সমুদ্রকূলাবধি বিস্তৃত বহু-ঋষি-সেবিত, বহু-রাক্ষস-আশ্রয় এক মহাবন। এই বনে চতুর্দ্দশ বৎসর রাম-বনবাস কৈকেয়ীর অন্যতর প্রার্থনা ছিল। অ ১১

এই বনে বাস করিয়া রামলক্ষ্মণ বহুসংখ্য রাক্ষসাদি বিনাশ করিয়া ঋষিগণকে নিশ্চিন্ত করেন। আ ৩০

জনস্থান—দণ্ডক কাননের মনোরম অংশ বিশেষ। আ ৪৯

পঞ্চবটী ইহার অন্তর্গত। উ ৮১

পঞ্চবটী*—রাম সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া এই কাননাংশে পর্ণশালা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কিছুকাল সুখে অতিবাহিত করেন। আ ১৫

এইখানে সূর্পণখা-সমাগম, খরাদি রাক্ষস সহ যুদ্ধ ঘটে ; এইখান হইতে সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হন। অগস্ত্য-আশ্রম হইতে দুই যোজন অন্তর। আ ১৩

মধুবন—সুগ্রীবের এক সুরম্য কানন—মধুপূর্ণ। কিষ্কিন্ধ্যার নিকট। দক্ষিণগামী অঙ্গদপ্রমুখ বানরেরা সীতাসংবাদলাভে কৃতকার্য্য হইয়া আসিয়া এই বনে নানা অত্যাচার করেন ; সুগ্রীব সহিয়াছিলেন। সু ৬১

দেবগণের প্রীতিদান স্বরূপ কপিরাজ এই বন প্রাপ্ত হন। সু ৬৩

* পঞ্চবটীর পঞ্চবট কি কি তাহা উল্লেখ নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শালবন—শৃঙ্গবেরপুর হইতে শীঘ্রপথে অযোধ্যা আসিতে হনুমান্‌কে এই ভীষণ বন পার হইতে হইয়াছিল। ল ১১৬

মতঙ্গ-বন—পম্পার পশ্চিমদিক্ ধরিয়া গেলে মতঙ্গ মুনির তপোবন; যে বনে এই আশ্রম তাহার নাম মতঙ্গ-বন। এই স্থানে শবরী তাপসী বাস করিতেন। ইহার অনতিদূরে ঋষ্যমূক গিরি। আ ৭৪

মতঙ্গ-শিষ্যেরা গুরুর কার্য্যে শ্রম করিতেন, তাঁহাদের দেহ হইতে যে ঘর্ম্মবিন্দু ভূতলে পড়িত উঁহাদের তপোবলে তাহাই এই বনে পুষ্পরূপে উৎপন্ন হইত। ইঁহাদের স্মৃতি-মাত্রে এই বনে সপ্তসমুদ্র নিকটে আসিয়াছিল। আ ৭৪

কেতক-বন—পশ্চিমদিকে কুক্ষিদেশের নিকট। পশ্চিমগামী বানরেরা এখানে সীতান্বেষণার্থ আদিষ্ট হয়। কি ৪২

অশোকবন—অযোধ্যার রাজোদ্যান।* উ ৪২

দেবরাজ ইন্দ্রের যেমন নন্দন, কুবেরের যেমন ব্রহ্মানির্ম্মিত চৈত্ররথ কানন, রামের সেই-রূপ এই অশোকবন। এই বনে শিল্পী প্রস্তুত নানারূপ কৃত্রিম বৃক্ষ ছিল। উ ৪১

লঙ্কাজয়ের পর অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া রাম এই অশোকবনে প্রবেশ পূর্ব্বক কুসুম খচিত আস্তরণাচ্ছন্ন আসনে উপবেশন করিলেন এবং সীতাকে লইয়া স্বহস্তে মৈরেয় নামক বিশুদ্ধ মদ্য পান করাইতে লাগিলেন। উ ৪২

ঐ সময় ভৃত্যেরা শীঘ্র রামের ভোজনার্থ সুসংস্কৃত মাংস ও নানাপ্রকার ফলমূল আনয়ন করিল। উ ৪২

নৃত্যগীতবিশারদ সুরূপ সর্ব্বালঙ্কারশোভিত কিন্নরী অপ্সরা ও অন্যান্য নারী মধুপানে মত্ত হইয়া নৃত্য গীত দ্বারা রামকে আনন্দিত করিতে লাগিল। উ ৪২

দ্বীপ।

জম্বুদ্বীপ—সাগরাম্বরা বিশাল ধরার এক অংশ। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর এক দ্বীপ। উ প্র ১

সূর্য্য সত্যযুগে উত্তরদিক্ দিয়া উদয়গিরি আরোহণ করিলে জম্বুদ্বীপে দৃষ্ট হইতেন। কি ৪০

সগর রাজার পুত্রগণ বহুল-শৈল-সঙ্কুল জম্বুদ্বীপকে খনন করিয়া পাতালে গিয়াছিলেন। বা ৩৯

সপ্তদ্বীপা পৃথিবী—ঋক্ষরজা রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া হৃষ্টমনে সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সমস্ত বানরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিল। উ প্র ১

* বোধ হয় লঙ্কার অশোককাননের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রাম এই উপবন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লঙ্কাদ্বীপ*—শতযোজন দূরে লবণসমুদ্রমধ্যে† দ্বীপ। ত্রিকূট পর্ব্বতোপরি স্থিত; ইহার রাজধানী লঙ্কাপুরী। ("দেশ" মধ্যে "লঙ্কা" দেখ) কি ৫৮, ৪৯

শ্বেতদ্বীপ—ক্ষীরোদসমুদ্রমধ্যে এক দ্বীপ। নারায়ণ-ভক্তের বাসভূমি। (বিবিধ তত্ত্বে "শ্বেতদ্বীপ" দেখ) উ প্র ৫

যবদ্বীপ—সপ্ত রাজ্যে বিভক্ত।

স্বর্ণদ্বীপ—স্বর্ণকার-বহুল দ্বীপ।

রৌপ্যদ্বীপ—এই তিন দ্বীপ পূর্ব্বদিকে। কি ৪০

সুদর্শন—উদয়পর্ব্বতের অদূরে স্থিত দ্বীপ। কি ৪০

সামুদ্রিক দ্বীপপুঞ্জ—সুগ্রীব পূর্ব্বদিক্‌গামী বানরগণকে সীতান্বেষণার্থ সামুদ্রিক দ্বীপ সকলে যাইতে বলিয়াছিলেন। কি ৪০

রাবণ পশ্চিমসমুদ্রে এক দ্বীপে আসিয়া কপিলদেব কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন। উ প্র ৫

দেশ নগর।

অযোধ্যা—কোশল রাজ্যের রাজধানী। এই পুরী মনু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিনযোজন বিস্তীর্ণ। অতি সুদৃশ্য। ইতস্ততঃ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃপথ সকল বিকশিত কুসুম সমলঙ্কৃত ও নিয়ত জলসিক্ত হইয়া উহার অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর চারিদিকে কপাট তোরণ ও শ্রেণিবদ্ধ বিপণী। কোন স্থানে নানাপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র; কোন স্থানে শিল্পিগণ নিরন্তর বাস করিতেছে। অত্যুচ্চ অট্টালিকায় ধ্বজপট সকল বায়ুবেগে উড্ডীন। প্রাকার সংরক্ষণার্থ লৌহনির্ম্মিত শতঘ্নী নামক যন্ত্রবিশেষ উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। বা ৫

নানাদেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। বা ৫

প্রাকার ও অতি গভীর জলদুর্গ ঐ নগরীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শত্রু মিত্র উভয়েরই একান্ত দুরতিগম্য। বা ৫

কোথাও রত্ন নির্ম্মিত প্রাসাদ পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান······কোন স্থানে বিহারার্থ গুপ্তগৃহ ও সপ্ততল গৃহ নির্ম্মিত আছে। তথাকার সুবর্ণখচিত প্রাসাদ সকল অবিরল ও ভূমি সমতল।······তথাকার জল ইক্ষুরসের ন্যায় সুমিষ্ট। বা ৫

অযোধ্যার বৈজয়ন্ত দ্বার। অ ৭১

---

* সমুদ্রের পর পারে এক দ্বীপ শতযোজন বিস্তৃত রাবণের বাসস্থান। দ্বীপের নাম "লঙ্কা" নাই। পুরী লঙ্কা।

† প্রায় সকল স্থানেই আছে সমুদ্রের পর পারে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাজা দশরথের রাজত্বকালে অযোধ্যার নর নারী জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মশীল, স্বভাব-সন্তুষ্ট ও মহর্ষিগণের ন্যায় প্রসন্নচিত্ত ছিল। সকলেই কুণ্ডল কিরীট ও মাল্য ধারণ করিত…… সেখানে নাস্তিকতা ও মূর্খতার প্রভাব ছিল না………সকলেই দেহে চন্দন লেপন করিত ও দানশীল ছিল। সকলে সাগ্নিক ও যাজ্ঞিক ছিল।……কাম্বোজ বাহ্লিক ও পারস্য-দেশীয় এবং সিন্ধুদেশোৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা সদৃশ অশ্ব সকল এবং বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বত-জাত দিগ্‌গজ ঐরাবত মহাপদ্ম অঞ্জন ও বামনের কুলে উৎপন্ন ভদ্র, মন্দ্র, মৃগ ও মৃগভদ্র এই দ্বিবিধ জাতি-সঙ্করজ মদস্রাবী মহাবল শৈলের ন্যায় উচ্চ মাতঙ্গসমূহে অযোধ্যা সততই পরিপূর্ণ থাকিত। বা ৬

অযোধ্যায় সহস্র সহস্র ধ্বজপতাকাধারী তুরগসৈন্য ছিল। কেহ তথায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইত না, এই নিমিত্ত ঐ নগরীর নাম "অযোধ্যা" হইয়াছিল। বা ৬

সরযূর সার্দ্ধযোজন দক্ষিণ অযোধ্যা। বা ২২

লঙ্কা—লবণসমুদ্র পারে রাক্ষসরাজ রাবণের অতুল সৌষ্ঠবময়ী পুরী। কি ৫৯

সমুদ্রে পরিবেষ্টিত ত্রিকূট পর্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিত। সু ২

দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা বহু প্রযত্নে এই পুরী নির্ম্মাণ করেন। উ ৫

এই পুরী প্রথমে সালকটাংকট-বংশীয় (রাবণের মাতামহ)* রাক্ষসদিগের ছিল। বিষ্ণু কর্তৃক পরাজিত হইয়া রাক্ষসগণ পাতালে পলায়ন করিলে পুরী শূন্য থাকে। উ ৮

কিছুকাল পরে ইহা বৈশ্রবণ কুবেরের রাজ্য হয়। উ ৩

মাতামহের পরামর্শে রাবণ ইহা সাপত্ন্য ভ্রাতার নিকট চাহিবামাত্র তিনি পুরী কনিষ্ঠকে ছাড়িয়া দেন। উ ১১

এই অবধি লঙ্কা আবার রাক্ষসদিগের অধিকার হয়। লঙ্কাপুরী বিস্তারে দশযোজন দৈর্ঘ্যে বিশযোজন। এই পুরী চতুর্দ্দিকে স্বর্ণপ্রাচীর দ্বারা সম্বেষ্টিত।† ইহার পর একটি নক্র-কুম্ভীরপূর্ণ পরিখা। চারিদিকে চারি দ্বার; প্রত্যেক দ্বারে এক একটি বিস্তীর্ণ যন্ত্র-লম্বিত সেতু বিরাজমান; বিপক্ষ পক্ষ উপস্থিত হইলে ঐ যন্ত্র দ্বারা সেতু রক্ষিত হইয়া থাকে; ঐ যন্ত্রের সাহায্যে পরসৈন্য পরিখায় প্রক্ষিপ্ত হয়। ল ৩

রাবণের সময়ে এই পুরীর সৌষ্ঠবের সীমা ছিল না। ইহার স্থানে স্থানে শতঘ্নী ও শূলাস্ত্র। সু ২

অত্যুচ্চ সুধাধবল গৃহ এবং পাণ্ডুবর্ণ সুপ্রশস্ত রাজপথ। উহার ইতস্ততঃ কিঙ্কিণীরব বিস্তারী পতাকা ও লতাকীর্ণ স্বর্ণময় তোরণ। পথ সকল প্রশস্ত, সর্ব্বত্র প্রাসাদ-

---

* রাবণের মাতামহগণের অনুরোধেই বিশ্বকর্ম্মা ইহা নির্ম্মাণ করেন। রাবণের মাতামহের পিতামহীর নাম "সালকটংকটা" বা "লঙ্কটঙ্কটা"; ইহা হইতেই বোধ হয় "লঙ্কা" নামের উৎপত্তি।

† নির্ম্মাণকালে বিশ্বকর্ম্মা বলেন, "উহা ত্রিশযোজন বিস্তীর্ণ, শতযোজন দীর্ঘ স্বর্ণপ্রাকারে বেষ্টিত ও স্বর্ণ-তোরণে শোভিত।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বর্ণের স্তম্ভ ও স্বর্ণজাল। কোন স্থানে সাপ্তভৌমিক ভবন, কোথাও বা অষ্টতল গৃহ; কুট্টিম সকল স্বর্ণ ও স্ফটিকে ভূষিত। দ্বারবেদী মরকতময়, মণি মুক্তা স্ফটিকে খচিত এবং মণিসোপান শোভিত। স্থানে স্থানে গোষ্ঠ ও যন্ত্রাগার। রাত্রিকালে লঙ্কার সর্ব্বত্র দীপালোক। লঙ্কায় গৃহ সকল পদ্ম ও স্বস্তিকাদি প্রণালীক্রমে নির্ম্মিত, উহাতে বজ্র ও অঙ্কুশের প্রতিকৃতি চিত্রিত ছিল। হীরকের গবাক্ষ সকল জ্যোতি বিস্তার করিত। সর্ব্বত্র অত্যন্ত পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন। সু ৩

পানগৃহ, পুষ্পাগার, চিত্রশালা, ক্রীড়াভূমি, বিমান, ভূমধ্যস্থ গৃহ, চৈত্যস্থান, উদ্যান চতুর্দ্দিকে বিরাজমান। উদ্যানে শিলাগৃহ, চিত্রগৃহ, লতাগৃহ, বৃক্ষবাটিকা। সু ৪

হনুমান্ দেখিয়াছিলেন লঙ্কার কোন স্থানে পানগোষ্ঠির কোলাহল, কোথাও বা সাধুরা একত্র উপবিষ্ট আছেন। তিনি দেখিলেন, নিশাচরগণ বিচক্ষণ, মধুরভাষী ও আস্তিক। ....উহাদের পরিণীতা পত্নী সকল শুদ্ধ স্বভাব, মহানুভব, পানাসক্ত ও প্রিয়ানুরক্ত.........তাহারা একান্ত লজ্জাশীল।.........লঙ্কায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী প্রমদা সকল মদনাবেশে উন্মত্ত হইয়া মন্দ্র মধ্য ও তার স্বরে সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে। কোন স্থানে কাঞ্চীরব, কোথাও নূপুরধ্বনি, কোথাও বা সোপান-শব্দ। এক স্থানে কেহ করতালি দিতেছে, অন্যত্র সিংহনাদ করিতেছে। কোন গৃহে বেদমন্ত্র জপ কোথাও বা বেদপাঠ হইতেছে।.........তথায় রাক্ষসদিগের গলে উৎকৃষ্ট মাল্য এবং অঙ্গে বিচিত্র অনুলেপ। সু ৪

কিষ্কিন্ধ্যা*—ব্রহ্মা স্বপুত্র ঋক্ষরজাকে বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত, রত্নভূয়িষ্ঠ, ফলমূলবহুল, পণ্যদ্রব্যপূর্ণ এই পুরীর রাজা করিয়া সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সমস্ত বানরগণের প্রভু করিয়া দেন। উ প্র ১

এখানকার রাজোদ্যানে ইন্দ্র কল্পবৃক্ষ দিয়াছিলেন। ঋক্ষরজার পর বানররাজ বালী; বালীর পর সুগ্রীব এই রাজ্য প্রাপ্ত হন। কি ২৬

মহাপ্রস্থানকালে সুগ্রীব রামের অনুগমন করিলে অঙ্গদ এখানকার রাজা হন। উ ১০৮

নলিনী†—ইন্দ্রপুরী।

বস্বৌকসারা‡—কুবেরনগরী। রাম সীতাকে বলেন, ইহাদের অপেক্ষাও চিত্রকূটের শোভা। অ ৯৪

উত্তরকুরু—উত্তরে এক দেশ। কৃতপুণ্যদিগের বাসভূমি। কি ৪৩

এখানকার নদী ও সরোবরে স্বর্ণের রক্তোৎপল, এবং নীল বৈদূর্য্যের পত্র দৃষ্ট হয়। তীরে বিম্বাকার মুক্তাফল এবং মহামূল্য মণি ও স্বর্ণ। তথাকার দীর্ঘিকা সকল রক্তবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে। কি ৪৩

* এক স্থলে আছে কিষ্কিন্ধ্যা নামক "গুহা"। বা ১, কি ৩৩
† অমরাবতী ?
‡ অলকা ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বৃক্ষ হইতে বিচিত্র বস্ত্র, মুক্তা খচিত বৈদূর্য্য জড়িত স্ত্রী পুরুষের যোগ্য সর্ব্বকাল সুখ-সেব্য অলঙ্কার, আস্তরণশোভী শয্যা, মনোহর মাল্য, তৃপ্তিকর অন্নপান এবং স্বরূপ গুণবতী যুবতী সকল উৎপন্ন হয়। কি ৪৩

চৈত্ররথ কানন এই দেশে। অ ৯১

("সপ্তর্ষীণাং স্থিতির্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।" কোন কোন গ্রন্থে এই দেশ সম্বন্ধে এই শ্লোক আছে।) কি ৪৩

ভোগবতী– নাগরাজ বাসুকির রাজধানী। পন্নগগণের পুরী। উ ২৩

দক্ষিণে কুঞ্জরাচলে অবস্থিত।* কি ৪১

পাতালে নাগরাজের এই রাজধানী হইতে রাবণ তক্ষকের পত্নীকে হরণ করিয়া আনেন। আ ৩২

রাবণ যমকে পরাজিত করিয়া বরুণ কর্ত্তৃক রক্ষিত দৈত্য ও উরগগণের বাসস্থান রসাতলে গমন করিবার অভিলাষে সাগরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রথমে এই বাসুকি-রক্ষিতা পুরীতে উপস্থিত হইয়া নাগলোক স্ববশে আনয়ন করেন। উ ২৩

অশ্মনগর—পাতালে কালকেয় দৈত্যগণ অধিষ্ঠিত পুরী। উ ২৩

রাবণ এখানে আসিয়া বলদর্পিত কালকেয়গণকে নিধন করিয়া স্বীয় ভগিনীপতি বিদ্যু-জ্জিহ্ব দানবকে অসি দ্বারা ছেদন করেন। উ ২৩

মাহীষ্মতী—হৈহয়াধিপ অর্জ্জুনের পুরী। উ ৩১

ভগবান্ অগ্নিদেব এই পুরীতে নিয়ত বাস করিতেন। উ ৩১

রাবণ এ পুরী আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হন। উ ৩২

প্রাগ্‌জ্যোতিষ—নগরী। পশ্চিমদিকে বরাহ-পর্ব্বতে স্থিত। (মহাভারত মতে এটা পূর্ব্বদিকে আসাম অঞ্চলে)। কি ৪২

গান্ধার—গন্ধর্ব্বদেশ। শৈলূষপুত্রগণের রাজ্য।† সিন্ধু নদীর অপর পার্শ্বে অবস্থিত। উ১০০

ভরত সম্বর্ত্তাস্ত্র দ্বারা গন্ধর্ব্বগণকে বিনষ্ট করিয়া এই দেশ অধিকার করেন। (বিভী-ষণের পত্নী সরমা গন্ধর্ব্বরাজ শৈলূষের কন্যা)। উ ১০১

পারস্য‡ (বনায়ু)—পারস্যদেশীয় উৎকৃষ্ট অশ্ব দশরথ রাজধানীতে বহুসংখ্য ছিল। বা ৬

বাহ্লীক—ইল রাজা এই দেশের অধিপতি ছিলেন।§ জনপদ। এ দেশীয় উৎকৃষ্ট অশ্বও অযোধ্যায় বিস্তর ছিল। বা ৬

---

* সাগর পার দক্ষিণদিক্‌টাই পাতাল হইয়া দাঁড়াইতেছে। টীকাকার বলেন, মর্ত্ত্যে ও পাতালে দুই পুরী এক নাম—উভয়ই বাসুকির রাজধানী।

† গান্ধার যদি কান্দাহার, শৈলূষপুত্রগণ কি Seljuke আফগান? সকল রামায়ণে গান্ধার নাম নাই—"গন্ধর্ব্বদেশ" আছে।

‡ মূলে আছে "বনায়ু"—এইটা পারস্যের নামান্তর,—অনেকের মত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অযোধ্যা হইতে কেকয় যাইতে দূতেরা বাহ্লিক দেশের মধ্য দিয়া যায়। (কোন কোন রামায়ণে নামটা "বাহিক" আছে। অ ৬৮

ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন, বরদ—এই সকল রাজ্য উত্তরদিকে ছিল। কি ২৩

কোশল—সরযূর তীরে ধনধান্যশালী আনন্দ-কোলাহল-পূর্ণ জনপদ। ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদিগের রাজ্য। বা ৫

অযোধ্যা ইহার রাজধানী। বা ৫

নন্দিগ্রাম—অযোধ্যা হইতে একক্রোশ দূর। ল ১২৬

জ্যেষ্ঠকে বনবাস হইতে ফিরাইতে না পারিয়া ধর্ম্মশীল ভরত অযোধ্যায় না গিয়া এই স্থান হইতে জ্যেষ্ঠের হইয়া রাজ্যপালন করিয়া জ্যেষ্ঠের ন্যায় মুনিবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক এইখানে কালাতিপাত করেন। অ ১১৫

লঙ্কাজয়ের পর চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস শেষ হইলে রামচন্দ্র এই স্থানে ভ্রাতৃগণের সহিত জটা অবতরণ পূর্ব্বক সীতার অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া অযোধ্যায় আইসেন। ল ১২৯

কেকয়—দশরথ-মহিষী কৈকেয়ীর পিতৃরাজ্য। অযোধ্যা হইতে উত্তরপশ্চিম, ভরত সাত দিবসে কেকয় হইতে অযোধ্যায় আসিয়াছিলেন। অ ৭১

(বিবিধ তত্ত্বে "কেকয়রাজের উপহার" দেখ।)

মিথিলা—বিদেহ—রাজর্ষি জনকের রাজ্য। ইঁহার রাজকন্যা বলিয়া সীতার নাম "মৈথিলী" ও "বৈদেহী।" বা ১৩

অঙ্গ*—গঙ্গা-সরযূর সঙ্গমস্থলে দেশ। বা ২৩

দশরথ-সখা লোমপাদ রাজার রাজ্য। বা ১৩

মগধ—মাগধী (শোন) নদী এই দেশ হইতে উৎপন্ন। বা ৩২

কাশী, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য, কোসলা†—প্রসিদ্ধ জনপদ সকল। এই সকল দেশের রাজগণ অন্যান্য নরপতিগণ সহ রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। বা ১৩

বারাণসী—কাশী রাজ্যের রাজধানী। রাম-সখা প্রতর্দ্দনের পুরী। উ ৪৮

সাংকাশ্যা—দেশ। জনক-ভ্রাতা কুশধ্বজের রাজ্য। এই রাজ্য সুধন্বা নৃপতির ছিল; জনক রাজা তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া এই রাজ্যে আপন ভ্রাতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার পরিসরে প্রাকারোপরি যন্ত্রফলকসমূহ সংগৃহীত ছিল। বা ৭১

---

* পশ্চিমদেশীয় সংস্করণ রামায়ণে অঙ্গদেশের কথা অনেক অধিক আছে; তাহাতে অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পা।

† কোসল—(অযোধ্যা) কোশল নহে। কোসলাধিপতি জনৈক তেজস্বী রাজা। (সম্ভবতঃ রাণী কৌশল্যা এই রাজার কন্যা)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মৎস্য, কাশী,* কোসল* —দেশ। এই সকল দেশের রাজগণ দশরথের অধীন ছিলেন। অ ১০

শৃঙ্গবেরপুর—কোশলরাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া গঙ্গাতীরে এই পুরী। নিষাদাধিপতি গুহ এইখানে বাস করিতেন। অ ৫০

বনগমনকালে রাম এই স্থানে সুমন্ত্রকে বিদায় দেন। অ ৫২

নিষাদদেশ—গজকচ্ছপবাহী গরুড়ের ভার-ভগ্ন বটশাখা গরুড় কর্ত্তৃক এই দেশে নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাতে দেশ উচ্ছন্ন যায়। আ ৫৩

প্রয়াগ—গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমক্ষেত্র। এখানে ভরদ্বাজাশ্রম। অ ৫৪

গয়া —প্রদেশ। এখানে মহাত্মা গয় যজ্ঞকালে পিতৃলোকের প্রিয়কামনা শ্রুতি গান করিয়াছিলেন :—"যিনি পুৎ নামক নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করেন তিনি পুত্র এবং যিনি তাঁহাকে সকল প্রকার সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন তিনিও পুত্র। জ্ঞানী ও গুণবান্ বহুপুত্রের কামনা করা কর্ত্তব্য, কারণ ঐ সমষ্টির মধ্যে অন্ততঃ একজনও গয়া যাত্রা করিতে পারে।" অ ১০৭

উশীরবীজ—প্রদেশ। মরুত রাজার রাজ্য। রাবণ দিগ্বিজয়কালে এইখানে আসিয়াছিলেন। উ ১৮

প্রতিষ্ঠান—পুরুরবার রাজধানী। পুরশ্রেষ্ঠ নগরী। মধ্যদেশে ইল রাজার প্রতিষ্ঠিত পুর। উ ৯০

বৈজয়ন্ত—নিমি রাজার প্রতিষ্ঠিত সুন্দরী পুরী। মিথিলার রাজধানী। গৌতম-আশ্রম ইহার নিকট। উ ৫৫

বৈজয়ন্ত—দণ্ডকারণ্যে এক নগর। তিমিধ্বজ অসুরের রাজধানী। অ ৯

মধুমন্ত - ইক্ষ্বাকুপুত্র দণ্ড রাজার রাজধানী। বিন্ধ্য ও শৈবল পর্ব্বতের মধ্যে এই রাজার রাজ্য ছিল ; শুক্রাচার্য্যের শাপে অরণ্যে পরিণত হয় তখন হইল দণ্ডকারণ্য। উ ৭৯

মধুবন—মধুদৈত্যের নগর। লবণকে সংহার করিয়া শত্রুঘ্ন এখানে রাজা হন। উ ৬২

মধুপুরী—তখন ইহার নাম হইল (শূরসেনা) মধুপুরী। উ ৭০

বৎসদেশ—শৃঙ্গবের পুরে সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া গুহকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া রাম এই শস্যবহুল দেশে উপস্থিত হন। অ ৫২

ইন্দ্রশির —দেশ। ঐরাবত নাগ এই দেশোৎপন্ন। অ ৭০

উৎকৃষ্ট হস্তীর জন্য বিখ্যাত। যুধাজিৎ ভাগিনেয় ভরতকে এই দেশজাত হস্তী ও শীঘ্রগামী গর্দ্দভ উপঢৌকন দিয়াছিলেন। অ ৭০

কৌশাম্বী—কুশাম্ব রাজার প্রতিষ্ঠিত পুরী। বা ৩২

* কাশীপুরী প্রাকার বেষ্টিত তোরণ সম্পন্ন ছিল। উ ৩৮। উত্তরকাণ্ডে এক স্থলে নাম বারাণসী আছে। উ প্র২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মহোদয়—কুশনাভ দ্বারা সংস্থাপিত নগর।* বা ৩২

গিরিব্রজা – বসু কর্তৃক সংস্থাপিত পুর। এই নগর, পঞ্চ শৈল ও শোণা নদী বসুর অধিকৃত। বা ৩২

গিরিব্রজ (রাজগৃহ)—কেকয় রাজ্যের রাজধানী। অ ৬৮

কাম্পিল্যা—কুশনাভ-জামাতা ব্রহ্মদত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পুরী। বা ৩৩

ধর্ম্মারণ্য—অমূর্ত্তরজা কর্তৃক সংস্থাপিত নগর। বা ৩২

ক্রৌঞ্চবন—পিতা যযাতি কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া যদু এই দুর্গমপুরে অবস্থিতি করিতেন। উ৫৯

কুশাবতী—বিন্ধ্যাচলের পাদদেশে রাম-পুত্র কুশের রাজধানী। উ ১০৮

শ্রাবস্তী—উত্তর-কোশলে লবের পুরী। উ ১০৮

তক্ষশিলা—গান্ধার অংশ। ভরত-পুত্র তক্ষের পুরী। উ ২০১

পুষ্কলাবত—গান্ধার অংশ। ভরত-পুত্র পুষ্কলের নগর। উ ১০১

কারুপদ—দেশ। লক্ষ্মণ-পুত্র অঙ্গদের রাজ্য। উ ১০২

অঙ্গদীয়া—কারুপদ দেশে কুমার অঙ্গদের রাজধানী। উ ১০২

চন্দ্রদ্যুতি (চন্দ্রকান্ত)—নগরী। মল্লদেশের মধ্যে। উত্তরে। লক্ষ্মণ-পুত্র চন্দ্রকেতুর রাজধানী। উ ১০২

মধুরা—(মথুরা) শত্রুঘ্ন-পুত্র সুবাহুর রাজধানী। উ ১০৮

বিদিশা—শত্রুঘ্নপুত্র শত্রুঘাতীর নগরী। উ ১১৮

বিশালা—নগরী। সিদ্ধাশ্রম হইতে মিথিলা গমনকালে রামলক্ষ্মণসহ বিশ্বামিত্র নৌকা-যোগে গঙ্গা পার হইয়া এই নগরে আইসেন। বা ৪৫

অলম্বুষার গর্ভে ইক্ষ্বাকুর বিশাল নামে এক পুত্র জন্মে, তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত এই পুরী। বা ৪৭

ব্রহ্মমাল, মালব, পুণ্ড্র, মহাগ্রাম, কলিন্দগিরি—দেশ। পূর্ব্বদিকে। কি ৪০

মেখল, উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌশিক—দেশ। দক্ষিণদিকে। কি ৪০

আন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, কেরল—দেশ। দক্ষিণদিকে। কি ৪০

পাণ্ড্য—দেশ। ইহার মুক্তামণিমণ্ডিত পুরদ্বারে স্বর্ণকবাট। দক্ষিণে। কি ৪১

সৌরাষ্ট্র, বাহ্লিক, চন্দ্রচিত্র, বিশালপুর, কুক্ষিদেশ—সুসমৃদ্ধ জনপদ। পশ্চিমে। কি ৪০

---

* কুশনাভ-কন্যাগণ পবন কর্তৃক কুব্জীকৃতা হইয়াছিলেন বলিয়া পরে দেশের নাম "কান্যকুব্জ" (কনোজ) হয়।

† মগধে বসু রাজার পুরী ও কেকয়-রাজধানী উভয়ের এক নাম। মগধের এই পুরীর নামান্তর বসুমতী। বা ৩২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মুরচীপত্তন, জটাপুর, অবন্তী, অঙ্গলেপাপুর—পশ্চিমসমুদ্র-পারে জনপদ। কি ৪২

প্রস্থল, ভরত, মদ্রক, দক্ষিণকুরু—দেশ। উত্তরদিকে। কি ৪৩

ঋষ্টিক, মাহিষক, দশার্ণ, আব্রবন্তী, অবন্তী—নগর। দক্ষিণদিকে। কি ৪০

কনখল—দেশ। নৃগ রাজার সময়ে এই স্থানে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার হৃত গাভী পুনঃ প্রাপ্ত হন। উ ৫৩

মলদ,১ করূষ—দেবনির্ম্মিত সুসমৃদ্ধ দুই জনপদ। (বিদর্ভ।) সিদ্ধাশ্রমের সমীপবর্ত্তী। বা ২৪
বৃত্র বধ করিয়া ইন্দ্র ক্ষুধার্ত্ত মলদিগ্ধ ও ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। বসু আদি দেবগণ কর্ত্তৃক এই স্থানে গঙ্গাজল কলসে স্নাত ও শুদ্ধ হন। এই স্থানে ইন্দ্রের মল ও করূষ (ক্ষুধা) অপনীত হয়, তজ্জন্য এই নাম। বা ২৪
শাপগ্রস্তা তাড়কা রাক্ষসী এই দুই জনপদ উৎসন্ন করিয়া আপন বিহারক্ষেত্র করে। বা ২৪

গোকর্ণ—প্রদেশ। ভূলোকে গঙ্গা আনয়ন নিমিত্ত ভগীরথ এই স্থানে বহু তপস্যা করেন। বা ৪২
দশাননও এই স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়া দুর্লভ বর লাভ করেন। (তীর্থ মধ্যে এই নাম দেখ) উ ৯

কালঞ্জর—দেশ (?) এখানকার এক কুলপতির কুক্কুরত্ব ঘটিয়াছিল। কুক্কুর হইয়া তিনি অভিযোগার্থ রাম-সভায় আইসেন। উ প্র ২

অপরপর্ব্বত,* ঐলধান,† শল্যকর্ষণ,‡ বীরমৎস্য,‡ অংশুধান,† প্রাগ্বটপুর,† ধর্ম্ম-বর্দ্ধন,† তোরণ,† জম্বুপ্রস্থ,* বরূথ,* সর্ব্বতীর্থ,† উজ্জিহানা,‖ হস্তিপৃষ্ঠক,† লৌহিত্য,† একসাল,† বিনত,† কলিঙ্গ‖—কেকয় হইতে পূর্ব্বমুখে অযোধ্যা আসিতে এই সকল স্থানের মধ্য দিয়া আসিতে হয়। ভরতের সাতরাত্রি লাগিয়াছিল। অ ৭১

অপরতাল,* প্রলম্ব,* পাঞ্চাল,* হস্তিনাপুর,† বাহ্লিক,¶ কুলিঙ্গ,† অভিকাল,‡ তেজোভিভবন**—অযোধ্যা হইতে কেকয় যাইতে এই সকল স্থান অতিক্রম করিতে হয়। অ ৬৮

উত্তরকোশল—লবের রাজ্য। শ্রাবস্তীপুরী ইহার রাজধানী। উ ১০৮

কোষকারক কীটস্থান.§ রজতখনি—পূর্ব্বদিক্‌গামী বানরগণকে এই সকল স্থান অন্বেষণ করিতে সুগ্রীব বলিয়া দিয়াছিলেন। কি ৪০

---

১ কোন গ্রন্থে "মলজ"। * জনপদ। † গ্রাম। ‡ দেশ। ‖ নগর।
¶ দেশ এখানকার "বাহ্লীক" কোন কোন গ্রন্থে "বাহিক"।
§ আসাম। ** "যোধিবন"—নামান্তর।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৃথ্বী সংস্থান।

পূর্ব্ব—গঙ্গা, সরযূ, কৌশিকী, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, শোণ, মহী, কালমহী, (নদী); কলিন্দশির, ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশী, কোশল, মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, অঙ্গ, (দেশ); কোষকারক কীটের স্থান* ও রজতখনি। যবদ্বীপ, স্বর্ণদ্বীপ, রৌপ্যদ্বীপ; শিশির পর্ব্বত, শোণ নদ, ইক্ষু সমুদ্র, লোহিত সাগর, ক্ষীরোদ সমুদ্র, ঋষভ পর্ব্বত; সুদর্শন সরোবর; জলোদ-সমুদ্র; কনকশিল গিরি, উদয় পর্ব্বত, সুদর্শন দ্বীপ।

ইহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম। দিগন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্থান। কি ৪০

দক্ষিণ—বিন্ধ্য পর্ব্বত; গোদাবরী, নর্ম্মদা, কৃষ্ণবেণী, (নদী); মেখল, উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌশিক, (দেশ); ঋষ্টিক, মাহিষক, দশার্ণ, আব্রবন্তী, অবন্তী, (নগর); দণ্ডকারণ্য; আন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, কেরল, (দেশ); মলয়গিরি, কাবেরী নদী, তাম্রপর্ণী নদী, পাণ্ড্যদেশ, দক্ষিণ সমুদ্র; মহেন্দ্র পর্ব্বত; লঙ্কা দ্বীপ, পুষ্পিতক পর্ব্বত, সূর্য্যবান্ পর্ব্বত, বৈদ্যুত গিরি, কুঞ্জরাচল, ভোগবতী নগরী,† ঋষভ পর্ব্বত।

ইহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন পিতৃলোক; যমের রাজধানী। কি ৪১

পশ্চিম—সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক, চন্দ্রচিত্র, (জনপদ); বিশালপুর, কুক্ষিদেশ, কেতকবন, পশ্চিম সমুদ্র; মুরচীপত্তন, জটাপুর, অবন্তী, অঙ্গলেপাপুর; আলিখিতাখ্য বন; সিন্ধু সাগরসঙ্গম; চন্দ্রগিরি, পারিযাত্র পর্ব্বত, বজ্র পর্ব্বত, চক্রবান পর্ব্বত, বরাহ পর্ব্বত, প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগর, সৌবর্ণ পর্ব্বত, ষষ্টিসহস্র শৈল ও সুমেরু গিরি, অস্তাচল।

ইহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম। কি ৪২

উত্তর—প্রস্থল, ভরত, দক্ষিণকুরু, মদ্রক, (দেশ); ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন-বরদ, (রাজ্য); হিমালয় পর্ব্বত, সোমাশ্রম, কালপর্ব্বত, সুদর্শন পর্ব্বত, দেবসখা শৈল; বিস্তীর্ণ শূন্য স্থান;‡ কৈলাস গিরি, ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত, মানস পর্ব্বত, মৈনাক পর্ব্বত, সিদ্ধাশ্রম, এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র; শৈলোদা নদী, উত্তরকুরু, উত্তরসমুদ্র, সোম-গিরি।

ইহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম। কি ৪৩

(সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা হইতে পৃথিবী বিস্তার এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যা হইতে চতুর্দ্দিকে জল স্থল এরূপ সন্নিবেশ অসম্ভব। বরং রাজধানী অযোধ্যা কিম্বা বাল্মীকি-আশ্রম হইতে ধরিলে কতকটা সঙ্গত হয়—অবশ্য সব ঠিক মিলে না।)

---

* কোষকারককীটের স্থান—আসাম?

† দক্ষিণে ভোগবতী পুরী—রাবণ কিন্তু সমুদ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক পাতালে উপস্থিত হইয়া এই পুরী জয় করেন; দক্ষিণসীমার কাছাকাছিটাকেই "পাতাল" বলে?

‡ অজ্ঞাতভূমি তিব্বত?

পৃথ্বী-সংস্থান।* কি ৪০, ৪৩

অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম।

সোম গিরি
উত্তর সমুদ্র
শৈলোদা নদী, উত্তরকুরু
সিদ্ধাশ্রম, এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র
কৈলাস গিরি, ক্রৌঞ্চ, মানস, মৈনাক (পর্ব্বত)
বিস্তীর্ণ শূন্য স্থান
সোমাশ্রম, কাল পর্ব্বত, সুদর্শন পর্ব্বত, দেবসখা শৈল
হিমালয় পর্ব্বত
ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন, বরদ (রাজ্য)
ভরত, দক্ষিণকুরু, মদ্রক
প্রস্থল

উত্তর

পশ্চিম ←— O —→ পূর্ব্ব

দক্ষিণ

পূর্ব্ব:

গঙ্গা
সরযূ, কৌশিকী, যমুনা
সরস্বতী, সিন্ধু, শোণ, মহী, কালমহী (নদী)
কলিন্দশির, ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব,
কাশী (দেশ)
কোশল, মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, অঙ্গ (দেশ)
কোষকারক কীটস্থান, রজতখনি,
সামুদ্রিক দ্বীপ, মন্দরগিরি, কিম্ভূত-জীব-স্থান
যবদ্বীপ, স্বর্ণদ্বীপ, রৌপ্যদ্বীপ
শিশির পর্ব্বত, শোণ নদ, সমুদ্র দ্বীপপুঞ্জ
ইক্ষুসমুদ্র, লোহিত সাগর
ক্ষীরোদ সমুদ্র
ঋষভ পর্ব্বত, সুদর্শন সরোবর
জলোদ সমুদ্র
কনকশিল গিরি, উদয় পর্ব্বত
সুদর্শন দ্বীপ।

অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম দিগন্তের
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থান।

পশ্চিম:

সৌরাষ্ট্র
বাহ্লিক, চন্দ্রচিত্র
বিশালপুর, কুক্ষিদেশ, কেতকবন
পশ্চিম সমুদ্র
মুরচীপত্তন, জটাপুর, অবন্তী, অঙ্গলেশাপুর
আলিখিতাখ্য বন, সিন্ধু-সাগর-সঙ্গম
চন্দ্রগিরি, পারিযাত্র পর্ব্বত
বজ্রপর্ব্বত, চক্রবান্ পর্ব্বত, বরাহ পর্ব্বত
প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগর
সৌবর্ণ পর্ব্বত, ষষ্টিসহস্র শৈল
সুমেরু গিরি
অস্তাচল

অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম—অজ্ঞাত স্থান।

দক্ষিণ:

বিন্ধ্য পর্ব্বত
গোদাবরী, নর্ম্মদা, কৃষ্ণবেণী, (নদী)
মেখল, উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য, কলিঙ্গ,
কৌশিক (দেশ)
ঋষ্টিক, মাহিষক, দশার্ণ, আভ্রবন্তী, অবন্তী
দণ্ডকারণ্য
আন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, কেরল, (দেশ)
মলয়গিরি, কাবেরীনদী, তাম্রপর্ণীনদী, পাণ্ড্যদেশ
দক্ষিণ সমুদ্র
মহেন্দ্র পর্ব্বত, লঙ্কাদ্বীপ, পুষ্পিতক গিরি
সূর্য্যবান্ পর্ব্বত, বৈদ্যুত গিরি, কুঞ্জরাচল,
ভোগবতী পুরী
ঋষভ পর্ব্বত।

পৃথিবীর অবসান
দীপ্তদেহ পুণ্যাত্মাদিগের অবস্থান
যমের রাজধানী—অন্ধকারাচ্ছন্ন পিতৃলোক।

---

* রামায়ণ মতে (সুগ্রীবের নির্দ্দেশানুসারে) কিষ্কিন্ধ্যা হইতে পৃথিবীতে চারিদিকে স্থল জল এইরূপ বিন্যস্ত। (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড দেখ)। কিন্তু, কিষ্কিন্ধ্যা (অতদূর দক্ষিণ) হইতে না হইয়া তমসাতীরস্থ বাল্মী[কির] আশ্রম হইতে এইরূপ ভাগটা ধরিলে বোধ হয় কতক সম্ভব হয়।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৃথ্বী সংস্থান।

পূর্ব্ব—গঙ্গা, সরযূ, কৌশিকী, যমুনা, সরস্বতী, সিন্ধু, শোণ, মহী, কালমহী, (নদী); কলিন্দশির, ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশী, কোশল, মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, অঙ্গ, (দেশ); কোষকারক কীটের স্থান* ও রজতখনি। যবদ্বীপ, স্বর্ণদ্বীপ, রৌপ্যদ্বীপ; শিশির পর্ব্বত, শোণ নদ, ইক্ষু সমুদ্র, লোহিত সাগর, ক্ষীরোদ সমুদ্র, ঋষভ পর্ব্বত; সুদর্শন সরোবর; জলোদ-সমুদ্র; কনকশিল গিরি, উদয় পর্ব্বত, সুদর্শন দ্বীপ।

ইহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম। দিগন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্থান। কি ৪০

দক্ষিণ—বিন্ধ্য পর্ব্বত; গোদাবরী, নর্ম্মদা, কৃষ্ণবেণী, (নদী); মেখল, উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য, কলিঙ্গ, কৌশিক, (দেশ); ঋষ্টিক, মাহিষক, দশার্ণ, আব্রবন্তী, অবন্তী, (নগর); দণ্ডকারণ্য; আন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, কেরল, (দেশ); মলয়গিরি, কাবেরী নদী, তাম্রপর্ণী নদী, পাণ্ড্যদেশ, দক্ষিণ সমুদ্র; মহেন্দ্র পর্ব্বত; লঙ্কা দ্বীপ, পুষ্পিতক পর্ব্বত, সূর্য্যবান্ পর্ব্বত, বৈদ্যুত গিরি, কুঞ্জরাচল, ভোগবতী নগরী,† ঋষভ পর্ব্বত।

ইহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন পিতৃলোক; যমের রাজধানী। কি ৪১

পশ্চিম—সৌরাষ্ট্র, বাহ্লীক, চন্দ্রচিত্র, (জনপদ); বিশালপুর, কুক্ষিদেশ, কেতকবন, পশ্চিম সমুদ্র; মুরচীপত্তন, জটাপুর, অবন্তী, অঙ্গলেপাপুর; আলিখিতাখ্য বন; সিন্ধু সাগরসঙ্গম; চন্দ্রগিরি, পারিযাত্র পর্ব্বত, বজ্র পর্ব্বত, চক্রবান পর্ব্বত, বরাহ পর্ব্বত, প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগর, সৌবর্ণ পর্ব্বত, ষষ্টিসহস্র শৈল ও সুমেরু গিরি, অস্তাচল।

ইহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম। কি ৪২

উত্তর—প্রস্থল, ভরত, দক্ষিণকুরু, মদ্রক, (দেশ); ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন-বরদ, (রাজ্য); হিমালয় পর্ব্বত, সোমাশ্রম, কালপর্ব্বত, সুদর্শন পর্ব্বত, দেবসখা শৈল; বিস্তীর্ণ শূন্য স্থান;‡ কৈলাস গিরি, ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত, মানস পর্ব্বত, মৈনাক পর্ব্বত, সিদ্ধাশ্রম, এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র; শৈলোদা নদী, উত্তরকুরু, উত্তরসমুদ্র, সোম-গিরি।

ইহার পর অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম। কি ৪৩

(সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যা হইতে পৃথিবী বিস্তার এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যা হইতে চতুর্দ্দিকে জল স্থল এরূপ সন্নিবেশ অসম্ভব। বরং রাজধানী অযোধ্যা কিম্বা বাল্মীকি-আশ্রম হইতে ধরিলে কতকটা সঙ্গত হয়—অবশ্য সব ঠিক মিলে না।)

---

* কোষকারককীটের স্থান—আসাম?

† দক্ষিণে ভোগবতী পুরী—রাবণ কিন্তু সমুদ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক পাতালে উপস্থিত হইয়া এই পুরী জয় করেন; দক্ষিণসীমার কাছাকাছিটাকেই "পাতাল" বলে?

‡ অজ্ঞাতভূমি তিব্বত?

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৃথ্বী-সংস্থান।* কি ৪০, ৪৩

উত্তর

প্রস্থল
ভরত, দক্ষিণকুরু, মদ্রক
ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, শূরসেন, কাম্বোজ, যবন, বরদ (রাজ্য)
হিমালয় পর্ব্বত
সোমাশ্রম, কাল পর্ব্বত, সুদর্শন পর্ব্বত, দেবসখা শৈল
বিস্তীর্ণ শূন্য স্থান
কৈলাস গিরি, ক্রৌঞ্চ, মানস, মৈনাক (পর্ব্বত)
সিদ্ধাশ্রম, এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র
শৈলোদা নদী, উত্তরকুরু
উত্তর সমুদ্র
সোম গিরি

অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম।

পশ্চিম

সৌরাষ্ট্র
বাহ্লিক, চন্দ্রচিত্র
বিশালপুর, কুক্ষিদেশ, কেতকবন
পশ্চিম সমুদ্র
মুরচীপত্তন, জটাপুর, অবন্তী, অঙ্গলেপাপুর
আলিখিতাখ্য বন, সিন্ধু-সাগর-সঙ্গম
চন্দ্রগিরি, পারিযাত্র পর্ব্বত
বজ্রপর্ব্বত, চক্রবান্ পর্ব্বত, বরাহ পর্ব্বত
প্রাগ্‌জ্যোতিষ নগর
সৌবর্ণ পর্ব্বত, ষষ্টিসহস্র শৈল
সুমেরু গিরি
অস্তাচল

অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম—অজ্ঞাত স্থান।

পূর্ব্ব

গঙ্গা
সরযূ, কৌশিকী, যমুনা
সরস্বতী, সিন্ধু, শোণ, মহী, কালমহী (নদী)
কলিন্দশির, ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব,
কাশী (দেশ)
কোশল, মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র, অঙ্গ (দেশ)
কোষকারক কীটস্থান, রজতখনি,
সামুদ্রিক দ্বীপ, মন্দরগিরি, কিম্ভূত-জীব-স্থান
যবদ্বীপ, স্বর্ণদ্বীপ, রৌপ্যদ্বীপ
শিশির পর্ব্বত, শোণ নদ, সমুদ্র দ্বীপপুঞ্জ
ইক্ষুসমুদ্র, লোহিত সাগর
ক্ষীরোদ সমুদ্র
ঋষভ পর্ব্বত, সুদর্শন সরোবর
জলোদ সমুদ্র
কনকশিল গিরি, উদয় পর্ব্বত
সুদর্শন দ্বীপ।

অন্ধকারাচ্ছন্ন অসীম দিগন্তের
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্থান।

দক্ষিণ

বিন্ধ্য পর্ব্বত
গোদাবরী, নর্ম্মদা, কৃষ্ণবেণী, (নদী)
মেঘল, উৎকল, বিদর্ভ, মৎস্য, কলিঙ্গ,
কৌশিক (দেশ)
ঋষ্টিক, মাহিষক, দশার্ণ, আব্রবন্তী, অবন্তী
দণ্ডকারণ্য
আন্ধ্র, পুণ্ড্র, চোল, কেরল, (দেশ)
মলয়গিরি, কা:বরীনদী, তাম্রপর্ণীনদী, পাণ্ড্যদেশ
দক্ষিণ সমুদ্র
মহেন্দ্র পর্ব্বত, লঙ্কাদ্বীপ, পুষ্পিতক গিরি
সূর্য্যবান্ পর্ব্বত, বৈদ্যুত গিরি, কুঞ্জরাচল,
ভোগবতী পুরী
ঋষভ পর্ব্বত।

পৃথিবীর অবসান
দীপ্তদেহ পুণ্যাত্মাদিগের অবস্থান
যমের রাজধানী—অন্ধকারাচ্ছন্ন পিতৃলোক।

---

* রামায়ণ মতে (সুগ্রীবের নির্দ্দেশানুসারে) কিষ্কিন্ধ্যা হইতে পৃথিবীতে চারিদিকে স্থল জল এইরূপ বিন্যস্ত। (কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড দেখ)। কিন্তু, কিষ্কিন্ধ্যা (অতদুর দক্ষিণ) হইতে না হইয়া তমসাতীরস্থ বাল্মীকি-আশ্রম হইতে এইরূপ ভাগটা ধরিলে বোধ হয় কতক সম্ভব হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুঁথি সংগ্রহ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধান উদ্দেশ্য,—প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাদির উদ্ধার। এই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য পরিষৎ প্রাচীন বাঙ্গালা-গ্রন্থ সংগ্রহ ও রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিস্তর প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি আজও অনেকের ঘরে অযত্নে, অজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া ক্রমশঃ নষ্ট হইতেছে। যাঁহারা মাতৃভাষার সেবা করিতেছেন কিম্বা যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুরাগী, তাঁহারা স্ব স্ব গ্রামে প্রত্যেকের ঘরে বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর ঘরে অনুসন্ধান করিলে, এরূপ পুঁথি অনেক পাইতে পারেন। পরিষদের সভ্য ও হিতৈষিগণ যদি স্ব স্ব চেষ্টায় এইরূপ পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিয়া, পরিষৎকে সাহায্য করেন ও মাতৃভাষার উন্নতিসাধনে যত্নপর হন, তাহা হইলে, এখনও অনেক গ্রন্থ ধ্বংসের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। অতএব অনুরোধ,—কোথায়, কাহার নিকট, কি পুঁথি আছে এবং পুঁথির সত্বাধিকারী তাহা কিরূপে হস্তান্তরিত করিতে চাহেন, যদি কেহ তাহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠান, তাহা হইলে পরিষৎ বিশেষ অনুগৃহীত হইবেন। এইরূপে পরিষদের পুস্তকালয়ে এ পর্য্যন্ত ২০০।২৫০০ পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রাদি লিখিবেন।

শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী,
অবৈতনিক সম্পাদক।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কার্য্যালয়,
১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী

সম্পাদক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ।

বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তর গ্রন্থ প্রাচীনকালে রচিত হইয়াছিল। সেকালে খৃষ্টান মিশনরী-দিগের যত্নে এবং বটতলার কতিপয় পুস্তকবিক্রেতার চেষ্টায় যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, অপ্রকাশিত গ্রন্থরাশির তুলনায় তাহার সংখ্যা অতি সামান্য। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজ সাত বৎসরকাল চেষ্টা করিয়া অমুদ্রিত বাঙ্গালা গ্রন্থরাশির যে সকল বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন, বাঙ্গালায় যে একটা প্রাচীন সাহিত্য ছিল, একথা তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। পরিষৎ ১৩০৭ সাল হইতে "প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" নাম দিয়া প্রতি দুই মাস অন্তর একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন। দশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে নেপালে নবাবিষ্কৃত বিদ্যাপতির পদাবলী, ছুটি খাঁর মহাভারত, প্রাচীন জয়দেব-চরিত, বাসু ঘোষের পদাবলী, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, নরোত্তমের রাধিকার মান-ভঙ্গ, ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। ডিমাই রয়াল ৮ পেজী আকারে ৮ ফর্ম্মা করিয়া এক এক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পরিষদের সভ্যগণ ইহা বিনা-মূল্যে প্রাপ্ত হন। অপর সাধারণকে ডাকমাশুল সমেত বার্ষিক ২৲ মূল্য দিতে হইবে। গ্রহণেচ্ছুকগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় নামধাম পাঠাইয়া গ্রাহক হউন।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী,
সহকারী সম্পাদক।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়,
১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিষৎ গ্রন্থাবলী

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

৩৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চেষ্টায় ও যত্নে মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের উদ্ধার হইতেছে। অযোধ্যাকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বটতলার ছাপা কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বেশী আছে এবং তাহার সহিত অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। মূল্য সকলের পক্ষে ।০ আনা মাত্র। উত্তরকাণ্ড যন্ত্রস্থ।

২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।

এই রসমঞ্জরীতে নায়ক-নায়িকার বর্ণনাছলে রাগানুগা ভক্তির উপদেশ আছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সংস্কৃত কবিতায় এবং বাঙ্গালা প্রাচীন মহাজন-পদাবলী হইতে উদাহরণাদি দেওয়া হইয়াছে। পীতাম্বর দাস প্রাচীন গ্রন্থকার। পরিষদের যত্নে ইহাও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা, পরিষদের সভ্যের পক্ষে ।০ আনা।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত।

এ পর্য্যন্ত পরিষদের চেষ্টায় বাঙ্গালায় বাইশখানি মহাভারতের অস্তিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বৃহৎ, আকার ৬৫০ পৃষ্ঠা। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরিষদের যত্নে ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় বাইশখানি মহাভারতের আলোচনা আছে। এই বিজয় পণ্ডিত মেল-বন্ধনকারী ঘটকরাজ দেবীবরের সমসাময়িক। ইঁহাকে প্রকৃতি করিয়াই পণ্ডিতরত্নী মেল হইয়াছে। মূল্য দুই খণ্ডের একত্র ১৸০ মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ ১।০ মূল্যে পাইবেন।

৪। শঙ্কর ও শাক্যমুনি — শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশের বক্তৃতা ৵০

৫। বৌদ্ধধর্ম্ম — শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১ম) বক্তৃতা ৵০

১৩৭।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পরিষৎ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

(পরিষদের সভ্যগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাইয়া থাকেন।)

বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধবিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে, কিন্তু কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ প্রভৃতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে; সেই অভাব মোচনার্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে বাঙ্গালা পরিভাষার আলোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এসিয়াটিক সোসাইটী যেমন দেশ-বিদেশে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রকাশ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপে বাঙ্গালা অমুদ্রিত পুথির বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালী মাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী, সহকারী সম্পাদক।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

রামায়ণ-তত্ত্ব

দ্বিতীয় ভাগ

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,

"বিশ্বকোষ প্রেস"

এ, এন্, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য ৩্ তিন টাকা। প্রতি সংখ্যা ৸৹ আনা।

১৩১১

২১শে কার্ত্তিক প্রকাশিত হইল।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৌরাণিক উল্লেখ।

বিষ্ণু—শঙ্খচক্রগদাধর পীতাম্বর হরি গরুড়-পৃষ্ঠে আসীন। বা ১৫

শ্যামবর্ণ শার্ঙ্গধর পীতাম্বর হরি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। উ ৬

চক্রধর বিষ্ণু গরুড়ারূঢ় হইয়া অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন। উ ৮, আ ২৩

পুরুষোত্তম বিষ্ণু শরবর্ষণদ্বারা রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া পাঞ্চজন্যনামক জলজ-শঙ্খ শব্দিত করিলেন। উ ৭

রাক্ষসগণ বিষ্ণুকর্ত্তৃক বহুবার পরাজিত হইয়া লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব স্ব পত্নীর সহিত পাতালে বাস করিতে গমন করিল। সালকটঙ্কটাবংশীয় বিখ্যাতবীর্য্য নিশাচরগণ তথায় সুমালীর আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। উ ৮

বিষ্ণু কমঠরূপ ধারণ পূর্ব্বক আপন পৃষ্ঠে মন্দরপর্ব্বত গ্রহণ করিয়া সমুদ্রমন্থনের সহায়তা করিতে লাগিলেন। বা ৪৫

নারায়ণ পাতাল হইতে পৃথিবী * উদ্ধার করেন। সু ৩৮

নৃসিংহ কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত রাক্ষসগণ প্রাণভয়ে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। উ ৭

স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল আক্রমণে প্রবৃত্ত ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি। ল ৭০

বলি-বীর্য্যহারী ভগবান্ হরি ত্রিলোকে ত্রিপাদ নিক্ষেপের পর পূর্ব্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। সু ১

বিষ্ণু যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রধারণপূর্ব্বক বলিকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ল ৫৯

নারায়ণকর্ত্তৃক হিরণ্যকশিপু ও অন্যান্য সুরশত্রুগণ নিহত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নমুচি, কালনেমি, সংহ্রাদ, রাধেয়, যমল, অর্জ্জুন, হার্দ্দিক্য, শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি মহাবল অসুর ও দানবগণ বিষ্ণুর নিকট সমরে পরাজিত হইয়াছে। উ ৬

বলি দৈত্য রাবণকে কহিলেন, "বৃত্র, দনু, শুক, শম্ভু, শুম্ভ, নিশুম্ভ, কালনেমি, মৃদু, প্রাহ্লাদি, কূট, বৈরোচন, যমল, অর্জ্জুন, কংশ, কৈটভ, মধু ইহারা হরিকর্ত্তৃক ক্ষয়প্রাপ্ত।" উ প্র ১

ইন্দ্র বিষ্ণুকে কহিলেন, "আমি আপনার অপরিমিত বল আশ্রয় করিয়া নমুচি, বৃত্র, বলি, নরক ও শম্বরকে বিনাশ করিয়াছি।" উ ২৭

বিষ্ণুকর্ত্তৃক নরকাসুর বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ল ৬৯

ভগবান্ বিষ্ণু মহাসুর মধুকৈটভকে বধ করিয়া বীরশোভা ধারণ করিয়াছিলেন। ল ৫৬

ভগবান্ বিষ্ণুর করচ্যুত চক্রের ন্যায় বেগে (হনুমান্) গমন করিতে লাগিলেন। ল ৭৩

বিষ্ণু যেমন সহস্রধারাযুক্ত জ্বালাকরাল চক্র ধারণপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে বিরাজিত হন। ল ৭০

---

* মূলে আছে "কৌশিকী", কোন টীকাকার অর্থ করিয়াছেন—"পুরাকালে ইন্দ্রের শ্রী পাতালে প্রবেশ করিলে নারায়ণ তাঁহাকে উদ্ধার করেন।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নারায়ণ হরি যেমন নাগ-শয়ন হইতে উত্থিত হন। উ ৩৭
বর্ষায় নিদ্রা নারায়ণকে প্রাপ্ত হয়। কি ২৮
সুরেশ্বর বিষ্ণু কমলাকে প্রাপ্ত হন। বা ৭৭
অমরগণ গন্ধর্ব্ববর্গ সমভিব্যাহারে মধুসূদনকে কহিলেন, "দেব তুমি সকল জীবের বিশেষতঃ সুরগণের একমাত্র গতি।" বা ১৫, ৪৫
সুরবৃন্দবন্দিত ভগবান্ বিষ্ণু। বা ১৫, ২৯
বিষ্ণু ভৃগুপত্নীকে নিহত করেন। বা ২৫
সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা সনাতন বিষ্ণু, যিনি নিত্যপুরুষ ও মহাযোগী, যিনি আদি অন্ত ও মধ্যহীন, জন্মজরানাশবিহীন, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ, যিনি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, যিনি শঙ্খচক্র-গদাধারী, যাঁহার বক্ষস্থল শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, যিনি অজেয় ও অটল, সেই সত্যপরাক্রম মহাযোগী শ্রীমান্ বিষ্ণু মানুষীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বানররূপী সুরগণ-পরিবৃত হইয়া রাক্ষস নিধন করেন। ল ১১২

রুদ্র—ত্রিপুরাসুর-সংহারক ভগবান্ ব্যোমকেশ। বা ৭৪
অন্ধক-নিসূদন ত্রিপুরারি কামরিপু মহাদেব। বা ২৩, ৭৪
ভূতগণবেষ্টিত ভগবান্ রুদ্র। আ ২৫
ভগবান্ ত্র্যম্বকের সহিত অন্ধকাসুরের যুদ্ধ হইয়াছিল। ল ৪৩
শ্বেতারণ্যে রুদ্রের নেত্রজ্যোতিতে ভস্মীভূত অন্ধকাসুর। আ ৩০
(গঙ্গা-সরযূ-সঙ্গম-স্থলে) রুদ্রের রোষানলে ভস্মীভূত হইয়া কাম অনঙ্গ হন। বা ২৩
যুগান্তে বিশ্বদহনার্থী ভগবান্ রুদ্র। আ ৬৫
যুগান্তে কালদণ্ডধারী রুদ্রের ন্যায় শোভা। ল ৬৫
ভগবান্ রুদ্র যেমন ললাটনেত্র হইতে সধূম অগ্নি উদ্গার করেন। কি ১৬
মহাদেব সূর্য্যের চক্ষু ও দন্তনাশক, ইনি ইন্দ্রের হস্ত ও বসুগণকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। উ প্র ৪
ভগবান্ রুদ্র কুপিত হইয়া বেদময় ধনু ধারণ করিয়া শোভিত হন। ল ৭৪
রাবণের অত্যাচারে কাতর হইয়া দেবগণ মহাদেবের আরাধনা করিলে তিনি কহিলেন, "তোমাদের হিতোদ্দেশে রাক্ষসকুলক্ষয়কারী এক নারী উৎপন্ন হইবে।" ল ৯৪
নীললোহিত মহেশ্বর দেবগণকে কহিলেন। উ প্র ৪
সমুদ্র মন্থনকালে বিষ্ণুর অনুরোধে রুদ্র উত্থিত হলাহল পান করেন। বা ৪৫
ভগবান্ রুদ্র যেমন নন্দী ও পার্ব্বতীর সহিত স্নানান্তে শোভা পান। আ ১৬
রুদ্রদেবের সমাধিপীঠ ও মহাবৃষকে কৈলাস পর্ব্বতে (হনুমান্) দেখিয়াছিলেন। ল ৭৩
দেব কার্ত্তিকেয় ও বিশাখ যেন দেবাদিদেব রুদ্রের অনুগমন করিতেছেন। বা ২২

ব্রহ্মা—চতুরানন ব্রহ্মা। বা ১৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সুরাসুরগণ ব্রহ্মাকে কহিলেন, "প্রজানাথ, আপনি চারিপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন।" উ ৩৫

স্বয়ম্ভুর ন্যায় (রাম) সকলের প্রেমাস্পদ। বা ১৮

ভূতগণের মধ্যে স্বয়ম্ভুর ন্যায় গুণবান্ (রাম)। বা ৭৭

সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ ও বিবিধবিদ্যা যেমন সৃষ্টিপ্রপঞ্চ বিস্তারের জন্য সর্ব্বলোকপ্রভু ভগবান্ স্বয়ম্ভুর উদ্বোধন করিয়াছিলেন। অ ১৪

ব্রহ্মা যেমন সুররাজকে সুররাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন। অ ১৬

প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন পুত্রগণকে তপশ্চরণার্থ আদেশ করেন। অ ৩৪

ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদশ্রুতির ন্যায় (জানকী বাল্মীকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন)। উ ৯৬

কমলযোনি (ব্রহ্মা) কহিলেন। বা ১৫

(রণস্থলে অসুররাজ শম্বরের পুত্রকে বিনাশ করিয়া) রাম ব্রহ্মা * হইতে দিব্যাস্ত্র লাভ করেন। অ ৪৪

রাবণ কহিলেন, "সুরাসুরযুদ্ধে প্রসন্ন হইয়া স্বয়ম্ভু আমায় যে ভীষণ শর ও শরাসন দিয়াছেন।" ল ৯২

(হনূমান্) হিমালয়ের কোন স্থানে ব্রহ্মালয়, কোথাও ব্রহ্মকোষ, কোথাও দীপ্ত ব্রহ্মশির দেখিয়াছিলেন। ল ৭৩

অগ্নি—হুতাশন যেমন অমৃতের রক্ষক। বা ২১

অরণিকাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্ধার করিয়া থাকে। অ ৩০

হুতাশন সুরগণনিয়োগে রুদ্রতেজে প্রবেশ করিলে উহা শ্বেতপর্ব্বত ও অত্যুজ্জ্বল শরবনরূপে পরিণত হয়। বা ৩৬

বায়ুবহ্নিসংযোগের ন্যায় মিলন। আ ৩১

অগ্নির স্বাহার ন্যায় সকলের অধীশ্বরী। সু ২৪

অগ্নি যেমন ইন্দ্রকে হব্য কব্য প্রদান করিয়া থাকেন। সু ৩৭

অগ্নি বায়ু ও সোম শুভকর্ম্মের প্রভাবে স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অ ১০৯

ইন্দ্র—ইন্দ্র যেমন বামন দেবকে দেবলোকে লইয়াছিলেন। বা ১১

দেবমাতা অদিতি যেমন সুরেশ্বর বজ্রধর পুরন্দরকে প্রাপ্ত হন। বা ১৮, অ ১

ইন্দ্র যেমন বৃহস্পতির প্রত্যুদ্গমন করেন। বা ১৮

দেবাসুরসংগ্রামে বিজয়ী ইন্দ্র। বা ৪৫

(দশরথ ধর্ম্মতঃ প্রজাপালনপূর্ব্বক) দেবলোকে ইন্দ্রের ন্যায় রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন। বা ৭

---

* এই পদ লইয়া টীকাকারগণের দারুণ মতভেদ। একজন অর্থ করেন—"ব্রহ্মা অর্থে বিশ্বামিত্র অর্থাৎ দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্ত্তা; তিমিধ্বজ (শম্বর) পুত্র অর্থে উপসুন্দ-নন্দন সুবাহু।" অর্থাৎ তাড়কা নিধনকালের অস্ত্রলাভ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যেমন অমরাবতী রক্ষা করিয়া থাকেন। বা ৬
সহস্রচক্ষু ইন্দ্র। ল ১৩
সুর, সিদ্ধ ও ঋষিগণের পূজিত ইন্দ্র। বা ১৬
ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র অমরাবতী প্রতিষ্ঠা করেন। বা ৩৩
ইন্দ্রের কারণ ষণ্ডমেষ-ভক্ষণনিয়ম পিতৃদেবসমাজ হইতে প্রচলিত হয়। বা ৪৯
বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের উদ্দেশে ইন্দ্র কোকিলরূপ ধারণ করিয়া কলকণ্ঠে কুহুরব করিয়াছিলেন। বা ৬৪
ইন্দ্র দ্বিজাতি বেশে বিশ্বামিত্রের প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বা ৬৫
দেবদূতেরা যেমন ইন্দ্রের আদেশে বিষ্ণুকে আনিতে যায়। বা ৭০
সুররাজ ইন্দ্র মুষলধারে বারি বৃষ্টি করেন। বা ৯
ইন্দ্র শিলাবৃষ্টি দ্বারা শস্য নাশ করেন। আ ৩৪
ইন্দ্রের সহকারী (নরেন্দ্র দশরথ)। বা ১১
বিরোচনসুতা মন্থরা ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়। বা ২৫
অমৃত উদ্ধার সময়ে বজ্রধর ইন্দ্র দৈত্য দলন করেন। বা ৪৫
ঐরাবতস্বামী পুরন্দর ইন্দ্র। উ ২৯
ইন্দ্র যেমন দেবগণের প্রধান ও রাজা।* আ ৩৭
ইন্দ্র যেমন বজ্র ধারণ করিয়া থাকেন। আ ১২
বসুগণ যেমন ইন্দ্রকে অভিষেক করেন। ল ১২৯
নমুচি যেমন ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়। আ ২৮
ইন্দ্র নমুচির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াছিলেন। কি ১১
পুরন্দর ইন্দ্র যেমন যুদ্ধে বজ্রপ্রহারে নমুচির প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। ল ৫৬
ফেণনিহত নমুচি। আ ৩০
ইন্দ্রের অশনি-ছিন্ন বল। আ ৩০
পূর্ব্বকালে বল বাসবযুদ্ধের ন্যায় (রাবণ-অর্জ্জুনের সংগ্রাম)। উ ৩২
বজ্রাহত বৃত্র। আ ৩০
বৃত্রাসুরের এক হস্ত ইন্দ্রের দুই হস্তের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হয়। সু ২১
বজ্রাস্ত্র বৃত্রাসুরকে দগ্ধ করিয়াছিল। উ ৮৫
শচীপতির হস্তে শম্বরাসুর নিহত হয়। ল ৬৯
পুরন্দর ইন্দ্র (বৃত্রবধে) ব্রহ্মহত্যা পাতকে পাতকী হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া পবিত্র হন। উ ৮৪

* গৌতম মুনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দেন, তোমার এই ইন্দ্রত্বপদও আর স্থায়ী হইবে না। যখন যে ব্যক্তি ইন্দ্রত্বলাভ করিবে, তখন সে কদাচ এই পদে স্থায়ী হইবে না। উ ৩০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইন্দ্র যেমন শচীকে আনয়ন করেন। আ ৪০

অনুহ্লাদ গর্ব্বিত পুলোমের সম্মতি লইয়া শচীকে অপহরণ করিয়াছিল, কিন্তু ইন্দ্র উহাদিগকে বিনাশ করিয়া শচীকে উদ্ধার করেন। কি ৩৯

সমস্ত দেবগণের সহিত ইন্দ্র রাবণের নিকট পরাজিত হন। উ ২—২৯

ইন্দ্রসদৃশ বরুণপ্রভাব (রাম)। আ ৬৭

পুরন্দর ইন্দ্র কোপপরবশ হইয়া বিশ্বকর্ম্মাপুত্র বিশ্বরূপের শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন। ল ৬৯

বজ্রপাণি মহর্ষি বিশ্বরূপের প্রাণ সংহার করিয়া যজ্ঞ করেন। ল ৮২

সুররাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপবধে পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কি ২৪

ইন্দ্রজিতের বন্দিত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্র বৈষ্ণবযজ্ঞ করিয়া শুদ্ধ হন। উ ৩০

ইন্দ্র পর্ব্বতগণের পক্ষচ্ছেদ করেন। অ ১

সুররাজ ইন্দ্র পর্ব্বতে বজ্রপাত করিয়াছিলেন। আ ২

সুররাজ বজ্রপ্রহারে সুমেরুকে চূর্ণ করিয়াছিলেন। ল ৫৯

দেবরাজ ইন্দ্র শত সংখ্যা যজ্ঞ আহরণপূর্ব্বক দেবলোক লাভ করিয়াছেন। অ ১০৯

ইন্দ্রের হস্ত হইতে হিরণ্যকশিপু ভার্য্যা লাভ করিয়াছিলেন। * সু ২০

রাহু দেবরাজকে কহিল, "তুমি আমার ক্ষুধাশান্তির নিমিত্ত চন্দ্র সূর্য্যকে দিয়া আবার অন্যকে এক্ষণে কেন দিয়াছ?" উ ৩৫

সূর্য্য—প্রভা যেমন সূর্য্যের (সীতা তেমনি রামের)। সু ১১

সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে গ্রহণ করে। আ ১৮

সূর্য্যানুসারিণী সুবর্চ্চলা। অ ৩০

প্রলয়ের সূর্য্য যেমন জ্যোৎস্না বিলুপ্ত করিয়া উদিত হয়। আ ৬৪

সূর্য্য লোকের কার্য্যাকার্য্য সমস্তই জানেন, তিনি সত্যমিথ্যার সাক্ষী। আ ৬৩

সূর্য্য যেমন অন্ধকারের অনুসরণ করেন। উ ৩২

চন্দ্র—চন্দ্রের প্রণয়িনী রোহিণী। সু ২৪

রাহু যেমন চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হয়। আ ২৮

ধর্ম্মবিদ্ সোম রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া ত্রিলোক মধ্যে শাশ্বত কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। উ ৮৩

সূর্য্যোদয়ের সময়েই সুরসারথি মাতলি দানবজয়ে উৎসাহিত করিবার জন্য সুররাজের উদ্বোধন করেন। অ ১৪

কার্ত্তিকেয়—শিখিপুচ্ছারূঢ় বীর কার্ত্তিকেয় হস্তে শক্তি ধারণে যেমন শোভিত হন। ল ৬৯

সুরসৈন্য তারকাসুরসংহারকসংগ্রামে যেরূপ শোভা পাইয়াছিল। ল ৪

কার্ত্তিকেয় নিতান্ত সুকুমার হইলেও একদিনে দানব-সৈন্যকে স্বীয় ভুজবলে পরাজিত করেন। বা ৩৭

---

* মূলে ভার্য্যা স্থানে কীর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কুমার নিক্ষিপ্ত শক্তি ক্রৌঞ্চগিরিকে ভেদ করিয়াছিল। ল ৫৯
অমরগণ কার্ত্তিকেয়কে আপনাদের সেনাপতিপদে অভিষেক করিয়াছিলেন। বা ৩৭

অশ্বিনীকুমার—অশ্বিনীকুমারের ন্যায় স্বরূপ। বা ৪৮
অশ্বিনীকুমারযুগল যেমন শুক্রাচার্য্যের প্রীতি সংহিতার অনুবর্ত্তী হন। উ ১০৬
অশ্বিনীকুমারেরা যেন পিতামহ ব্রহ্মার অনুগমন করিতেছেন। বা ২২

বিবিধ দেব—উমা তাপসী হইয়া কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। বা ৩৫
দেবী পার্ব্বতী রাক্ষসগণকে সদ্য গর্ভধারণ, সদ্যপ্রসব ও সদ্যই মাতার বয়ঃপ্রাপ্তি বর দেন। উ ৪
গঙ্গা সমুদ্রের ভার্য্যা। অ ৫২
লক্ষ্মীর ন্যায় স্বরূপা (জানকী)। বা ৭৭
পদ্মের উপর দেবী কমলা পদ্মহস্তে বিরাজমানা। সু ৭
সরোজশূন্যা দেবী কমলার ন্যায়। আ ৪৬
অপ্সরোগণ দেবী কমলার পরিচর্য্যা করে। সু ২০
পাশধারী কৃতান্ত। ল ৬৫
কালান্তক যমের ন্যায় করাল দর্শন। বা ৩০
কৃতান্ত যেমন কালচক্র আকর্ষণ করেন। কি ১৬
ভূতগণপরিবৃত কৃতান্ত। ল ৫৯
মিত্র রাজসূয়যজ্ঞপ্রভাবে বরুণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। উ ৮৩
বরুণ যেমন ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ল ২৬
পুরাকালে দেবদানবযুদ্ধে দানবগণ দেবগণকে দানবী মায়ায় মুগ্ধ করিয়া বিনাশ করিতে থাকে, তখন দেবগুরু বৃহস্পতি সমন্ত্র-বিদ্যাপ্রভাবে ও ঔষধপ্রয়াগে তাহাদের চিকিৎসা করেন। ল ৫০
দেবী উমা, ব্রহ্মা, বরুণকন্যা পুঞ্জিকাস্থলী ও রম্ভা রাবণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ল ৬০
দেবগণ যেমন সুধর্ম্মা নাম্নী দেবসভায় প্রবেশ করেন। অ ৫৬
নগরাকার বিমানে চড়িয়া দেবগণ আসিলেন। বা ৪৩
দেবলোকে সিদ্ধগণের তপোলব্ধ বিমান। বা ৫
রাম কেতুর ন্যায় বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বা ১৮
(দশরথ) সুররাজ ইন্দ্র ও কুবেরের অনুরূপ ছিলেন। বা ৬
(দশরথের) হ্রী শ্রী ও কীর্ত্তি তুল্য তিন মহিষী। বা ১৫
গার্হপত্য প্রভৃতি ত্রিবিধ অগ্নি। কি ১৩

বিবিধ—পর্ব্বত যেমন সহস্রপাদ পৃথিবীকে রোধ করিয়া থাকে উ ৩২
পৃথিবীভেদ সনাতন, যুগে যুগে ঘটিয়া থাকে। বা ৪০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সমুদ্র দানবগণের নিবাসস্থল। ল ২১

সমুদ্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন "আমি বেলা লঙ্ঘন করিব না।" অ ১২

হনুর পুচ্ছাগ্নি লাগিয়া লঙ্কায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ ভগ্ন হইয়া পড়িতে লাগিল, বোধ হইল যেন পুণ্যক্ষয়ে সিদ্ধগণের আবাস গগনতল হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছে। সু ৫৪

বিহগরাজ গরুড় যেমন ভুজঙ্গকে হরণ করে। সু ২০

সমুদ্র যেমন মাতৃত্বঃখজনকরূপ অধর্ম্মে নরকবাসতুল্য দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অ ২১

বায়ু-বহ্নি সংযোগের ন্যায় মিলন। আ ৩১

সৌদামিনী বিদ্যুৎ। আ ৭৪

পুরাকালে ক্ষুদ্‌ব্যথা (নাম্নী) নারী দেবগণ কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া দানবগণকে ভক্ষণ করিয়াছিল। ল ৯৪

নানাবিধ—পরম তাপস মহর্ষি কাশ্যপ নিয়ত গৃহে থাকিয়া মাতৃসেবাদ্বারা স্বর্গলাভ করেন। অ ২১

দ্যুমৎসেন-পুত্র সত্যবানের সহধর্ম্মিণী সাবিত্রীর ন্যায় বশবর্ত্তিনী। অ ৩০

অমৃতপ্রার্থী গরুড় যেমন অমৃত হরণ করিয়াছিলেন। আ ৩০

গরুড়ের নিকট ভুজঙ্গের ন্যায় নির্বিষ। আ ৫৬

যমদণ্ড সদৃশ বশিষ্ঠের ব্রহ্মদণ্ড প্রলয় কালীন বিধূম পাবকের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। বা ৫৫

শতপর্ব্ব বজ্র। বা ৪৬

দশরথ অমরগণকেও সমরে রক্ষা করিয়াছিলেন। আ ৩৮

মহারাজ সগর শৈব্য দিলীপ জনমেজয় নহুষ ধুন্ধুমার এই সমস্ত মহাত্মা যে গতি লাভ করিয়াছেন। অ ৬৪

সপক্ষ মাল্যবান্ পর্ব্বত। আ ৫১

উর্ব্বশী যেমন পুরুরবাকে পদাঘাত করিয়া অনুতাপ করিয়াছিলেন। আ ৪৮

ময়দানব যেমন আসুরী মায়াকে রক্ষা করে। আ ৫৪

রাজা যযাতি স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহার অধোগতি হয়। আ ৬৬

দানবহৃত দেবশ্রুতি। কি ৬

হয়গ্রীব যেমন শ্বেতাশ্বতরীরূপিণী শ্রুতিকে আনিয়াছিলেন। কি ১৭

মহর্ষি বিশ্বামিত্র সুরসুন্দরী ঘৃতাচীর (মেনকার ?) অনুরাগে আসক্ত হইয়া দশবৎসর কাল দিবসমাত্র অনুমান করিয়াছিলেন। কি ৩৫

সুবর্চ্চলা যেমন সূর্য্যের, শচী যেমন ইন্দ্রের, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের, রোহিণী যেমন চন্দ্রের, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, সুকন্যা যেমন চ্যবনের, সাবিত্রী যেমন সত্যবানের, শ্রীমতী যেমন কপিলের, দময়ন্তী যেমন নলের। (সেইরূপ সীতা রামের অনুরাগিণী)। সু ২৪

সর্পেরা যেমন সুধারস পান করিয়াছিল। উ ৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাবণের উপহাসে ক্রুদ্ধ হইয়া কৈলাসে নন্দীশ্বর রক্ষরাজকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। উ ১৬
ভূতগণবেষ্টিত রুদ্রের ন্যায় রাবণের শোভা। ল ৫৯
রাবণ ইন্দ্র ও যমের দর্পহারী। ল ১১২
রাবণ যমের অধিকারে অবগাহনপূর্ব্বক জয়সিদ্ধি ও মৃত্যুরোধ করিয়াছিলেন। ল ১১২
রাবণের ভয়ে বায়ু বেগে বহে না, সূর্য্য তাপ দেন না। বা ১৫
রাবণযুদ্ধে সুরাসুর যক্ষ নিবাত-কবচ প্রভৃতি দানবগণকে দমন করিয়াছিলেন। ল ১১২
লক্ষ্মণ কার্ত্তবীর্য্য অপেক্ষা বীর। ল ৪৯
পৃথিব্যাদি সপ্তলোক। সু ২০
রাবণ এক সময় শঙ্করকেও টলাইয়াছিলেন। ল ১১২
ইক্ষ্বাকুবংশীয় অনরণ্যরাজা ও ঋষিকুমারী বেদবতী রাবণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। ল ৯০
দশরথের স্বর্গীয়-মূর্ত্তি রামকে কহিলেন, "অষ্টাবক্র দ্বারা ধর্ম্মাত্মা কহোড় ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমাসম পুত্রদ্বারা আমি উদ্ধার পাইয়াছি।" ল ১২০
সুগ্রীব কুম্ভকে বলিলেন, "তুমি বিক্রমে প্রহ্লাদ ও বলির তুল্য।" ল ৭৫
ঊর্দ্ধ্বঋষির ক্রোধানল জলোদসমুদ্রে বড়বানলরূপে বিরাজিত। কি ৪০
মহাত্মা কুম্ভসম্ভব অগস্ত্য। উ ৫৭
তাপসবর অগস্ত্য জীবলোকের দুরাধর্ষ ইল্বল বাতাপি দানবদ্বয়কে বিনষ্ট করিয়া দক্ষিণদিক্ ভয়শূন্য করেন। আ ১১
বৃত্রবধে ইন্দ্র ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, নহুষ রাজা বহুবর্ষ দেবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। উ ৫৬
মহর্ষি নিশাকর সম্পাতি গৃধ্রকে বলেন, "আমি পুরাণে শুনিয়াছি এবং তপোবনেও দেখিলাম, ভবিষ্যতে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটিবে। ইক্ষ্বাকুবংশে রাজা দশরথের রাম নামে একপুত্র জন্মিবে......ইত্যাদি।" (রাম বনে আসিবার ৮০০০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।) কি ৬৩

জ্যোতিষ।

অশ্লেষা[৭] উত্তরফল্গুনী[৫] উত্তরভাদ্রপদ[৭] কৃত্তিকা[১০] কেতু[৮] চিত্রা[৮] তিষ্য[৩] ত্রিশঙ্কু[২] ধূমকেতু[৬] ধ্রুব[৪] নিঋতি[৬] পুনর্ব্বসু[৩] পুষ্যা[৭] পূর্ব্বভাদ্রপদ[৭] প্রাজাপত্য[৬] বশিষ্ঠ[৪] বিশাখ[৪] বুধ[২] বৃহস্পতি[২] ব্রহ্মরাশি[৪] ভৌম[৩] মঙ্গল[২] মঘা[৫] রাহু[৬] রোহিণী[৬] শনৈশ্চর[২] শুক্র[৪] শ্রবণ[৩] স্বাতী সপ্তর্ষিমণ্ডল[৪] হস্তা[৯]

(ভূতগণ, পিশাচ, বিনায়কগণ, কবন্ধ)

২ অ ৪১, ৩; সু ৫৭, ৪; ল ৪৭; বা ৭২, ৬; ল ১০২, ৭; বা ১৮, ৮; অ ৫৬, ৯; ল ৪, ১০; বা ৩৭।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রোহিণী যেমন চন্দ্রের অনুগমন করে। বা ১
চন্দ্র যেমন নক্ষত্রগণকে শাসন করেন। বা ৬
পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত নীহার-নির্ম্মুক্ত শশধর। বা ২৯
পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদের ন্যায় চারিপুত্র। বা ১৮
পুষ্যাবিহারী চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন। অ ২
রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায়। অ ৩৪
ত্রিশঙ্কু মঙ্গল বৃহস্পতি ও বুধ প্রভৃতি গ্রহসকল চন্দ্রে সংক্রান্ত হইয়া অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। অ ৪১
চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন আকাশে বৃহস্পতি ও শুক্রের সহিত মিলিত হয়। অ ৯৯
চিত্র সঙ্গত চন্দ্রের ন্যায় শোভা। অ ১৬
মহাউল্কা রোহিণীর দিকে ধাবমান। আ ১৮
গ্রহসমূহ যেমন চন্দ্র ও সূর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া যায়। আ ২১
তারাগণ মধ্যে উদিত মঙ্গলগ্রহের ন্যায়। আ ২৫
রাহু যেমন চন্দ্রপ্রভাকে হরণ করে। আ ৩৬
কেতুগ্রহ যেমন শশাঙ্কহীনা রোহিণীর, শনি যেমন চিত্রার সন্নিহিত হয়। আ ৪৬
বুধ যেমন গগনে রোহিণীকে আক্রমণ করে। আ ৪৯
গগনে যেমন বুধ ও শুক্রের যুদ্ধ। কি ১২
অশ্বিনী পূর্ণিমায় উত্থিত শক্রধ্বজের ন্যায়। কি ১৬
কেতুগ্রহ নিপীড়িত রোহিণীর ন্যায়। সু ১৫
চন্দ্রের সহিত রোহিণীর ন্যায় মিলন। সু ৩৭
চন্দ্র যেমন প্রতি নক্ষত্রে সংক্রমণ করিয়া থাকেন। ল ৪১
জ্যোতিশ্চক্রের গতিপথের বহির্ভাগে বিশ্বামিত্র-সৃষ্ট নক্ষত্রসকল বিরাজমান। বা ৬০
জ্যোতিশ্চক্রগত সূর্য্যের ন্যায়। সু ১

জন্ম—(গর্ভধারণের) ছয় ঋতু অতীত, দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে, চৈত্রের নবমী তিথিতে, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে, রবি মঙ্গল শনি শুক্র ও বুধ এই পঞ্চগ্রহের মেষ মকর তুলা কর্কট ও মীন এই পঞ্চরাশিতে সংস্থার এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কটরাশিতে উদিত হইলে রাম প্রসূত হন। বা ১৮
ভরত—পুষ্যা নক্ষত্রে ও মীন লগ্নে জাত। বা ১৮
শত্রুঘ্ন ও লক্ষ্মণ—কর্কটে সূর্য্য উদিত হইলে অশ্লেষা নক্ষত্রে জাত। * বা ১৮

মৃত্যু—সূর্য্য মঙ্গল ও রাহু এই তিন দারুণগ্রহ জন্মনক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছে—ইহা বিপদ-সূচক, মৃত্যুও ঘটিতে পারে। অ ৪

* সৌমিত্রিদ্বয় এক লগ্নে এক রাশিতে জাত—যমজ। বা ১৮, ১৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিবাহ—অদ্য মঘা নক্ষত্র, আগামী তৃতীয় দিবসে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র, ঐ দিবসে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। বা ৭১

যাত্রা—অদ্য উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র, কল্য হস্তা নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইবে, চল আমরা এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধযাত্রা করি। ল ৪

অভিষেক—আগামী দিবস চন্দ্রের পুষ্যা-সংক্রমণ, শুভলগ্নে বৃহস্পতি দেবতা, ঐ দিনেই রামকে রাজ্যে অভিষেক করা যাইবে। অ ২৬

বিশ্রবা মহর্ষি বিবাহ করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রসিদ্ধ বুদ্ধিযোগে ভাবী পুত্রের শ্রেয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। উ ৩

রণযাত্রাকালে লক্ষ্মণ চতুর্দ্দিকে সুলক্ষণ নিরীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন,....."সূর্য্য নির্ম্মল, শুক্র উজ্জ্বল, ধ্রুব পূর্ণপ্রভায় শোভা পাইতেছেন; সপ্তর্ষিমণ্ডল দীপ্তজ্যোতিতে উহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ঐ দেখুন অগ্রে আমাদের পূর্ব্বপিতামহ রাজর্ষি ত্রিশঙ্কু পুরোহিত বশিষ্ঠের সহিত বিরাজিত আছেন। বিশাখা আমাদিগেরই কুলনক্ষত্র, এক্ষণে উহা উপদ্রবশূন্য হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। নিঋতিদৈবত মূলনক্ষত্র নিরন্তর দণ্ডাকার ধূমকেতুদ্বারা স্পৃষ্ট ও সন্তপ্ত হইতেছে। উহাই রাক্ষসগণের কুলনক্ষত্র—লোকের আসন্নকালে কুলনক্ষত্র গ্রহপীড়িত হইয়া থাকে। ল ৪

চরাচরের অহিতকর বুধগ্রহ রামরূপ চন্দ্রকে রাবণরূপ রাহুগ্রস্থ দেখিয়া প্রাজাপত্য নক্ষত্র ও শশিপ্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ করিল......কঠোর সূর্য্য সহসা কৃষ্ণবর্ণ ও ক্ষীণরশ্মি হইয়া পড়িল; উহার ক্রোড়ে প্রকাণ্ড কবন্ধ এবং উহা স্বয়ং ধূমকেতুর সহিত সংসক্ত দৃষ্ট হইল। ভৌমগ্রহ ইন্দ্রাগ্নিদৈবত কোশলরাজগণের কুলনক্ষত্র বিশাখাকে আক্রমণপূর্ব্বক অন্তরীক্ষে অবস্থান করিল। ল ১০২

নীতি-প্রবাদ।

ধর্ম্ম—ধারণ করেন বলিয়া ধর্ম্ম এই নাম হইয়াছে। ধর্ম্মই মনুষ্যবর্গকে ধারণ করিয়া আছে। ধর্ম্মদ্বারাই ত্রৈলোক্য বিধৃত রহিয়াছে। উ, প্র ২

ধর্ম্ম হইতে অর্থ, ধর্ম্ম হইতে সুখ এবং ধর্ম্ম হইতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়। ফলতঃ জগতে ধর্ম্মই সার পদার্থ। আ ৯

সত্য—সত্যই ব্রহ্ম, সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, সত্যই অক্ষয় বেদ, সত্যের প্রভাবে পরমপদ লাভ হয়। অ ১৪

সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম সকলের মূল। অ ১০৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সত্যবাক্য লোকান্তরে মনুষ্যের হিতকর হয়। অ ১৮

সত্যপর হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ তাঁহাকেই ভূমি যশ ও কীর্ত্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে। অ ১০৯

যে সভায় বৃদ্ধ নাই, তাহা সভা নয়; যে বৃদ্ধ ধর্ম্মানুগত কথা বলেন না, তিনি বৃদ্ধ নন; যে ধর্ম্মে সত্য নাই, তাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে; যে সত্যে ছল আছে, তাহা সত্যই নহে। উ, প্র ৩

প্রতিজ্ঞা—প্রতিজ্ঞাপালন মহত্বের লক্ষণ; সত্যশীল মহাত্মারা কদাচ কথার অন্যথাচরণ করেন না। ল ১০১

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে কুল ক্ষয় হয়। বা ২১

যাহারা প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ, তাহাদের নরক হয়। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে ধর্ম্মক্ষতি। উ ১০৬

বাক্য ভাল বা মন্দ যেরূপই হউক, একবার ওষ্ঠের বাহির হইলে তাহা রক্ষা করাই উৎকৃষ্ট বীরের লক্ষণ। কি ৩০

একটি অশ্বের জন্য মিথ্যা কহিলে, শত অশ্বের, একটি ধেনুর জন্য মিথ্যা কহিলে, সহস্র ধেনুর হত্যা-পাপে দূষিত হইতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালনে বিমুখ, তাহার আত্মহত্যার পাপ জন্মে এবং সে পূর্ব্বপুরুষগণের সদ্গতিরও কণ্টক হয়। কি ৩৪

যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক, পিতা মাতা বা ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া রক্ষা না করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অ ২১

ক্ষমা—ক্ষমা দান, ক্ষমা সত্য, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা যশ, ক্ষমা ধর্ম্ম, ক্ষমাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। বা ৩৩

স্ত্রী বা পুরুষ ক্ষমা উভয়েরই ভূষণ। বা ৩৩

বাক্য—অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। আ ৩৮

মৃত্যু যাহাকে লক্ষ্য করে, সুহৃদের বাক্য তাহার অসহ্য হইয়া উঠে। আ ৪১

যদি বালকের কথা শ্রেয়স্কর হয়, তাহা গ্রহণ করা উচিত। উ ৮৩

যাহার আয়ুঃ শেষ হইয়া আইসে, সুহৃদের হিতকর বাক্য তাহার অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। ল ১৬

দান—দত্ত বস্তুর পুনরায় দান মহাফলজনক। উ ৭৬

দান গ্রহণ না করা কোনমতে শ্রেয়স্কর নহে। বা ৬৯

অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক কাহাকেও কোন দ্রব্য প্রদান করিও না, অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা-ভূত দান দাতাকে নিঃসংশয়ে বিনাশ করে। বা ১৩

ইহলোকে স্ত্রীদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর নাই। কি ২৪

যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব দেবস্ব স্ত্রীধন বালকের ধন ও নিজে দান করিয়া পুনর্ব্বার তাহা হরণ করে, সে যাবতীয় ইষ্টের সহিত বিনষ্ট হয়। উ, প্র ২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রাহ্মণের ও দেবতার ধন হরণ করিলে "বীচি"নাগক ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়। উ, প্র ২

কর্ম্মফল—কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। কি ১৮

মনুষ্য শুভ বা অশুভ যেরূপ কার্য্য করুক, তাহার অনুরূপ ফল তাহাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে হয়। ল ১১২

জীব স্বীয় গুণদোষে পুণ্য পাপজনক যে যে কর্ম্ম করে, দেহান্তে ব্যগ্র না হইয়া ফলাফল ভোগ করে। কি ২১

জীবলোকে কর্ম্মফল প্রাক্তনানুসারে ঘটিয়া থাকে। কি ৫৭

লোক প্রাক্তন কর্ম্মের অধীন, কিন্তু কাল আবার সেই প্রাক্তন কর্ম্মের সহকারী। ঈশ্বর স্বয়ং কালকে অতিক্রম করিতে পারেন না। কি ২৫

প্রাক্তনকর্ম্ম দুরতিক্রমণীয়; পূর্ব্বজন্মে যাহার বীজ সঞ্চিত আছে, সেই সুখ ও দুঃখ কখন যত্নলভ্য কখন বা অযত্নলভ্য। এক স্থানে থাক বা নাই থাক, তাহা নিশ্চয় ভোগ করিতে হইবে। উ ৫৪

সমাধিদ্বারা তত্ত্বদর্শন এবং কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান বিহিত; ইহা ত্যাগ করিয়া কর্ম্মফল অনুসন্ধান উচিত বোধ হয় না। কি ৩০

কাল একান্তই দুর্নিবার, যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে। আ ৭২

লোকে ফলোন্মুখী দৈবকে অর্থ ইচ্ছা বিক্রম ও আজ্ঞা কিছুতেই নিবারণ করিতে পারে না। ল ১১১

কাল উৎপত্তির কারণ এবং কালই কর্ম্মের ফলদাতা। ল ৩২

সুখ ধর্ম্মের ফল, তাহা অধর্ম্মের ফল দুঃখের সহিত ভোগ করা একান্ত দুষ্কর, এবং পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম পরবর্ত্তী ধর্ম্মকেও কদাচ বিলুপ্ত করিতে পারে না। সু ৫১

পুরুষ স্বকৃত পুণ্যবলেই ধনসমৃদ্ধিরূপ বল ও বীরত্ব লাভ করে। উ ১৫

এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়া যাহা শুভ তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয়। অ ১০৯

কর্ম্মযোগানুবর্ত্তী হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হইতেছে; নতুবা কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত দুরাসদ ও বীর্য্যবান কর্ম্মের ফলানুসন্ধান উচিত নহে। কি ৩০

স্ত্রী—স্ত্রীলোকের স্বামী পরিত্যাগ অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা আর নাই। অ ২৪

পরপুরুষস্পর্শ পতিব্রতার একান্ত দূষণীয়। সু ২১

স্বামী স্ত্রীজাতির ভূষণ অপেক্ষাও শোভাবর্দ্ধন। কি ১৬

বৈধব্যদুঃখ কুলস্ত্রীদিগের পক্ষে সকল ভয় অপেক্ষা প্রবল। উ ২৫

স্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু পতিই গুরু। তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয়, স্ত্রীলোকের তাহাও কর্ত্তব্য। উ ৪৮

গৃহ বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নহে, লোকাপসারণও স্ত্রীলোকের আবরণ নহে—

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইহা রাজ-আড়ম্বর মাত্র ; চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। ল ১১৬

নারীর পক্ষে স্বামীর অপ্রিয় হওয়াই প্রথম মরণ। * ল ৩২

পতিব্রতা প্রমদার চক্ষের জল অকস্মাৎ ভূমে পড়িলে, নিশ্চয় একটা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। ল ১১২

পতি ও পত্নী উভয়েই অভিন্ন—ইহা যজ্ঞে অধিকারও বেদ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। কি ২৪

স্ত্রীলোক যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন ভর্ত্তাই তাহার দেবতা ও প্রভু।……যে নারী ব্রতোপবাসশীল হইয়া ভর্ত্তৃ সেবা না করে, তাহার অধোগতি লাভ হয় ; ভর্ত্তৃসেবা করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। দেবতাকে পূজা ও নমস্কার করিতে যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার ভর্ত্তৃসেবা করাই শ্রেয়—বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির এইরূপ ধর্ম্মই নির্দ্দিষ্ট আছে। অ ২৪

পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারা আপন আপন কর্ম্মের ফল আপনারাই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একমাত্র ভার্য্যাই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। অ ২৭

স্ত্রীলোকেরা আপনি আপনাকেও উদ্ধার করিতে পারে না ; ইহলোক বা পরলোকে কেবল পতিই তাহার গতি। অ ২৭

যে স্ত্রী দান ধর্ম্মানুসারে যাহার হস্তে জল প্রোক্ষণপূর্ব্বক প্রদত্ত হইয়াছে, পরলোকে সে তাঁহারই হইবে। অ ২৯

যে নারী প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে স্বামী সেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহ-লোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। অ ৩৯

স্ত্রীলোকের তিনটি গতি ;—প্রথম পতি, দ্বিতীয় পুত্র, তৃতীয় জ্ঞাতি, এতদ্ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। অ ৬১

পতিসেবাই স্ত্রীলোকের তপস্যা। অ ১১৮

যে সকল স্ত্রীলোকের ধর্ম্মজ্ঞান আছে, স্বামী গুণবান্ বা নির্গুণই হউন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। অ ৬২

স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ করা স্ত্রীলোকের উচিত নহে। আ ৪৩

স্বামী অনুকূল বা প্রতিকূলই হউন, নগরে বা বনেই থাকুন, যে নারী একমাত্র তাঁহাকে প্রিয় বোধ করেন, তাঁহার সদ্গতি লাভ হয়। অ ১১৭

অনুচিত বাক্য প্রয়োগ করা স্ত্রীলোকের স্বভাব। আ ৪৫

গাভীতে গব্য, জ্ঞাতিতে ভয়, স্ত্রীজনে চাঞ্চল্য ও ব্রাহ্মণে তপস্যা অবশ্যই থাকে। ল ১৬

স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত চপল, ধর্ম্মত্যাগী ও ক্রূর, এবং উহাদের প্রভাবেই গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। আ ৪৫

স্ত্রীলোককে বধ করিতে নাই। অ ৭৮

* এই পদটির আর এক অর্থ—"প্রথমে ভর্ত্তৃমরণ হইলে, তাহা নারীর পক্ষে মুখ্য অনর্থ।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুরুষেরা পিতার ও স্ত্রীলোকেরা মাতার স্বভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। অ ৩৫

কন্যার পিতৃত্ব মানার্থীদিগের বড় কষ্টকর। উ ১২

সকল স্ত্রীলোকই অত্যন্ত অস্থিরচিত্ত। উহারা কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসন ভূষণে বশীভূত হয় না, কৃতঘ্ন হয়, ধর্ম্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে এবং দোষ প্রদর্শন করিলেও অস্বীকার করিয়া থাকে। অ ৩৯

পরস্ত্রী—পরস্ত্রী হরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। আ ৩৮

যে ব্যক্তি পরস্ত্রী ও পরধন অপহারী সেই দুরাত্মাকে প্রজ্জ্বলিত গৃহের ন্যায় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ল ৮৬

নিজের ন্যায় অন্যের স্ত্রীকেও পরপুরুষস্পর্শ হইতে দূরে রাখিতে হইবে। আ ৫০

ব্রহ্মস্ব হরণ নিরপরাধে কাহারও ক্ষতি, পরস্ত্রীগমন—ইহার দণ্ড নির্ব্বাসন। অ ৭২

যে মহৎধর্ম্ম সূক্ষ্ম বিধানের গম্য, কামজ ব্যসন হইতে মুক্ত হইলে, লোকে তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে। এই ব্যসন তিন প্রকার;—মিথ্যা কথন, পরস্ত্রীগমন ও বৈর ব্যতীত রৌদ্রভাব ধারণ। আ ৯

মিত্রভাবে পরস্ত্রী দর্শন কাহারও পক্ষে অধর্ম্ম নয়। কি ৩৩

নিদ্রাবস্থ পরস্ত্রীদর্শন পাপ। সু ১১

পিতাপুত্র—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জনক ও অধ্যাপক—ইহারা পিতা; কনিষ্ঠভ্রাতা, সন্তান ও শিষ্য—ইহারা পুত্র। কি ১৮

আচার্য্য পিতা ও মাতা—পৃথিবীতে এই তিন গুরু। অ ১১১

পুত্রের পক্ষে পিতাই প্রভু, মাতা নহেন। কি ২১

পতন হইতে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়া পুত্রের নাম অপত্য। 'পুৎ' নামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়া সন্তান—পুত্র। অ ১০৭

পিতামাতার বশ্যতা স্বীকার করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম।……পিতার উপাসনা করিলে ত্রিলোকের উপাসনা করা হয়; এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব্ধ হইয়া থাকে।… পিতৃসেবার ন্যায় সত্য দান মান ও ভূরীদক্ষিণ যজ্ঞও পরলোকে হিতকর হয় না। অ ৩০

পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলে কোনকালেই কাহারই ধর্ম্মহানি হয় না। অ ২১

যে সমস্ত মহাত্মা মাতা পিতার শরণাগত হন, তাঁহাদিগের দেবলোক গন্ধর্ব্বলোক গোলোক * ব্রহ্মলোক ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। শাস্ত্রে কহে, পিতা দেবতাগণেরও দেবতা। অ ৩০, ৩৪

পিতৃ-আজ্ঞা-পালন মনুষ্যের একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অ ২১

পিতৃ-শুশ্রূষা ও পিতৃ-আজ্ঞা-পালন অপেক্ষা মহান্ ধর্ম্ম জগতে আর নাই। অ ১৯

---

* সমগ্র রামায়ণে এই একবার 'গোলোকের' উল্লেখ আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পিতৃসেবাই পুত্রের পরমধর্ম্ম। অ ১৯

পিতা আমাদিগের (অবিবাহিতা কন্যাদিগের) প্রভু, পিতাই আমাদের পরম দেবতা; পিতা আমাদিগকে যাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, তিনিই আমাদিগের ভর্ত্তা হইবেন। বা ৩২

যদি গুরুলোকেও কার্য্যাকার্য্যজ্ঞানশূন্য গর্ব্বিত ও কুপথগামী হন, তাহা হইলে তাঁহাকে শাসন করা অসঙ্গত নহে। অ ২১

জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকে সদাচার। অ ৪০

যে ব্যক্তি পিতা মাতা বিপ্র ও আচার্য্যের অবমাননা করে, সে অচিরাৎ নষ্ট হইয়া তাহার ফলভোগ করিয়া থাকে। উ ১৫

রাম কহিলেন, "মহারাজ আমাদিগের পিতা, আমাদিগের উপর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন প্রভুতা আছে। অ ২১

গুরু—গুরুসেবা ব্যতীত কাহারই শুভ বুদ্ধি জন্মে না। উ ১৫

(ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের) গুরুই পরম গতি। বা ৫৭

গুরুদার গমন সাধারণের বিদ্বিষ্ট। অ ৬৩

শত্রুমিত্র—যে ব্যক্তি দুস্থ, দুস্থের সংসর্গ করা তাহার কর্ত্তব্য। আ ৭২

লোক উপকারে মিত্র, অপকারে শত্রু হইয়া থাকে। কি ৮

মিত্রতা অনায়াসে হয়, উহা রক্ষা করাই কঠিন। কি ৩২

যিনি বিপন্ন দীনকে কৃপা করেন, তিনিই সুহৃৎ, যিনি বিপথগামীকে সাহায্য করেন, তিনিই বন্ধু। ল ৬৩

পর যদি গুণবান এবং স্বজন যদি নির্গুণ হয়, তাহা হইলে নির্গুণ স্বজনব্যক্তি পর অপেক্ষা প্রধান। পর যে সে পর হইবেই হইবে। ল ৮৬

যে ব্যক্তি স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পরপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করে, স্বপক্ষ বিনষ্ট হইলে সে পরিশেষে পরপক্ষের হস্তে বিনষ্ট হয়। ল ৮৬

বরং শত্রু ও কৃষ্ণসর্পের সহিত বাস করিবে, কিন্তু মিত্ররূপী শত্রুর সহিত সহবাস কদাচ উচিত নহে। ল ১৬

জ্ঞাতিভয় সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর। ল ১৬

জ্ঞাতিদিগের মধ্যে একে অপরের বিপদে সতত অতিশয় আনন্দিত হইয়া থাকে। ল ১৬

যে নিজে পূর্ণকাম হইয়া অকৃতকার্য্য মিত্রের প্রতি একান্ত উদাসীন হইয়া থাকে, ঐ কৃতঘ্ন মরিলেও মাংসাশী শৃগাল কুক্কুরেরাও তাহাকে ভক্ষণ করে না। কি ৩০

দেশে দেশে স্ত্রী ও দেশে দেশে বন্ধুবান্ধব পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখা যায় না, যেখানে সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যায়। ল ১০১

শুদ্ধসত্ত্বলোকেরা পাপ না করিলেও পাপীর সংস্রবে সর্পহ্রদে মৎস্যের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যায়। আ ৩৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যাহারা অন্যের প্রেরণায় পাপাচরণ করে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের প্রত্যুপকার করেন না। ল ১১৪

মিত্র বধ করিলে পরকালে "দত্তাভয় বধ" নামক ঘোর পাতকে পাতকী হইতে হয়। কি ১৩

প্রত্যুপকার করাই সনাতন ধর্ম্ম। সু ১

যে ব্যক্তি উপকৃত হইয়া প্রত্যুপকারে পরাঙ্মুখ থাকে, সে অত্যন্ত অধার্ম্মিক। কি ৩৮

অতিথি— দোষস্পৃষ্ট হইলেও শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া সাধুর কর্ত্তব্য। ল ১৮

অতিথিকে যথোচিত সৎকার না করিলে (তাপস) কূট সাক্ষীর ন্যায় লোকান্তরে আপনার মাংস আহার করিয়া থাকেন। আ ১২

শরণাগতকে বধ করা মহাপাতক। কি ১২

দূত— দূত বধ ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও ব্যবহার বিদ্বিষ্ট। সু ৫২

অঙ্গের বৈরূপ্য-সম্পাদন, কশাভিঘাত অথবা মুণ্ডন এই সমস্ত দণ্ডের একটি বা সমগ্রই হউক দূতের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট। সু ৫২

রাজা— যে ব্যক্তি রাজার প্রতিকূল হয়, কখন তাহার সুযশ নাই। আ ৪০

রাজা দেবতা, মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার হিংসা নিন্দা ও অবমাননা করা এবং তাঁহাকে অপ্রিয় কথা বলা অকর্ত্তব্য। কি ১৮

যিনি সতত কাল বিভাগ করিয়া ধর্ম্ম অর্থ ও কামের অনুবর্ত্তী হন, তিনিই রাজা। যিনি শত্রু ক্ষয় ও মিত্র বৃদ্ধি বিষয়ে অনুরাগী হইয়া প্রকৃত কালে ত্রিবর্গের ফল ভোগ করেন, সেই রাজাই ধার্ম্মিক। কি ৩৮

যে রাজা প্রতিদিন রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ না করেন, তিনি নির্ব্বাত ঘোর নরকে নিশ্চয় পতিত হন। উ ৫৩

রত্নে রাজারই স্বামীত্ব। * বা ৫৩

যে রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি স্বাধিকারস্থ সকলের অধ্যয়ন তপস্যা ও পুণ্যের ষষ্ঠ ভাগ প্রাপ্ত হন। উ ৭৪

যিনি লোকরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, প্রজাবর্গকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাকে কি নৃশংস কি পাপকর কি অপযশস্কর, সকল প্রকার কার্য্যই করিতে হইবে। বা ২৫

যে রাজা ষষ্ঠাংশ কর লইয়া থাকেন, অথচ অধিকারস্থ লোকদিগকে পালন করেন না, তাঁহার অত্যন্ত অধর্ম্ম হয়। আ ৬

সুররাজ ইন্দ্রের চতুর্থাংশ-ভূত নৃপতি ধর্ম্মানুসারে প্রকৃতিগণের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এই কারণে সাধারণে তাঁহার নিকট প্রণত হয় এবং এই কারণেই তিনি যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোগ উপভোগ করিয়া থাকেন। আ ১

---

* বশিষ্ঠের শবলা এক রত্ন, এই বলিয়া বিশ্বামিত্র সেটি চাহিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মুনিগণ যে পুণ্যসঞ্চয় করেন, তাহাতেও ধর্ম্মতঃ প্রজাপালনে প্রবৃত্ত রাজার চতুর্থাংশ আছে আ ৬

নৃপতিরা বয়োজ্যেষ্ঠ না হইলেও পূজ্য হইয়া থাকেন। অ ৫৮

যে নৃপতি দুঃশীল উশৃঙ্খল ও পামর সেই দুর্ম্মতি রাজ্য ও আত্মীয় স্বজনের সহিত আপনাকেও নষ্ট করিয়া থাকে। আ ৩৭

যিনি অভিমত প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যপালন করেন, অমৃতলাভে দেবতার ন্যায় মিত্রগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অ ৩

রাজা—অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম, ও বরুণ এই পঞ্চ দেবতার রূপ ধারণ করেন, এই কারণে উগ্রতা বিক্রম দয়া নিগ্রহ ও প্রসন্নতা এই সকল গুণ সদ্ভাব তাঁহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং সকল অবস্থাতেই রাজাকে পূজ্য ও সম্মান করা কর্ত্তব্য। আ ৪০

পরস্ত্রীস্পর্শ ধর্ম্মপরায়ণ রাজার কর্ত্তব্য নহে। আ ৫০

রাজা অসচ্চরিত্র হইলে প্রজার অকাল মৃত্যু হয়। উ ৭৩

শিষ্ট প্রজারা রাজার দৃষ্টান্তেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সাধন করিয়া থাকে। আ ৫০

রাজার যেরূপ আচরণ প্রজারাও তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। উ ৪৩

যে রাজা মন্ত্রীর মন্ত্রণাক্রমে ন্যায়মতে রাজকার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাকে আর অনুতাপের মুখ দেখিতে হয় না। ন ১২

জিতেন্দ্রিয়তা, বীরত্ব, ক্ষমা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য ও দোষীর দণ্ডবিধান—এই গুলি রাজগুণ। কি ১৭

যিনি রাজবংশে জন্মিয়া আপনাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত না করেন, তাঁহাকে নরকভোগ করিতে হয়। উ ৬২

রাজা প্রজাগণের দুর্লভ ধর্ম্ম রক্ষা করেন, শুভ সম্পাদন করিয়া থাকেন; এবং উহাদের জীবনও উঁহার আয়ত্তাধীন। কি ১৮

মনুষ্যেরা পাপাচরণপূর্ব্বক রাজদণ্ড ভোগ করিলে বীতপাপ হয় এবং পুণ্যশীল সাধুর ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। নিগ্রহ বা মুক্তি যেরূপে হউক, পাপী শুদ্ধ হয়, কিন্তু যে রাজা দণ্ডের পরিবর্ত্তে মুক্তি দিয়া থাকেন, পাপ তাঁহাকেই স্পর্শে। কি ১৮

প্রকৃত অপরাধীর প্রতি যে দণ্ড বিহিত হয়, তাহাই রাজার স্বর্গলাভের কারণ হইয়া থাকে। উ ৭৯

যে দণ্ডনীয়কে দণ্ড করে, এবং যে দণ্ডিত হয়, তাহারা কার্য্যকারণগুণে সিদ্ধসংকল্প হইয়া আর অবসন্ন হয় না। কি ১৮

অসতের গৃহে রাজশ্রী চিরকাল কখনই তিষ্ঠিতে পারেন না। আ ৫০

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়ের বল যৎসামান্য, ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত অধিক বলশালী সন্দেহ নাই; ব্রাহ্মণের বল অলৌকিক। বা ৫৪

ব্রাহ্মণকে দণ্ড করা উচিত নহে। উ, প্র ২

ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণকে মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারেন না। সু ২৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শ্রীবৃদ্ধিই যাহাদের কামনা, সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মপরায়ণবীর যুদ্ধে বিনষ্ট হইলে কিছুতেই শোচনীয় হইতে পারেন না। ল ১১০

'আর্ত্ত' এই শব্দমাত্র না থাকে এই নিমিত্ত ক্ষত্রিয়ের শরাসন গ্রহণ। আ ১০

প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। অ ১০৬

যে অস্ত্রপ্রয়োগে অসমর্থ, যজ্ঞার্থোপনীত পশুবৎ তাহাকে বধ করা ক্ষত্রিয়ের একান্ত গর্হিত। আ ৭০

যে বীর সংগ্রাম-বিমুখ-ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া পাপ সঞ্চয় করে, সে পুণ্যবান্‌দিগের গতি লাভ করিতে পারে না। উ ৮

যিনি ভর্ত্তৃকার্য্যে দেহপাত করেন, তাঁহার স্বর্গলাভ হয়; দেহিগণের মধ্যেও সুযোদ্ধা-গণের এই পথ। ল ৯২

যে ব্যক্তি কষ্টসাধ্য ভর্ত্তৃনিয়োগ পালন করিয়া অনুরাগের সহিত অবান্তর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, তিনি উত্তম পুরুষ। যিনি ভর্ত্তৃনিয়োগ পালনপূর্ব্বক সাধ্যপক্ষেও প্রীতিকর অবান্তর কোন কার্য্য করেন না, তিনি মধ্যমপুরুষ। আর যিনি ক্ষমতাসত্ত্বেও নির্দ্দিষ্টকার্য্যের ব্যতিক্রম করিয়া থাকেন, তিনি অধমপুরুষ। ল ১

যে ব্যক্তি স্বপক্ষ ও পরপক্ষের বলাবল ও ক্ষতিবৃদ্ধি বিবেচনা করিয়া প্রভুকে ন্যায্য পরামর্শ প্রদান করেন, তিনিই প্রকৃত মন্ত্রী। ল ১৪

যিনি মিত্র বন্ধু ও এককার্য্যার্থী এই সমস্ত অন্তরঙ্গ লোকের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করেন, এবং যাঁহার দৈবদৃষ্টি আছে, তিনিই উত্তম পুরুষ। যিনি একাকী কার্য্যবিচার করিয়া থাকেন, একাকী দৈবের মুখাপেক্ষী হন, এবং একাকীই সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি মধ্যম পুরুষ। আর, যে ব্যক্তি দোষগুণদর্শী নয়, দৈবকে উপেক্ষা করে, এবং কার্য্যেও উদাসীন হইয়া থাকে, সে অধম পুরুষ।। ল ৬

নিয়ম—যজ্ঞসাধন করিবার কালে কাহাকেও অভিশাপ প্রদান অকর্ত্তব্য। বা ১৯

জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার উচিত হয় না। বা ৮

জীবলোকে সন্ধিবিগ্রহ প্রভৃতি ছয়টি কার্য্যসাধনের উপায় আছে; উহা আশ্রয় করিয়া সকল বিষয়েরই বিচার হইয়া থাকে। আ ৭২

নিরস্ত্র অসাবধান কৃশ ও মদোন্মত্তকে বধ করিলে ভ্রূণহত্যার পাপ জন্মে। কি ১১

অনাথ, অন্ধ ও বাণপ্রস্থকে হত্যা জ্ঞানকৃত হইলে উহা ইন্দ্রকেও স্থানচ্যুত করিতে পারে। অ ৬৪

রাজহন্তা, গোঘ্ন, ব্রহ্মঘাতক, চৌর, লোকনাশক, নাস্তিক, পরিবেত্তা, খল, কদর্য্য, মিত্রঘ্ন, গুরুদারগামী—ইহারা নরকস্থ হয়। কি ১৭

যাহারা গো-ঘাতক, সুরাপায়ী, তস্কর ও ভগ্নব্রতী, সাধুরা তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্নের কিছুতেই নিস্তার নাই। কি ৩৪

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যে ব্যক্তি কামপ্রভাবে ঔরসী-কন্যা, ভগিনী, ও ভ্রাতৃবধূতে * আসক্ত হয়, তাহার প্রতি বধদণ্ড বিহিত। কি ১৮

যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠের জীবদ্দশাতেই জননীসম তৎপত্নীকে গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত জঘন্য। কি ৫৬

রাজদণ্ড ব্যতীত পাপীর পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে, তদ্দ্বারা পাপের এককালে শান্তি হইয়া থাকে। কি ১৮

সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, দয়া, প্রিয়বাদিতা ও দেবপূজা এবং অতিথি-সৎকার—এই সমস্ত স্বর্গের পথ। অ ১০৯

লোকাচার উপেক্ষা করিতে নাই। কি ২৫

আত্মহত্যা মহাপাপ। সু ১৩

অপরাধ না পাইলে কাহাকেও হত্যা করা উচিত নয় (রাক্ষসদিগকেও নহে)। আ ৯

ভগিনীকে পাত্রসাৎ করা ভ্রাতৃগণের অবশ্যই উচিত। উ ২৫

ভগবান্ পিতামহ দেবাসুরের জন্য বিধি নিষেধরূপ দুইটি পক্ষ সৃজন করিয়াছেন। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইহার বিষয়ীভূত। ধর্ম্ম মহাত্মা দেবগণের পক্ষ, অধর্ম্ম অসুরগণের পক্ষ। যখন সত্যযুগ উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে গ্রাস করে; যখন কলিযুগ উপস্থিত হয়, তখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া থাকে। ল ৩৫

যদি কাহাকেও পুত্র পশু ও বান্ধবের সহিত নরকস্থ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে দেবতা গো ও ব্রাহ্মণের সন্নিহিত করিয়া রাখিবে। উ, প্র ২

বিবিধ—ধৈর্য্য সাত্ত্বিকের মর্য্যাদা স্বরূপ। কি ৭

উৎসাহ শ্রীলাভের মূল, উৎসাহ অনির্ব্বচনীয় সুখ, উৎসাহ কার্য্যসম্পাদক। সু ১২

শোকের অবসাদই পুরুষের বলবীর্য্য বিফল করিয়া দেয়;……পুরুষকারই অলঙ্কার। ল ২

চরিত্রই সজ্জনগণের ভূষণ। ল ১১৪

ক্রোধরিপু সুখ ও ধর্ম্মনাশের কারণ, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি লোকানুরাগ ও কীর্ত্তির নিদান। ল ৯

যিনি বিবেকবলে ক্রোধ উন্মূলন করিতে পারেন তিনিই সাধু। কি ৩১

জয়শ্রীলাভ মন্ত্রণা-সাপেক্ষ। ল ৬

মহানুভাব ব্যক্তিগণ কখন নিজমুখে আত্মশ্লাঘা করেন না। ল ৫৯

আলস্য শোক ও নিদ্রাবেশ দূর করা আবশ্যক; দক্ষতা ও সাহস কার্য্যসিদ্ধির কারণ; যত্ন ও পরিশ্রমের ফল অবশ্যই দৃষ্ট হয়। কি ৪৯

---

* কনিষ্ঠভ্রাতার স্ত্রীতে আসক্তি এখন দণ্ডযোগ্য; জ্যেষ্ঠের পত্নীতে গমন (রামায়ণ-কালে) বোধ হয় এত দণ্ডযোগ্য ছিল না। কারণ, বালীর জীবদ্দশায়ও সুগ্রীব তারাকে ভুঞ্জিয়াছিলেন; (অঙ্গদ ছাড়া) কেহ দোষে নাই। অঙ্গদ বলিয়াছিলেন "সুগ্রীব স্মৃতিশাস্ত্রের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছেন।" কি ৫৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই পৃথিবীতে প্রবল হইতেও প্রবলতর লোক আছে ; অতএব শ্রেয়োহর্থী পুরুষ কাহাকেই অবজ্ঞা করিবে না। উ ৩৩

জল নির্গম হইয়া গেলে আলিবন্ধন নিষ্ফল। অ ৯

মহাসমুদ্র কখন তীরভূমি অতিক্রম করে না। অ ১২

সীতা রামের মায়ামুণ্ড দর্শনে পতিকে মৃতস্থির করিয়া শোকবিহ্বলা হইয়া কহিলেন, "পিতৃসত্য-পালন তোমার অতি মহৎকার্য্য, তুমি তৎপ্রভাবে নিশ্চয়ই অন্তরীক্ষে নক্ষত্র হইয়াছ।" ল ৩২

লোকের আসন্নকালে তাহার কুলনক্ষত্র গ্রহপীড়িত হইয়া থাকে। ল ৪

যে মনুষ্যকে (স্বপ্নে) গর্দ্দভযোজিত রথে যাইতে দেখা যায়, অচিরাৎ তাহার চিতার ধূমশিখা পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। অ ৬৯

যাহারা যুদ্ধার্থ উদ্যত হয়, তাহাদের মুখশ্রী নষ্ট হইলে আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে। আ ২৪

অগ্নিসংযোগ যেমন কাষ্ঠের বিকার জন্মাইয়া দেয়, অস্ত্রসংস্রব সেইরূপ লোকের চিত্তবৈক্লব্য ঘটায়। আ ৯

শত্রুকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। আ ৯

যাহার আয়ুঃ শেষ হইয়া আইসে, বুদ্ধির দুর্ব্বলতাবশতঃ সে আর কার্য্যাকার্য্য বিচার করিতে পারে না। আ ৩০

ক্ষুৎপিপাসা শোকমোহ জরামৃত্যু এই তিনটি নির্ব্বিশেষে শরীর ধারণে সাধারণের ঘটিয়া থাকে। অ ৭৭

ন্যায়মূলক হেতুবাদ সনাতনী বেদশ্রুতিকে অন্যথা করিতে পারে না। আ ৫০

মধ্যস্থ লোকের চিন্তা পূর্ব্বাপর পক্ষ সংঘর্ষে অধিকতর ফলোপদায়ক হইয়া থাকে। অ ২

গন্ধর্ব্বের কাম, ভুজঙ্গের ক্রোধ, মৃগের ভয় এবং পক্ষীদিগের ক্ষুধাই প্রবল। কি ৬০

পৃথিবী, জল, বৃক্ষ ও স্ত্রীজাতি—ইন্দ্রের পাপ (গুরুদার গমন) অংশ করিয়া লয়। কি ২৪

কারণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের মন অবশ্যই বিকৃত হয়। অ ৪

মদ্য সর্ব্বাংশে হৃদ্য নয়, উহার প্রভাবে ধর্ম্ম ও অর্থনাশ হয়। কি ৩৩

লোকে দৃষ্টিপ্রিয়-মদিরা পান করিয়া পশ্চাৎ চিত্তবিকার দর্শনে তাহা বিষাক্ত বোধ করে। অ ১২

নীচলোক অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিলে, উগ্রভাব ধারণ করে। আ ৮

যাহারা বিভবশালী হয়, অন্যের গুণানুবাদ তাহারা কখনই সহ্য করিতে পারে না। অ ২৬

অর্থলুব্ধেরা অর্থমূলক যে কার্য্যের উদ্দেশে অবিচারিতচিত্তে প্রবৃত্ত হন, অর্থশাস্ত্রজ্ঞেরা তাহাকেই অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আ ৪৩

অর্থই পুরুষার্থ, যাহার অর্থ তাহারই মিত্র, যাহার অর্থ তাহারই বান্ধব, যাহার অর্থ জীবলোকে সেইই পুরুষ, যাহার অর্থ সেই পণ্ডিত, যাহার অর্থ সেই বলবান, যাহার অর্থ সেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বুদ্ধিমান, যাহার অর্থ সেইই মহাবীর, যাহার অর্থ সেইই সর্ব্বাপেক্ষা গুণী। ......হর্ষ কাম দর্প কর্ম্ম ক্রোধ শান্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ এ সমস্তই অর্থের আয়ত্ত। ল ৮২

যাহার গৃহে বিঘ্নকারী ভূতগণ বাস করে, সে রামায়ণ শ্রবণ করিলে, ভূতগণ বিঘ্নাচরণে বিরত হয়। ল শেষ

সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং দেবপূজা ও অতিথি সৎকার এই সকল স্বর্গের পথ। অ ১০৯

মৃদুতাই পরাভবের কারণ হইয়া থাকে। অ ২১

যাহার পুনরাগমন অপেক্ষা করিতে হইবে, বহুদূর তাহার সমভিব্যাহারে গমন নিষিদ্ধ। অ ৪০

কন্যার পিতা যদিও ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন হন, তথাচ কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে সমকক্ষ বা অপকৃষ্ট হইতেও তাঁহাকে অবমাননা সহ্য করিতে হয়। অ ১১৮

মনুষ্য মাতৃস্বভাবের অনুসরণ করিয়া থাকে। আ ১৬

শিলা উদরস্থ হইলে রক্তপুচ্ছিকার মৃত্যু হয়। আ ২৯

অঙ্গস্পন্দন, স্বপ্নদর্শন, পশুপক্ষীর স্বর শ্রবণ এবং উহাদের গতি নিরীক্ষণ এই সকল নিমিত্ত মনুষ্যের সুখ দুঃখ অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। আ ৫২

জরা মৃত্যু কাল ও দৈবকে কেহই নিবারণ করিতে পারে না। আ ৬৪

অসার পুরুষই বিচার না করিয়া ক্রোধ করে। কি ৩৫

যে তস্কর* রাজ আজ্ঞায় বধ্য ও বদ্ধ হইয়া আছে, নিশান্তে তাহার যেমন মৃত্যুর আশঙ্কা জন্মে। সু ২৮

মনুষ্য শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কর্ত্তৃরূপে অবস্থিত জীবাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। ল ৯৩

আচার ব্যবহার।

দেব—রাম কৃতস্নান হইয়া জানকীর সহিত একান্ত মনে নারায়ণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। অ ৬

কৌশল্যা দেবগৃহে গমনপূর্ব্বক নিমীলিত নেত্রে প্রাণায়াম দ্বারা পুরাণ পুরুষকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। অ ৪

রাম পূর্ব্ব সন্ধ্যার উপাসনা সমাপনপূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। অ৬

রামলক্ষ্মণ গাত্রোত্থান করিয়া স্নান অর্ঘ্যদান ও সাবিত্রী জপ সমাধান করিলেন। বা ২৩

---

* তস্কর অর্থে যদি 'চোর' হয়, তাহা হইলে তখনকার কালে চোরের বধ দণ্ড ছিল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাম উত্তরীয় চীর গ্রহণপূর্ব্বক সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলেন। অ ৫০

রাম পবিত্র সরোবরে আচমন ও পশ্চিম সন্ধ্যা সমাপনপূর্ব্বক মহর্ষির আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। উ ৮২

রাম গৃহ প্রবেশ করিয়া পাপহর রৌদ্র বৈষ্ণব ও বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিয়া বাস্তুদোষ প্রশমন, নানাপ্রকার মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও জপ করিতে লাগিলেন। অ ৫৬

রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন "বৎস, এক্ষণে আমাদিগকে মৃগমাংস আহরণ করিয়া গৃহযাগ করিতে হইবে, যাঁহারা বহুদিন জীবন ধারণের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের বাস্তু শান্তি করা আবশ্যক। অ ৫৬

লক্ষ্মণ পুষ্পবলি প্রদান ও যথাবিধি বাস্তু শান্তি করিয়া রামকে কুটীর প্রদর্শন করিলেন। আ ১৫

অগস্ত্য অগ্নিতে বৈশ্বদেব হোম সমাপনপূর্ব্বক ঐ সমস্ত অতিথিকে অর্ঘ্য ও বাণপ্রস্থের বিধি অনুসারে ভোজ্য দান করিলেন। আ ১২

রাম আপনার শুভোদ্দেশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতি সাধারণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও যথাবিধি আচমন করিয়া সীতার সহিত জাহ্নবীকে প্রীতমনে প্রণাম করিলেন। অ ৫২

সকলে ভাগীরথীতে স্নান, বিধানানুসারে পিতৃদেব তর্পণ ও অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান করিলেন; পরে, অমৃতবৎ হবি ভোজন করিলেন। বা ৩৫

রাম চিত্রকূট যাত্রা করিতে উদ্যত হইলে মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহাদিগের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন করিয়া কহিলেন। অ ৫৫

তারা বালীর জয়শ্রী লাভার্থ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া স্বস্ত্যয়ন করিতে লাগিলেন। কি ১৬

সুমন্ত্র কৌশল্যাকে কহিলেন রাম বলিয়া দিয়াছেন—"দেবি, তুমি ধর্ম্মশীলা হইয়া যথাকালে অগ্ন্যাগারে অগ্নিপরিচর্য্যা করিবে এবং আমার পিতার চরণযুগল দেবতার ন্যায় দেখিবে। অ৫৮

রাম প্রভৃতি সকলে বিধিবৎ দেবতা ও অগ্নির পূজা সমাধা করিলেন। আ ৮

মহাপ্রস্থানকালে রাম ব্রাহ্মণগণের সহিত দীপ্যমান অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় ছত্র সকলের অগ্রে যাইবার আদেশ করিলেন। উ ১০৯

মহাপ্রস্থানকালে রাম ব্রহ্ম প্রতিপাদক উপনিষদ্ উচ্চারণ করিতে করিতে উভয় হস্তে কুশ-ধারণপূর্ব্বক সরযূতীরে যাত্রা করিলেন। ......রামের দক্ষিণপার্শ্বে পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী, বামপার্শ্বে মূর্ত্তিমতী বসুধা ও সম্মুখে সংহার শক্তি গমন করিতে লাগিল।...বিপ্র-বিগ্রহধারী বেদ চতুষ্টয়, জগৎপাবনী গায়ত্রী, ওঙ্কার ও বষট্‌কার, শরাসন ও বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র মূর্ত্তিমান হইয়া রামের অনুগামী হইল। উ ১০৯

কৈলাসে রাবণ মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া সামগানে স্তব করিতে লাগিলেন। উ ১৬

হেমন্তকালে সকলে নবান্ন ভক্ষণার্থ আগ্রয়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণের ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া নিষ্পাপ হয়। আ ১৬

পুরুষের যে বস্তু ভোগের, তাহার পিতৃলোকেরও তাহাই উপযোগের হইয়া থাকে। অ ১০৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হনুমান পিতা পবনকে পশ্চিমাস্থে বন্দনা করিলেন। সু ১

হনূ ভাবিলেন আমি কি রাবণের দেহ সমুদ্রবক্ষে উৎক্ষেপণ করিতে করিতে পরপারে লইয়া পশুপতির নিকট পশুর ন্যায় রামকে উপহার দিব? সু ১৩

লঙ্কায় রাবণ-নিকেতনে কোথাও অনন্ত রত্ন ও নিধি সঞ্চিত রহিয়াছে; বীর পুরুষেরা নিধি-রক্ষার্থ মহিষাদি বলি প্রদান করিতেছে। সু ৬

বালি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বেদমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। উ ৩৪

প্রাণায়ামদ্বারা ব্রাহ্মণ যেমন নিরুচ্ছ্বাস হন। উ ৭

রাম লক্ষ্মণ ও সীতা গোদাবরীতে স্নান করিলেন, পরে সকলে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া উদিত সূর্য্য ও দেবতাগণের স্তব করিতে লাগিলেন। আ ১৬

কৌশল্যা হোম করাইলেন, উপাধ্যায় শান্তি ও আরোগ্য উদ্দেশ করিয়া বিধানানুসারে প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন এবং হুতাবশেষ দ্বারা লোকপালাদি বলিসমাধান ও ব্রাহ্মণগণকে মধুপর্কপ্রদান করিয়া রামের বনবাসোদ্দেশে স্বস্তিবাচন করাইলেন। অ ২৫

কৌশল্যা কহিলেন, আমি যে কমললোচন হরির প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া ব্রত উপবাস করিয়াছিলাম, এতদিনে তাহা সফল হইল।" বা ৪

মহর্ষি বিশ্বামিত্র আহ্নিক ক্রিয়া সমাপন করিলেন। বা ২৪

সরমা সীতাকে কহিলেন "দেবি, যিনি গিরিবর সুমেরুকে অশ্ববৎ মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিতেছেন, এক্ষণে তুমি সেই সূর্য্যদেবের শরণাপন্ন হও, তিনিই প্রজাগণের দুঃখনাশের একমাত্র কারণ।" ল ৩৩

যাঁহারা দিবাভাগে নিয়মাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান এবং স্বহস্তে কুসুমচয়ন করিয়া বাণপ্রস্থদিগের প্রণালী অনুসারে বেদীতে উপহার প্রদান করা কর্ত্তব্য। অ ২৮

যজ্ঞ—রাজা মাত্রেরই অশ্বমেধ যজ্ঞে অধিকার আছে। বা ৮

দশরথ সহধর্ম্মিণীগণের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। বা ১৩

ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র ও বিধি অনুসারে যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। বা ১৪

যজ্ঞে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করা হইল। মধুর সামগান দ্বারা ঋষিগণ আবাহন করিতে লাগিলেন। বা ১৪

যজ্ঞস্থলে শাস্ত্রমত দেবগণের উদ্দেশে নানাবিধ উরগ, বিহগ, তুরঙ্গম ও জলচর প্রভৃতি জন্তু যাহা সংগৃহীত হইয়াছিল, ঋত্বিক্‌গণ তাহাদের প্রাণ সংহার করিলেন। বা ১৪

দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের পাদবন্দনপূর্ব্বক তাঁহাকে যজ্ঞে বরণ করিলেন। বা ১২

ঘৃত পুরোডাশ কুশ ও খদিরকাষ্ঠের যূপ—এই সকল দ্রব্য এক যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে যজ্ঞান্তরে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ। অ ৬১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(রাজা অম্বরীষের) যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইলে, পুরোহিত বলিলেন, "এই আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন না হইতে, হয় সেই অপহৃত পশু সন্ধান করিয়া আনুন, না হয় তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ কোন একটি মনুষ্যকে ক্রয় করিয়া দিন। বা ৬১

ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে তেজস্বী বিশ্বামিত্র স্বয়ংই যাজকতা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিকের সাম্প্রদায়িক বিধিও শাস্ত্রানুসারে মন্ত্রপূত করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বা ৬০

যজ্ঞের সকল শেষ হইবার পর, পরিশেষে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া দশরথের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিল; তৎকালে অন্য অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে আপনার হস্তাভরণ প্রদান করিলেন। বা ১৪

কার্য্যকুশল বিপ্রগণ শাস্ত্রীয় সাঙ্কেতিক শব্দে প্রেরিত হইয়া বিধানানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বা ১৪

বিশ্বামিত্র রামকে যজ্ঞের দশ রাত্রির নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। বা ১৯

মনীষিগণ দ্বাদশ দিবস দীক্ষাকাল নিরূপণ করিয়াছেন। বা ৫০

কুশনির্ম্মিত পবিত্র কাল্‌তীদাম, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে অলঙ্কৃত হইয়া শুনঃশেফ পশুরূপে বৈষ্ণবযূপে বদ্ধ হইলেন। বা ৬২

রাম কহিলেন, "যজ্ঞ দীক্ষার নিমিত্ত আমার পত্নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমা লইয়া ভরত অগ্রে গমন করুক।" উ ৯১

ইন্দ্রজিত মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন। উ ২৫

পর্ব্বকালে যাজ্ঞিক যেমন রাক্ষসদিগের যজ্ঞভাগ নিক্ষেপ করে। উ ৪৩

লঙ্কায় নিশাচরগণ প্রতি পর্ব্বে যজ্ঞার্থ সোমরস প্রস্তুত করে, এবং তথায় দেবতারা প্রতিনিয়ত পূজিত হইতেছেন। সু ৬

দিগ্বিজয় হইতে আসিয়া রাবণ নিকুম্ভিলা উপবনে প্রবেশ করিয়া দেখিল, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে, এবং তথায় কৃষ্ণাজিনধারী কমণ্ডলু-হস্ত শিখাবান্ ও দণ্ডযুক্ত স্বপুত্র মেঘনাদ উপস্থিত। উ ২৫

(সীতার পাতাল প্রবেশকালে) রাম দীক্ষাকালে গৃহীত দণ্ডকাষ্ঠে ভর দিয়া অধোমুখে রোদন করিতেছিলেন। উ ৯৮

তাপসেরা কহিলেন, এক্ষণে মহর্ষি দীক্ষিত আছেন, তন্নিবন্ধন এই ছয় রাত্রি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন। বা ৩৩

বাজপেয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের ছত্রলাভ হয়। অ ৪৫

ক্রিয়াবর্ত্ম—একাদশ দিবসে বশিষ্ঠ দশরথপুত্রদিগের নামকরণ করিলেন। বা ১৮

রাজা দশরথ ব্রাহ্মণ এবং নগর ও জনপদবাসিদিগকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইয়া বশিষ্ঠের সাহায্যে আত্মজদিগের জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। বা ১৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অষ্টমবর্ষ বয়সে রামের উপনয়ন, তাহার সপ্তদশ বৎসর পরে যৌবরাজ্যে অভিষেক। অ ২০

মাতৃগণের উদ্দেশে ও পিতৃকৃত্যে রাম প্রতিবর্ষে তাপস ব্রাহ্মণদিগকে অর্থদান করিতেন। উ৯৯

পঞ্চদশবর্ষ বয়সে রামাদির বিবাহ—সীতার বয়স তখন ছয় বৎসর। আ ৪৭

বিবাহ—বিবাহ পূর্ব্বে গোদান বিধি ও পিতৃকৃত্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। বা ৭১

প্রভাতে যজ্ঞ সমাপনান্তে বিবাহক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার কথা রহিল। বা ৬৯

মিথিলাধিপতি কন্যাগণকে (বিবাহের পর) নানাবিধ যৌতুক দান করিলেন। বা ৭৪

বর কন্যা অগ্নি, বেদী, রাজা জনক ও মহাত্মা ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে বিবাহ করিলেন। বা ৭৩

রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মবিধানের অনুরূপ করিয়াই সীতাকে রামের হস্তে অর্পণ করেন। বা ৭৭

কন্যাদানকালে কুলপরিচয় প্রদান করা সদ্বংশীয়দিগের অবশ্যকর্ত্তব্য। বা ৭১

কুশনাভ রাজার কন্যাগণ কহিলেন, "এমন দিন যেন না আইসে আমরা পিতাকে অবমাননা করিয়া স্বয়ম্বরা হইতে প্রবৃত্ত হই।" বা ৩২

অভিষেক—বশিষ্ঠ রামকে রত্নপীঠে উপবেশন করাইলেন এবং পূর্ব্বকালে মনু যাহা দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশপরম্পরায় রাজগণ যাহা দ্বারা অভিষিক্ত হন, সেই ব্রহ্ম-নির্ম্মিত রত্নশোভিত অত্যুজ্জল কিরীট রামের মস্তকে পরিধান করাইয়া দিলেন। ল ১২৯

রামের অভিষেকার্থ চারি বানর পঞ্চশত নদী ও চারি সমুদ্র হইতে সুবর্ণঘটপূর্ণ করিয়া জল আনিল। ল ১২৯

পবিত্র চৈত্রমাস উপস্থিত, এই সময় যৌবরাজ্যে অভিষেকের উপযুক্ত। অ ৩

(অভিষেকের পূর্ব্বদিন) দশরথ রামকে কহিলেন, "আজিকার রাত্রিযোগে বধূ সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন ও উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিও। অ ৪

(অভিষেকার্থ যাত্রাকালে) মহাবীর রাম একটি বৃহৎকায় মাতঙ্গের পৃষ্ঠে ছত্রে আনন সংবৃত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অ ২

(অভিষেক কালে) রাম ব্রতপরায়ণ ও দীক্ষিত হইয়া মৃগচর্ম্ম ও মৃগশৃঙ্গ ধারণ করিলেন। অ ১৬

অনন্তর যে দিবস অভিষেকার্থ নান্দিমুখ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে। অ ৮১

বশিষ্ঠ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক জানকীর সহিত রামকে উপবাসের সঙ্কল্প করাইলেন। অ ৫

রামের রাজ্যাভিষেক দিবসে নগরের চতুর্দ্দিক তোরণমালায় অলঙ্কৃত, সমস্ত গৃহে ধ্বজদণ্ড উত্তোলিত হইল। অ ৫

(অভিষেকার্থ যাত্রাকালে) সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পুরনারীগণ বেশভূষা ধারণ ও গবাক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক রামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল। অ ১৬

পৌরগণ প্রীতমনে রাজাকে (বিভীষণ) দধি অক্ষত মোদক লাজ ও পুষ্প উপহার দিলেন। ল ১১৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(রাজা অম্বরীষের) যজ্ঞীয় পশু অপহৃত হইলে, পুরোহিত বলিলেন, "এই আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন না হইতে, হয় সেই অপহৃত পশু সন্ধান করিয়া আনুন, না হয় তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ কোন একটি মনুষ্যকে ক্রয় করিয়া দিন। বা ৬১

ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে তেজস্বী বিশ্বামিত্র স্বয়ংই যাজকতা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিকের সাম্প্রদায়িক বিধিও শাস্ত্রানুসারে মন্ত্রপূত করিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বা ৬০

যজ্ঞের সকল শেষ হইবার পর, পরিশেষে একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া দশরথের নিকট অর্থ প্রার্থনা করিল; তৎকালে অন্য অর্থের অসঙ্গতি নিবন্ধন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে আপনার হস্তাভরণ প্রদান করিলেন। বা ১৪

কার্য্যকুশল বিপ্রগণ শাস্ত্রীয় সাঙ্কেতিক শব্দে প্রেরিত হইয়া বিধানানুসারে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বা ১৪

বিশ্বামিত্র রামকে যজ্ঞের দশ রাত্রির নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। বা ১৯

মনীষিগণ দ্বাদশ দিবস দীক্ষাকাল নিরূপণ করিয়াছেন। বা ৫০

কুশনির্ম্মিত পবিত্র কাল্তীদাম, রক্তমাল্য ও রক্তচন্দনে অলঙ্কৃত হইয়া শুনঃশেফ পশুরূপে বৈষ্ণবযূপে বদ্ধ হইলেন। বা ৬২

রাম কহিলেন, "যজ্ঞ দীক্ষার নিমিত্ত আমার পত্নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিমা লইয়া ভরত অগ্রে গমন করুক।" উ ৯১

ইন্দ্রজিত মৌনব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক যজ্ঞে দীক্ষিত ছিলেন। উ ২৫

পর্ব্বকালে যাজ্ঞিক যেমন রাক্ষসদিগের যজ্ঞভাগ নিক্ষেপ করে। উ ৪৩

লঙ্কায় নিশাচরগণ প্রতি পর্ব্বে যজ্ঞার্থ সোমরস প্রস্তুত করে, এবং তথায় দেবতারা প্রতিনিয়ত পূজিত হইতেছেন। সু ৬

দিগ্বিজয় হইতে আসিয়া রাবণ নিকুম্ভিলা উপবনে প্রবেশ করিয়া দেখিল, যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে, এবং তথায় কৃষ্ণাজিনধারী কমণ্ডলু-হস্ত শিখাবান্ ও দণ্ডযুক্ত স্বপুত্র মেঘনাদ উপস্থিত। উ ২৫

(সীতার পাতাল প্রবেশকালে) রাম দীক্ষাকালে গৃহীত দণ্ডকাষ্ঠে ভর দিয়া অধোমুখে রোদন করিতেছিলেন। উ ৯৮

তাপসেরা কহিলেন, এক্ষণে মহর্ষি দীক্ষিত আছেন. তন্নিবন্ধন এই ছয় রাত্রি মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবেন। বা ৩৩

বাজপেয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের ছত্রলাভ হয়। অ ৪৫

ক্রিয়াবস্থ—একাদশ দিবসে বশিষ্ঠ দশরথপুত্রদিগের নামকরণ করিলেন। বা ১৮

রাজা দশরথ ব্রাহ্মণ এবং নগর ও জনপদবাসিদিগকে প্রচুর পরিমাণে ভোজন করাইয়া বশিষ্ঠের সাহায্যে আত্মজদিগের জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিলেন। বা ১৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অষ্টমবর্ষ বয়সে রামের উপনয়ন, তাহার সপ্তদশ বৎসর পরে যৌবরাজ্যে অভিষেক। অ ২০
মাতৃগণের উদ্দেশে ও পিতৃকৃত্যে রাম প্রতিবর্ষে তাপস ব্রাহ্মণদিগকে অর্থদান করিতেন। উ৯৯
পঞ্চদশবর্ষ বয়সে রামাদির বিবাহ—সীতার বয়স তখন ছয় বৎসর। অ ৪৭

বিবাহ—বিবাহ পূর্ব্বে গোদান বিধি ও পিতৃকৃত্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। বা ৭১
প্রভাতে যজ্ঞ সমাপনান্তে বিবাহক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার কথা রহিল। বা ৬৯
মিথিলাধিপতি কন্যাগণকে (বিবাহের পর) নানাবিধ যৌতুক দান করিলেন। বা ৭৪
বর কন্যা অগ্নি, বেদী, রাজা জনক ও মহাত্মা ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে বিবাহ করিলেন। বা ৭৩
রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মবিধানের অনুরূপ করিয়াই সীতাকে রামের হস্তে অর্পণ করেন। বা ৭৭
কন্যাদানকালে কুলপরিচয় প্রদান করা সদ্বংশীয়দিগের অবশ্যকর্ত্তব্য। বা ৭১
কুশনাভ রাজার কন্যাগণ কহিলেন, "এমন দিন যেন না আইসে আমরা পিতাকে অবমাননা করিয়া স্বয়ম্বরা হইতে প্রবৃত্ত হই।" বা ৩২

অভিষেক—বশিষ্ঠ রামকে রত্নপীঠে উপবেশন করাইলেন এবং পূর্ব্বকালে মনু যাহা দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশপরম্পরায় রাজগণ যাহা দ্বারা অভিষিক্ত হন, সেই ব্রহ্ম-নির্ম্মিত রত্নশোভিত অত্যুজ্জ্বল কিরীট রামের মস্তকে পরিধান করাইয়া দিলেন। ল ১২৯
রামের অভিষেকার্থ চারি বানর পঞ্চশত নদী ও চারি সমুদ্র হইতে সুবর্ণঘটপূর্ণ করিয়া জল আনিল। ল ১২৯
পবিত্র চৈত্রমাস উপস্থিত, এই সময় যৌবরাজ্যে অভিষেকের উপযুক্ত। অ ৩
(অভিষেকের পূর্ব্বদিন) দশরথ রামকে কহিলেন, "আজিকার রাত্রিযোগে বধূ সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন ও উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিও। অ ৪
(অভিষেকার্থ যাত্রাকালে) মহাবীর রাম একটি বৃহৎকায় মাতঙ্গের পৃষ্ঠে ছত্রে আনন সংবৃত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। অ ২
(অভিষেক কালে) রাম ব্রতপরায়ণ ও দীক্ষিত হইয়া মৃগচর্ম্ম ও মৃগশৃঙ্গ ধারণ করিলেন। অ ১৬
অনন্তর যে দিবস অভিষেকার্থ নান্দিমুখ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে। অ ৮১
বশিষ্ঠ মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক জানকীর সহিত রামকে উপবাসের সঙ্কল্প করাইলেন। অ ৫
রামের রাজ্যাভিষেক দিবসে নগরের চতুর্দ্দিক তোরণমালায় অলঙ্কৃত, সমস্ত গৃহে ধ্বজদণ্ড উত্তোলিত হইল। অ ৫
(অভিষেকার্থ যাত্রাকালে) সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পুরনারীগণ বেশভূষা ধারণ ও গবাক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক রামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল। অ ১৬
পৌরগণ প্রীতমনে রাজাকে (বিভীষণ) দধি অক্ষত মোদক লাজ ও পুষ্প উপহার দিলেন। ল ১১৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

লক্ষ্মণ পরমাসনে বিভীষণকে উপবেশন করাইয়া সমুদ্রজলপূর্ণ একটি কলস লইয়া তাঁহাকে লঙ্কার রাজরূপে অভিষিক্ত করিলেন। ল ১১৩

মঙ্গল—রাজপথে রাম প্রভৃতির মস্তকে লাজাঞ্জলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অ ৪৩

পথে পুষ্প সকল বিক্ষিপ্ত এবং মঙ্গলাচারার্থ দধি অক্ষত হবি লাজ ও ধূপ বিকীর্ণ। অ ১৭

কৌশল্যা রামের মস্তকে অক্ষত প্রদান, সর্ব্বাঙ্গে গন্ধলেপন এবং মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পরীক্ষিত ঔষধি ও শুভ বিশল্যকরণী হস্তে বন্ধন করিয়া দিলেন। অ ২৫

(রাম বনবাস হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে) শঙ্খ ও দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল; বাদকেরা তুরী তাল ও স্বস্তিক বাদনপূর্ব্বক হৃষ্টমনে মঙ্গলধ্বনি করিয়া উহার অগ্রে অগ্রে চলিল, অনেকে মঙ্গলার্থ ধেনু, হরিদ্রামিশ্রিত অক্ষত ও মোদক লইয়া চলিল; এবং অগ্রে অগ্রে বহুসংখ্য কন্যা ও ব্রাহ্মণ গমন করিতে লাগিল। ল ১২৯

সংসার—অমাত্য সুপার্শ্ব রাবণকে কহিলেন "আপনি ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ, বেদবিদ্যা-সমাপন ও গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমে* প্রবেশ করিয়াছেন। ল ৯২

দূতেরা কেকয়রাজ ও ভরতের নিমিত্ত কৌশেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার লইয়া (ভরতকে আনিতে) গমন করিল। অ ৬৮

নিমন্ত্রিত নৃপতিবর্গ রাজা দশরথকে উপহার দিবার নিমিত্ত প্রভূত রত্নভার লইয়া তথায় আগমন করিলেন। বা ১৩

বৃদ্ধা মুনিপত্নীগণ ভূত পিশাচের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ বাল্মীকির হস্ত হইতে মন্ত্রপূত কুশ ও লব গ্রহণ করিয়া সীতার সদ্যঃপ্রসূত পুত্রদ্বয়কে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। উ ৬৬

বনে রাম লক্ষ্মণকে সীতা নিক্ষিপ্ত অলঙ্কারগুলি দেখাইলে লক্ষ্মণ বলিলেন "আমি কেয়ূরও জানি না, কুণ্ডলও জানি না, প্রতিদিন প্রণাম করিতাম, সেই জন্য এই দুই নূপুর জানি। কি ৬

সংসারিক ও লৌকিক—চার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অ ১০৬

রাম বনে গমন করিলে শোকাকুলিত মনে কৌশল্যা দশরথকে কহিলেন "কবে দেখিব আমার দুইটি বৎস কর্ণে কুণ্ডল ও করে ধনু ও খড়্গধারণ করিয়া সশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় আসিতেছে। কবে তাহারা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে ফল পুষ্প প্রদানপূর্ব্বক হৃষ্টমনে পুরী প্রদক্ষিণ করিবে? অ ২৩

যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার তুল্য দেখা তাহার কর্ত্তব্য। অ ৭২

ভরত জ্যেষ্ঠের বনবাস শুনিয়া দুঃখক্রোধে অঙ্গের সমস্ত আভরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া উৎসবাবসানে শক্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে পতিত ও হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। অ ৭৪

ভরত কহিলেন, "জ্যেষ্ঠের বনবাস বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধী,...সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম

* গৃহস্থাশ্রম কথাটা নাই; টীকাকারের ব্যাখ্যা এইরূপ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যাহার মতক্রমে বনে গিয়াছেন, সে...সূর্য্যের অভিমুখে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করুক, নিদ্রিত ধেনুর দেহে পদাঘাত করুক। .. অ ৭৫

ভরদ্বাজ মুনি বশিষ্ঠ ও ভরতকে পাদ্য অর্ঘ দিয়া অনুক্রমে আশ্রমের ও অযোধ্যা সৈন্য, ধনাগার, মিত্র ও মন্ত্রী সংক্রান্ত কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন; বশিষ্ঠ ও ভরত তাঁহাকে অনাময় প্রশ্ন করিয়া অগ্নি শিষ্য বৃষ মৃগ ও পক্ষীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অ ৯০

বিশ্বামিত্র দশরথকে জিজ্ঞাসা করিলেন "দৈব ও মানুষ কার্য্য ত সম্যক্ সম্পাদিত হইতেছে?" বা ১৮

জননী কৌশল্যা ও স্বয়ং রাজা রামের মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন, পুরোহিত বশিষ্ঠও মঙ্গলসূচক মন্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন।। বা ২২

দিতি শয্যার যেস্থলে মস্তক স্থাপন করিতে হয়, তথায় চরণ প্রসারণপূর্ব্বক অপবিত্র হইয়া শয়ন করিয়াছিলেন, ইহা এক ব্যতিক্রম। বা ৪৬

দশরথ কহিলেন "আমি গুরুগৃহে অধ্যয়ন করিয়াছি।" অ ৪

ভরত কহিলেন "যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সে লাক্ষা, লৌহ, মধু, মাংস ও বিষ বিক্রয় করিয়া পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ করুক।...উন্মত্তের ন্যায় চীরবস্ত্র পরিধান ও নর-কপাল গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষার্থী হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করুক। অ ৭৫

হনূ সুগ্রীবকে বলিলেন "পতির নিকট পত্নী যে ভাবে থাকে, তুমি সেইরূপে রামের বশতা-পন্ন হইয়া থাক। কি ৩২

লৌকিক—সুগ্রীব রামের দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া অগ্নি-সন্নিধানে তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন। কি ৫

শোকাকুলা সীতা উভয়ের অন্তরালে একটি তৃণস্থাপনপূর্ব্বক নির্ভয়ে (রাবণকে) কহিলেন। আ ৫৬

কামমোহিত রাবণ বেদোচ্চারণ পূর্ব্বক······সীতাকে কহিল। আ ৪৬

ঋষ্যশৃঙ্গ সহ দশরথের অযোধ্যা প্রবেশ কালে শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভি নির্ঘোষ হইতে লাগিল। বা ১১

হনূমান রামকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সীতা-সংবাদ কহিলেন। বা ১

রাম বিশ্বামিত্র-দত্ত অস্ত্রগণের অঙ্গে করস্পর্শপূর্ব্বক গ্রহণ স্বীকার করিলেন। বা ২৮

কাকপক্ষধারী রামলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের অনুগামী হইলেন বা ২২

বালী দ্বারদেশে থাকিবার নিমিত্ত সুগ্রীবকে পাদস্পর্শপূর্ব্বক শপথ করাইয়া গর্ত্তমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কি ৯

হনূ কহিলেন "আমি মলয় মন্দর বিন্ধ্য, সুমেরু ও দর্দ্দুর পর্ব্বতের নামোল্লেখপূর্ব্বক শপথ করিতেছি, ফল মূল স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি......।" সু ৩৬

হনূ জানকীকে প্রদক্ষিণ সহকারে প্রণাম করিয়া তাঁহার একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। সু ৩৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হনূ মস্তকে অঙ্গলি স্থাপনপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিলেন। সু ৩৬

দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে বেদ বিধি অনুসারে সৎকার করিলেন। বা ১১

অশোক কাননে হনূকে প্রথম দেখিয়া জানকী চিন্তা করিলেন "আঃ কি দুঃস্বপ্নই দেখিলাম! একটা নিষিদ্ধ-দর্শন বানর দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সু ৩২

স্ত্রী—রাম বলিলেন "আমি পিতৃ-বিনাশ ও রাজ্যনাশ অপেক্ষাও স্ত্রীর পরপুরুষস্পর্শে অধিকতর শোকাকুল। আ ২

হনুমান অশোক-কানন হইতে সীতাকে আপন পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লইয়া আসিতে ইচ্ছা জানাইলে জানকী কহিলেন "দূত আমি স্বেচ্ছাক্রমে তোমার পৃষ্ঠ স্পর্শ করিব না; ইহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। পূর্ব্বে যে আমায় রাবণের গাত্রস্পর্শ করিতে হইয়াছে, তাহা কেবল কাল-প্রভাবে, আমি কি করিব?" সু ৩৭

বনে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন "এক্ষণে তুমি বর্ম্মধারণপূর্ব্বক সাবধানে সীতাকে রক্ষা কর, ইহাকে রক্ষা করাই আমাদের মুখ্য কার্য্য।" আ ৪৩

রাবণের মৃতদেহের উপর পতিত হইয়া প্রধানা রাজ্ঞী মন্দোদরী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "আমি অবগুণ্ঠিতা না হইয়া নগরদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত এবং পদব্রজে এইস্থানে আসিয়াছি, ইহা দেখিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ না? চাহিয়া দেখ, তোমার পত্নীদিগের লজ্জাবগুণ্ঠন স্খলিত, ইহারা অন্তঃপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক এখানে উপস্থিত, ইহা দেখিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ না কেন? ল ১১২

স্ত্রীজনসমাজে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যা-অন্তঃপুরে সহসা প্রবেশ করেন নাই। কি ৩৩

বৃদ্ধ সুমন্ত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজা দশরথের শয়নগৃহে গমনপূর্ব্বক যবনিকার অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া শুভাশীর্ব্বাদ করতঃ কহিলেন। অ ১৫

লঙ্কায় রামের নিকট সীতার আগমন কালে ধর্ম্মজ্ঞ বিভীষণ সত্বর তত্রত্য সমস্ত লোককে অপসারণ করিয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলেন......রাম নিবারণ করিয়া কহিলেন—"বিপত্তি পীড়া যুদ্ধ স্বয়ম্বর যজ্ঞ ও বিবাহ-কালে স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দূষণীয় নহে।" ল ১১৫

মহানুভব ব্যক্তিরা কদাচ স্ত্রীজাতির উপর নিষ্ঠুরাচরণ করেন না। কি ৩৩

বহুদিন রক্ষোগৃহবাস-নিবন্ধন সীতার অগ্নি পরীক্ষা হয়। বা ১

বশিষ্ঠ বলিলেন "ভার্য্যা গৃহীদিগের অর্দ্ধাঙ্গ, * সুতরাং সীতা রামের অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া, রাজ্যপালন করিবেন। রাম বনে গমন করিলে সিংহাসন সীতার।" অ ৩৭

নদী উত্তরণ-কালে সর্ব্বাগ্রে গুরু ও পুরোহিতেরা নৌকায় উঠিলেন; পরে কৌশল্যা প্রভৃতি রাজপত্নী, পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধান প্রধান অনুচরদিগের গৃহিণীরা উঠিলেন।......প্রয়াণ-কালে সৈন্যেরা বাসগৃহে অগ্নি প্রদান করিল। অ ৮৯

---

* মূলে আছে "আত্মা হি দারা।" টীকাকারের মতে অর্থ "অর্দ্ধাঙ্গিনী।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিষাদগণ-বাহিতা সজ্জীকৃতা নৌকায় প্রথমতঃ সীতাকে আরোহণ করাইয়া পরে লক্ষ্মণ স্বয়ং আরোহণ করিলেন। উ ৪৭

লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে কহিলেন "আমি দাস, আমার ভার্য্যা হইয়া তুমি কি দাসীভাবে থাকিবে। আ ১৮

আয়তলোচনা জানকী (বনে) রাম লক্ষ্মণের হস্তে শ াসন তূণীর ও নির্ম্মল খড়্গ আনিয়া দিলেন। আ ৮

রণস্থলে দশরথ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, কৈকেয়ী সমভিব্যাহারে ছিলেন; তিনি স্বামীকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তথা হইতে অপসারণপূর্ব্বক (রাজাকে) রক্ষা করেন। অ ৯

অযোধ্যার অশোকোদ্যানে রামচন্দ্র সীতাকে মাল্যশোভিত উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইয়া মৈরেয় * (বিশুদ্ধ) মদ্যপান করাইলেন। উ ৪২

রাবণ রম্ভাকে বলিলেন "সুন্দরী, তুমি আমার পুত্রবধূ হও এই যে কথাটি বলিতেছ, ইহা অবশ্য একপত্নীস্থলে—দেবগণের ইহাই নিত্য ব্যবস্থা।" উ ২৬

দশরথ কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলে দেবী স্বামীর অঞ্জলি মস্তকে ধারণপূর্ব্বক ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভীতমনে কহিলেন "মহারাজ আমি তোমায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি, প্রসন্ন হও; তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে নিশ্চয় আমার সর্ব্বনাশ হইবে। ইহলোকে ও পরলোকে শ্লাঘনীয় পতি যাহাকে প্রসন্ন করেন, সে কথনই কুলস্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।" অ ৬২

বিভীষণ স্ত্রীলোককে বহিবারযোগ্য বাহকের দ্বারা সীতাকে বহুসংখ্যক রক্ষক সমভিব্যাহারে রামের নিকটে আনিলেন। ল ১১৫

রামের প্রকোষ্ঠের দ্বারে কতকগুলি কাষায়বসনা বৃদ্ধা স্ত্রী বেত্রহস্তে উপবিষ্ট। অ ১৬

কৈকেয়ীর কক্ষায় কুব্জা ও বামনাকার স্ত্রীলোক সকল থাকিত। অ ২০

সীতাকে অযোধ্যার রাজপথে পদব্রজে যাইতে দেখিয়া লোকেরা কহিতে লাগিল "হা যাঁহাকে পূর্ব্বে অন্তরীক্ষচর পক্ষীরাও দেখিতে পায় নাই, আজ সেই সীতাকে পথের লোকসকল অবলোকন করিতেছে।" অ ৩৩

স্ত্রীলোককে বধ নিষিদ্ধ। ল ৮০

ভোজন—সীতা কহিলেন, "আমার স্বামী নানা প্রকার পশু হনন ও পশুমাংসগ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্র আসিবেন।" আ ৪৭

"তোমরা (রামলক্ষ্মণ) পম্পানিবাসী ঘৃত পিণ্ডাকার স্থূলপক্ষিগণকে ভোজন করিবে।" আ ৭৩

ভরদ্বাজ রামকে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক অর্ঘ বৃষ † নানাপ্রকার বন্য ফলমূল ও জল প্রদান করিলেন। অ ৫৪

উ ২৫

* মৈরেয়—ধাত্রী-ধাতকী-গুড়-প্রস্তুত মদ্য।

† মূলে আছে "গাং"—গাং মধুপর্কাঙ্গং মহোক্ষং ব্যাখ্যা। নতুবা অর্ঘ্য ফলের সঙ্গে 'বৃষ' টা কৈ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাম বরাহ ঋষ্য পৃষৎ ও মহারুরু এই চারি প্রকার মৃগ বধ করিলেন; এবং উহাদের পবিত্র মাংস গ্রহণপূর্ব্বক সায়ংকালে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। অ ৫২

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের পাঁচ পঞ্চনখী জন্তু ভক্ষ্য ঃ—শ্বাবিৎ, শল্যক, গোধা, শশ, কূর্ম্ম। কি ১৭

পম্পা সরোবরে কণ্টকাকীর্ণ পুষ্ট, উৎকৃষ্ট রোহিত ও চক্রতুণ্ড মৎস্য রামলক্ষ্মণ ভক্ষণার্থ গ্রহণ করেন। আ ৭৩

সৌদাস রাজাকে বশিষ্ঠ বলিলেন "আমায় সামিষ সুস্বাদু হবিষ্যান্ন আহার করাও।" উ ৬৫

প্রদোষে রাক্ষসেরা অবৈধ হিংসাদ্বারা মাংসভক্ষণে প্রবৃত্ত হইল। সু ৫

মারীচ রাবণকে অমানুষসুলভ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিয়া সংকার করিল। আ ৩১

অযোধ্যায় অশোক-কাননে অনুচরবর্গ রামকে সুসংস্কৃত মাংস ও ফলমূল আনিয়া দিল। উ ৪২

যজ্ঞস্থলে প্রতিদিন পর্ব্বতাকার সুসিদ্ধ অন্নরাশি দৃশ্যমান হইতে লাগিল। ... ভোজনকালে ব্রাহ্মণগণ সুসংস্কৃত সুস্বাদু অন্নরসের সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বা ১৪

ভরদ্বাজ আশ্রমে ভরতানুচরগণ কুঙ্কুমস্তকে সুশোভিত শুক্লান্নপূর্ণ স্বর্ণ ও রজতময় বহুসংখ্য পাত্র বিস্ময় সহকারে দেখিল। অ ৯১

ভরত কহিলেন "যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সেই নির্ঘৃণ শ্রাদ্ধাদি নিমিত্ত ব্যতিরেকে পায়স কৃসর ও ছাগমাংস ভোজন করুক।" অ ৭৫

দশরথ কৈকেয়ীকে কহিলেন "অতঃপর ভদ্রলোকে সুরাপায়ী বিপ্রের ন্যায় আমাকে পথমধ্যে নীচাশয় বলিয়া নিশ্চয়ই তিরস্কার করিবেন। আ ১২

আদর সম্মান—বাল্মীকি ব্রহ্মাকে দর্শন করিবামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে নিস্তব্ধ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে তিনি পাদ্য অর্ঘ আসন ও স্তুতিবাদ দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভগবান্ পিতামহ পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া মহর্ষিকে অনাময় প্রশ্নপূর্ব্বক আসন গ্রহণের আদেশ দিলেন। আ ২

রাম মুনিগণকে উপস্থিত দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রত্যুত্থান করিলেন; এবং পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সাদরে তাঁহাদের প্রত্যেককে গাভী নিবেদন করিয়া দিলেন, এবং প্রযতচিত্তে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদিগের বসিবার জন্য আসন আদেশ করিলেন। ঋষিশ্রেষ্ঠেরা সেই সকল কুশাস্তৃত মৃগচর্ম্মযুক্ত সুবর্ণময় শ্রেষ্ঠ মহাসনে যথাযোগ্য উপবিষ্ট হইলেন। উ ১

পুলস্ত্য আসিতেছেন শুনিয়া হৈহয়াধিপতি মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া মহর্ষির অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে অর্ঘ ও মধুপর্ক লইয়া রাজ-পুরোহিত গমন করিতে লাগিলেন। উ ৩৩

মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বিনীতভাবে স্বয়ং তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া বিভীষণ সীতাকে কহিলেন। ল ১১৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হনূমান রামের অঙ্গুরী কৃতাঞ্জলিপুটে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণপূর্ব্বক রামকে প্রণিপাত করিলেন। কি ৪৪

রাম কৃতাঞ্জলিপুটে পিতার সন্নিহিত হইয়া আপনার নামোল্লেখপূর্ব্বক তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন অ ৩

উপবাসকৃত দীনভাবাপন্ন ভরত ভ্রাতার পুনরাগমন সংবাদ শ্রবণে পরম প্রীতমনে মস্তকে জ্যেষ্ঠের পাদুকাযুগল গ্রহণ এবং শুক্লমাল্যশোভিত ছত্র ও সুবর্ণভূষিত শুভ্র চামর স্বয়ং ধারণ-পূর্ব্বক প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ বৈশ্য বণিক ও মাল্যমোদকহস্ত অমাত্য বন্দী ও সচিবগণে পরিবৃত হইয়া শঙ্খ ও ভেরীর শব্দ করিতে করিতে রামচন্দ্রের প্রত্যুদ্গমনার্থ বহির্গত হইলেন। ল ১২৮

রাম প্রত্যাগমন করিলে ভরত পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া স্বয়ং নরচন্দ্র রামচন্দ্রের পদযুগলে পরাইয়া দিলেন। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে জ্যেষ্ঠকে বলিলেন "যে রাজ্য আপনি আমাকে ন্যায়রূপে প্রদান করিয়াছিলেন, অদ্য আমি তাহা আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি।" ল ১২৮

লক্ষ্মণ রামসীতার পাদ প্রক্ষালন করিয়া তরুমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অ ৫০

রাম পুণ্যাশ্রম দর্শন করিয়া শরাসন হইতে জ্যাগুণ অবরোপণপূর্ব্বক প্রবেশ করিলেন।

ভরদ্বাজ-আশ্রমে গমনকালে ভরত অস্ত্র ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিলেন, এবং বশিষ্ঠকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মন্ত্রিবর্গ সমভিব্যাহারে পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। অ ৯০

নিষাদরাজ মৎস্য মাংস ও মধু উপহার লইয়া ভরত-সমীপে চলিলেন। অ ৮৪

অর্জ্জুন (কার্ত্তবীর্য্য) রাবণকে বন্ধন করিয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলে ব্রাহ্মণগণ ও পৌরবর্গ তাঁহার উপর রাশি রাশি পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। উ ৩২

রাজসভায় ঋষিগণ সর্ব্বতীর্থ সলিলপূর্ণ কুম্ভ ও প্রচুর ফলমূল উপহার দিয়া রাজদর্শন করিলেন। উ ৬০

তপস্বীরা রামকে দেখিয়া প্রীতমনে প্রত্যুদ্গমন এবং মঙ্গলাচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন; পরে এক পর্ণশালায় উপবেশন করাইয়া ফলমূল জল ও পুষ্প আহরণপূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। আ ১

রাম কহিলেন "আমি হর্ষসহকারে ভরতকে সীতা, রাজ্য ও প্রাণ অর্পণ করিতে পারি।" অ ১৯

গরুড় রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশ-পথে প্রস্থিত হইলেন। ল ৫০

বাল্মীকি শত্রুঘ্নকে কহিলেন "আইস তোমার মস্তকাঘ্রাণ করি, স্নেহের ইহাই পরম লক্ষণ।" উ ৭১

ভরত সুগ্রীবকে কহিলেন "আমাদের চারি ভ্রাতার মধ্যে তুমিই পঞ্চম।" ল ১২৮

ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে কৃতাঞ্জলিপুটে আমন্ত্রণ, অভিবাদন ও পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণপূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অ ১১৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাম ইন্দ্রপ্রেরিত দেবরথকে রণস্থলে প্রদক্ষিণ ও প্রণামপূর্ব্বক দেহশ্রীতে সমস্ত লোক উদ্ভাসিত করিয়া তদুপরি আরোহণ করিলেন। ল ১০২

রাম রথারোহণপূর্ব্বক নগরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন, ভরত অশ্বের রশ্মি ও শত্রুঘ্ন ছত্র ধারণ করিলেন; লক্ষ্মণ তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন; বিভীষণ ও সুগ্রীব পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া শ্বেতচামর গ্রহণ করিলেন; এবং ঋষি ও দেবগণ স্তুতিগান করিতে লাগিলেন। ল ১২৯

রাম সীতা-সংবাদ আনয়নকারী হনূমান্‌কে রোমাঞ্চ কলেবরে আলিঙ্গন করিলেন। ল ১

ইন্দ্রজিত বধ করিয়া আসিলে লক্ষ্মণকে স্নেহভরে বলপূর্ব্বক ক্রোড়ে লইয়া রাম তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। ল ৯১

হনুমানের মুখে রামের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত নয়নে ভরত তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন "তোমার সংবাদের অনুরূপ আমি কি দিতে পারি! তুমি লক্ষ গো, একশত গ্রাম এবং ষোলটি কন্যা * গ্রহণ কর; ঐ সমস্ত কন্যা উত্তমজাতি ও উত্তমকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।" ল ১২৬

দশরথ রামের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বিদায় দিলেন। বা ২২

সোমদা বারম্বার বধূগণের অঙ্গস্পর্শ করিয়া অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। বা ৩৩

নিষ্ক্রমণকালে উভয়মিত্র (দশরথ ও লোমপাদ) একত্র হইয়া পরস্পর অঞ্জলিবন্ধন ও স্নেহভরে বারম্বার আলিঙ্গন করিলেন। বা ১১

রাম লাজাঞ্জলি ও সুগন্ধি ধূপদ্বারা পূজা করিয়া (অযোধ্যায়) পুষ্পককে গ্রহণ করিলেন। উ ১১

রাবণ বালীর সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া কহিল "স্ত্রী পুত্র পুররাষ্ট্র অন্নবস্ত্র প্রভৃতি আমাদিগের যা কিছু, সমুদয় অবিভাগে উভয়ের ভোগের রহিল।" উ ৩৪

হনু সভায় রাবণকে বিনীতবাক্যে কহিলেন "রাজন্, তোমার ভ্রাতা সুগ্রীব তোমার কুশল জিজ্ঞাসিয়াছেন; তিনি তোমার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলকল্পে কহিয়াছেন......" সু ৫১

জাম্ববান অঙ্গদকে কহিলেন "আমরা তোমার ভৃত্য, তুমি আমাদিগের ভার্য্যার তুল্য, কেবল † প্রভু-ভাবে বিরাজ করিতেছ; প্রভু সৈন্যের পক্ষে ভার্য্যা-নির্ব্বিশেষে পালনীয়।" কি ৬৬

সীতা বনগমনকালে ভাগীরথীকে বলিলেন "রাম ভালয় ভালয় পঁহুছিলে এবং রাজ্য পাইলে আমি ব্রাহ্মণগণকে দিয়া তোমারই প্রীতির উদ্দেশ্যে তোমাকে অসংখ্যক গো ও

---

* ষোড়শ কন্যা শুভ সংখ্যা, অভিষেককালেও ষোড়শ কন্যা থাকিত।

† তখনকার কালে তবে ভার্য্যারা ভর্ত্তাদিগের প্রভুস্বরূপ ছিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অশ্ব দান করিব; সহস্র কলস সুরা, ও পলান্ন দিব *; তোমার তীরে যে সকল দেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও তীর্থস্থান ও দেবালয় অর্চ্চনা করিব।" অ ৫২

রাম বশিষ্ঠকে সবিশেষ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত ত্বরিতপদে গৃহ হইতে বহির্গত এবং তাঁহার রথের নিকট উপস্থিত হইয়া সাদরে করগ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং তাঁহাকে অবতারিত করিলেন। অ ৫

শোক—হনুমান সীতাকে বলিলেন, "রাম তোমার বিরহে আর মত্ত মাংসস্পর্শ করেন না; যথা-কালে শাস্ত্রবিহিত বন্য ফলমূলে দিনপাত করিয়া থাকেন।" সু ৩৬

অশোক-কাননে সীতার পৃষ্ঠে কালভুজঙ্গীর ন্যায় একমাত্র বেণী। সু ১৫

সরমা সীতাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "তুমি এই জঘনস্পর্শী একমাত্র বেণী বহুদিন যাবৎ ধারণ করিয়া আছ, সেই মহাবল (রাম) শীঘ্রই ইহা মোচন করিবেন।" ল ৩৭

রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, "জানকী অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন, তুমি ইঁহার অনুসরণ করিবে, আমি সর্ব্বশেষে যাইব। শোক-কালে এইরূপ গমন করাই শাস্ত্রসঙ্গত। অ ১০৩

বেশ—চিত্রকূট বনে চর্ম্মধারী বীরগণ দাক্ষিণাত্যদিগের ন্যায় কুসুমের শিরোভূষণ ধারণ করিতেছে। অ ৯৩

কৈকেয়ী মন্থরাকে বলিলেন, "তোমার জঘনদেশ বিস্তীর্ণ ও কাঞ্চীদামশোভিত এবং উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা শব্দায়মান।" অ ৯

(অশোক-কাননে) রাবণের স্কন্ধে পুষ্পবাস সুরভি অমৃতফেনধবল উত্তরীয় বস্ত্র। সু ১৮

হনুমান ধবলবর্ণবস্ত্র পরিহিত হইয়া বৃক্ষশাখায় প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। সু ৩২

(অশোক-কাননে) রাবণ রক্তমাল্য রক্তবসনে শোভা পাইতেছেন, তাঁহার হস্তে স্বর্ণকেয়ুর, মস্তকে কম্পিত কনককিরীট এবং কটীতটে রত্নকাঞ্চী। সু ২২

সুরলোকে অপ্সরোগণ রক্তপুষ্পে কেশপাশ অলঙ্কৃত করিয়া উজ্জ্বলবেশে (বালীর নিকট) আসিবে। কি ২৪

কাকপক্ষধারী রামলক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রের অনুগামী হইলেন। আ ২২

বিভীষণের আজ্ঞামাত্র কঞ্চুক ও উষ্ণীষে শোভিত কর্কশবৎ বেত্রগুচ্ছধারী পুরুষেরা যোদ্ধৃগণকে অপসারিত করিয়া দিল। ল ১১৫

রাম কহিলেন, "জানকী কবরীতে যাহা বন্ধন করিয়াছিলেন, চিনিয়াছি, এই গুলি সেই পুষ্প।" আ ৬৪

বালী সুগ্রীবকে একবস্ত্রে নির্ব্বাসিত করেন। কি ১০

শরৎকালে নদী চক্রবাক ও শৈবালে আকীর্ণ হইয়া পত্ররচনা ও গোরোচনায় অলঙ্কৃত বধূমুখের ন্যায় শোভিত হইতেছে। কি ৩০

সীতার চরণযুগল বনে অলক্তকরাগশূন্য। অ ৬০

---

* মূলে কথাটা "মাংসভূতৌদন।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাজা—রাজার অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাদিক্রমে রাজকুমারদিগের রাজ্যাধিকার হয়,—এই আচার অনাদিকাল হইতে প্রচলিত। অ ৩৫

কৈকেয়ী মন্থরাকে বলিলেন, "রামের শত বৎসর পরেই ত আবার ভরতের পৈত্রিকরাজ্যে অধিকার।" অ ৮

রাজার সকল পুত্র কিছু রাজ্য পান না, পাইলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়; এই জন্য নৃপতির পুত্রগণের মধ্যে হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, না হয় যিনি সর্ব্বাপেক্ষা গুণজ্যেষ্ঠ, তাঁহাকেই রাজ্যের ভারার্পণ করেন। অ ৮

জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাভিষেক অধর্ম্ম। উ ৬৩

অরাজক রাজ্যে পৌরাণিকেরা শ্রোতার অভাবে পুরাণ কীর্ত্তনে বীতরাগ হইয়া থাকেন, কুমারী সকল সায়াহ্নে মিলিত ও স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া উদ্যানে ক্রীড়া করিতে যায় না। অ ৬৭

রাজসভায় প্রাতঃকালে সূত মাগধ ও বন্দিগণের স্তুতিবাদ ও বৈতালিকদিগের প্রভাতগীত হয়। অ ৬৫

(রাবণের সভাসদ্‌গণ) সভার দূরদেশে বাহন হইতে অবতীর্ণ হইল এবং পদব্রজে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিল। তাঁহারা নৃপতির পাদপদ্ম বন্দনা করিলে, তিনি তাঁহাদের সমুচিত সম্মাননা করিলেন। ক্রমে কেহ পীঠে, কেহ কুশাসনে, কেহ কেহ বা ভূমিতে উপবেশন করিল। যাঁহার যেরূপ পদমর্য্যাদা, তিনি তদনুরূপ আসন অধিকার করিল। ল ১১

বিভীষণ সভা প্রবেশ করিয়া আপনার নামোচ্চারণপূর্ব্বক অগ্রজের পদমূলে প্রণাম করিলেন। ল ১১

রাজসভায় ঋষিগণ সর্ব্বতীর্থসলিলপূর্ণ কুম্ভ ও প্রচুর ফলমূল উপহার দিয়া রাজদর্শন করিলেন। উ ৬০

রাজা দশরথ কহিলেন, "আমি সমস্ত লোকের হিতাচরণে দীক্ষিত হইয়া শ্বেতছত্রের ছায়ায় এই শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি।" অ ২

সদাচারসম্পন্ন রাজর্ষিগণ সস্ত্রীক হইয়া বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। অ ৩৮

ইক্ষ্বাকুবংশে জ্যেষ্ঠেরই রাজ্যাধিকার হয় এবং অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহার অধীন হইয়া থাকেন। অ ৭৩

রাজ্য ভ্রাতৃসাধারণের ভোগ্য। অ ৮

দশরথ কহিলেন, "এই সকল উপস্থিত ব্রাহ্মণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক পুত্রকে প্রজাগণের হিতসাধনে নিয়োগ করিয়া বিশ্রামলাভের ইচ্ছা করি।" অ ২

পুত্র অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনে সমর্থ হইলে, তাহার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক পূর্ব্বরাজর্ষিগণের দৃষ্টান্তানুসারে বনপ্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ। অ ২৩

হনুমান অঙ্গদকে কহিলেন, "সুগ্রীব ক্রমপ্রাপ্ত বলিয়া তোমায় রাজ্যদান করিবেন।" কি ৫৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিভীষণ সভা-প্রবেশকালে বেদবিৎ বিপ্রগণের মুখে রাবণের বিজয়সংক্রান্ত পুণ্যাহ-ঘোষণা শুনিতে লাগিলেন। ল ১০

সমর—অদ্য উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র, কল্য হস্তা নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের সংযোগ ঘটিবে; অতএব চল, এই মুহূর্ত্তে আমরা যুদ্ধযাত্রা করি। ল ৪

বর্ষার চারিমাসের মধ্যে ধারাবাহী শ্রাবণই প্রথম *; এ সময়ে যুদ্ধযাত্রা করা নিষিদ্ধ।...... কার্ত্তিক মাস আইলে উদ্যোগ করা যাইবে। তখন শরৎকাল। কি ২৬

বিপক্ষপক্ষেরা গন্তব্যপথের ফলমূলাদি দূষিত করিতে পারে।......বানরসৈন্যগণ নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বিপক্ষপক্ষের গুপ্তসৈন্য সন্ধান করিতে থাকুক্। ল ৪

সৈন্য আহ্বানার্থ রাবণ ভেরীঘোষণা করিতে বলিলেন; অচিরাৎ ভেরীশঙ্খসমাকুল তুমুল শব্দ উঠিল। ল ৩২

যুদ্ধস্থলে মৈন্দ ও দ্বিবিদ দুই বীর অঙ্গদের পার্শ্বরক্ষক ছিলেন। ল ৭৫

হনুমান রাবণকে নীলের সহিত যুদ্ধে রত দেখিয়া কহিলেন, "লঙ্কেশ্বর তুমি অন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছ, এ সময় তোমাকে আক্রমণ করা সঙ্গত নহে।" ল ৫৯

রাম কহিলেন, "যে ব্যক্তি লুক্কায়িত, যুদ্ধবিরত, শরণাগত, সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত, পলায়মান এবং প্রমত্ত—তাহার প্রাণহরণ করিতে নাই।" ল ৭৯

রাক্ষস মাল্যবান্ পুরুষোত্তম পদ্মনাভকে রোষভরে কহিল, "নারায়ণ, পুরাতন ক্ষত্রধর্ম্ম তুমি অবগত নহ; আমরা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ও ভীত হইলেও তুমি ইতরের ন্যায় আমাদিগকে প্রহার করিতেছ।" উ ৮

মহাবল রাম বেদোক্ত বিধানক্রমে ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন। ল ১০৯

যে ব্যক্তি যুদ্ধে বিমুখ অতিকায় প্রতিপক্ষের মধ্যে এমন কাহাকেই প্রহার করিলেন না। ল ৭০

সুবাহু রাবণকে কহিলেন, "আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, আজ যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়া অমাবস্যায় সসৈন্যে জয়লাভার্থ নির্গত হউন।" ল ৯২

রাবণ সারথিকে কহিলেন, "শত্রু তোরে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়াছে, আমার এই অনুমান। ল ১০৪

যুদ্ধকালে রামকে ভূমিস্থিত ও রাবণকে রথারূঢ় দেখিয়া দেবতা গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরেরা বলিতে লাগিলেন, "একজন রথারূঢ়, অপর জন ভূতলে; এ যুদ্ধ অসদৃশ।" ল ১০২

যুদ্ধে পাঠাইবার কালে রাবণ ইন্দ্রজিতকে কহিলেন, "বীর আমি যে তোমায় সঙ্কটে পাঠাইতেছি ইহা আমার অনুচিত; কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা ক্ষত্রিয় ও আমাদিগের অনুমোদিত।" সু ৪৮

---

* রামের কালে ৪ মাস বর্ষা, শ্রাবণ প্রথম। (কিন্তু ঋতু ৬টা—অ—"কৌশল্যা আশীঃ"।) অ ২৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যুদ্ধযাত্রাকালে রাক্ষসগণ কেহ অগ্নিতে আহুতিপ্রদান, কেহ বা ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করিতেছে, সৈন্যগণ বর্ম্মধারণ করিয়া সুরচিত মাল্যে সুশোভিত হইল। ল ৫৭

রাক্ষসেরা যুদ্ধ করিতে যাইতেছে, তাহাদের কটীতটে ঘণ্টা ধ্বনিত হইতেছে। ল ৫১

যুদ্ধকালে সুগ্রীব গুল্মে সুষেণকে রক্ষা করিয়া তাহার হস্তে গুরুতর ভার সমর্পণপূর্ব্বক বৃক্ষহস্তে শত্রুর অনুসরণ করিলেন। ল ৯৬

সুগ্রীব ও মহোদর খড়্গধারণপূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল, এবং প্রহারের অবসর অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ল ৯৭

সুগ্রীব কটীতট সুদৃঢ় বন্ধনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান, বালী গাঢ়বন্ধনে বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক মুষ্টি উত্তোলন করিয়া ধাবমান হইলেন। কি ১৬

বীর (বালী) ধর্ম্মবলে স্বর্গজয় করেন, এখন যুদ্ধে দেহত্যাগপূর্ব্বক তাহা অধিকার করিলেন। কি ২৫

ত্রৈলোক্য জয় করিবার আশয়ে রাবণ মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। উ ১৩

রুদ্র আদিত্য বসু মরুদ্গণ অশ্বিনীকুমারদ্বয় বর্ম্মধারণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উ ২৭

নিষাদরাজ গুহ কহিলেন, "বলবান্‌দাসেরা মাংস ও ফলমূল লইয়া ভরতের নদী পার হইবার পথে বিঘ্ন আচরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুক। বহুসংখ্যক কৈবর্ত্তযুবা পাঁচশত নৌকায় আরোহণ ও কবচধারণ করিয়া স্থিতি করুক।" অ ৮৪

যদবধি এই যুদ্ধ উপস্থিত, তদবধি যে সমস্ত রাক্ষস বানরহস্তে বিনষ্ট হইয়াছে, গণনা হইবার ভয়ে তাহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্র-জলে নিক্ষিপ্ত হইত। ল ৭৩

ইন্দ্রজিত পিতৃ-আজ্ঞায় যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং নিঋতিদৈবত মন্ত্রে অগ্নির তৃপ্তি-সাধন করিবার জন্য যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। ল ৭৯

বদ্ধবৈর বিজিগীষু রাজগণের যুদ্ধের প্রকৃত সময় শরৎকাল। কি ৩০

সীতা স্বহস্তে যে সমস্ত অস্ত্র মাল্যচন্দনে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, দুইটি পরিচারিকা তৎসমুদয় গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে চলিল। বা ৩১

বালী দুন্দুভিকে কহিলেন, "আমার এই মত্ততা, উপস্থিত যুদ্ধের বীরপাল মনে কর।" কি ১১

অশোক-কাননে সীতা হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তিনি (রাম) ত জয়লাভের জন্য মিত্রবর্গে সামদান এবং শত্রুগণে ভেদ ও দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন?" সু ৩৬

অনন্তর রাম শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রণালীক্রমে সৈন্যবিভাগপূর্ব্বক কহিলেন। ল ২৪

অঙ্গদ ও বজ্রদংষ্ট্র যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়েই জানু সঙ্কোচপূর্ব্বক বীরাসনে উপবেশন করিলেন। ৫৪

মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ লোকরাবণ রাবণকে প্রদক্ষিণ করিয়া সর্ব্বৌষধি ও মন্ত্রদ্বারা অভি-রক্ষিত হইয়া যুদ্ধাভিলাষে প্রস্থিত হইল। ল ৬৯

সৎকার (অন্তিম-ক্রিয়া)—অঙ্গদ পিতাকে চিতার উপর শয়ন করাইলেন এবং

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিধানানুসারে অগ্নি প্রদান করিয়া ব্যাকুলমনে ঐ সুদূরপ্রস্থিত মহাবীরকে দক্ষিণাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। কি ২৫

বানরগণ বিধিপূর্ব্বক বালির অগ্নিসংস্কার করিয়া পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে তর্পণার্থ গমন করিল, এবং অঙ্গদকে অগ্রে রাখিয়া সুগ্রীব ও তারার সহিত তর্পণ করিতে লাগিল। কি ২৫

জল প্রবেশই ঋষি নির্দ্দিষ্ট মৃত্যু। সু ১৩

শরভঙ্গ বহ্নিস্থাপন করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আ ৫

মৃত নিশাচরগণের সমাধিই চিরব্যবহার। আ ৪

মতঙ্গশিষ্যগণ ও শবরী শ্রমণা অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতি প্রদান করিলেন। আ ৭৪

ঋষিগণ গন্ধমাল্য ও বস্ত্রদ্বারা নিমির মৃতদেহ সজ্জিত করিয়া তৈলদ্রোণী মধ্যে রক্ষা করেন। উ ৫৭

অমাত্যেরা বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণের আদেশে রাজা দশরথের মৃতদেহ তৈলপূর্ণ কটাহে সংস্থাপনপূর্ব্বক সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন।.....তৎকালে পুত্র ব্যতিরেকে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন না। অ ৬৬

অশোক-কাননে রামের মায়ামুণ্ড দর্শনে বিহ্বলা হইয়া সীতা রাবণকে কহিলেন, "রাবণ-তুমি শীঘ্র আমাকে রামের মৃতদেহের উপর লইয়া গিয়া বধ কর; ভর্ত্তার সহিত পত্নীকে একত্র করিয়া দাও এবং কল্যাণের কার্য্য কর......আমি স্বামীর অনুগমন করিব।" ল ৩২

তারা ভর্ত্তৃশোকে নিতান্ত কাতরা হইয়া কহিলেন "এক্ষণে ঐ মৃতবীরের সহমরণই আমার শ্রেয়।" কি ২১

কৌশল্যা কহিলেন, "আমি পতিব্রতা, আজ আমি স্বামীর এই মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক অনলে প্রবেশ করিব।" অ ৬৬

সীতা নাগপাশবদ্ধ রামলক্ষ্মণকে দেখিয়া পতিকে মৃত স্থির করিয়া কহিলেন, "আমি বিধবা হইয়া তোমার সেই পশ্চিমদশার অনুবর্ত্তিনী হইলাম।" ল ৩২

(রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বিপ্রবালকের দেহ উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি তৈলে সিক্ত করিয়া তৈলদ্রোণীতে রক্ষা কর। সন্ধিবিশ্লেষ ও বিকৃত হইয়া যাহাতে দেহ নষ্ট না হয়, এইরূপ করিয়া রাখ।") উ ৭৫

বিবিধ—সগর-পত্নী তুম্বফলাকার এক গর্ভপিণ্ড প্রসব করিলেন। ঐ গর্ভপিণ্ড ভেদ করিবামাত্র উহা হইতে ষষ্টিসহস্র পুত্র নির্গত হইল। ধাত্রীগণ উহাদিগকে ঘৃতপূর্ণ কুম্ভমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল। বা ৩৮

যখন রাম অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক মৃগয়ার্থ নির্গত হইতেন, তৎকালে লক্ষ্মণ শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার শরীর রক্ষার্থ অনুগমন করিতেন। বা ১৮

ঋষ্যশৃঙ্গ মুখ্য ও গৌণ—দুইপ্রকার ব্রহ্মচর্য্যই অবলম্বন করেন। বা ৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিবেষ্টাপুরুষেরা বিবিধ অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের পরিবেশনে ব্যগ্র হইল এবং অন্যান্য লোক মণিময় কুণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া পরিবেশনের সহায়তা করিতে লাগিল। বা ১৪

রাম সপরিচ্ছদে শর-শরাসন লইয়া রথারোহণপূর্ব্বক * আবর্ত্তবহুলা তমসা অতিক্রম করিলেন। অ ৪৬

বনগমনকালে সুমন্ত্র গমনমঙ্গলার্থ রথ একবার উত্তররাস্তে রাখিলেন, তৎপরে পরাবৃত্ত করিয়া তপোবনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। অ ৪৬

রাম বনগমন করিলে ভয়ঙ্কর মড়ক উপস্থিত হইলে যেরূপ হয়, সকলেই সেইরূপ কাতর হইয়া উঠিল। অ ৪৮

রাম বনগমন করিলে কৌশল্যা কাতর হইয়া দশরথকে কহিলেন, "রাম হৃতসার সুরাসদৃশ পীতসোম যজ্ঞের অনুরূপ ভরতভুক্ত রাজ্য কিরূপে গ্রহণ করিবেন ?" অ ৬১

নিশাবসান-সূচক দুন্দুভি সুবর্ণময় দণ্ডদ্বারা আহত হইয়া ধ্বনিত ও বহুসংখ্য শঙ্খ বাদিত হইতে লাগিল। অ ৮১

ভরত চিত্রকূটে উপস্থিত হইয়া দেখিয়া কহিলেন, "আর্য্য রাম নির্জ্জনে বীরাসনে বসিয়া আছেন। এক্ষণে আমার জন্ম ও জীবনে ধিক্ !" অ ৯৯

হনূমান রাবণের শয্যাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্বর্ণস্তম্ভোপরি দীপ, দীপশিখা মহাধূর্ত্তের কপটে পাশক্রীড়ায় পরাজিত ধূর্ত্তের ন্যায় ধ্যান করিতেছে। সু ৯

বানরেরা কেহ বা ঐ সুদীর্ঘ সেতুর অবক্রভাব রক্ষা করিবার নিমিত্ত সূত্র এবং কেহ বা মানদণ্ড গ্রহণ করিল। ল ২২

রাত্রিশেষে বেদবেদাঙ্গবিদ্ যজ্ঞশীল ব্রহ্মরাক্ষসগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিল। সু ১৮

দশরথ কৈকেয়ীকে কহিলেন, "তুই ভূতাবেশে বিবশ হইয়া এইরূপ কহিতেছিস্।" অ ১২

হনূমান মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অযোধ্যায় যাত্রা করিলেন। ল ১২৬

লতাগৃহ প্রভৃতি বিলাসের দ্রব্য আছে বলিয়া যে সকল উপবন বিহারকালে সর্ব্বাংশেই অনুকূল বোধ হয়, তথায় মদিরামত্ত নায়কনায়িকারা আসিয়া আশ্রয় লইয়া থাকে, সেগুলি আজ নিস্তব্ধ। অ ৭১

বিন্দের প্রভাবে শত্রু বড়িশগ্রাহী মৎস্যের ন্যায় অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। আ ৬৮

হনূমানের গমন-বেগে বৃক্ষ সকল ক্রীড়ানির্জ্জিত বিবস্ত্র ধূর্ত্তের ন্যায় হতশ্রী হইয়া গেল। সু ১৪

বিভীষণ এক গণ্ডূষ জল বিদ্যাবলে মন্ত্রপূত করিয়া তদ্দ্বারা সুগ্রীবের নেত্রদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন। ল ৪৬

বিভীষণ রামকে কহিলেন, "রাজন্ এই সমস্ত বেশবিন্যাসনিপুণা পদ্মপলাশলোচনা নারী

* রথারোহণপূর্ব্বক নদী পার (?) সেতুপথে ?

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সুগন্ধিতৈল অঙ্গরাগ বস্ত্র আভরণ মাল্য ও চন্দন লইয়া উপস্থিত, ইহারা তোমাকে যথাবিধি স্নান করাইবে।" ল ১২২

হনূমান সুরম্য লঙ্কানগরীতে প্রথম প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে বামপদ অর্পণ করিলেন। সু ৪

হনূমান লঙ্কা নগরীতে বর্দ্ধমান (দক্ষিণদ্বার শূন্য) স্বস্তিক (পূর্ব্বদ্বার রহিত) গৃহসকল দেখিলেন। সু ৪

সত্যরূপ ধর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকাতে দশরথ রামকে বনবাস দেন। বা ১

রাম পিতৃ-নিদেশ রক্ষার্থ রাজ্যগ্রহণে সম্মত হন নাই। বা ১

রাম বলিলেন, "আমি গো-ব্রাহ্মণের হিত ও দেশের হিতের জন্য তাড়কাকে বিনাশ করিব। বা ২৬

চীরধারী বীরযুগল বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনার্থ বটনির্য্যাস দ্বারা জটা প্রস্তুত করিলেন। অ ৫২

বিশ্বামিত্র বহুকাল কেবল কুম্ভক করিলেন এবং ইন্দ্রিয় দমনপূর্ব্বক দেহ পোষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বা ৬৪

মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা পুষ্প অক্ষত ঘৃত ও দধিগাত্র দ্বারা অর্চ্চিত হইলেন। ল ১০

যেমন বৌদ্ধ তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে। অতএব যাহাকে বেদ-বহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্ত্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণও করিবেন না। অ ১০৯

পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে বধ করিলে কোন অংশেই পাপ স্পর্শে না। সু ৫২

ভাদ্রমাস সামবেদ পাঠের সময়। কি ২৮

হেমন্তকালে পুষ্যা নক্ষত্র দৃষ্টে রাত্রিমান অনুমান করিতে হয়। আ ১৬

রামের ভোজনকাল উপস্থিত হইলে কুণ্ডলমণ্ডিত পাচকেরা সর্ব্বাগ্রে অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া প্রসন্ন মনে পানভোজন প্রস্তুত করিত। অ ১২

কর্ম্মান্তরে ধীর বক্তৃগণ অন্যকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে (যজ্ঞসভায়) হেতুবাদ সহ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। বা ১৪

জনকরাজ দশরথকে হরধনুভঙ্গ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ও তাঁহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূত-দিগকে পত্র* দিয়া অযোধ্যায় প্রেরণ করিলেন। বা ৬৭

মধুপুরী হইতে অযোধ্যায় আসিবার সময় শত্রুঘ্ন সাত আটটি নির্দ্দিষ্ট পান্থনিবাস† অতিক্রম করিলেন। উ ৭১

অযোধ্যায় রামের 'অশোককানন' নামক উপবনে শিল্পী প্রস্তুত নানারূপ কৃত্রিম বৃক্ষ ছিল। উ ৪২

---

* "পত্র কথা নাই" কৃত্তিবাসন আছে; টীকাকার অর্থ করেন 'দত্তকলাণ-সন্দেশপত্রান্।"

† "পান্থনিবাস" কথাটা নাই; টীকাকারের অর্থ এই। পথে ৭।৮ (সুত্রেয়) বাসা করিয়া বাল্মীকির আশ্রমে আসেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ শতসংখ্য শকটে অগ্নিহোত্রের যাবতীয় দ্রব্য লইয়া বিশ্বামিত্রের অনুগমন করিলেন। বা ৩১

দশরথের সহিত ব্রাহ্মণেরা অশ্ব ও শিবিকা-যোগে যাত্রা করিলেন। বা ৬৮

বনে বাল্মীকি বিসর্জ্জিতা সীতাকে দেখিয়া কহিলেন, "তুমি যে আসিতেছ তাহা আমি যোগবলে জানিয়াছি। উ ৪৯

বানরেরা প্রায়োপবেশনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া নদীতীরে আচমনপূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে দক্ষিণাগ্র দর্ভোপরি উপবেশন করিল। কি ৫৬

রাবণ হস্তে হস্ত নিষ্পীড়নপূর্ব্বক নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। আ ৪৯

লম্বোদরী শূর্পনখা উদরে করাঘাত পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল।* আ ২১

পরস্ত্রীগমন ও পরস্ত্রীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ রাক্ষসের ধর্ম্ম। সু ২০

রাজর্ষি ব্রাহ্মণ দৈত্য গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের কন্যাসকল রাবণের প্রণয়িনী হইয়াছিল। সু ৯

হনু ভাবিলেন, "আমি ত ক্ষুদ্রাকার বানর······তথাপি আজ মনুষ্যবৎ সংস্কৃত কথা কহিব··· বস্তুত এক্ষণে অর্থসঙ্গত মানুষীবাক্যে আলাপ করা আমার আবশ্যক হইতেছে।" সু ৩০

হনুমান স্বীয় কপিপ্রকৃতি প্রদর্শনপূর্ব্বক কখন বাহ্বাস্ফোটন, কখন পুচ্ছচুম্বন, কখন ক্রীড়া, কখন গান, কখন বা স্তম্ভে আরোহণ করিতে লাগিলেন। সু ১০

হনুর পুচ্ছে জ্বালা করাল হুতাশন দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় জ্বলিতে লাগিলেন। সু ৫৩

মন্ত্রবলে নিরুদ্ধ কালভূজঙ্গী। অ ১২

মন্ত্রৌষধিবলে নির্বীর্য্য ভুজঙ্গী। আ ২৯

হনুমান সংবর্ত্তক বহ্নির ন্যায় দ্বিগুণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ল ৫৩

রাক্ষসেরা হনুমানকে বন্ধন করতঃ শঙ্খ ও ভেরী বাদন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিদ্রোহীর দণ্ডবার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল রাজমার্গের সর্ব্বত্র উহাকে গূঢ়চর বলিয়া প্রচার করিয়া দিল। সু ৫৩

রাম কহিলেন, "এক্ষণে আমাদের পরস্পর এই একটি সঙ্কেত রহিল, যে বানরগণ স্বচিহ্ন ব্যতীত মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিবে না।" ল ৩৭

হনুমান ও বিভীষণ জ্বলন্ত উল্কা গ্রহণপূর্ব্বক সেই ঘোর রজনীতে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ল ৭৩

---

* সীতাও এইরূপ করিয়াছিলেন। আ ৪৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বিবিধ তত্ত্ব।

অগ্নিকার্য্য—(রাবণের অগ্নিকার্য্য ও পিতৃমেধ।)

রাক্ষস-ব্রাহ্মণেরা রাবণকে পট্টবসন পরাইয়া সজলনয়নে সুবর্ণ-শিবিকায় আরোপণ করাইল। তূর্য্যবাদকেরা তূর্য্যবাদনের সহিত রাবণের স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হইল। বিভীষণপ্রমুখ সকলে মাল্য-সজ্জিত বিচিত্র-পতাকা-বিশোভিত শিবিকা উত্তোলন করিয়া কাষ্ঠভার গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। অধ্বর্য্যুগণ পাত্রস্থ প্রদীপ্ত অগ্নি গ্রহণপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। অন্তঃপুরস্থ নারীগণ রোদন করিতে করিতে অনুবর্ত্তী হইল। অনন্তর সকলে শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইয়া দীনমনে রাবণকে পবিত্রস্থানে অবতরণ করিল এবং বেদবিধি অনুসারে রক্ত ও শ্বেতচন্দন পদ্মক ও উশীরদ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রাঙ্কবচর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া দিল। ল ১১২

অনন্তর রাক্ষসেন্দ্র রাবণের শাস্ত্রোক্ত পিতৃমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান হইল। ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণপূর্ব্বকোণে বেদী রচনা করিয়া যথাস্থানে বহ্নি স্থাপন করিলেন, পরে রাবণের স্কন্ধে দধি ও ঘৃতপূর্ণ শ্রুব নিক্ষেপপূর্ব্বক পদদ্বয়ে শকট ও উরুযুগলে উলুখল রাখিয়া দিলেন; এবং দারুপাত্র অরণি, উত্তরারণি ও মুষল যথাস্থানে রক্ষা করিয়া পিতৃমেধ কার্য্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর শাস্ত্রোক্ত ও ঋষিবিহিত বিধানে পবিত্র পশু হনন করিয়া তাহার ঘৃতসংযুক্ত মেদদ্বারা এক আবরণী প্রস্তুত করিয়া রাবণের মুখে বসাইয়া দিলেন। রাক্ষসেশ্বরকে ক্রমে গন্ধমাল্যে ও বিবিধ বসনে অলঙ্কৃত করিয়া উহার দেহোপরি বস্ত্র ও লাজাঞ্জলি বর্ষণ করিলেন। বিভীষণ যথাবিধি অগ্নিকার্য্য করিলেন। রাক্ষসবীরের দেহ ভস্মীভূত হইলে, তিনি কৃতস্নান হইয়া আর্দ্রবসনে বিধি অনুযায়ী সদর্ভ তিলোদকে উঁহার তর্পণ করিলেন। ল ১১২

ঔর্দ্ধদেহিক—অগ্ন্যাগার হইতে রাজার যে অগ্নি অগ্রে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল, ঋত্বিক্ ও যাজকেরা বিধানক্রমে উহাতে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। পরিচারকেরা মৃত দশরথকে শিবিকায় আরোপণপূর্ব্বক সরযূতীরে লইয়া চলিল। বহুসংখ্যকলোক গমনপথে স্বর্ণ রৌপ্য ও বিবিধ বস্ত্র নিক্ষেপপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। অনেকে চন্দন, অগুরু, গুগ্‌গুল প্রভৃতি নানাপ্রকার গন্ধদ্রব্য এবং সরল, পদ্মক ও দেবদারু প্রভৃতি কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। ঋত্বিকেরা উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে ঐ চিতার মধ্যে স্থাপন করাইলেন এবং জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পরলোকশুদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সামবেদ-গায়কেরা শাস্ত্রানুসারে সামগানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজমহিষীগণ বৃদ্ধবর্গে পরিবৃত হইয়া শিবিকা ও যানে আরোহণপূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন; তাঁহারাও তথায় আগমনপূর্ব্বক করুণকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে ঋত্বিক্‌গণের সহিত রাজাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন পরে মহিষীরা যান হইতে সরযূতীরে অবতরণপূর্ব্বক ভরতের সহিত প্রেতোদ্দেশে তর্পণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিলেন এবং তর্পণ সমাপনান্তে মন্ত্রী ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে পুরপ্রবেশপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন ও অতিক্লেশে দশাহ অতিবাহন করিলেন। অ ৭৬

অগ্নিসংস্কার—বানরগণ (বালীকে) বসন ভূষণ ও মাল্যে সজ্জিত করিয়া শিবিকায় তুলিয়া নদীতীরে লইয়া চলিল। অগ্রে অগ্রে বানরেরা ভূরি পরিমাণে রত্নবৃষ্টি করিতে লাগিল। নদীকূলে উপস্থিত হইলে, পুলিনে চিতা প্রস্তুত হইল। অঙ্গদ সুগ্রীবের সহিত সজলনয়নে পিতাকে চিতার উপর শয়ন করাইলেন এবং বিধানানুসারে অগ্নিপ্রদান করিয়া ব্যাকুলমনে ঐ সুদূরপ্রস্থিত মহাবীরকে দক্ষিণাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অগ্নিসংস্কার করিয়া বানরগণ স্রোতস্বতীতে তর্পণার্থ গমন করিল। কি ২৫

কর্ম্মপাতক—কর্ম্মপাতক তিন প্রকার—কায়িক, বাচিক, মানসিক। অ ১০৯

পিণ্ডদান—(চিত্রকূটপর্ব্বতে ভরতের মুখে পিতার মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাম একান্ত শোকাকুল হইলেন ; কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে) লক্ষ্মণকে কহিলেন, "বৎস, তুমি ঈঙ্গুদী ফল ও নূতন বল্কল আনয়ন কর, আমি এক্ষণে মন্দাকিনীতে গিয়া পিতার তর্পণ করিব। জানকী অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন, তুমি ইঁহার অনুসরণ করিবে, আমি সর্ব্বশেষে যাইব। শোককালে এইরূপ গমন করাই শাস্ত্রসঙ্গত।"......রাম দক্ষিণাস্য হইয়া, অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া গলদশ্রুলোচনে কহিলেন, "পিতঃ আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে মৎপ্রদত্ত এই নির্ম্মল জল আপনাকে পরিতৃপ্ত করুক।" পরে তিনি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে নদীতীরে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং দর্ভময় আস্তরণে বদরী মিশ্রিত ঈঙ্গুদীপিণ্ড সংস্থাপনপূর্ব্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "পিতঃ, আপনি প্রীত হইয়া এই পিণ্ড গ্রহণ করুন, আমরা এক্ষণে বনমধ্যে এইরূপ বস্তুই ভোজন করি। পুরুষের যে বস্তু ভোগের, তাহার পিতৃলোকেরও তাহাই উপযোগের হইয়া থাকে।" অ ১০৩

সৎকার (অগ্নিসংস্কার)—রাম স্বজনবৎ জটায়ুকে জলন্ত চিতায় আরোপণপূর্ব্বক দাহ করিতে লাগিলেন। তিনি স্থূল মৃগসকল সংহারপূর্ব্বক তৃণময় আস্তরণে গৃধ্ররাজের পিণ্ডদান করিলেন ; এবং ঐ সমস্ত মৃগের মাংস উদ্ধার ও তদ্দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া তৃণশ্যামল রমণীয় ভূভাগে পক্ষীদিগকে ভোজন করাইলেন। পরে ব্রাহ্মণেরা প্রেতোদ্দেশে যে মন্ত্রজপ করেন, জটায়ুর নিমিত্ত সেই স্বর্গসাধন মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন ; এবং লক্ষ্মণের সহিত গোদাবরীতে স্নান করিয়া শাস্ত্রদৃষ্টবিধি অনুসারে উহার তর্পণও করিলেন। আ ৬৮

শব-শিবিকা—(বালীর মৃতদেহ মধ্যগত করিয়া বলবান্ বানরেরা এই শিবিকা বহন করিয়া চলিল।) উহার মধ্যে রাজযোগ্য আসন, চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ, পক্ষী ও পদাতির প্রতিকৃতি অঙ্কিত ; উহার নির্ম্মাণসন্নিবেশ অতি সুন্দর। উহাতে দারুময় ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও জালবেষ্টিত গবাক্ষ আছে ; উহা উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যে খচিত, রক্তচন্দনে চর্চ্চিত এবং পুষ্পমাল্যে সুশোভিত ; উহা রক্তবর্ণ পরমশোভন পদ্মের মাল্য ও বিবিধ ভূষায় সুসজ্জিত এবং উহার উপরিভাগে পঙ্কজ প্রসারিত আছে। কি ২৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অশৌচ—দশাহ অতীত হইলে ভরত শ্রাদ্ধ করিয়া পবিত্র হইলেন; এবং দ্বাদশাহে দ্বিতীয়-মাসিক প্রভৃতি সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া পিতার পারলৌকিক ফল-আকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণকে ধনরত্ন, প্রচুর ভক্ষ্যভোজ্য, ছাগ, বহুসংখ্য গো, দাসী দাস, বাসভবন ও যান প্রদান করিলেন। ত্রয়োদশাহে প্রভাতকালে চিতাভস্ম উত্তোলনপূর্ব্বক স্থলশুদ্ধি করিবার নিমিত্ত সরযূতটে গমন করিয়া অস্থিসঞ্চয়ন কার্য্য সমাধা করিলেন। অ ৭৭

অষ্টকা—শ্রাদ্ধবিশেষ। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে করিয়া থাকে। অ ১০৮

অভিষেক—প্রধান বানরগণ মালাশোভিত প্রাসাদশিখরে উৎকৃষ্ট আস্তরণমণ্ডিত স্বর্ণময় পীঠে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পূর্ব্বাস্যে সুগ্রীবকে উপবেশন করাইলেন। নদনদী তীর্থ ও সপ্ত-সমুদ্রের স্বচ্ছ ও সুগন্ধি জল স্বর্ণকলসে আহৃত ছিল, তাঁহারা সেই জলপূর্ণ কলস ও বৃষশৃঙ্গ-দ্বারা মহর্ষিনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি ও শাস্ত্র অনুসারে, বসুগণ যেমন ইন্দ্রকে, সেইরূপ সুগ্রীবকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। অভিষেকসামগ্রী :—("যাগ-যজ্ঞ" দেখ। কি ২৬

ঋষিগণের নিয়োগে প্রথমে ঋত্বিক্, ব্রাহ্মণ, ষোলটি কন্যা, মন্ত্রী, যোদ্ধা ও বণিকেরা হৃষ্টমনে রামকে সর্ব্বৌষধিরসে অভিষেক করিলেন। ল ১২৯

(অভিষেকের পূর্ব্বদিনে) রাম স্নান করিয়া, নিয়তমানস হইয়া পত্নীর সহিত নারায়ণ দেবের উপাসনা করিলেন। অনন্তর সেই রাজনন্দন আত্মপ্রিয় কামনা করিয়া বিধি অনুসারে মস্তক দ্বারা আজ্যপাত্র গ্রহণ করতঃ পরমব্রহ্ম নারায়ণের উদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে আজ্য হবন করিলেন, এবং অবশিষ্ট আজ্য ভক্ষণ করিয়া বৈদেহীর সহিত নিয়ত-মানস ও যতবাক্ হইয়া নারায়ণদেবকে ধ্যান করতঃ অন্তঃপুরবর্ত্তী শোভাসম্পন্ন বিষ্ণু-নিলয়ে সম্যক্-পাতিত কুশ-শয্যাতে শয়ন করিলেন। রজনী প্রভাতের এক যাম মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে, তিনি প্রতিবুদ্ধ হইয়া সূত মাগধ ও বন্দীদিগের সুখজনক বাক্যসকল শ্রবণ করতঃ ভৃত্যগণ দ্বারা গৃহের সম্যক্ শোভা সম্পাদন করাইলেন। পরে প্রভাত হইলে, তিনি সুসমাহিত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনাকরতঃ গায়ত্রী জপ করিয়া ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া মধুসূদনকে প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিলেন, এবং নির্ম্মল ক্ষৌম বাস পরিধানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ-দিগকে স্বস্তিবাচন করিলেন। তখন সেই সকল ব্রাহ্মণের গম্ভীর ও মধুর পুণ্যাহ-শব্দ তূর্য্য-শব্দ সহকারে অযোধ্যানগরী পূর্ণ করিল। অ ৬

অভিষেকের নিমিত্ত গঙ্গোদকপূর্ণ ও সাগরজল-পূরিত কাঞ্চননির্ম্মিত ঘট, উডুম্বরকাষ্ঠ রচিত উত্তম পীঠ, যব সর্ষপাদি আবশ্যকীয় বীজসকল, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, লাজ, পুষ্প, কুশ, মদমত্ত হস্তী, অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত রথ, শ্রীসম্পন্ন খড়্গ, উত্তম ধনু, শিবিকা, চন্দ্রসদৃশ কমনীয় ছত্র, শ্বেতবর্ণ দুইটী চামর, হেমনির্ম্মিত ভৃঙ্গার, হেমদামভূষিত প্রশস্ত ককুদসম্পন্ন পাণ্ডুরবর্ণ বৃষ, দংষ্ট্রাচতুষ্টয়বিশিষ্ট সিংহ, মহাবলশালী শ্রেষ্ঠ অশ্ব, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সমিৎ, এবং অগ্নি এই সকল দ্রব্যআহরণ করা হইয়াছিল এবং আটটি মনোহরা স্ত্রী কন্যা, কতকগুলি অলঙ্কৃতা সধবা নারী ও নৃত্যগীতপরায়ণা অনেক বারাঙ্গনাকে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আনয়ন করা হইয়াছিল। অপিচ আচার্য্য, ব্রাহ্মণ, গো, পবিত্র মৃগ, পবিত্র পক্ষী, মুখ্য পৌরজন, শ্রেষ্ঠ জানপদ বর্গ, নরপতিগণও স্বজন সমূহ পরিবৃত বণিক্‌সকল ইঁহারা এবং অপরাপর প্রিয়বাদী অনেক ব্যক্তিই রামের অভিষেকসন্দর্শনার্থ প্রীতি সহকারে অবস্থান করিতেছিলেন। অ ১৪

ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের রাজ্যাভিষেক সময়ে যেরূপ দ্রব্য সকল উপহার প্রদান করা উচিত, রাজনন্দন রামের অভিষেকের উদ্দেশে উপঢৌকন দিবার নির্ম্মিত সেইরূপ দ্রব্য সকল গ্রহণ করিয়া মহীপতিগণ সমাগত হইলেন। অ ১৫

রাম রজতনির্ম্মিত ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত অগ্নিদ্যুতি হস্তিশিশু তুল্য হয়যোজিত রথে আরোহণ করিলেন। লক্ষ্মণ বিচিত্র চামরধারণপূর্ব্বক সেই রথে আরূঢ় ও তাঁহার অনুগামী হইয়া পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রামের নির্গমনকালে তত্রত্য জনমণ্ডলীর তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। চন্দন ও অগুরুভূষিত এবং খড়্গ ও চাপধারী রাম-হিতাকাঙ্ক্ষী শূরেরা বদ্ধসন্নাহ হইয়া তাঁহার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল এবং শত শত ও সহস্র সহস্র শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতপ্রমাণ হস্তী এবং মুখ্য হয় তাঁহার অনুগমনে নিযুক্ত হইল। পথিমধ্যে বাদিত্র শব্দ বন্দীদিগের স্তুতিগীতি এবং বীরগণের সিংহনাদ রামের প্রতিগোচর হইতে লাগিল। অরিন্দম রাম গবাক্ষস্থিত বিবিধালঙ্কারভূষিত রমণীগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক্ হইতে পুষ্পসমূহে সমাকীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিলেন।......রাজপুত্র রাম চতুষ্পথ, দেবপথ, চৈত্যবৃক্ষ ও দেবালয় সমস্ত প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অ ১৬

মহর্ষি বশিষ্ঠ এবং অপর ব্রাহ্মণগণ রামকে সীতার সহিত রত্নময় পীঠে উপবেশন করাইলেন। তৎপরে বসুগণ যেরূপ বাসবকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই বশিষ্ঠ, বিজয়, জাবালি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, গৌতম এবং বামদেব প্রভৃতি ঋষিগণ নির্ম্মল ও সুগন্ধ (সমুদ্র) সলিল দ্বারা পুরুষশার্দ্দূল রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করিলেন। তদনন্তর বশিষ্ঠের অনুমতি অনুসারে ঋত্বিক্, দ্বিজকন্যা, মন্ত্রী, সার্থবাহ ও পৌরগণ হৃষ্টান্তঃকরণে যথাক্রমে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলে, আকাশস্থিত অমরবৃন্দ লোকপাল চতুষ্টয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বৌষধিযুক্ত জল-দ্বারা রঘুনন্দনকে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরে পিতামহ যে স্বনির্ম্মিত রত্নময় কিরীটদ্বারা পূর্ব্বে মনুকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহার পরও তদ্বংশীয় রাজগণও ক্রমান্বয়ে যদ্দ্বারা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, মহর্ষি বশিষ্ঠ রামকে মহামূল্য নানাবিধ সুশোভন রত্নবিচিত্রিত সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া সেই কিরীট দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন, এবং ঋত্বিক্‌গণ অন্যান্য অলঙ্কার সংযোজিত করিয়া দিলেন। শত্রুঘ্ন তাঁহার মস্তকোপরি মঙ্গলসূচক পাণ্ডুর বর্ণ ছত্র ধারণ করিলেন এবং সুগ্রীব ও বিভীষণ শশাঙ্কসদৃশ শুভ্র চামর বীজন করিতে লাগিলেন। ল ১৩০

অশ্বমেধ—ভগবান্ স্বয়ম্ভুর সৃষ্ট এই অশ্বমেধ। সকল রাজারই এই যজ্ঞে অধিকার আছে। বা ১২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যজ্ঞতন্ত্রবিদ্ ব্রহ্মরাক্ষসগণ নিরন্তর যজ্ঞের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া থাকে; যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।......রাজা দশরথ সহধর্ম্মিণীগণের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। বা ১৩

সুপটু পুরুষ সংরক্ষিত, ঋত্বিক্ প্রধান উপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুসৃত কৃষ্ণসার সমান বর্ণ সুলক্ষণ সম্পন্ন অশ্ব মোচিত হইল।......সম্বৎসর পূর্ণ হইলে ও পূর্ব্বপরিত্যক্ত অশ্ব প্রত্যাগত* হইলে সরযূর উত্তরতীরে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। ঋষিগণ সর্ব্বাগ্রে প্রবর্গ্য নামক ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্মবিশেষ ও উপসদ নামক ইষ্টিবিশেষ শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান করিয়া অতিদেশ শাস্ত্রাতিরিক্ত কার্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।† এই যজ্ঞে বিল্বনির্ম্মিত ছয়টি, খদির নির্ম্মিত ছয়টি, পলাশ নির্ম্মিত ছয়টি, শ্লেষ্মাতকনির্ম্মিত একটি ও দেবদারুনির্ম্মিত অত্যন্ত প্রশস্ত দুইটী যূপ ছিল। একবিংশতি অরত্নিপরিমিত একবিংশতি যূপ অষ্টকোণবিশিষ্ট মসৃণ।......এই সমস্ত যূপকাষ্ঠে তিনশত পশু ও এক উৎকৃষ্ট অশ্ব বদ্ধ ছিল। রাজমহিষী কৌশল্যা সেই অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া হৃষ্টমনে তিন খড়্গাঘাতে তাহাকে ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি পক্ষযুক্ত অশ্বের সহিত তথায় ধর্ম্মকামনায় স্থিরচিত্তে একরাত্রি অতিবাহিত করিলেন ...... হোতা অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতৃগণ মহিষী এবং নৃপতির পরিবৃত্তি স্ত্রীর সহিত বাবাতাকে অশ্বের সঙ্গে যোজনা করিয়া দিলেন।‡ শ্রৌতকার্য্যনিপুণ জিতেন্দ্রিয় ঋত্বিক্ সেই পক্ষসম্পন্ন অশ্বের বসা লইয়া শাস্ত্রানুসারে হোম করিলেন। রাজা দশরথ যথাসময়ে ন্যায়ানুসারে আপনার পাপপ্রশমনের নিমিত্ত সেই বসাগন্ধী ধূম আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। ষোড়শজন ঋত্বিক্ অশ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অগ্নিতে আহুতি দিলেন। অগ্নি গরুড়াকার রুক্মপক্ষসম্পন্ন। অন্যান্য যজ্ঞে হবনীয় দ্রব্য বটশাখায় নিবেশিত করিয়া প্রদান করে, অশ্বমেধযজ্ঞে বেতসদণ্ড-দ্বারা হবি নিক্ষেপ বিধি। অশ্বমেধের যে তিন দিবস সবন-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই তিন দিবসই প্রধান; ইহা কল্পসূত্র ও ব্রাহ্মণে বিহিত হইয়াছে। ঐ তিন দিবসের প্রথমদিনে অগ্নিষ্টোম দ্বিতীয় দিনে উক্থ, ও তৃতীয় দিবসে অতিরাত্র অনুষ্ঠিত হইলে, তৎপরে জ্যোতিষ্টোম আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, অতিরাত্র, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্য্যাম এই সমস্ত মহাযজ্ঞ অশ্বমেধকালে শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইতে লাগিল। বা ১৪

যজ্ঞ সমাপনান্তে রাজা দশরথ হোতাকে পূর্ব্বদেশ, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদেশ, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ-দেশ এবং উদ্গাতাকে উত্তরদেশ দক্ষিণা প্রদান করেন। বেদ-পারগগণ সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণার পরিবর্ত্তে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য প্রার্থনা করিলে নরপতি তাঁহাদিগকে দশলক্ষ গো, দশকোটি সুবর্ণ ও চত্বারিংশৎ কোটি রজত § প্রদান করিলেন। বা ১৪

---

* রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

† এইখানে একটা "অভিষুত" কথা আছে; কেহ কেহ "অভিষুত" ধরিয়া অর্থ করেন" সোমলতা কুট্টন বা ১৪-৬

‡ ক্ষত্রিয় রাজার ক্ষত্রিয়া স্ত্রী "মহিষী" বৈশ্যা "বাবাতা" ও শূদ্রা "পরিবৃত্তি" শব্দে কথিত হইয়া থাকে।

§ এখানে "সুবর্ণ" 'রজত' মুদ্রা না হইয়া যায় না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুত্রেষ্টি—ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, "মহারাজ আমি আপনার পুত্রার্থে অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা প্রসিদ্ধ পুত্রেষ্টিযাগ অনুষ্ঠান করিব।" .....অনন্তর তিনি.. ...কল্পসূত্রোল্লিখিত প্রণালী-অনুসারে হোম করিতে লাগিলেন। বা ১৫

যজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা দশরথের যজ্ঞীয় হুতাশন হইতে কৃষ্ণকায় আরক্তলোচন রক্তাম্বরধারী দিবাকরের ন্যায় আকার মহাবীর্য্য মহাবল এক মহাপুরুষ তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত রজতময় আচ্ছাদনযুক্ত দিব্যপায়সপূর্ণ এক প্রশস্ত পাত্র স্বয়ং বাহুদ্বয়ে ধারণপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন।... দশরথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মহারাজ এই অভ্যাগত ব্যক্তিকে প্রজাপতি-প্রেরিত বলিয়া জানিবেন।......এই বংশকর স্বাস্থ্যপ্রদ প্রজাপতি-প্রস্তুত পায়স অনুরূপ পত্নীদিগকে ভোজনার্থ প্রদান করুন। আপনি যে নিমিত্ত যজ্ঞ করিতেছেন, সেই সমস্ত পত্নী হইতে তাহা প্রাপ্ত হইবেন।"......এই বলিয়া সেই তেজঃপুঞ্জ পুরুষ অগ্নিকুণ্ডমধ্যে অন্তর্ধান করিলেন। বা ১৬

ইন্দ্রজিৎ-যজ্ঞ—যজ্ঞস্থলে কতকগুলি রক্তোষ্ণীষধারী রাক্ষস ব্যস্ত সমস্ত চিত্তে অবস্থিত। ঐ যজ্ঞে শস্ত্রই শরপত্র, বিভীতক সমিধ, রক্তবস্ত্র ও লৌহময় স্রুব সমাহৃত। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞভূমিতে শরপত্র দ্বারা বহ্নি আস্তীর্ণ করিয়া একটি জীবিত কৃষ্ণছাগলের গলদেশ ধারণ করিলেন। ...অগ্নি দক্ষিণাবর্ত্ত শিখায় উত্থিত হইয়া হবি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ল ৭৯

বিভীষণ বর্ম্মাস্ত্রধারী লক্ষ্মণকে লইয়া কিয়দ্দূরে গিয়া নিকুম্ভিলায় প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাকে যজ্ঞস্থান দেখাইলেন এবং নীল মেঘাকার ভীমদর্শন বটবৃক্ষ প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন. "লক্ষ্মণ ঐ স্থানে মহাবল ইন্দ্রজিৎ ভূতগণকে উপহার দিয়া পশ্চাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এবং এই আভিচারিক কার্য্যবলে অন্যের অদৃশ্য হইয়া শত্রুগণকে বধ ও বন্ধন করিয়া থাকে। এখনও ঐ মহাবীর বটমূলে যায় নাই, এই সময়ে তুমি প্রদীপ্ত শরে অশ্ব রথ ও সারথির সহিত উহাকে বধ কর।" ল ৮৬

আগ্রয়ণ—হেমন্তকালে সকলে নবান্ন ভোজনার্থ আগ্রয়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণ ও দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া নিষ্পাপ হয়......সে সময়ে সূর্য্যের দক্ষিণায়ন আ ১৬

অগ্নি-পরীক্ষা—রাম রক্ষকুল নাশ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিলেও বহুকাল রাক্ষসগৃহ-বাস নিবন্ধন লোকাপবাদ ভয়ে ভীত ও লজ্জিত হন এবং সর্ব্বসমক্ষে তাঁহার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন। (রামচরিত্রবিকার দেখ।) ৭৮ পৃষ্ঠা

জানকী রোদন করিতে করিতে লক্ষ্মণকে কহিলেন, তুমি আমায় চিতা প্রস্তুত করিয়া দাও, মিথ্যা অপবাদ সহিয়া আমি বাঁচিতে চাহি না। ভর্ত্তা আমার গুণে অপ্রীত, তিনি সর্ব্ব-সমক্ষে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে আমি অগ্নিপ্রবেশপূর্ব্বক দেহপাত করিব।...... জ্যেষ্ঠের ভাব বুঝিয়া অগত্যা লক্ষ্মণ চিতা সাজাইলেন। সীতা স্বামীকে প্রদক্ষিণ করিয়া জ্বলন্ত চিতার নিকটস্থ হইলেন এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণকে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অগ্নি সমক্ষে কহিলেন, "যদি রামের প্রতি আমার মন অটল থাকে, তবে এই লোকসাক্ষী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অগ্নি সর্ব্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন।" এই বলিয়া চিতা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক নির্ভয়ে প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সকলে আকুল হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। ল ১১৭

ইত্যবসরে কুবের, যম, ইন্দ্র, বরুণ, মহাদেব ব্রহ্মাকে পুরস্কৃত করিয়া রামের সকাশে আসিয়া তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং বিষ্ণু আর জানকী লক্ষ্মী। ব্রহ্মার বাক্যাবসানে মূর্ত্তিমান্ অগ্নি জানকীকে অঙ্কে লইয়া চিতা পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্থিত হইলেন এবং সীতাকে রামের হস্তে সমর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, ইনি নিষ্পাপ, এই সচ্চরিত্রা বাক্য, মন, বুদ্ধি ও চক্ষুদ্বারাও চরিত্রকে দূষিত করেন নাই।......তখন ধর্ম্মশীল রাম প্রীত হইয়া কহিলেন, "দেব জানকীর শুদ্ধি আবশ্যক, ইনি বহুকাল রাবণের অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ ছিলেন, যদি আমি ইহাকে শুদ্ধ না করিয়া লই, তবে লোকে আমায় বলিবে যে, রাজা দশরথের পুত্র রাম কামুক ও মূর্খ। যাহা হউক আমিও জানিলাম যে জানকীর হৃদয় অনন্যপরায়ণ, চরিত্রদোষ ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।"......এই বলিয়া মহাবলবিজয়ী রাম জানকীরে গ্রহণপূর্ব্বক সুখী হইলেন। ল ১১৯

ত্রি-তত্ত্ব—ত্রিবর্গ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম। ত্রিগুণ—সত্ত্ব, রজ, তম। বা ৭
ত্রিলোক=স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল। ত্রিমন্ত্র=প্রভু, মন্ত্র, উৎসাহ। উ ৫
ত্রিব্যাধি=বাত, পিত্ত, কফজ। উ ৫
দৈব, পৈত্র্য প্রভৃতি তিনঋণ। অ ১০৬
ত্রিযুগ্মগুণ=যশবীর্য্য, শ্রীঐশ্বর্য্য, জ্ঞানবৈরাগ্য। উ ৩৬
ত্রি-কর্ম্মপাতক=কায়িক, বাচিক, মানসিক। অ ১০৯
(ত্রি-অগ্নি=আহবনীয়, গার্হপত্য, দক্ষিণ)

বিবাহ—(রামচন্দ্রাদির শুভবিবাহ স্থির হইলে) রাজা দশরথ কহিলেন "এক্ষণে স্বীয় শিবিরে গমন করিয়া আমাকে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম সমুদয় বিধিবৎ অনুষ্ঠান করিতে হইবে।" বা ৭২
প্রাতঃকালীন গো দান সংস্কার অনুষ্ঠিত হইল। পুত্রবৎসল রাজা পুত্রগণের শুভ সংকল্পে চারিলক্ষ স্বর্ণশৃঙ্গযুক্ত দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণগণকে কাংস্যদোহন পাত্রের সহিত প্রদান করিলেন। বা ৭২

বশিষ্ঠদেব শতানন্দ ও বিশ্বামিত্রের সহিত বিধানানুসারে যজ্ঞশালায় এক বেদী নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ বেদীর চারিদিক গন্ধপুষ্পে অলঙ্কৃত যবাঙ্কুর যুক্ত চিত্রকুম্ভ শরাব ধূপপূর্ণ ধূপপাত্র, শঙ্খাধার, অর্ঘভাজন, হরিদ্রালিপ্ত অক্ষত, স্রুব, স্রুক, উহার ইতস্ততঃ শোভা পাইতে লাগিল। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঐ বেদীর উপর সমপ্রমাণ দর্ভ মন্ত্রপূত করিয়া বিধানানুসারে আস্তীর্ণ করিয়া দিলেন। পরে, তথায় বিধি ও মন্ত্র সহকারে বহ্নি স্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা জনক সর্ব্বাভরণভূষিতা সীতাকে আনয়ন এবং (মঙ্গলসূত্রধারী) রামের অভিমুখে ও অগ্নির সমক্ষে সংস্থাপন করিয়া কহিলেন—"রাম এই সীতা আমার দুহিতা,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইনি তোমার সহধর্ম্মিণী হইলেন তুমি ইহার পাণিগ্রহণ কর, মঙ্গল হইবে। এই মহাভাগা পতিব্রতা হউন, এবং ছায়ার ন্যায় নিয়ত তোমার অনুগতা থাকুন।" এই বলিয়া রাজর্ষি জনক রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন। বরকন্যা অগ্নি বেদী রাজা জনক ও মহাত্মা ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে বিবাহ করিলেন। বা ৭৩
রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মবিধানের অনুরূপ করিয়াই সীতাকে রামের হস্তে অর্পণ করেন। বা ৭৭
এ সময়ে রামের বয়স ষোড়শবর্ষ, সীতা বিবাহ বয়সী (ছয় বৎসরবয়স্কা)। (৮৮পৃষ্ঠা দেখ)

যৌতুক—মিথিলানাথ জনক প্রফুল্লমনে কন্যাগণকে লক্ষ গো, বহুসংখ্য উৎকৃষ্ট কম্বল, কৌশেয় বসন, কোটি সংখ্য, বস্ত্র সুসজ্জিত হস্তী অশ্ব, রথ পদাতি এবং সুবর্ণ রজত মুক্তা ও প্রবাল কন্যাধনস্বরূপ দান করিলেন। প্রত্যেক্ কন্যাকে শতসংখ্য দাসী দাস ও বহুসংখ্য সখী দিলেন। বা ৭৪

বধূবরণ—দেবী কৌশল্যা সুমিত্রা ও কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজমহিষীরা মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক হোমপূত কৌশেয় বস্ত্রশোভিত বধূগণকে প্রতিগ্রহ করিলেন। এবং উহাদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া গৃহদেবতাদিগকে প্রণাম ও নমস্য দিগকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন। বা ৭৭

রাজ অভ্যর্থনা—রাজা দশরথ (বরবধূ লইয়া) সসৈন্যে রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। রমণীয় আযাধ্যা কুসুমের অপূর্ব্ব রচনায় সুশোভিত এবং উহার রাজপথ সকল জলসেকে সিক্ত. ধ্বজপটে অলঙ্কৃত হইয়াছে, তূর্য্যরবে উহার চতুর্দ্দিক নিরন্তর প্রতিধ্বনিত করিতেছে। পুরবাসীরা মাঙ্গল্য দ্রব্য হস্তে দণ্ডায়মান, সর্ব্বত্রই লোকারণ্য। রাজ প্রবেশ দর্শনে সকলেরই মুখ একান্ত উজ্জ্বল। বা ৭৭

প্রত্যুপবেশন—কোন কিছু উদ্দেশ্যে সর্ব্বাঙ্গ অবগুণ্ঠিত করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধি পর্য্যন্ত অনাহারে অবস্থান। ভরত মিনতিতে রামকে রাজ্যে ফিরাইতে না পারিয়া রামের কুটীর দ্বারে এই উপায় অবলম্বন করেন। ইহা ব্রাহ্মণের বিধি, ক্ষত্রিয়ের ইহাতে অধিকার নাই—জানাইয়া রাম তাঁহাকে নিরস্ত করেন।

যোগক্ষেম—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপণ এবং প্রাপ্তের রক্ষা সাধন। ভরত রামকে বন হইতে কিছুতেই ফিরাইতে না পারিয়া কহিলেন "আর্য্য, আপনি পদতল হইতে নিজ পাদুকাযুগল দিন, অতঃপর ইহাই লোকের যোগক্ষেম বিধান করিবে।" অ ১১২

রাজ্য-শাসন—বনে রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ত চতুর্দ্দশ রাজদোষ (১) পরিহার করিয়াছ? দশবর্গ (২) পঞ্চবর্গ (৩) চতুবর্গ (৪) সপ্তবর্গ (৫) অষ্টবর্গ (৬) ও ত্রিবর্গের (৭) ফলাফল ত জানিয়াছ? ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই তিন বিদ্যা ত তোমার অভ্যস্ত আছে? ইন্দ্রিয় জয় ষাড়্গুণ্য (৮) দৈব ও মানুষ ব্যসন, রাজকৃত্য (৯) বিংশতিবর্গ (১০) প্রকৃতবর্গ, (১১) মণ্ডল, (১২) যাত্রা, দণ্ডবিধান, দ্বিযোনী সন্ধিবিগ্রহ (১৩) এই সমুদায়ের প্রতি তোমার ত দৃষ্টি আছে? বেদোক্ত কর্ম্মের ত অনুষ্ঠান করিতেছ?"

অ ১০০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(১) চতুর্দ্দশ রাজদোষ :—নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনবধানতা, ক্রোধ, দীর্ঘসূত্রতা, অসাধুসঙ্গ, আলস্য, ইন্দ্রিয়সেবা, এক ব্যক্তির সহিত রাজ্য-চিন্তা, অনর্থদর্শীদিগের সহিত পরামর্শ, নির্ণীত বিষয়ের অনু-সন্ধান, মন্ত্রণা প্রকাশ, প্রাতে কার্য্যের অনারম্ভ, সমুদয় শত্রুর উদ্দেশে এককালে যুদ্ধযাত্রা।

(২) দশবর্গ :—মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, মদ্য, স্ত্রীপারতন্ত্র্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, বৃথা পর্য্যটন।

(৩) পঞ্চবর্গ :—জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বেণুদুর্গ, হরিণদুর্গ, (সর্ব্বশস্যপূর্ণ দেশ) ধান্বনদুর্গ, (গ্রীষ্মকালে অগম্য।)

(৪) চতুর্ব্বর্গ :—সাম, দান, ভেদ, দণ্ড।

(৫) সপ্তবর্গ :—স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, বল, সুহৃৎ।

(৬) অষ্টবর্গ :—কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গ, সেতু, কুঞ্জরবন্ধন, খনি, আকর করাদান, শূন্য নিবেশন।

(৭) ত্রিবর্গ :—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম।

(৮) ষাড়্‌গুণ্য :—সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি ছয় গুণ।

(৯) রাজকৃত্য :—অলব্ধবেতন লুব্ধকে, অপমানিত মানীকে, অকারণ কোপাবিষ্ট ক্রুদ্ধকে, প্রদর্শিতভয় ভীতকে, শত্রু হইতে ভেদ করাই রাজকৃত্য।

(১০) বিংশতি বর্গ :—বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘ রোগী, জ্ঞাতি বহিস্কৃত, ভীরু, ভয়জনক, লুব্ধ, লুব্ধজন, বিরক্ত প্রকৃতি, বহুমন্ত্রী, বিষয়ে অত্যাসক্ত, দেব ব্রাহ্মণ-নিন্দক, দৈবোপহত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষব্যসনী, আদেশস্থ, বলব্যসনী, বহুশত্রু, মৃতপ্রায়, অসত্যধর্ম্মরত, ইহাদিগের সহিত সন্ধি কর্ত্তব্য নহে।

(১১) প্রকৃতি বর্গ :—অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, দণ্ড।

(১২) দ্বাদশ রাজমণ্ডল।

(১৩) সন্ধিবিগ্রহ :—সন্ধি বিগ্রহাদির মধ্যে দ্বৈধীভাব ও আশ্রয় সন্ধিযোনিক এবং যান ও আসন বিগ্রহযোনিক। অ ১০০

কুম্ভকর্ণ রাবণকে কহিলেন "যে রাজা মন্ত্রিগণের সহিত পঞ্চ অবস্থা বিচার করিয়া সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে অবস্থান করিয়া থাকেন।"—এই পঞ্চ অবস্থা কর্ম্মের আরম্ভোপায়, পুরুষ দ্রব্য সম্পৎ, দেশকাল বিভাগ, বিপত্তি-প্রতিকার কার্য্যসিদ্ধি। ল ৬৩

অষ্টাঙ্গ বুদ্ধি :—শুশ্রূষা, শরণ-গ্রহণ, ধারণ, তর্ক, বিতর্ক, অর্থজ্ঞান, ও তত্ত্বজ্ঞান। কি ৫৫

চতুর্দ্দশ গুণ :—দেশকালজ্ঞতা, দৃঢ়তা, ক্লেশসহিষ্ণুতা, সর্ব্বজ্ঞতা, দক্ষতা, গূঢ়মন্ত্রতা, অবিসং-বাদিতা, তেজস্বিতা, শৌর্য্য, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, শরণাগতবাৎসল্য, অমর্ষিতা, অচাপল্য। কি ৫৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চারিপ্রয়োগ :—সাম, দান, ভেদ, নিগ্রহ।

(অঙ্গদ অষ্টাঙ্গ বুদ্ধিযুক্ত, চতুর্দ্দশ গুণসম্পন্ন ও সামাদি প্রয়োগ সুনিপুণ ছিলেন।) কি ৫৫

রাজচরিত্র—যে রাজা লুব্ধ ও ইন্দ্রিয়াসক্ত, প্রজারা শ্মশানাগ্নিবৎ কদাচ তাহার সমাদর করে না। যে রাজা উচিত সময়ে স্বয়ং কার্য্য সাধন না করে, সে রাজাও কার্য্যের সহিত নষ্ট হইয়া যায়। যে রাজা দূত নিয়োগ করে নাই, যথাকালে প্রজাদিগকে দর্শন দেয় না এবং একান্তই অস্বাধীন, হস্তী যেমন নদীগর্ভস্থ জম্বুকে পরিহার করে, তদ্রূপ লোকে তাহাকে দূর হইতে ত্যাগ করিয়া থাকে। যে রাজা মন্ত্রিহস্তগত রাজ্যের তত্ত্বাবধান না করে, সমুদ্রমগ্ন পর্ব্বতের ন্যায় তাহার আর উন্নতি দৃষ্ট হয় না।·········যাহার দূত, ধনাগার ও নীতি অন্যের অধীন, সেই রাজা সামান্য লোকের সদৃশ। নৃপতি দূরস্থ অনর্থ দূত দ্বারা জ্ঞাত হন, এইজন্য লোকে তাঁহাকে দূরদর্শী বলিয়া থাকে।······যে রাজা উগ্রস্বভাব অল্প-দাতা প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও শঠ, বিপদেও প্রজারা তাহার সাহায্য করে না। যে রাজা ক্রুদ্ধ, আত্মাভিমানী ও সকলের অগ্রাহ্য, বিপদকালে সমস্ত আত্মীয়স্বজনও তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকে।····· যিনি সাবধান, ধর্ম্মশীল, কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়, এবং রাজ্যের কিছুই যাঁহার অজ্ঞাত থাকে না, তাঁহার পতন কোন মতে সম্ভব নহে। যে রাজা চক্ষে নিদ্রিত, কিন্তু নীতি-নেত্রে সজাগ রহিয়াছেন, যাঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতার ফল সকলে দেখিতে পায়, তাঁহার কুত্রাপি অনাদর নাই। আ ৩৩

রাম-রাজত্ব—রাম পিতার ন্যায় প্রজা পালন করিতেন। তাঁহার রাজ্যকালে প্রজারা হৃষ্টপুষ্ট, আধিব্যাধিবিবর্জ্জিত, দুর্ভিক্ষভয়শূন্য ও ধার্ম্মিক ছিল। পিতা কদাচ পুত্রের মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে নাই। স্ত্রীলোকেরা সধবা ও পতিব্রতা ছিল। রাজ্য মধ্যে অগ্নি ভয় ও বায়ুভয় তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। কেহই জলনিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে নাই।······ সকলেই সত্যযুগের ন্যায় নিরন্তর সুখে কাল হরণ করিত। রাজ্যে হিংস্র জন্তুর উপদ্রব ছিল না; সমস্ত জনপদ দস্যুভয়শূন্য ছিল।······ বা ১

তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়কে স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ করিয়া রাখিতেন। (ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের এবং বৈশ্যেরা ক্ষত্রিয়ের অনুবৃত্তি করিত এবং শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ত্রিজাতির সেবায় নিযুক্ত থাকিত।) ল ১২৯

রাজ-কর্ম্মচারী (তীর্থ)—মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, অন্তঃপুরাধি-কারী, বন্ধনাগারাধিকারী, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্ঞানিবেদক, প্রাড়্বিবাক,[১] ধর্ম্মাসনাধিকারী, ব্যবহারনির্ণায়ক সভ্য,[২] বেতনদানাধ্যক্ষ, নগরাধ্যক্ষ, কর্ম্মান্তে বেতনগ্রাহী,† রাষ্ট্রান্তপাল, দণ্ডাধিকারী, দুর্গপাল।* অ ১০০

(উপমন্ত্রী, উপসেনাপতি।) ল ১৯

* এই "অষ্টাদশ তীর্থ।" প্রথম তিনটি বাদ দিলে 'পঞ্চদশ তীর্থ।" রাজ্যশাসনের অঙ্গ।

(১) ব্যবহারজিজ্ঞাসক জজ পণ্ডিত। (২) জুরী। † পেন্সনার (?)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাণিবাদক—রাজা সভায় আসীন হইবার প্রাক্কালে ইহারা ভূতপূর্ব্ব ভূপতিগণের অদ্ভুত কার্য্য সকল উল্লেখ করিয়া করতালি দিত। অ ৬৫

রাজ-পদ্ধতি—প্রাতঃকালে সুশিক্ষিত দূত কুলপরিচয়দক্ষ মাগধ,তন্ত্রীনাদ, নির্ণায়ক, গায়ক ও স্তুতিপাঠকগণ রাজভবনে আগমন করিল এবং স্ব স্ব প্রণালী অনুসারে উচ্চৈঃস্বরে রাজা দশরথকে আশীর্ব্বাদ ও স্তুতিবাদ করিয়া প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। পাণিবাদকেরা ভূতপূর্ব্ব ভূপতিবর্গের অদ্ভুত কার্য্য সকল উল্লেখ করিয়া করতালি প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। পবিত্রস্থান ও তীর্থের নামকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। বিশুদ্ধাচার সেবানিপুণ বহুসংখ্য স্ত্রীলোক ও বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারকগণ আগমন করিল। স্নান-বিধানজ্ঞেরা যথাকালে স্বর্ণ কলসে হরিচন্দনসুরভিত সলিল লইয়া উপস্থিত হইল। বহুসংখ্যক কুমারী ও সাধ্বী স্ত্রীরা মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় ধেনু পানীয় গঙ্গোদক এব' পরিধেয় বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিল। অ

নগরসজ্জা—(রামের যৌবরাজ্য অভিষেক কালে) পৌরজনেরা সমস্ত পুরী সুসজ্জিত করিতে লাগিল। শুভ্র মেঘের ন্যায় ধবল গিরিশিখর সদৃশ দেবগৃহ, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্য, অট্টালিকা, পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বাণিজ্যাগার, সুসমৃদ্ধ সুদৃশ্য লোকালয়, সভা ও অত্যুচ্চ বৃক্ষসমূহে ধ্বজপতাকা শোভা পাইতে লাগিল। রমণীয় রাজপথ ধূপগন্ধে সুবাসিত ও মাল্যে অলঙ্কৃত হইল। অভিষেকান্তে যদি রাজকুমার রাম রাত্রিকালে নগরপরিভ্রমণে নির্গত হন, এই আশঙ্কায় সকলে পথপ্রান্তে আলোক দিবার নিমিত্ত বৃক্ষাকার দীপস্তম্ভ সকল প্রস্তুত করিল। স্থানে স্থানে নট নর্ত্তক ও গায়কদিগের হৃদয়হারী নৃত্যগীত হইতে লাগিল...... অযোধ্যার বৈজয়ন্ত দ্বার, অযোধ্যার সমস্ত রাজপথ চন্দন জলে সিক্ত এবং রক্তোৎপলে শোভিত হইল। অ ৬

শিবির-সংস্থাপন—যাহারা শিবিরাদি সন্নিবেশে আদেশ পাইয়াছে, তাহারা স্বাদুফলবহুল প্রদেশে প্রশস্ত নক্ষত্র ও মুহূর্ত্তে ভরতের ইচ্ছানুরূপ শিবিরাদি সংস্থাপনে অনুচরদিগকে প্রবর্ত্তিত করিল এবং প্রস্তুত হইলে তৎসমুদয় বিবিধ সজ্জায় সুশোভিত করিয়া দিল। পরে ঐ সমস্ত নিবেশের চতুর্দ্দিক্ ধূলিধূসরিত সগর্ত্ত প্রাস্ত ভিত্তির দ্বারা পরিবৃত করিয়া ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত প্রতিমায় সুশোভিত ও প্রশস্ত রথ্যায় পরিব্যাপ্ত করিল। স্থানে স্থানে প্রাসাদ প্রাকার এবং যাহার শিখরে কপোতগৃহ রহিয়াছে, এইরূপ উন্নত সপ্তভূমিক ভবন নির্ম্মিত হইল। অ ৮০

পথ-প্রস্তুত—পথশোধকেরা সর্ব্বাগ্রে দলবল সমভিব্যাহারে কুদ্দালাদি অস্ত্র লইয়া চলিল; এবং তরুলতা গুল্মস্থান ও প্রস্তর সকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। যে স্থানে বৃক্ষ নাই, অনেকে তথায় বৃক্ষ রোপণ করিল, এবং অনেকে কুঠার টঙ্ক ও দাত্র দ্বারা নানাস্থানের বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল।......অনেকেই উন্নত স্থান সমতল, ও গভীর গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া দিল। কেহ সেতুবন্ধন, কেহ কঙ্করচূর্ণ এবং কেহ কেহ বা জলনির্গমার্থ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মৃৎপাষাণাদি ভেদ করিতে লাগিল।...স্বল্পকাল মধ্যেই যে প্রদেশে জল নাই, তথায় বেদী পরিশোভিত কূপাদি প্রস্তুত করিল। এইরূপে সৈন্যগণের গমন-পথ দেবপথের ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল। অ ৮০

ধনুর্ব্বেদ—বশিষ্ঠের নিকট পরাজিত হইয়া রাজা বিশ্বামিত্র অবশিষ্ট একমাত্র পুত্রকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং হিমালয়ের এক পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া ভগবান্ ব্যোমকেশকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উগ্র তপস্যায় প্রীত হইয়া দেবাদিদেব প্রাদুর্ভূত হইলেন, রাজাকে বর দিতে চাহিলে বিশ্বামিত্র প্রার্থনা করিলেন "ভগবন্ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্রের সহিত সরহস্য ধনুর্ব্বেদ আমাকে প্রদান করুন, দেব দানব যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষি লোকে যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র আছে, তৎসমুদয় আমাতে স্ফূর্ত্তি লাভ করুক।" দেব কহিলেন "তথাস্তু।" বা ৫৫

সেতুবন্ধ—হনুমান আসিয়া সীতা-সংবাদ জ্ঞাপন করিলে রাম সুগ্রীবের সহিত সাগরতীরে গমনপূর্ব্বক সূর্য্যের ন্যায় প্রখর শর নিকরদ্বারা সমুদ্রকে ক্ষুভিত করিলেন। সমুদ্র রামশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তখন রাম সমুদ্রের উপদেশানুসারে সমুদ্রের উপকূলে বিশ্বকর্ম্মাপুত্র নলকে সেতুবন্ধনে আদেশ করিলেন।* ল ২২

বানরেরা নানাবিধ বৃক্ষ পর্ব্বত শিলা সমুৎপাটনপূর্ব্বক যন্ত্রযোগে লইয়া আসিতে লাগিল। ল ২২

পঞ্চদিনে শতযোজন সমুদ্র বাঁধা হইয়া গেল! অম্বরে স্বাতিপথের যেমন শোভা, তাহার ন্যায় দিব্য সেতু—বিস্তারে দশ যোজন, দৈর্ঘ্যে শত যোজন।† ল ২২

কোটি সহস্র বানর সেতু প্রস্তুত করিয়া তাহার সাহায্যে সমুদ্রের পরপারে গমন করতঃ রামাদেশে ব্যূহাকারে (গরুড়ব্যূহ) অবস্থিতি করিতে লাগিল। ল ২৩

সৈন্য-সমাবেশ—রাম কহিলেন "আমি সৈন্যগণের সন্তোষ সমুৎপাদনপূর্ব্বক তাহাদের মধ্যস্থলে হনুমানের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিব। লক্ষ্মণ অঙ্গদের স্কন্ধে যাইবেন।...... গবয় গবাক্ষ অগ্রে অগ্রে গমন করুক, ঋষভ সৈন্যগণের দক্ষিণ পার্শ্ব, গন্ধমাদন বামদিক রক্ষা করিতে থাকুক। জাম্ববান সুষেণ ও বেগদর্শী সৈন্যগণের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া গমন করিবে। সুগ্রীব মধ্যদেশ রক্ষা করিতে থাকিবেন।..... ঋষভস্কন্ধ নীল কুমুদ বহু সৈন্যসহ পথ পরিষ্কারপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। শতবলী সৈন্যসমূহের চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতে লাগিলেন। ল ৪

---

* লঙ্কাজয়ের পর ফিরিবার কালে রাম সীতাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ স্থানে সেতুবন্ধনের পূর্ব্বে ভগবান্ মহাদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হন!"—"পূর্ব্বে" কই এ উল্লেখ নাই; বোধ হয় এটী প্রক্ষিপ্ত ব্যাপার।

† কোন কোন সংস্করণ রামায়ণে আছে:—সেতু প্রস্তুত হইলে দেব ঋষিগণ আসিয়া রামকে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, "যতদিন পৃথিবীতে সমুদ্র থাকিবে, তত দিন এই সেতু বিরাজ করিবে, তৎদিন রামের সুনাম ঘোষিত হইবে।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পুরী-সংরক্ষণ—লঙ্কাপুরী বিস্তারে দশযোজন, দৈর্ঘ্যে বিশযোজন। এই পুরী চতুর্দ্দিকে স্বর্ণ-প্রাচীর দ্বারা সংবেষ্টিত। ইহার পরে একটি কুম্ভীরপূর্ণ পরিখা। চারিদিকে চারিদ্বার; প্রত্যেক দ্বারে এক একটি বিস্তীর্ণ যন্ত্রলম্বিত সেতু বিরাজমান। বিপক্ষপক্ষ উপস্থিত হইলে ঐ যন্ত্র দ্বারা সেতু রক্ষিত হইয়া থাকে; ঐ যন্ত্রের সাহায্যে পরসৈন্য পরিখায় প্রক্ষিপ্ত হয়। ল ৩

রাম কর্ত্তৃক লঙ্কার রোধের সময় বিশিষ্ট সেনাপতিগণ অসংখ্য সৈন্য লইয়া লঙ্কার চারি দ্বার ও মধ্যম গুল্ম রক্ষা করিতে লাগিল। ল ৩

সৈন্য-সংখ্যা—রাক্ষস সৈন্য:—লঙ্কায় শত সহস্র কোটি ষট্ত্রিংশ সহস্র, ষটত্রিংশৎ অযুত কামরূপী দুর্নিবার রাক্ষস। কি ৩৫

বিভীষণ রামকে সংবাদ দিয়াছিলেন, "দশসহস্র হস্ত্যারোহী, অযুত রথী, দুই অযুত অশ্বারোহী, এবং কোটি অপেক্ষা অধিক পদাতি প্রতিপক্ষের যূথপতি।" প্রধান সেনা দশসহস্র কোটি। ল ১৯। ল ৩৭

রাবণ সংবাদ দেন, রাবণ বালক ও বৃদ্ধ ব্যতীত বত্রিশকোটি রাক্ষসের অধিনায়ক। আ ৫৫

বানর সৈন্য:—সহস্রকোটি ভল্লুক, শতকোটি গোলাঙ্গুল, অসংখ্য বানর। কি ৩৫

শুক রাবণকে সংবাদ দেন,'মহাবীর সুগ্রীব সহস্রকোটি, শতশঙ্কু, সহস্রমহাশঙ্কু, শতবৃন্দ, সহস্র মহাবৃন্দ, শতপথ, সহস্রমহাপথ, শতথর্ব্ব, শতসমুদ্র ও শতমহৌঘ বানরসাথে উপস্থিত।' ল ২৮

রামের লঙ্কাসমরে সাহায্য করিবার জন্য ভরতের আজ্ঞাক্রমে বহু অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইয়াছিল। (অবশ্য ইহাদের আবশ্যক হয় নাই।) উ ৩৯

গণিত—শতলক্ষ = এক কোটি, লক্ষকোটি = এক শঙ্কু; লক্ষ শঙ্কু = এক মহাশঙ্কু; লক্ষ মহাশঙ্কু = এক বৃন্দ; লক্ষ বৃন্দ = এক মহাবৃন্দ; লক্ষ মহাবৃন্দ = এক পদ্ম; লক্ষ পদ্ম = এক মহাপদ্ম; লক্ষ মহাপদ্ম = এক থর্ব্ব; লক্ষ থর্ব্ব = এক সমুদ্র; লক্ষ সমুদ্র = এক মহৌঘ। ল ২৮

(কুম্ভকর্ণের দেহ প্রস্থে শত ধনু, দৈর্ঘ্যে ছয় শত ধনু।) ল ৬৫

রামরাবণযুদ্ধ—যুদ্ধ দেখিয়া দেব-ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন—"সমুদ্র আকাশের এবং আকাশ সমুদ্রের তুল্য। রামরাবণের যুদ্ধ রামরাবণেরই অনুরূপ।" রাম রাবণের সকুণ্ডল মুণ্ড শরাঘাতে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু দেখিতে দেখিতে নূতন মুণ্ড উত্থিত হইল। এইরূপ শতবার ঘটিল; কিছুতেই রাবণ মরিল না। দেবতা দানব যক্ষ রক্ষ পিশাচ ও উরগগণ সপ্তরাত্রিব্যাপী* এই মহাযুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। কি দিবা, কি রাত্রি, কি মুহূর্ত্ত, কি ক্ষণ, কোন সময়ে রামরাবণের যুদ্ধে বিরাম ঘটে নাই। অনন্তর মাতলির পরামর্শানুসারে রাম অগস্ত্য-দত্ত ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। মহাবল রামচন্দ্র বেদমন্ত্রানুসারে উহা মন্ত্রপূত করিয়া শরাসনে সন্ধান করিলেন। দুর্নিবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সবেগে রাবণের বক্ষস্থল ভেদ করিয়া তাহার পঞ্চত্ব বিধান করিল। † ল ১০৮।১০৯

---

* সপ্তরাত্রি—এ বিষয়ে মতভেদ আছে।

† মন্দোদরীর স্তম্ভে রাবণের বধাস্ত্র—কৃত্তিবাসের গল্প।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বন্দ্বযুদ্ধ-প্রক্রিয়া—বিচিত্রমণ্ডল, বিবিধস্থান, গোমূত্রকগতি, গত-প্রত্যাগত, তির্য্যক্‌গতি, বক্রগতি, প্রহার-ব্যর্থীকরণ, বর্জ্জন, ধারণ, অভিদ্রবণ, আপ্লাবন, সবিগ্রহ-অবস্থিতি, পরাঙ্মুখ-গতি, পার্শ্বগতি, অপদ্রুত, অবপ্লুত, পরিধাবন, উপন্যাস, অপন্যাস। (রাবণ সুগ্রীবে এই যুদ্ধ গো-পুরে হইয়াছিল।) ল ৪০

ব্রহ্মশক্তি—লক্ষ্মণের প্রতি রাবণ প্রয়োগ করেন; আঘাতে সৌমিত্রি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন; তখন রাবণ তাঁহাকে আপন রথে উঠাইয়া লইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! যে মহাবীর হিমালয় মন্দর সুমেরু, এমন কি দেবগণের সহিত ত্রিলোক সমুৎপাটনে সমর্থ, লক্ষ্মণকে উত্তোলন করিতে তাহার কোন ক্রমে সামর্থ্য হইল না। লক্ষ্মণকে যে বিষ্ণুর অপরিচ্ছিন্ন অংশ এক্ষণে তাহা স্মরণ (প্রমাণ?) হইল। ব্রহ্মশক্তি লক্ষ্মণকে পতিত করিয়া পুনর্ব্বার রাবণের নিকট উপস্থিত হয়। ল ৫৯

(ময় দানব স্বীয় কন্যা মন্দোদরীকে রাবণের হস্তে সম্প্রদানকালে এক শক্তি জামাতাকে উপহার দিয়াছিলেন। সে শক্তিও অন্য এক সময়ে রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি প্রয়োগ করেন।) ল ১০০

অস্ত্র-আকৃতি—রাবণ রামের প্রতি আসুর অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন; ঐ সকল অস্ত্র সিংহ ও ব্যাঘ্রের মুখ সদৃশ। কতকগুলি কঙ্ক ও কাকের মুখের ন্যায়; কতকগুলি গৃধ্র, শ্যেন ও শৃগালের মুখতুল্য। অনেকগুলি গর্দ্দভ, বরাহ ও কুক্কুটের মুখাকৃতি। কতকগুলি সর্প ও মকরের মুখাকার। রাম ঐ অস্ত্র-নাশে আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলেন; উহার কোনটি অগ্নিবৎ, কোনটি সূর্য্য তুল্য, কোনটি গ্রহনক্ষত্রের মুখ তুল্য; কোনটি বিদ্যুৎ, কোনটি মহোল্কার ন্যায়। ল ৯৯

বিশ্বামিত্রের মন্ত্রাত্মক অস্ত্র সকল;—

ইহারা কামরূপী মহাবল দীপ্তিশীল অস্ত্র। এই সকল অস্ত্র, দিব্যদেহযুক্ত প্রভাজালজড়িত ও সুখপ্রদ। ইহাদের মধ্যে কেহ জ্বলন্ত অঙ্গার সদৃশ, কেহ ধূমের ন্যায় ধূম্রবর্ণ, কেহ কেহ বা চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিষ্মান্। যিনি ইহাদের অধিকারী হইতেন, স্মরণমাত্রেই ইহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া সাহায্য করিত। বিশ্বামিত্রের নিকট হইতে প্রয়োগ ও সংহার মন্ত্রসহিত রামও এগুলি প্রাপ্ত হন। ("অস্ত্র শস্ত্র" দ্রষ্টব্য) বা ১৮

নাগ পাশ—দুষ্কর তপশ্চর্য্যা দ্বারা ইন্দ্রজিৎ এই অস্ত্র লাভ করেন। ইহা সর্পসদৃশ, সূর্য্য-সঙ্কাশ ও অমোঘ। ল ৫১

ইন্দ্রজিৎ মায়াপ্রভাবে রামলক্ষ্মণকে এই শরে বন্ধন করেন। অসুর বানর দেব গন্ধর্ব্ব কেহই ইহা হইতে মুক্ত করিতে সক্ষম নহেন। স্বয়ং গরুড় আসিলে সর্পরূপী শরসমূহ পলায়ন করিয়াছিল। ল ৫০

তামসী—মায়াবিশেষ। ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞদ্বারা ইহা লাভ করেন। এই মায়াপ্রভাবে শত্রুপক্ষের তম উপস্থিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের নিকট সমস্তই তমসাচ্ছন্ন মনে হয়। এই বিদ্যা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সংগ্রামকালে প্রয়োগ করিলে সুরাসুরেরাও প্রয়োগকর্ত্তার গূঢ়গতি জানিতে পারেন না। উ ২৫

সঞ্জীবকমন্ত্র—দিগ্বিজয়ী রাবণ চন্দ্রলোকে গিয়া চন্দ্রকে শরাঘাত করিতে আরম্ভ করিলে ব্রহ্মা সত্বর উপস্থিত হইলেন; এবং রাবণকে নিরস্ত হইতে আদেশ দিয়া বলিলেন "আমি তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি, প্রাণচ্যুতি সময়ে যে ব্যক্তি এই মন্ত্র সর্ব্বথা স্মরণ করে, তাহার মৃত্যু হয় না। ইহা নিত্য জপ করিবার নহে। অক্ষসূত্র গ্রহণ করিয়া এই শুভমন্ত্র জপ করিলেই তুমি অজেয় হইবে।" এই বলিয়া তাহাকে অষ্টোত্তর শতসংখ্য পবিত্র পুণ্যনাম (শিবস্তোত্র) শিখাইয়া দিলেন। * উ প্র ৪

শিবস্তোত্র—(অংশ) "ব্যাঘ্রচর্ম্মবসন, যুগান্তদহন, বলদেব, † গণেশ, † পশুপতি, ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, † পিণাকী, ধূর্জ্জটি, শ্মশানবাসী, ভগদেবের নয়ন-নিপাতী, পূষার দশন-নাশন, ভিক্ষু, চন্দ্রাঙ্কিত জটাধারী, ত্রিনয়ন……।"

(সঞ্জীবকমন্ত্র বলিয়া শিবনাম-কার্ত্তন ব্রহ্মা রাবণকে শিখাইয়া দেন।) উ প্র ৪

শিবলিঙ্গ—দিগ্বিজয়কালে একদা রাবণ নর্ম্মদায় স্নান করিলেন; স্নান করিয়া বালুকাবেদীর উপরিভাগে স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ব্বক অতিশ্রেষ্ঠ জপনীয় মন্ত্র জপ করতঃ নানাপ্রকার চন্দন ও অমৃতগন্ধী পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর চন্দ্রচূড় বরপ্রদ দুঃখাপহারক দেবদেব মহাদেবের পূজা সমাপন করতঃ রাক্ষসরাজ দশানন লিঙ্গের সম্মুখে গীত ও বাহুসকল উত্তোলনপূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। * উ ৩১

আবর্ত্তনী—বিদ্যাবিশেষ। ইহার প্রভাবে চন্দ্র-তনয় বুধ ইলারূপ প্রাপ্ত ইল রাজার সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। উ ৮৮

সৌপর্ণবিদ্যা - ইহার প্রভাবে দিব্য-চক্ষু লাভ হয়; লক্ষযোজনের অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। (সম্পাতি এই জন্য বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতেও সীতা ও রাবণকে লঙ্কায় দেখিতেছিলেন।) কি ৫৯

বলা ও অতিবলা—মন্ত্র (বিদ্যা) বিশেষ। তারকা-নিধন-কল্পে লইয়া যাইবার সময় বিশ্বামিত্র ঋষি রামলক্ষ্মণকে এই মন্ত্র উপদেশ দেন। এই মন্ত্র-প্রভাবে বহুপর্য্যটনেও শ্রান্তিজ্বর বা রূপের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না। নিদ্রা বা কার্য্যান্তর প্রসঙ্গে অসাবধান থাকিলেও ইহার প্রভাবে রাক্ষসেরা পরাভব করিতে পারে না।……ইত্যাদি। বা ২২

এ বিদ্যা দুইটী "ব্রহ্মার কন্যা।"

আদিত্য-হৃদয়—সূর্য্য-স্তোত্র। রাম-রাবণে যুদ্ধ হইতেছে, মহর্ষি অগস্ত্য দেবতাগণের সমতিব্যাহারে রণস্থলে রামের নিকট আসিয়া কহিলেন, "বৎস, যাহার প্রভাবে রিপুকুল নির্ম্মূলিত হয় আমি তোমাকে সেই পবিত্র গুহ্য সনাতন আদিত্য-হৃদয় নামক স্তোত্র শ্রবণ

* এটা নেহাত কোন শিবভক্ত ঠাকুর মহাশয়ের "প্রক্ষিপ্ত" ব্যাপার।

† সমস্তই শিবের নামান্তর।

* এটিও সম্ভবতঃ কোন শৈব ঠাকুরের বাহাদুরী।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করাই, ইহা সর্ব্বশত্রু-বিনাশন ও জয়াবহ। নিত্যকাল এই মন্ত্র জপ করিলে অক্ষয়মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। ইহা সকল মঙ্গলের মঙ্গল ও সর্ব্বপাপ-প্রণাশক।" এই বলিয়া মুনি রামকে সূর্য্যস্তোত্র শিখাইয়া গেলেন। পবিত্রভাবে আচমন করিয়া তিনবার এই মন্ত্র জপ করতঃ রাম নিরতিশয় প্রসন্ন হইলেন।† ল ১০৫

অস্ত্র-চিকিৎসা—অশোক-কাননে সীতা বলেন "নিষ্ঠুর রাবণ আমার সহিত যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে * তদনুসারে এইটি দশম মাস, সুতরাং বর্ষশেষের আর দুইমাস কাল অবশিষ্ট। ইহার মধ্যে আমার উদ্ধারসাধন না হইলে—অস্ত্রচিকিৎসক যেমন অস্ত্রদ্বারা গর্ভস্থ জন্তুকে ছেদন করে, তদ্রূপ সেই রাক্ষস আমায় খণ্ড খণ্ড করিবে।" সু ২৮

(অন্তর্দেহ :—পিত্ত,[২] যকৃৎ,[২] হৃৎপিণ্ড,[২] অন্ত্রনাড়ী,* মূল-নাড়ী,† স্নায়ু,[৩] প্লীহা।[২]

ব্যাধি—বাত-পিত্ত-কফ-জ। উ ৫

ওষধি—মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী, সন্ধানী। ল ৭৩

হিমালয়ের অব্যবহিত পরে সুবর্ণময় ঋষভপর্ব্বত ; নিকটে কৈলাস পর্ব্বতও বিরাজিত। এই দুই গিরির মধ্যে সর্ব্বৌষধিবিশিষ্ট ওষধি-পর্ব্বত। ল ৭৩

ইন্দ্রজিৎ-শরে মৃতপ্রায় বানরগণকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য জাম্ববানের উপদেশানুসারে হনূমান এই ওষধি (পর্ব্বত) আনয়ন করেন। ল ১০১

বিশল্য-করণী—(সঞ্জীবনী) যে স্থানে অমৃত-মন্থন হইয়াছিল, সেই ক্ষীরোদ-সাগরে চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দুইটী পর্ব্বত আছে ; সেইস্থানে এই ঔষধ পাওয়া যায়। ল ৫০

নাগপাশবদ্ধ জ্ঞানহত রামলক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য সুষেণ এই দৈব ঔষধ আনয়ন করিবার পরামর্শ দেন। ল ৫০

অমৃত—("সমুদ্র-মন্থন" দেখ।) পানীয় বিশেষ। উহা পান করিলে অমর, অজর ও নীরোগ হওয়া যায়। বা ৪৫

হিমালয়বৃক্ষ—সুগ্রীবদূতেরা হিমালয়ে একটি সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ দেখিল। পূর্ব্বে ঐ পবিত্র পর্ব্বতে দেবগণের প্রীতিকর অপূর্ব্ব অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বানরেরা ঐ যজ্ঞবাটে গিয়া আহুতি প্রবাহ হইতে উৎপন্ন অমৃতবৎ সুস্বাদু ফলমূল দেখিতে পাইল। উহা ভক্ষণ করিলে একমাস কাল পরিতৃপ্ত থাকা যায়। কি ৩৭

পর্ব্বত-সংবাদ—হনূমান্ হিমালয়ের কোন স্থানে ব্রহ্মকোশ, কোথাও রজতনাভিস্থান, কোথাও রুদ্রের শরক্ষেপস্থান. কোথাও ইন্দ্রালয়, কোথাও হয়গ্রীবস্থান, কোথাও দীপ্ত

---

† এটীও পরগাছা মনে হয়। গৌড়ীয় রামায়ণে এ সর্গই নাই।

* সুতরাং প্রায় এক বৎসর সীতা লঙ্কায় ছিলেন।

* ল ১০৩। ২ সু ২৪। ৩ ল ১১১।

† দশরথ মহিষীরা রাজার হৃদয় হস্ত ও মূলনাড়ীতে স্পন্দনাদি কিছুই না দেখিয়া জীবনের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রহ্মশির, কোথাও যমকিঙ্কর, কোথাও কুবেরের আশ্রয়, কোনস্থানে প্রদীপ্ত সূর্য্য সমাবেশ, কোথাও ব্রহ্মালয়, কোথাও শিবকোদণ্ডস্থান, কোথাও পৃথিবীর নাভিদেশ দেখিলেন। ল ৭৩
সেখানে কৈলাস পর্ব্বতে রুদ্রদেবের সমাধিপীঠ ও মহাবৃষকে নিরীক্ষণ করিলেন। ল ৭৩

ধাতু উৎপত্তি—(ভগবান কার্ত্তিকেয়ের উদ্ভব-কালে) অমর-নিয়োগে হুতাশন কর্ত্তৃক গৃহীত পাশুপত তেজ গঙ্গার গর্ভে নিহিত হয়। গঙ্গা সে তেজ সহিতে না পারিয়া হিমালয়-গিরিপার্শ্বে তাহা পরিত্যাগ করেন। তন্নিঃসৃত তেজ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল। উহার প্রভাবে সমীপস্থ পার্থিব পদার্থ সুবর্ণ ও দূরস্থিত পার্থিব পদার্থ রজতরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। উহার তীক্ষ্ণতায় লৌহ ও তাম্র জন্মিল; এবং গর্ভমল সীসকরূপে পরিণত হইল। এই রূপেই নানা ধাতুর উৎপত্তি। পর্ব্বতের বনবিভাগ ঐ তেজোদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সুবর্ণময় হইয়া উঠে; সঞ্জাত বস্তুর রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদবধি সুবর্ণের নাম জাতরূপ। বা ৩৭

সৃষ্টি—অগ্রে সমুদয়ই জলমগ্ন ছিল, ঐ জল মধ্যে এই পৃথিবী নির্ম্মিত হয়। পরে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত উৎপন্ন হইলেন এবং বরাহরূপ* পরিগ্রহ করিয়া জল হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধারপূর্ব্বক প্রজাগণের সহিত সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করেন। অ ১১০

পূর্ব্বে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সমস্ত একার্ণব ছিল। ব্রহ্মাণ্ড লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর জঠরে প্রবিষ্ট ছিল। ভূতাত্মা-ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডকে জঠরে লইয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক বহুকাল শয়ান ছিলেন। ঐ সময়ে মহাযোগী ব্রহ্মা তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর ব্রহ্মা অগ্নি পৃথিবী বায়ু পর্ব্বত বৃক্ষ পরে কীটপতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিলেন। উ ৫৯

প্রজা-সৃষ্টি—(জীব)-কুল-পর্য্যায় দেখ। আ ১৪

রক্ষ-যক্ষ উৎপত্তি—প্রজাপতি পুরাকালে ভূমির অধোভাগবর্ত্তী সলিল সৃজন করিয়া, জলের রক্ষাবিধানার্থ প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিলেন। সেই সকল প্রাণী ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ভয়ে পীড়িত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট গিয়া কহিল, "আমরা কি করিব?" প্রজাপতি কহিলেন, "তোমরা সযত্নে এই জলকে রক্ষা কর।" তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বুভুক্ষিত প্রাণী "রক্ষাম" এবং কতকগুলি অবুভুক্ষিত প্রাণী "যক্ষাম" এইরূপ কহিল, তখন সেই ভূতভাবন প্রজাপতি তাহাদিগকে কহিলেন, "যাহারা 'রক্ষাম' বলিয়াছ, তাহারা রক্ষ এবং যাহারা 'যক্ষাম' বলিয়াছ, তাহারা যক্ষ হও।" তাহাই হইল। উ ৪

রক্ষকুল-পর্য্যায়—"কুল-পর্য্যায়" দেখ। উ ৪।৫

অহল্যা-উৎপত্তি—ব্রহ্মা ইন্দ্রকে কহিলেন, "আমি বুদ্ধিযোগে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলাম; উহাদের বর্ণ বাক্য ও বয়স একই প্রকার। কোন বিষয়ে উহাদের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ ছিল না। পরে আমি একাগ্রমনে উহাদের বিষয় চিন্তা করিলাম; এবং অল্প বৈলক্ষণ্য সম্পাদনের জন্য একটি স্ত্রী সৃষ্টি করিলাম। পরে, আমি প্রজাদিগের যা কিছু শরীর-গত

* বরাহ-অবতার বিষ্ণুর না হইয়া ব্রহ্মার (?)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করাই, ইহা সর্ব্বশত্রু-বিনাশন ও জয়াবহ। নিত্যকাল এই মন্ত্র জপ করিলে অক্ষয়মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। ইহা সকল মঙ্গলের মঙ্গল ও সর্ব্বপাপ-প্রণাশক।" এই বলিয়া মুনি রামকে সূর্য্যস্তোত্র শিখাইয়া গেলেন। পবিত্রভাবে আচমন করিয়া তিনবার এই মন্ত্র জপ করতঃ রাম নিরতিশয় প্রসন্ন হইলেন। † ল ১০৫

অস্ত্র-চিকিৎসা—অশোক-কাননে সীতা বলেন "নিষ্ঠুর রাবণ আমার সহিত যে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছে * তদনুসারে এইটি দশম মাস, সুতরাং বর্ষশেষের আর দুইমাস কাল অবশিষ্ট। ইহার মধ্যে আমার উদ্ধারসাধন না হইলে—অস্ত্রচিকিৎসক যেমন অস্ত্রদ্বারা গর্ভস্থ জন্তুকে ছেদন করে, তদ্রূপ সেই রাক্ষস আমায় খণ্ড খণ্ড করিবে।" সু ২৮

(অন্তর্দেহ :—পিত্ত,[২] যকৃৎ,[২] হৃৎপিণ্ড,[২] অন্ত্রনাড়ী,* মূল-নাড়ী,† স্নায়ু,[৩] প্লীহা।[২]

ব্যাধি—বাত-পিত্ত-কফ-জ। উ ৫

ওষধি—মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সুবর্ণকরণী, সন্ধানী। ল ৭৩

হিমালয়ের অব্যবহিত পরে সুবর্ণময় ঋষভপর্ব্বত; নিকটে কৈলাস পর্ব্বতও বিরাজিত। এই দুই গিরির মধ্যে সর্ব্বৌষধিবিশিষ্ট ওষধি-পর্ব্বত। ল ৭৩

ইন্দ্রজিৎ-শরে মৃতপ্রায় বানরগণকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য জাম্ববানের উপদেশানুসারে হনূমান এই ওষধি (পর্ব্বত) আনয়ন করেন। ল ১০১

বিশল্য-করণী—(সঞ্জীবনী) যে স্থানে অমৃত-মন্থন হইয়াছিল, সেই ক্ষীরোদ-সাগরে চন্দ্র ও দ্রোণ নামে দুইটী পর্ব্বত আছে; সেইস্থানে এই ঔষধ পাওয়া যায়। ল ৫০

নাগপাশবদ্ধ জ্ঞানহত রামলক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য সুষেণ এই দৈব ঔষধ আনয়ন করিবার পরামর্শ দেন। ল ৫০

অমৃত—("সমুদ্র-মন্থন" দেখ।) পানীয় বিশেষ। উহা পান করিলে অমর, অজর ও নীরোগ হওয়া যায়। বা ৪৫

হিমালয়বৃক্ষ—সুগ্রীবদূতেরা হিমালয়ে একটি সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ দেখিল। পূর্ব্বে ঐ পবিত্র পর্ব্বতে দেবগণের প্রীতিকর অপূর্ব্ব অশ্বমেধ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বানরেরা ঐ যজ্ঞবাটে গিয়া আহুতি প্রবাহ হইতে উৎপন্ন অমৃতবৎ সুস্বাদু ফলমূল দেখিতে পাইল। উহা ভক্ষণ করিলে একমাস কাল পরিতৃপ্ত থাকা যায়। কি ৩৭

পর্ব্বত-সংবাদ—হনূমান্ হিমালয়ের কোন স্থানে ব্রহ্মকোশ, কোথাও রজতনাভিস্থান, কোথাও রুদ্রের শরক্ষেপস্থান, কোথাও ইন্দ্রালয়, কোথাও হয়গ্রীবস্থান, কোথাও দীপ্ত

---

† এটীও পরগাছা মনে হয়। গৌড়ীয় রামায়ণে এ সর্গই নাই।

* সুতরাং প্রায় এক বৎসর সীতা লঙ্কায় ছিলেন।

* ল ১০৩। ২ সু ২৪। ৩ ল ১১১।

† দশরথ মহিষীরা রাজার হৃদয় হস্ত ও মূলনাড়ীতে স্পন্দনাদি কিছুই না দেখিয়া জীবনের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ব্রহ্মশির, কোথাও যমকিঙ্কর, কোথাও কুবেরের আশ্রয়, কোনস্থানে প্রদীপ্ত সূর্য্য সমাবেশ, কোথাও ব্রহ্মালয়, কোথাও শিবকোদণ্ডস্থান, কোথাও পৃথিবীর নাভিদেশ দেখিলেন। ল ৭০
সেখানে কৈলাস পর্ব্বতে রুদ্রদেবের সমাধিপীঠ ও মহাবৃষকে নিরীক্ষণ করিলেন। ল ৭০

ধাতু উৎপত্তি—(ভগবান কার্ত্তিকেয়ের উদ্ভব-কালে) অমর-নিয়োগে হুতাশন কর্ত্তৃক গৃহীত পাশুপত তেজ গঙ্গার গর্ভে নিহিত হয়। গঙ্গা সে তেজ সহিতে না পারিয়া হিমালয়-গিরিপার্শ্বে তাহা পরিত্যাগ করেন। তন্নিঃসৃত তেজ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় একান্ত উজ্জ্বল। উহার প্রভাবে সমীপস্থ পার্থিব পদার্থ সুবর্ণ ও দূরস্থিত পার্থিব পদার্থ রজতরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। উহার তীক্ষ্ণতায় লৌহ ও তাম্র জন্মিল; এবং গর্ভমল সীসকরূপে পরিণত হইল। এই রূপেই নানা ধাতুর উৎপত্তি। পর্ব্বতের বনবিভাগ ঐ তেজোদ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সুবর্ণময় হইয়া উঠে; সঞ্জাত বস্তুর রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদবধি সুবর্ণের নাম জাতরূপ। বা ৩৭

সৃষ্টি—অগ্রে সমুদয়ই জলমগ্ন ছিল, ঐ জল মধ্যে এই পৃথিবী নির্ম্মিত হয়। পরে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা দেবগণের সহিত উৎপন্ন হইলেন এবং বরাহরূপ* পরিগ্রহ করিয়া জল হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধারপূর্ব্বক প্রজাগণের সহিত সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করেন। অ ১১০
পূর্ব্বে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ সমস্ত একার্ণব ছিল। ব্রহ্মাণ্ড লক্ষ্মীর সহিত বিষ্ণুর জঠরে প্রবিষ্ট ছিল। ভূতাত্মা-ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ডকে জঠরে লইয়া মহাসমুদ্রে প্রবেশপূর্ব্বক বহুকাল শয়ান ছিলেন। ঐ সময়ে মহাযোগী ব্রহ্মা তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর ব্রহ্মা অগ্নি পৃথিবী বায়ু পর্ব্বত বৃক্ষ পরে কীটপতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিলেন। উ ৫৯

প্রজা-সৃষ্টি—(জীব)-কুল-পর্য্যায় দেখ। আ ১৪

রক্ষ-যক্ষ উৎপত্তি—প্রজাপতি পুরাকালে ভূমির অধোভাগবর্ত্তী সলিল সৃজন করিয়া, জলের রক্ষাবিধানার্থ প্রাণিগণকে সৃষ্টি করিলেন। সেই সকল প্রাণী ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ভয়ে পীড়িত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট গিয়া কহিল, "আমরা কি করিব?" প্রজাপতি কহিলেন, "তোমরা সযত্নে এই জলকে রক্ষা কর।" তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বুভুক্ষিত প্রাণী "রক্ষাম" এবং কতকগুলি অবুভুক্ষিত প্রাণী "যক্ষাম" এইরূপ কহিল, তখন সেই ভূতভাবন প্রজাপতি তাহাদিগকে কহিলেন, "যাহারা" 'রক্ষাম' বলিয়াছ, তাহারা রক্ষ এবং যাহারা 'যক্ষাম' বলিয়াছ, তাহারা যক্ষ হও।" তাহাই হইল। উ ৪

রক্ষকুল-পর্য্যায়—"কুল-পর্য্যায়" দেখ। উ ৪।৫

অহল্যা-উৎপত্তি—ব্রহ্মা ইন্দ্রকে কহিলেন, "আমি বুদ্ধিযোগে প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলাম; উহাদের বর্ণ বাক্য ও বয়স একই প্রকার। কোন বিষয়ে উহাদের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ ছিল না। পরে আমি একাগ্রমনে উহাদের বিষয় চিন্তা করিলাম; এবং অল্প বৈলক্ষণ্য সম্পাদনের জন্য একটি স্ত্রী সৃষ্টি করিলাম। পরে, আমি প্রজাদিগের যা কিছু শরীর-গত

* বরাহ-অবতার বিষ্ণুর না হইয়া ব্রহ্মার (?)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বৈলক্ষণ্য, ঐ স্ত্রীতে তাহার সমাবেশ করিয়া দিলাম। সে রূপবতী ও গুণবতী হইল। বৈরূপ্যের নাম 'হল' ; বৈরূপ্য যাহা হইতে উদ্ভূত তাহা 'হল্য' ; এ স্ত্রীর হল্য বা বিরূপতা কিছুই ছিল না, এইজন্য উহার নাম 'অহল্যা' হইল। উ ৩০

সীতা উৎপত্তি—সীতা অনসূয়াকে কহিলেন, "একদা রাজর্ষিজনক লাঙ্গল হস্তে যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলেন ; ঐ সময়ে আমি ভূমি উদ্ভেদ করিয়া উত্থিত হই। তৎকালে তিনি মৃত্তিকামুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিষম স্থল সমতল করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। দেখিলেন, আমি ধূলিধূসরদেহে তথায় নিপতিত আছি, তদ্দর্শনে তিনি বিস্মিত হইলেন এবং নিঃসন্তান বলিয়া স্নেহপূর্ব্বক আমায় ক্রোড়ে লইলেন। ইত্যবসরে অন্তরীক্ষ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইল, "মহারাজ ধর্ম্মানুসারে এই কন্যা তোমারই তনয়া হইল।" অ ১১৮

কিম্পুরুষী—দেবযোনি বিশেষ (?) সোম-তনয় বুধ ইল রাজার স্ত্রীত্ব-প্রাপ্ত অনুচরগণকে আদেশ করেন "তোমরা কিম্পুরুষী হইয়া এই পর্ব্বতে বাস কর ; তোমরা কিম্পুরুষ-নামক পতি লাভ করিবে। উ ৮৮

অপ্সরা—দেবনারী বিশেষ। (সমুদ্র মন্থনকালে) মন্থন নিবন্ধন (অপ্) ক্ষীররূপ জলের সারভূত রস হইতে উত্থিত বলিয়া এই নাম। ক্ষীরোদ-সমুদ্র-মন্থনে উদ্ভূত। সুরাসুরের মধ্যে কেহই উহাদিগকে গ্রহণ না করাতে উহারা সাধারণ স্ত্রী হইয়া গেল। সংখ্যায় এগুলি ষাটকোটি। ইহাদিগের আবার পরিচারিকা সঙ্গে ছিল—তাহাদের কেহ গণিয়া উঠিতে পারে নাই। বা ৪৫

নাগগণ—অনন্ত, বাসুকি, বিশালাক্ষ, ইরাবত, কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক ধনঞ্জয়, ঘোরবিধ, তক্ষক, উপতক্ষক। (শঙ্খ ও জটী) † উ প্র ৫

আশ্রম—চীরচর্ম্মধারী ফলমূলাহারী তাপসগণ বিরাজিত, সর্ব্বত্র কুশচীর, প্রাঙ্গণসকল পরিচ্ছন্ন, মৃগ ও পক্ষী সকল সঞ্চরণ করিতেছে ; প্রশস্ত অগ্নিহোত্রগৃহ সমুদয় প্রস্তুত ; স্রুকভাণ্ড মৃগচর্ম্ম, সমিধ ও জল-কলস শোভিত হইতেছে। কোথাও পূজোপহার রহিয়াছে, কোথাও হোম হইতেছে। স্থানে স্থানে কমলদল-সমলঙ্কৃত সরোবর, কোথাও বা স্বাদুফলপূর্ণ বিবিধ বন্য বৃক্ষ ; নির্ম্মাল্য পুষ্প ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং অপ্সরা সকল প্রতিনিয়ত নৃত্য করিতেছে। আ ১

প্রত্যক্স্থলী—মতঙ্গ-আশ্রমে বেদী। ইঁহাতে আশ্রমবাসী ঋষিগণ পুষ্পোপহার দিতেন। আ ৭৪

পরিব্রাজক—এইরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে হরণ করে। পরিধান শ্লক্ষ্ণ কাষায় বসন, মস্তকে শিখা, বাম স্কন্ধে যষ্টি, হস্তে কমণ্ডলু ও ছত্র ; চরণে পাদুকা। (মুখে বেদধ্বনি ?) আ ৪৬

পর্ণশালা—লক্ষ্মণ কুটীর রচনা করিলেন। স্তম্ভ শোভিত সমতল সুরম্য, উহার ভিত্তি মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মিত ও বৃহৎ বংশে বংশকার্য্য সম্পাদিত হইল এবং উহা শমী শাখা কুশ

† রাবণ ভোগবতীপুরীতে বাসুকি-আলয়ে ইহাদের বশীভূত করেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কাশ শর ও পত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সুদৃঢ় পাশে সংযত হইল। কাশনির্ম্মিত কট আসন কার্য্য করিল। আ ১৫

ভূমিভাগ—সুবিভক্ত চত্বর, বৃতিবেষ্টিত ভূবিভাগ, প্রাসাদমধ্যস্থ রথ্যা, উপরথ্যা, চতুষ্পথ। সু ৫৩

দ্রুমকূল্য—রামচন্দ্র সমুদ্র শোষণ আশয়ে ধনুকে ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিলে, সমুদ্র সশরীরে প্রাদুর্ভূত হইয়া সবিনয়ে তাঁহাকে আপন নিয়োগ বুঝাইল। তখন রাম বলিলেন, "আমার বাণ অমোঘ, বল কোথা ইহা নিপাতিত করি।" মহার্ণব বলিলেন, "আমার উত্তরদিকে প্রসিদ্ধ পবিত্র এক স্থান আছে, উহা দ্রুমকূল্য বলিয়া খ্যাত। সেখানে আভীর নামে ক্রূরকর্ম্মা কতকগুলি দস্যু বাস করে, তাহাদের সংস্পর্শন পাপ ভোগ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। সেই স্থানে আপনার এই শর নিক্ষিপ্ত হউক।" তাহাই হইল। ল ২২

মরুকান্তার—সমুদ্র প্রতি প্রযুক্ত শর, রাম সমুদ্রকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার অংশবিশেষে চালনা করেন; সমুদ্রের সেই অংশ মরুকান্তার হইল। রাম-বরে এই স্থানে কোন রোগের বিশেষ আধিপত্য নাই; স্থান পশুচারণার অনুকূল, ফলমূল ওষধিপূর্ণ। ল ২২

ব্রণকূপ—সমুদ্র প্রতি প্রযুক্ত শর, রাম-শরে নিপীড়িত হইয়া বসুন্ধরা তুমুল শব্দ করিতে লাগিলেন; ব্রহ্মাস্ত্র-কৃত দ্বার দিয়া রসাতল হইতে বেগে জলরাশি উত্থিত হইতে লাগিল। ঐ দ্বার ব্রণকূপ আখ্যা লাভ করে। ল ২২

লঙ্কার উপকূল-দ্রব্য—বৈদূর্য্য-শিলা, নির্যাস-উপাদান চন্দন, ঘ্রাণ তৃপ্তিকর উৎকৃষ্ট অগুরু, সুগন্ধ-ফল তক্কোল বৃক্ষ, তমাল পুষ্প ও মরীচের গুল্ম শুষ্ক প্রায় মুক্তাসমূহ, সুদৃশ্য শঙ্খস্তূপ, প্রবাল, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পর্ব্বত। আ ৩৫

সন্দেহ ছায়াগ্রহ—রাক্ষস বিশেষ। "রাক্ষস অসুর" দেখ।

রাম-প্রাসাদ- পাণ্ডুবর্ণ অভ্রখণ্ডের ন্যায় শোভমান রাম-ভবন। রাম-প্রাসাদের ইতস্ততঃ শত শত বেদী প্রস্তুত, এবং সম্মুখে বহুসংখ্যক স্বর্ণময়ী প্রতিমা। উহার তোরণ সকল প্রবাল মণিমুক্তায় খচিত; উহা মধ্যমণিশোভিত স্বর্ণপুষ্পের মালায় সুসজ্জিত ও সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যে চিত্রিত। উহার স্থানে স্থানে স্বর্ণাদি ধাতু নির্ম্মিত ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি আছে।......উহা দর্দ্দুর-গিরিবৎ অগুরুগন্ধে সকলকে উন্মত্ত করিয়া তোলে।......রামের প্রকোষ্ঠে কুণ্ডলধারী বিশ্বস্ত যুবকেরা অস্ত্র শস্ত্র হস্তে সতত সাবধানে আছে। দ্বারদেশে কতকগুলি কাষায়বসনা বৃদ্ধা স্ত্রী বেত্রহস্তে উপবিষ্ট।..... হর্ম্ম্যমধ্যে মণিমণ্ডিত সুবর্ণময় রমণীয় সিংহাসনে রাম আসীন, তদীয় দেহ বরাহ রক্তাকার সুগন্ধি রক্তচন্দনে চর্চ্চিত; দেবী জানকী তাঁহার পার্শ্বে চামর হস্তে উপবিষ্টা—যেন চিত্রার সহিত চন্দ্র মিলিত। সীতারও দেহ রক্তচন্দন-চর্চ্চিত। অ ১৫,১৬

রাবণ-গৃহ—গৃহ হর্ম্ম্য ও প্রাসাদে নিবিড় এবং বিবধ রত্নে পরিপূর্ণ। উহাতে হীরক ও বৈদূর্য্য খচিত, গজদন্ত সুবর্ণ স্ফটিক ও রজতের রমণীয় স্তম্ভ সকল শোভিত। গবাক্ষ সকল গজদন্তময় রৌপ্য-নির্ম্মিত সুদৃশ্য ও স্বর্ণজালে জড়িত। আ ৫৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভূভাগ সুধা-ধবল এবং দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী পুষ্পে আকীর্ণ। প্রাসাদে দুন্দুভিনাদী সোপান-পথ। সু ৯

রাবণ-প্রাসাদ—ঐ সুরম্য নিকেতনের কোথাও সৈন্যশ্রেণী সুসজ্জিত, কোথাও বা স্বর্ণজাল জড়িত তরুণ সূর্য্যকান্তি নানারূপ শিবিকা; কোথাও বিচিত্র লতাগৃহ, কোথাও ক্রীড়াগৃহ, কোথাও রতিগৃহ, এবং কোথাও বা দিনবিহার-গৃহ! উহার এক স্থানে চিত্র-শালা, অন্যত্র দারুনির্ম্মিত ক্রীড়া পর্ব্বত।……ঐ গৃহে ভোজন পাত্র মণিময় এবং পর্য্যঙ্ক ও আসন স্বর্ণময়। গৃহ কামিনীগণের কাঞ্চীরব, নুপুরধ্বনি এবং মৃদঙ্গের মধুর নিনাদে সততই ধ্বনিত। সু ৬

রাবণ-শয্যা—শয়ন-গৃহে এক স্ফটিক-নির্ম্মিত বেদী, উহা রত্নখচিত ও একান্ত রমণীয়। ঐ বেদীর উপর নীলকান্তময় পর্য্যঙ্ক, পর্য্যঙ্কের পদ সকল হস্তিদন্তরচিত ও স্বর্ণমণ্ডিত; সর্ব্বোপরি মহামূল্য আস্তরণ। পর্য্যঙ্ক একান্ত উজ্জল ও অশোকমাল্যে অলঙ্কৃত, উহার এক দেশে একটি শশাঙ্ক-সদৃশ শ্বেত ছত্র আছে; সর্ব্বত্র যন্ত্রনির্ম্মিত পুত্তলিকা* চামর বীজন করিতেছে। উহা বিবিধ গন্ধ দ্রব্যে সুরভিত এবং অগুরুধূপে সুবাসিত। উহাতে একান্ত মৃদুল উর্ণায়ুচর্ম্ম আস্তীর্ণ। সু ১০

চৈত্য-প্রাসাদ—(মনুমেণ্ট ?) লঙ্কায় কুল-দেবতার মন্দির—সুমেরু শৃঙ্গবৎ উচ্চ। সহস্র সহস্র স্তম্ভ শোভিত গোলাকারপুরের অলঙ্কারস্বরূপ দেবাধিষ্ঠিত সমুচ্চ প্রাসাদ। সু ১৫ হনূমান প্রথম লঙ্কায় গিয়া অশোকবন ছারখারের পর নিকটস্থিত এই সুন্দর মন্দির চূর্ণ করিয়া অগ্নি লাগাইয়া দেন। সু ৪৩

পান ভূমি—হনুমান লঙ্কায় প্রথম গিয়া রাবণের পানভূমিতে বিচরণ করেন। তথায় কোন কামিনী পাশ-ক্রীড়ায় শ্রান্ত হইয়া শয়ান; কেহ নৃত্যগীতে ক্লান্ত; কেহ বা অতিপানে বিহ্বল হইয়া পতিত আছে। বিবিধ আহার্য্য বিবিধ মাংস প্রস্তুত। পান-ভূমি পুষ্পোপহারে সুরভিত এবং ঘন সংশ্লিষ্ট শয্যা ও আসনে সুসজ্জিত। কোথাও রাশীকৃত মাল্য, কোথাও স্বর্ণ-কলস, কোথাও বা মণিময় ও স্ফটিক পানপাত্র; ঐ সমস্ত পাত্র সুরায় পরিপূর্ণ। সু ১১ (কিষ্কিন্ধ্যায়ও পানভূমি ছিল।)

রাবণ-সভা—সভার কুট্টিম প্রদেশ স্বর্ণ ও রৌপ্যে সংগ্রথিত; মধ্যস্থলে শুদ্ধ স্ফটিক-স্বর্ণময় উত্তম ছাদ। ছয়শত পিশাচে ঐ সভাগৃহ সংরক্ষিত। শিল্পিবর বিশ্বকর্ম্মা ইহার নির্ম্মাণ-কর্ত্তা। রাজার উপবেশন জন্য মরকতময় উৎকৃষ্ট আসন বিন্যস্ত, উহা সুকোমল মৃগচর্ম্ম-বিমণ্ডিত এবং উপাধানবিশিষ্ট। ল ১১

---

* "পুত্তলিকা" কথাটা এখানে নাই। "বালব্যজনহস্ত" আছে। টীকাকারদিগের মত—এখানে সকলে সুপ্ত চামর ঢুলায়কার হস্ত? অতএব এগুলি যন্ত্রনির্ম্মিত পুত্তলিকার হস্ত। জীবন্ত জাগস্ত কেহ থাকিলে যে কেহ হনুমানকে দেখিতে পাইত। সু ১০ টীকা।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নিকুম্ভিলা—(রাক্ষসদেবী)। সু ২৪
(দেবালয়)। যুদ্ধভূমির সন্নিকটে একটি পবিত্র স্থান। ল ৭২
এই স্থানে ইন্দ্রজিত যজ্ঞহোম করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন। লঙ্কার উপবন। উ ২৫

সুধর্ম্মা—স্বর্গে দেব সভা। অ ৫৬

ভূলোকে ইন্দ্র—দণ্ডকারণ্যে ঋষি আশ্রমে সুররাজ সশরীরে বিরাজমান হইতেন। রামচন্দ্র দেখিতে পান:—তাঁহার দেহ হইতে জ্যোতির্নির্গত হইতেছে; পরিধান পরিচ্ছন্ন বস্ত্র; তিনি দিব্য আভরণে সুশোভিত আছেন, এবং মহীতল স্পর্শ করিতেছেন না। *...... তিনি অন্তরীক্ষে হরিদ্বর্ণ-অশ্বসংযুক্ত তরুণ সূর্য্যপ্রকাশ রথে; অদূরে বিচিত্র মাল্য-খচিত ধবল-জলদকান্তি শশাঙ্কচ্ছবি নির্ম্মল ছত্র। দুইটি রমণী কনকদণ্ডমণ্ডিত মহামূল্য চামর মস্তকে বীজন করিতেছে এবং দেবগন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত আছেন।... ...কুণ্ডল-শোভিত যুবাসকল কৃপাণহস্তে চতুর্দ্দিকে রহিয়াছেন......উঁহারা রক্তবসন পরিধান করিয়াছেন, অনলবৎ রত্নহারে শোভিত হইতেছেন এবং পঞ্চবিংশতি বৎসরের রূপধারণ করিতেছেন......ঐ সমস্ত প্রিয়দর্শন যুবা যেরূপ বয়স্ক, উহাই দেবগণের চিরস্থায়ী বয়স। আ ৫

যমালয়—রাবণ দেখিয়াছিলেন.—যম হুতাশনকে সম্মুখে রাখিয়া প্রাণিগণকে কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ ভোগ প্রদান করিতেছেন। প্রাণিগণ স্ব স্ব কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে। কোথাও রুক্ষস্বভাব ভীষণ যমকিঙ্করেরা কাহাকেও বধবন্ধনক্লেশে ফেলিতেছে; কোথাও দুঃখিতের আর্ত্তনাদ, কোথাও কৃমিকীট ও ভীষণ কুক্কুরেরা কাহাকে খাইতেছে; কোথাও বা দুঃশ্রব লোমহর্ষণ করুণ বিলাপ। কাহাকেও শোণিতবাহিনী বৈতরণী বারবার পার করাইতেছে; কাহাকেও পুনঃ পুনঃ তপ্ত বালুকায় লুটাইতেছে। কাহাকেও অসিপত্র-বনে ছিন্নভিন্ন করিতেছে। কাহাকেও ঘোর রৌরব নরকে কাহাকেও ক্ষার নদীতে এবং কাহাকেও বা ক্ষুরধারে ফেলিতেছে। কোথাও কেহ জলপ্রার্থী. কেহ বা ক্ষুধার্ত্ত। ঐ সকল জীব শবের ন্যায় কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট, বিবর্ণ ও দীন। উহাদের গাত্র মলপঙ্কে লিপ্ত, ও রুক্ষ এবং কেশ উন্মুক্ত। আবার কোথাও অনেকে স্বকৃত পুণ্যবলে গীতবাদ্য লইয়া রমণীয় প্রাসাদে প্রমোদসুখ অনুভব করিতেছে। যে গো-দান করিয়াছিল, সেই দানফলে ক্ষীর, অন্নদাতা অন্ন, এবং গৃহদাতা ধনরত্নে পূর্ণ রমণীসঙ্কুল গৃহ পাইয়াছে। উ ২১

নরক-কুণ্ড—রৌরব *, বীচি †; পুৎ ‡। (বৈতরণী শোণিতবাহিনী, ক্ষার নদী। অসিপত্র-বন = যমলোকে বিরাজিত) উ ২১

মহাকালিকা—(প্রেতমূর্ত্তি ?) "বিশিষ্ট-জীব" দেখ। ল ৩৫

কালপুরুষ—মাল্যবাণ রাবণকে লঙ্কায় নানা দুর্নিমিত্তের সংবাদ দিয়া কহিলেন,, "প্রতিদিন

---

* দেবতার লক্ষণ এই একটা—পৃথিবীতে নামিলেও মাটী স্পর্শ করিতেন না।

* উ ২১ † উ প্র ২ ‡ অ ১০৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সন্ধ্যার সময় কৃষ্ণপিঙ্গল মুণ্ডিত বিকটাকার কালপুরুষ প্রত্যেকের গৃহ নিরীক্ষণ করিতেছে। ল ৩৫

ব্রহ্মলোক—সাগ্নিক ঋষিগণলোক ও দেবলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক; তথায় স্বয়ং ব্রহ্মা বিরাজমান। আ ৫

কুশরাজা ভূলোকে গঙ্গা-আনয়নকারী ভগীরথ, দণ্ডককাননের প্রধান ঋষিগণ এ লোক লাভ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র দশ বৎসর রাজত্ব করিয়া এই লোকে গমন করেন। * বা ১

সন্তানক—ব্রহ্মলোকের অংশবিশেষ। মহাপ্রস্থানকালে রাম-অনুগামী নরনারী ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এই লোকে নীত হয়। যে কোন তির্য্যক্‌গামী জীব ভক্তিভরে রামকে ধ্যান করিয়া তনুত্যাগ করে, সেই এই লোক প্রাপ্ত হয়। † ১১০

অলকা—উত্তরদিকে কৈলাসে অবস্থিতি যক্ষরাজ কুবেরের আলয়। গন্ধর্ব্বনগরী। সু ২ ল ১৬

বাতস্কন্ধ—এই নামক সপ্তলোকে সপ্তভ্রাতা মারুৎগণ সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। বা ৪৭

আবহ—সপ্তবায়ুর এক বায়ু। ল ৭৬

বায়ু-পথ—(১ম) হংসগণের অবস্থিতি স্থান। (৮ কক্ষা, দশ দশ সহস্রযোজন উর্দ্ধে।)

(২য়) অগ্নিজ, পক্ষজ ও ব্রাহ্ম এই ত্রিবিধ মেঘের অবস্থিতি-স্থান। ‡

(৩য়) মনস্বী সিদ্ধ ও চারণগণের অবস্থিতি-স্থান।

(৪র্থ) ভূত ও বিনায়কগণ এই কক্ষায় নিয়ত বিরাজমান।

(৫ম) সরিদ্বরা গঙ্গা (মন্দাকিনী?) ও কুমুদ প্রভৃতি কুঞ্জরগণ এই কক্ষায় অধিষ্ঠিত।

(৬ষ্ঠ) গরুড় জ্ঞাতি-পরিবৃত হইয়া এইখানে অবস্থিতি করেন।

(৭ম) সপ্তর্ষিগণ এই কক্ষায় বাস করেন।

(৮ম) আকাশ-গঙ্গাকে এইখানে বায়ু আদিত্যপথে ধারণ করিয়া আছে। ইহার পর গ্রহনক্ষত্রসমূহ-সংযুক্ত হইয়া চন্দ্রমা (অশীতি সহস্র যোজন উর্দ্ধে) অবস্থিতি করেন। উ প্র ৪

আকাশ-পথ—প্রথম পথ ফিঙ্গক ও পারাবতের; দ্বিতীয় পথ কাক ও শুকের; তৃতীয় পথ ভাস, কুরর ও ক্রৌঞ্চের; চতুর্থ—শ্যেনের, পঞ্চম—গৃধ্রের; ষষ্ঠ—হংসের, সপ্তম—বৈনতেয়দিগের গতি। কি ৫৯

সূর্য্য-আকার—সম্পাতি ও জটায়ু সূর্য্যের নিকট গিয়া দেখিয়াছিলেন—সূর্য্য পৃথিবীর ন্যায় প্রকাণ্ড। কি ১২

(উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে ইহাদের বোধ হইয়াছিল—পৃথিবীর বন শাদ্বলের ন্যায়, শৈল উপ-

---

* রামায়ণ অনুসারে ব্রহ্মলোক = ব্রহ্মার আবাস-স্থান। রামও বিষ্ণু: তিনি নিজলোক ছাড়িয়া এখানে কেন বুঝা গেল না। বোধ হয় ব্রহ্মলোক = ব্রহ্মের লোক; অথচ ব্রহ্মাও এখানে থাকিতেন। আ ৫

† রাম-অনুগামী ভল্লুক বানরেরা স্ব স্ব দেবযোনীতে প্রবেশ করিয়াছিল।

‡ তিনপ্রকার মেঘ—বিংশ সহস্র যোজন উর্দ্ধে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধনের ন্যায়. নদী সূত্রের ন্যায়, এবং হিমালয় বিন্ধ্য প্রভৃতি বৃহৎ পর্ব্বত সরোবরস্থ হস্তীর ন্যায়।) * কি ৬২

সময়—সগর ত্রিংশৎ সহস্র †, অংশুমান কিছু অধিক দ্বাত্রিংশৎ সহস্র ‡, দিলীপ ত্রিংশৎ সহস্র, দশরথ ষষ্টি সহস্র, রাম একাদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করেন। ¶ বা ১

সমুদ্র-মন্থন সহস্র বৎসর হইবার পর ধন্বন্তরি আদি উত্থিত হন। বা ৪৫

ধ্রুব—চিত্রকূটে কাষ্ঠগৃহ প্রস্তুত হইলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, "তুমি মৃগমাংস পাক কর, আমি স্বয়ং বাস্তুশান্তি করিব; অদ্যকার দিবসের নাম ধ্রুব, এই মুহূর্ত্তও সৌম্য। অ ৫৬

বিন্দ—দুর্বৃত্ত রাবণ যে মুহূর্ত্তে জানকীকে হরণ করে, তাহার নাম বিন্দ। উহার প্রভাবে নষ্টধন শীঘ্র অধিকারীর হস্তগত হয় এবং শত্রু বড়িশগ্রাহী মৎস্যের ন্যায় অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। আ ৬৮

শব্দবেধী—যাঁহারা শব্দমাত্র শুনিয়া লক্ষ্যবিদ্ধ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে শব্দবেধী বলে।
(রাজা দশরথ শব্দবেধী ছিলেন) অ ৬৩

স্বস্তিকা—পতাকা ও ক্ষেপণীযুক্ত ও সুদৃঢ় নৌকা। * অ ৮৯
(রাম ইহাতে আরোহণ করিয়া শৃঙ্গবেরপুর হইতে গঙ্গা পার হন।)
(একখানি সুবর্ণ-খচিত ও পাণ্ডুবর্ণ কম্বলে পরিবৃত, উপরে নিষাদেরা মঙ্গলবাদ্যবাদনে রত—ইহাতে ভরত পার হইয়াছিলেন।)

গুপ্তচর—হনূমান লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মধ্যমগুল্মে গুপ্তচর সকল দলবদ্ধ হইয়া আছে। উহাদের মধ্যে কেহ দীক্ষিত, কাহারও মস্তকে জটাজূট এবং কেহ বা মুণ্ডিত। অনেকে গো-চর্ম্ম পরিধান করিয়াছে, কেহ দিগম্বর এবং কেহ বা বস্ত্রধারী। সু ৪

কিরাত—"রাজা-প্রজা" দেখ।

বিহার—শরভ বানর সুরম্য আলেয় পর্ব্বতে রাজত্ব করিতেন; বিহার নামক চত্বারিংশৎ লক্ষ যূথপতি তাঁহার আজ্ঞাধীন ছিল। ল ২৬

কৈবর্ত্ত—"রাজা-প্রজা" দেখ।

মুষ্টিকা—বিশ্বামিত্র-সম্পাদিত ত্রিশঙ্কুর যজ্ঞে বশিষ্ঠের শতপুত্র ও মহোদয় নামক ঋষি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই। বিশ্বামিত্র তাহাদের অভিশাপ দেন—তাহারা সাতশত জন্ম শববস্ত্র-আহরণ এবং মুষ্টিকা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া নির্ঘৃণ হৃদয়ে কুক্কুরমাংসে উদরপূরণপূর্ব্বক বিকৃতাকারে ও বিকৃতাচারে এই সমস্ত লোকে পরিভ্রমণ করুক। মহোদয় চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হউক। বা ৫৯

---

* তখনকার কালে ব্যোমযানাদির সাহায্যে অনেক ঊর্দ্ধে উঠা যাইত—ইহা তাহার একটি প্রমাণ।

† বা ৪১ ¶ বা ১

* কোন কোন রামায়ণ অনুসারে 'স্বস্তিক' নিষাদরাজের ধ্বজার নাম—স্বস্তিক চিহ্ন অঙ্কিত।—a little cross with a transverse line at each extremity.—Griffith.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চণ্ডাল—চণ্ডালের চিহ্ন :—কলেবর নীলবর্ণ ও রুক্ষ কেশ অতিশয় খর্ব্ব। শ্মশানের মালা, চিতাভস্মের অঙ্গলেপ লৌহনির্ম্মিত ভূষণ এবং নীলিরাগ রঞ্জিত বসন। বা ৫৮

আভার- দস্যুজাতি. দ্রুমকূলে বাস করিত সমুদ্রকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রাম স্বীয় ব্রহ্মাস্ত্র ইহাদের দেশে পাতিত করেন। ল ২২

মুদিত—অযোধ্যায় রামের ভৃত্য-বিশেষ। উ ৩৭

কিঙ্কর—লঙ্কায় রাবণের ভৃত্য-বিশেষ। অশোক-কানন বিধ্বস্তকারী হনূমানকে আক্রমণ করিয়াছিল। সু ৪২

কুলীন—রাম রাজা হইয়া সভায় আসীন হইলে অন্যান্য সভাসদের সহিত শাস্ত্রজ্ঞ বিচক্ষণ লোক ও কুলীনেরা অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া উঁহার নিকট উপবিষ্ট হইল। উ ৩৭

রাজা কুলীনের কুলপালক। * অ ৬৭

ধর্ম্মতত্ত্ব—এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতের সুখটি যেমন প্রত্যক্ষ হয়, ধর্ম্ম সেরূপ হয় না. সুতরাং ধর্ম্ম নামে সুখসাধন কোন একটি পদার্থ নাই।.... অধার্ম্মিকের সুখ ও ধার্ম্মিকের দুঃখ দেখিয়া ধর্ম্মের ফল সুখ ও অধর্ম্মের ফল দুঃখ, ইহা সম্পূর্ণই অপ্রমাণ হইতেছে।......যদি অন্যের বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানজাত অদৃষ্ট দ্বারা কোন ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, কিম্বা যদি সেই অদৃষ্টকে উপায়স্বরূপ করিয়া ব্যক্তি অন্যকে বিনাশ করে, তাহা হইলে সেই অদৃষ্ট পাপ কর্ম্মে লিপ্ত হয়, কিন্তু যে অনুষ্ঠাতা সে কিছুতেই তদ্দ্বারা লিপ্ত হয় না ; কারণ সে স্বয়ং হত্যার কারণ নহে। ধর্ম্ম একটি সচেতন বস্তু, উহা অব্যক্ত অসৎকল্প ও সকর্ত্তব্যজ্ঞানে অক্ষম ধর্ম্ম স্বয়ং অকিঞ্চিৎকর ও কার্য্যসাধনে অক্ষম উহা দুর্ব্বল, কার্য্যকালে কেবল পৌরুষের সহায়তা লয়। শত্রু-বিনাশ-কল্পে পুরুষকারের সহিত ধর্ম্মই সেব্য। ল ৮২

কর্ম্মই ধর্ম্ম অর্থ ও কামের কারণ ; নিষ্ক্রিয় লোকের কোনরূপ পুরুষার্থ নাই, সুতরাং যে ব্যক্তি অনুষ্ঠাতা তাহারই শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ধর্ম্ম ও অর্থের ফল মুক্তি, সংকল্পবিশেষের বলে তদ্দ্বারা স্বর্গ ও অভ্যুদয়ও হইতে পারে। ল ৮৪

নাস্তিকবাদ—জাবালি বনে রামকে কহিলেন,—জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, এবং একাকীই বিনষ্ট হয় ; অতএব মাতা পিতা বলিয়া যাহার স্নেহাশক্তি হইয়া থাকে, সে উন্মত্ত।...জন্ম-বিষয়ে পিতা নিমিত্ত মাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন।...লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, ইহাতে কেবল অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয় ; কারণ কে কোথায় শুনিয়াছে যে, মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে ? যদি একজন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে উহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে এক ব্যক্তিকে আহার করাও, উহাতে কি ঐ প্রবাসীর তৃপ্তি লাভ হইবে ?......যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা যজ্ঞ দান ও তপস্যা প্রভৃতি কার্য্যের বিধান আছে, ধীমান মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেই

* কুলীন=আভিজাত্যসম্পন্ন লোক।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন।...পরলোকসাধন ধর্ম্ম নামে কোন পদার্থই নাই, প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান ও পরক্ষের অননুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অ ১০৮

রাম ভরতকে নাস্তিকদিগের সম্বন্ধে বলেন,—ঐ সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী বালকেরা কেবল অনর্থ উৎপাদনে সুপটু, ঐ সকল কূটবোদ্ধা তর্কবিদ্যাজনিত বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র থাকিতে নিরর্থক বাগ্‌বিতণ্ডা করে। অ ১০০

দৈব—রাম কহিলেন, "দৈবই আমার বনবাসের কারণ। ভাই তুমি ত জানই, আমি কোন কালে মাতৃগণের মধ্যে কাহাকেই ইতর বিশেষ করি নাই। আর কৈকেয়ীও আমাকে ও ভরতকে কখন ভিন্ন ভাবে দেখেন নাই ···বৎস! কর্ম্মফল ব্যতীত যাহার জ্ঞেয় আর কিছুই নাই, সেই দৈবের সহিত কোন ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হইবে? লক্ষ্মণ বলিলেন, "যে ব্যক্তি নিস্তেজ নির্বীর্য্য, সেইই দৈবের অনুসরণ করে। কিন্তু যাঁহারা ধীর, লোকে যাহাদিগের বলবিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচ দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পুরুষকার দ্বারা দৈবকে নিরস্ত করিতে পারেন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও তিনি অবসন্ন হন না। অ ১২।২৩

সীতা কহিলেন "পূর্ব্বে পিত্রালয়ে দৈবজ্ঞদিগের মুখে শুনিয়াছি, আমার অদৃষ্টে নিশ্চয় বনবাস আছে।" অ ২৯

সীতা কহিলেন, "শুনিয়াছি, আমি যখন বালিকা ছিলাম, সেই সময়ে এক সাধুশীলা তাপসী আসিয়া মাতার নিকট আমার এই বনগমনের কথা বলিয়াছিলেন।" অ ২৯

সামুদ্রিক লক্ষণ—যে স্ত্রীলোকের করে ও চরণে পদ্মচিহ্ন থাকে, তাহার সর্ব্বথা শুভ হয়। ল ৪৮

ইন্দ্রজিৎশরে রাম লক্ষ্মণ সংজ্ঞাহীন হইলে রাবণ সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে মৃত স্থির করত সীতাকে পুষ্পকারোহণে যুদ্ধস্থল দেখিতে পাঠান। সীতা স্বামীকে মৃতপ্রায় পতিত দেখিয়া শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন, "জ্যোতিষশাস্ত্রবিদেরা, শ্রীলক্ষণবিদ্ পণ্ডিতেরা আমার শারীরিক লক্ষণ চিহ্ন দেখিয়া আমার সম্বন্ধে যে যে শুভকর কথা বলিয়াছিলেন, স্বামীর মৃত্যুতে তৎসমস্তই মিথ্যা হইয়া গেল।"—রামের ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন লাঞ্ছিত চরণ। ল ৪৮

আশীঃ—রামের বনগমন কালে জননী কৌশল্যা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ঃ—"সমিধ কুশ, পবিত্রবেদী, আয়তন, স্থণ্ডিল, পর্ব্বত, বৃক্ষ, হ্রদ, পতঙ্গ, পন্নগ, সিংহসকল, তোমায় রক্ষা করুন। সাধ্য, বিশ্বদেব, মরুত, ইন্দ্রাদি লোকপাল, বসন্তাদি ছয় ঋতু, মাস, সম্বৎসর, দিন, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, কলা এবং বিরাট, বিধাতা, পূষা, ভগ, অর্য্যমা, শ্রুতি, স্মৃতি ও ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন। ভগবান্ স্কন্দ, সোম, বৃহস্পতি, সপ্তর্ষি, নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তোমায় রক্ষা করুন। প্রসিদ্ধ অধিপতির সহিত দিক্ সমুদয় আমার স্তুতিবলে প্রসন্ন হইয়া বনমধ্যে প্রতিনিয়ত তোমায় রক্ষা করুন্। তুমি যখন মুনিবেশে বনমধ্যে পর্য্যটন

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিবে, তখন কুলপর্ব্বত, বরুণদেব, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, স্থির ও অস্থির বায়ু, সমস্ত নক্ষত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত গ্রহ সমুদয় এবং উভয় সন্ধ্যা তোমায় রক্ষা করিবেন।……শুক্র, সোম, সূর্য্য, কুবের, যম, অগ্নি, বায়ু, ধূম এবং ঋষিমুখোচ্চারিত মন্ত্রসকল স্নানকালে তোমায় রক্ষা করুন। সর্ব্বলোকপ্রভু ভূতভাবন ভগবান্ স্বয়ম্ভু এবং অন্যান্য দেবতারা তোমায় রক্ষা করুন।" অ ২৫

নিমিত্ত—শকুনিগণ অন্তরীক্ষে ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করিল, ভূতলে মৃগেরা দক্ষিণদিক্ দিয়া গমন করিতে লাগিল। (রাম পথে ভার্গবের আবির্ভাবকালের লক্ষণ) বা ৭৪

অন্তরীক্ষে পক্ষীগণের যে ঘোর রব—ইহাতে বিপদের আশঙ্কা। মৃগগণের অনুকূল গতি—ঐ বিপদের শান্তি সূচনা করিতেছে। ধূলি সম্পর্কশূন্য সুসম্পর্ক সমীরণ মৃদুমন্দ বহিতে লাগিল, অন্তরীক্ষে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। (বিশ্বামিত্র সহ রামলক্ষ্মণের প্রয়াণ-কালের শুভ লক্ষণ।) বা ২২

(খরের যুদ্ধযাত্রাকালে) গর্দ্দভবর্ণ মেঘ গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক রাক্ষস সৈন্যের উপর অশুভ রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল।……সূর্য্যের অত্যন্ত নিকটে শ্যামবর্ণ আরক্তোপান্ত অঙ্গার চক্রাকার একটী মণ্ডল দৃষ্ট হইল।……পরিঘাকার ধূমকেতু সূর্য্যসন্নিধানে দেখা দিল।

(অশুভ) খরের বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। কি ৫

(শুভ) রামের দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। কি ৫

সুগ্রীব ও রামের প্রণয়-সংঘটন হইলে বামচক্ষু বালির ও রাক্ষসগণের (অশুভ); সীতার (শুভ) নাচিল। কি ৫

(অশুভ) পশ্চাদ্ভাগে শৃগালগণের চীৎকার, পূর্ব্বদিকে মৃগ ও পক্ষীগণের ঘোর বিরাব মন বিষণ্ণ ও অপ্রসন্ন; বামনেত্র বামবাহু স্পন্দন; সর্ব্বাঙ্গ কম্পন ও পদস্খলন। অ ২৩

(শুভ) লক্ষ্মণ কহিলেন, "ঐ দারুণ কঙ্কলক পক্ষী ঘোরতর চীৎকার করিতেছে, ইহাতেই বোধ হয়, যুদ্ধে জয়শ্রী আমাদেরই হইবে।" আ ৬৯

স্বর্ণবৃক্ষ দর্শন, শোণিতবাহিনী ঘোরা বৈতরণী নদী; স্বর্ণের পুচ্ছ, বৈদূর্য্যের পল্লব ও লৌহ-কণ্টকে পূর্ণ সুতীক্ষ্ণ শাল্মলী বৃক্ষ এবং ভীষণ খড়্গপত্রের বন দর্শন। (মৃত্যু লক্ষণ) আ ৫৩

দশরথের প্রতি অভিশাপ—রাজা দশরথ কৌমার অবস্থায় এক দিবস মৃগয়া-বিহারে গিয়াছিলেন। রাত্রে অন্ধকারে সরযূর জলমধ্যে করিকণ্ঠস্বরের ন্যায় কুম্ভপূরণধ্বনি শুনিতে পান। শুনিয়া হস্তীবোধে সেই শব্দ লক্ষ্য* করিয়া সুতীক্ষ্ণ শর পরিত্যাগ করিলেন; তৎক্ষণাৎ একজন বনবাসীর কাতর-কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলেন। সরযূতীরে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, একজন তাপস শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলে শয়ান থাকিয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। রাজাকে সম্মুখে দেখিয়া আহত মুনিকুমার বলিতে লাগিল, "মহারাজ করিলে কি? আমি

* দশরথ শব্দবেধী ছিলেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নির্দ্দোষ বনবাসী, অন্ধ বৃদ্ধ পিতামাতার একমাত্র অবলম্বন, তাঁহাদিগের কারণ পানীয় জল লইতে আসিয়াছি, এক শরে আমায় বিদ্ধ করিয়া তিনজনের প্রাণনাশ করিলে।" রাজা দশরথ ভীত, লজ্জিত ও ব্যস্ত হইয়া শল্য উদ্ধার করিলে মুনিকুমার (স্বয়ং ব্রাহ্মণ নয় পরিচয় দিয়া) * আশ্রম-পথ নির্দ্দেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিল। রাজা ক্ষোভপূর্ণ হৃদয়ে আশ্রমে গমন করিয়া বৃদ্ধ অন্ধ পুত্রমাত্র সহায়-দম্পতীকে দারুণ সংবাদ জানাইলেন। দম্পতী দশরথের সাহায্যে মৃতপুত্রের নিকট আসিয়া পুত্রদেহ স্পর্শ করিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। পুত্রকে দিব্যলোকলাভের বর † দিয়া দশরথকে অভিশাপ দিলেন :—"সম্প্রতি আমার যেমন পুত্রশোক হইয়াছে, এইরূপ পুত্রশোকে তোমাকেও দেহপাত করিতে হইবে।" মুনি এই অভিশাপ দিয়া ভার্য্যার সহিত চিতায় আরোহণ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এই অভিশাপ বশতঃ দশরথের রাম-বিরহে মৃত্যু ঘটে। অ ৬৩।৬৪

বালীর প্রতি অভিশাপ—বালী যখন নিহত দুন্দুভি অসুরের দেহ তুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলেন, তখন বায়ুবশে অসুরের মুখ হইতে রক্তবিন্দু মতঙ্গ ঋষির আশ্রমে পতিত হয় ; ঋষি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অভিসম্পাত করেন—"যে বানরের এই কর্ম্ম, সে যদি আমার আশ্রমের এক যোজনের মধ্যে আইসে, তদ্দণ্ডেই মৃত্যুমুখে পড়িবে।" তদবধি ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে বালীর প্রবেশাধিকার ছিল না। এই জন্য বালী-ত্রস্ত-সুগ্রীব অনুচরগণ সহ এ পর্ব্বতে নির্ভয়ে বাস করিতেন। কি ১১

ব্রহ্মহত্যা—তপোরত বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া সুররাজ ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হন। ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে ব্রহ্মহত্যা তাঁহার শরীর হইতে নির্গত হইয়া দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন আমি কোথায় বাস করি ?" দেবগণ তাঁহাকে চতুর্ধা বিভক্ত হইতে বলিলেন। তিনি তদ্রূপ হইয়া কহিলেন, "আমি একাংশ দ্বারা ইচ্ছানুসারে বর্ষার চারিমাস জলপূর্ণ নদী সকলে বাস করিয়া লোকের অবগাহনে বিঘ্নকারী হইব। আমার দ্বিতীয় অংশে উষররূপে নিয়ত ভূমিতে বাস করিব। আমার তৃতীয় অংশদ্বারা আমি যৌবন-দর্পে দর্পিতা যুবতী স্ত্রীগণে প্রতিমাসে ত্রিরাত্রি বাস করিয়া পুরুষের সম্ভোগসুখবিঘাতিনী হইব। আর যাহারা মিথ্যা আরোপপূর্ব্বক নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণকে ধিক্কার দিবে, কিম্বা ব্রহ্মহত্যা করিবে, আমি চতুর্থভাগ দ্বারা তাহাদিগের শরীরে প্রবেশ করিব।" উ ৮৬

সীতাহরণ— বুধ যেমন গগনে রোহিণীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ রাবণ সীতাকে গ্রহণ

---

* বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে ইঁহার জন্ম, সুতরাং ব্রহ্মহত্যা হয় নাই।

† অন্ধক মুনি মৃতপুত্রকে একটা বর দিয়াছিলেন—"স্বাধ্যায়, তপস্যা, ভূমিদান, একপত্নীব্রত, গোসংপ্রদান, গুরুসেবা ও প্রায়োপবেশনাদি দ্বারা তনুত্যাগ—এই সকল কার্য্যে যে গতি, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও।" একপত্নীব্রত দ্বারা সে কালে মহা সদ্গতি লাভ হইত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিল। সে বামহস্তে উঁহার কেশ এবং দক্ষিণহস্তে উরুযুগল ধারণ করিয়া লইয়া চলিল।* আ ৪৯

দুরাত্মা মায়াবলে বাত্যা ও দুর্দ্দিন সংঘটিত করিয়া আকাশ-পথে জানকীকে লইয়া গেল। আ ৬৮

...জটায়ুর সহিত যুদ্ধে রথাদি নষ্ট হইলে, পাপিষ্ঠ দেবীকে অঙ্কে লইয়া ছুট দিয়াছিল। আ ৫২

সুগ্রীবাদি পঞ্চবানর দেখিয়াছিলেন, তিনি রাবণের ক্রোড়ে উরগীর ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। কি ৬

স্ত্রী-চরিত্র—অগস্ত্য মুনি রামকে কহেন :—"আবহমান কাল হইতে স্ত্রীলোকদিগের ইহাই স্বভাব যে উহারা সুসম্পন্নে অনুরাগিনী হয় এবং বিপন্নকে পরিত্যাগ করে। উহারা সঙ্গ-পরিহারে বিদ্যুতের চাঞ্চল্য, স্নেহচ্ছেদনে অস্ত্রের তীক্ষ্ণতা, এবং অন্যায়-আচরণে বায়ু ও গরুড়ের শীঘ্রতা অবলম্বন করিয়া থাকে।" (সীতা এই সকল দোষশূন্যা।) আ ১৩

কেকয়রাণী-তত্ত্ব—কোন এক মহর্ষি কেকয়রাজকে (কৈকেয়ীর পিতাকে) বরদান করিয়াছিলেন। বরপ্রভাবে রাজা পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবেরই বাক্য বুঝিতে পারিতেন। একদা এক জৃম্ভপক্ষী ডাকিতেছিল; কেকয়রাজ তাহা শ্রবণ ও তাহার অভিপ্রায় অনুধাবন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাণী রাজাকে অকারণ এইরূপ হাসিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা বলিলেন, "এই হাস্যের বিষয় ব্যক্ত করিলে আমার মৃত্যু ঘটিবে।" রাণী উত্তর করিলেন "তুমি বাঁচ আর মর, কারণটা এখনই বলিতে হইবে, নতুবা আমি আত্মহত্যা করিব।" কেকয়রাজ মহিষীর নির্ব্বন্ধাতিশয়-দর্শনে বরদাতা ঋষির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া তাঁহার অনুমতি-প্রার্থী হইলেন। ঋষি নিষেধ করিলেন। রাজা অগত্যা মহিষীকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অ ৩৫

(সুমন্ত্র কৈকেয়ীকে ধিক্কার দিয়া তাঁহার মাতাসম্বন্ধে এই উপাখ্যান (রামবনগমনকালে) শুনাইলেন।)

মৈত্রী-স্থাপন—সুগ্রীব রামকে কহিলেন, "এক্ষণে আমার সহিত মৈত্রীভাব স্থাপন যদি তোমার প্রীতিকর হয়, তবে আমি এই বাহু প্রসারণ করিয়া দিলাম, গ্রহণ কর এবং অটল প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হও।" রাম পুলকিত মনে সুগ্রীবের হস্তগ্রহণ এবং মিত্রতাস্থাপন-পূর্ব্বক তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময়ে হনূমান্ দুইখানি কাষ্ঠগ্রহণপূর্ব্বক অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রীতমনে পুষ্পদ্বারা তাহা অর্চ্চনা করিয়া উঁহাদের মধ্যস্থলে

---

* বিদেহরাজ-দুহিতা সীতা রাবণ কর্ত্তৃক এইরূপে ধর্ষিত হইলে স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীসমূহ সমুদয় জগৎ মর্য্যাদা-বিহীন ও ভয়ঙ্কর অন্ধকারে সমাবৃত হইল,—বায়ু তথায় বহিল না, এবং সূর্য্য প্রভাবিহীন হইলেন। শ্রীসম্পন্ন দেবদেব পিতামহ দিব্যনয়ন দ্বারা সীতাকে রাবণ কর্ত্তৃক ধর্ষিতা অবলোকন মনে করিয়া "কার্য্যসিদ্ধ হইল" ইহা বলিলেন। আ ৫২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাখিলেন। উঁহারা ঐ প্রদীপ্ত অনল প্রদক্ষিণ করিয়া পরস্পর প্রীতিভরে পরস্পরকে দর্শন করিতে লাগিলেন। কি ৫

বর্ণাচারভেদ—সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই তপোনুষ্ঠান করিতেন। ত্রেতাযুগে তপোবল-সমন্বিত ক্ষত্রিয়গণ জন্মগ্রহণ করেন। ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়বর্ণই সমবীর্য্যসম্পন্ন হন। এইরূপে ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা ব্রাহ্মণের বিশেষ প্রাধান্য দেখিতে না পাইয়া মনু প্রভৃতি তৎকালিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ চাতুর্ব্বর্ণ্য-সম্মত বর্ণাচারভেদ-স্থাপক শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। (দ্বাপরযুগে বৈশ্যগণ তপশ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইবে; কলিতে শূদ্রযোনিতে তপশ্চর্য্যা প্রবর্ত্তিত হইবে।) উ ৭৪

উপহার—রাম রাজা হইলে, অন্যান্য রাজগণ তাঁহাকে অশ্ব, যান, রথ, মদোৎকট হস্তী, রত্ন, উৎকৃষ্ট চন্দন, মহামূল্য আভরণ, মণি, মুক্তা, প্রবাল, সুন্দরী দাসী, ছাগ, মেষ—প্রচুর পরিমাণে উপহার দিলেন। উ ৩৯

(কেকয়রাজ—উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কম্বল, চিত্রবস্ত্র, মৃগচর্ম্ম, অন্তঃপুরপালিত ব্যাঘ্রসম বলসম্পন্ন বৃহৎকায় করালদশন কুক্কুর, দুই সহস্র নিষ্ক এবং ষোড়শ শত অশ্ব। ইন্দ্র শিরদেশে ঐরাবত নাগের বংশোৎপন্ন বহুসংখ্যক সুদৃশ্য হস্তী ও শীঘ্রগামী গর্দ্দভ।) অ ৭০

রাম-চরিত্রের বিকার—যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার পর রাক্ষসগৃহপ্রবাসিনী সীতাকে বিভীষণ রামের সকাশে শিবিকাযোগে আনিতেছিলেন। নিকটস্থ হইলে রাম আদেশ করিলেন,—জানকী শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসুন। জানকী লজ্জায় যেন স্বদেহে মিলাইয়া যাইতেছেন—এইরূপ অবস্থায় প্রিয়তমের পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। বিনয়াবনতা দেবীকে দেখিয়া রাম কহিলেন, "ভদ্রে, আমি সংগ্রামে শত্রুজয় করিয়া এই তোমায় আনিলাম। আমি অপমানের প্রতিশোধ লইলাম। চপলচিত্ত রাক্ষস আমার অগোচরে তোমায় যে অপহরণ করিয়াছিল, ইহা তোমার দৈববিহিত দোষ, আমি মনুষ্য হইয়া তাহা ক্ষালন করিলাম।......তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি যে সুহৃদগণের বাহুবলে এই যুদ্ধশ্রম উত্তীর্ণ হইলাম, ইহা তোমার জন্য নহে। আমি স্বীয় চরিত্র-রক্ষা, সর্ব্বব্যাপী নিন্দা-পরিহার এবং আপনার প্রখ্যাতবংশের নীচত্ব-ক্ষালনের উদ্দেশে এই কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে, পরগৃহবাস-নিবন্ধন তোমার চরিত্রে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মিয়াছে। তুমি আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান, কিন্তু নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তির যেমন দীপশিখা প্রতিকূল সেইরূপ তুমিও আমার চক্ষের অতিমাত্র প্রতিকূল হইয়াছ। তুমি যে দিকে ইচ্ছা যাও, আমি আর তোমাকে চাহি না।......তুমি রাবণের ক্রোড়ে নিপীড়িত হইয়াছ, সে তোমাকে দুষ্টচক্ষে দেখিয়াছে, এক্ষণে আমি নিজের সৎকুলের পরিচয় দিয়া কিরূপে তোমায় পুনঃ গ্রহণ করিব?......ভদ্রে, তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দে লক্ষ্মণ বা ভরতের অনুরাগিণী হও; শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব কিম্বা বিভীষণের প্রতি মনোনিবেশ কর; অথবা তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। রাবণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তোমাকে সুরূপা ও মনোহারিণী দেখিয়া এবং তোমাকে স্বগৃহে পাইয়া বড় অধিকক্ষণ সহিয়া থাকে নাই।" ল ১১৬

সীতা যখন লক্ষ্মণকে কহিলেন, "আমি মিথ্যা অপবাদ সহিয়া আর বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না; ভর্ত্তা আমার উপর অপ্রীত, তিনি সর্ব্বসমক্ষে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে আমি অগ্নিপ্রবেশপূর্ব্বক দেহপাত করিব।" লক্ষ্মণ রোষভরে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং আকার-প্রকারে তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই আদেশে চিতা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে সুহৃদ্গণের মধ্যে কেহই ঐ কালান্তক যমতুল্য রামকে অনুনয় করিতে কি কোন কথা বলিতে অথবা তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেও সাহসী হইল না। তিনি অবনতমুখে উপবিষ্ট রহিলেন।......আবালবৃদ্ধ সকলেই আকুল হইয়া দেখিলেন, জানকী চিতানলে প্রবেশ করিলেন। সমবেত স্ত্রীলোকেরা হাহাকার করিতে লাগিল। রাক্ষস ও বানরগণ তুমুল আর্ত্তনাদ তুলিল।......রাম তৎকালে সকলের নানা কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিমনা হইলেন এবং বাষ্পাকুললোচনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ল ১১৭

হনূমান-পুরস্কার—রামচন্দ্র চন্দ্রসমপ্রভ-মুক্তাহার এবং দিব্য বস্ত্রযুগল ও অন্যান্য অলঙ্কার সীতাকে সমর্পণ করিলেন। সীতা হনূমানের উপকার স্মরণ করিয়া উঁহাকে তত্তাবৎ দান করিলেন। পরে তিনি কণ্ঠ হইতে রাম-দত্ত-হার উন্মোচন করিয়া বানরগণ ও ভর্ত্তার প্রতি মুহুর্মুহু দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; রামচন্দ্র তদ্দর্শনে জনক-তনয়াকে কহিলেন, "তুমি যাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছ, তাহাকেই এই হার অর্পণ কর।" তখন সীতা বায়ুনন্দনকে ঐ হার প্রদান করিলেন। তেজ ধৃতি যশ নিপুণতা এই সমস্ত সদ্‌গুণ যাঁহাতে নিয়ত বর্ত্তমান, সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনূমান্ ঐ শুভহার পরিধান করিয়া বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন। ল ১২৯

শ্লোক—বাল্মীকি তমসাতীরে অরণ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, নিকটে এক ক্রৌঞ্চ-মিথুন পান করিয়া বিহার করিতেছিল; এমন সময়ে এক ব্যাধ আসিয়া সহসা তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিল। ক্রৌঞ্চী প্রিয়-বিরহে কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি এই ঘটনা দেখিয়া বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তিনি এ কার্য্য নিতান্ত অধর্ম্মজনক জ্ঞান করিয়া নিষাদকে অভিশাপ দিলেন:— বা ২

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

অভিশাপ দিয়া আপনার বাক্যবিন্যাসে আপনিই চমৎকৃত হইলেন। মনে মনে এই বিষয় আন্দোলন করিতে করিতে সম্যক্ অবধারণপূর্ব্বক শিষ্যকে কহিলেন, "বৎস, আমার এই বাক্য চরণবদ্ধ, অক্ষরবৈষম্যবিরহিত; এ তন্ত্রীলয়ে গান করিবার সম্যক্ উপযুক্ত। অতএব ইহা যখন আমার শোকাবেগপ্রভাবে কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল, তখন ইহা "শ্লোক" রূপে প্রথিত হউক।" বা ২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, "তপোধন, তোমার কণ্ঠ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা "শ্লোক" বলিয়াই বিখ্যাত হইবে। আমার সংকল্পপ্রভাবেই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে।" বা ২

তুল্যাক্ষর চরণ-চতুষ্টয়সম্পন্ন যে পদাবলী বাল্মীকি গান করিয়াছেন, শোকাবেগ-প্রভাবে উচ্চারিত হওয়াতে তাহা "শ্লোক" বলিয়া প্রথিত হইল। বা ২

রামায়ণ—ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান। ইহাই আদিকাব্য। ল শেষ।

বাল্মীকির কণ্ঠনিঃসৃত পদাবলী "শ্লোক" আখ্যা প্রদান করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা কহিলেন "তুমি এক্ষণে সমগ্র রাম-চরিত রচনা কর। তুমি দেবর্ষি নারদের মুখে যেরূপ শুনিয়াছ, তদনুসারে সেই ধর্ম্মশীল গম্ভীরস্বভাব বুদ্ধিমান্ রামের এবং লক্ষ্মণ, সীতা ও রাক্ষসদিগের বিদিত ও অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন কর। নারদ যাহা কহেন নাই, রচনাকালে তাহাও তোমার স্ফূর্ত্তি পাইবে। তুমি এই রমণীয় রামচরিত শ্লোকবদ্ধ কর।" বা ২

মহর্ষি বাল্মীকি ধীমান্ রামের ইতিবৃত্ত প্রকৃতরূপে জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলেন। পূর্ব্বাভিমুখ কুশের আসনে উপবেশন ও বিধানানুসারে আচমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যোগবলে তাহা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।.....সমুদয় কার্য্য তিনি করতলস্থ আমলকের ন্যায় দেখিতে পাইলেন। বা ৩

অদ্ভুত প্রতিভা-বলে মহর্ষি সমগ্র রাম-চরিত রচনা করিলেন, নাম দিলেন—রামায়ণ। উ ১১১

এই মহাকাব্যে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক, পাঁচশত সর্গ, একশত উপাখ্যান সমেত ছয়কাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড আছে।* উত্তরকাণ্ডে সীতা-পরিত্যাগ আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভূগর্ভে প্রবেশ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। বা ৪

সমাস সন্ধি ও প্রকৃতিপ্রত্যয় যোগযুক্ত রামায়ণ সমুদ্রের ন্যায় নানাবিধ সারবৎ পদার্থের আধার। রামের রাজ্যশাসনকালে এই কাব্য প্রণীত। বা ৪

প্রচারার্থ মহর্ষি এই কাব্য লবকুশকে অধ্যয়ন করাইলেন; তাহারা যত্রতত্র গাইয়া বেড়াইত। বা ৪

বাল্মীকি-আশ্রমে শত্রুঘ্ন রামচরিত-গীতি শ্রবণ করিতে লাগিলেন; ঐ মধুর গীত বীণাধ্বনি সমুত্থিত-লয়ে অনুগত; বক্ষ কণ্ঠ ও তালু এই তিন স্থান হইতে যথাবৎ উচ্চারিত সংস্কৃত বাক্যবন্ধ, কাব্যলক্ষণ ও গীতিলক্ষণ-সঙ্গত ও তালযুক্ত। উ ৭১

রামায়ণ অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলে সকল দেবতাই তুষ্ট ও পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন। ইহলোকে যাঁহারা এ সংহিতা লিখিবেন, তাঁহাদিগেরও ব্রহ্মলোক লাভ হইবে। রামের রাজত্বকালে এই ধর্ম্মজনক যশস্কর আর্ষ আদিকাব্য পুরাকালে বাল্মীকি মুনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা বেদমূলক প্রাচীন ইতিহাস, ঋষিকৃত রাম-সংহিতা। লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত রামায়ণ সম্পূর্ণ। ল শেষ

* বাল্মীকি-রামায়ণে রাম বা রাবণ-কর্ত্তৃক দুর্গাপূজার কোন উল্লেখ নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যাহার গৃহে বিঘ্নকারী ভূতগণ বাস করে, সে রামায়ণ শ্রবণ করিলে ভূতগণ বিঘ্নাচরণে বিরত হয়। ল শেষ

রামায়ণ সর্গ :—

	(উপস্থিত)	
বালকাণ্ড	৭৭	
অযোধ্যাকাণ্ড	১১৯	
আরণ্যকাণ্ড	৭৫	
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড	৬৮	মূল রামায়ণ বিবরণানুসারে ইহার
সুন্দরকাণ্ড	৬৮	মোট সর্গ সংখ্যা ৫০০ ;
লঙ্কাকাণ্ড	১২৯	সুতরাং সমগ্র উত্তরকাণ্ড ব্যতীত
	৫৩৬	উপস্থিত প্রক্ষিপ্ত সর্গ ৩৬।
উত্তরকাণ্ড	১১১	উত্তরকাণ্ড ছাড়িয়া দিলে কিন্তু
	৬৪৭	ইহার ভিতর ১০০ উপাখ্যান
ঐ (স্পষ্ট প্রক্ষিপ্ত সর্গ) ...	১৩	পাওয়া দুর্ঘট।
	৬৬০	শ্লোক সংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ন্যূনাধিক। *

বুধেরা এই আয়ুস্কর সৌভাগ্যজনক পাপনাশক বেদসম রামায়ণ শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করাইবেন। উ ১১১

যিনি ইহার পাদমাত্র পাঠ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ নাশ হয়। যিনি ইহার পাঠক হইবেন, তাঁহাকে বস্ত্র ধেনু ও স্বর্ণ দান করিবে। ইহা শ্রবণ করিলে কুটুম্ববৃদ্ধি, ধনধান্যবৃদ্ধি, উৎকৃষ্ট স্ত্রীলাভ ও সুখলাভ হয় এবং পৃথিবীতে স্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। উ ১১১

যিনি এই ঋষিকৃত রামায়ণ ভক্তিপূর্ব্বক লিখিবেন, তাঁহার ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ঘটে। ল শেষ

যদি ব্রাহ্মণ এই উপাখ্যান পাঠ করেন, তিনি বাক্‌পটুতা, ক্ষত্রিয় রাজ্য, বণিক্ বাণিজ্যে বহু অর্থ ও শূদ্র মহত্ত্ব লাভ করিবেন। বা ১

পুষ্পক—ব্যোমযান। হংসসঞ্চালিত মহাবেগশালী বিমান। কামগামী এই রথ কুবেরের সামগ্রী। ব্রহ্মা ইহা কুবেরকে উপহার দিয়াছিলেন। কুবের-জয়ের পর রাবণ ইহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে। উ ১৫

ইহা অন্যান্য বিমান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। উহাতে রত্নময় বিহঙ্গ, স্বর্ণময় ভুজঙ্গ, এবং জীবিতবৎ তুরঙ্গ শোভিত ছিল; বিহঙ্গের পক্ষ ঈষৎ সঙ্কুচিত ও বক্র; উহাতে রত্নময় পুষ্প খোদিত ছিল। হস্তীসকল যেন ব্যস্তসমস্ত, উহাদের দেহে পদ্মপরাগ এবং শুণ্ডে পদ্মপত্র। কোথাও বা পদ্মের উপর দেবী কমলা পদ্মহস্তে বিরাজমান। উহা আরোহীর ইচ্ছানুসারে ইচ্ছানুরূপস্থানে অপ্রতিহতগমনে বিচরণ করিত। কুণ্ডলশোভিত গগনচারী ভোজনপটু

* কাশী বোম্বাই ও বঙ্গ তিন প্রদেশে প্রচলিত রামায়ণে বিস্তর পাঠভেদ ও মতভেদ দৃষ্ট হয়। উপস্থিত সংগ্রহ বোম্বাই সংস্করণ রামায়ণ হইতে গৃহীত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাত্রিচর ভূতগণ বিঘূর্ণিত ও নির্নিমেষলোচনে উহা বহন করিয়া থাকে। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা আপনার সমস্ত সৃষ্টিমধ্যে উহাকেই উৎকৃষ্টতম বলিতেন। ব্যোমমার্গে উঠিয়া ইহা সূর্য্যের গমনাগমনপথ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিত। সু ৭৮

লঙ্কাজয়ের পর রামচন্দ্র অমরগণের নিকট বরলাভপূর্ব্বক বানরগণকে সমরশয্যা হইতে উঠাইয়া সুহৃদ্গণ সমভিব্যাহারে এই রথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। অযোধ্যায় আসিলে রাম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিমানবর অলকায় কুবেরের নিকট গমন করে। কুবের রামকেই উহা প্রীতি-উপহারস্বরূপ অর্পণ করেন। রথরাজ স্মরণমাত্রেই রামের নিকট উপস্থিত হইত। উ ৪১

কৌস্তুভ—মণি। সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত। বিষ্ণু গ্রহণ করেন। বা ৪৫

পাঞ্চজন্য—শঙ্খ। চক্রবান পর্ব্বতে পঞ্চজন-নামক দৈত্যকে হনন করিয়া বিষ্ণু এই শঙ্খ ও এক চক্র * আহরণ করেন। শঙ্খ যুদ্ধকালে বাজাইতেন। কি ৪২

ব্রহ্মদত্ত—সূর্য্যপ্রভ অমোঘ শর। ইন্দ্র অগস্ত্যকে প্রদান করেন। অগস্ত্য রামকে (বনবাসকালে) উপহার দেন। আ ১২

চন্দ্রহাস—খড়্গ। মহেশ তুষ্ট হইয়া রাবণকে উপহার দেন। উ ১৬

কাঞ্চনীমালা—ইন্দ্র বালীকে এ মাল্য দান করিয়াছিলেন। বালীর মৃত্যুর পর, এই শতপুষ্করা মালা, পত্নী তারা † ও রাজ্য কিষ্কিন্ধ্যা—এই তিনই রাম সুগ্রীবকে প্রদান করেন। এ মালায় লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ আবির্ভাব, ইহা দেব ও মনুষ্যের—সকলের কামনীয়। ল ২৮

চূড়ামণি—অশোক-কাননে সীতা হনূমানকে রামের প্রত্যভিজ্ঞান স্বরূপ এই তাঁহার শিরোভূষণ মণি প্রদান করেন। বিদেহরাজ জনক বিবাহকালে জানকীকে ইহা অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহা সলিলোত্থিত ও সুরগণ-পূজিত। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র যজ্ঞকালে পরিতুষ্ট হইয়া ইহা ঐ রাজর্ষিকে উপহার দেন। সু ৬৬

বৈষ্ণবধনু—দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দুইখানি কার্ম্মুক প্রযত্ন সহকারে নির্ম্মাণ করেন। ঐ দুই ধনু সর্ব্বলোকপূজিত সুদৃঢ় ও সারবৎ। তন্মধ্যে একখানি সুরগণ ত্র্যম্বককে প্রদান করেন ‡। অপরখানি বিষ্ণুকে দেন। § সেই এই বৈষ্ণবধনু। এই পরপুরজয়ী বৈষ্ণব-ধনু সারাংশে শৈবধনুরই অনুরূপ। ইহা প্রথমতঃ বিষ্ণু মহর্ষি ঋচীককে প্রদান করিয়াছিলেন। পরে মহাতেজা ঋচীক জমদগ্নিকে দেন; পিতার নিকট হইতে পুত্র পরশুরাম প্রাপ্ত হন। পরশুরাম দাশরথী রামের পথরোধ করিয়া এই ধনুতে জ্যা আরোপণ ও

---

* রামায়ণে এই চক্রের নাম দেওয়া নাই; সম্ভবতঃ ইহাই সুদর্শনচক্র (বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত সহস্র অরযুক্ত)।

† কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে "পত্নী তারা" রাম কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবার কোন কথা নাই।

‡ "হরধনু" দেখ।

§ শার্ঙ্গধর বিষ্ণুর শার্ঙ্গ (?)।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শরসংযোজন দ্বারা বীর বালকের শক্তি-পরীক্ষা প্রার্থনা করেন। রামচন্দ্র সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে জামদগ্ন্য তাঁহাকে "জগতে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই" বলিয়া পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করেন। দাশরথী এই বৈষ্ণবধনু নীরাধিপতি বরুণকে দিলেন। বা ৭৫,৭৭

ইন্দ্রধনু*—বনে বাসকালে মহর্ষি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে এই ধনু (অক্ষয় শর, তূণীর ও খড়্গ) উপহার প্রদান করেন। আ ১২

এই সকল অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা (ইন্দ্রপ্রেরিত রথে আরূঢ় হইয়া) রাম রাবণকে সংহার করেন। ল ১০৯

রাম-রাবণ যুদ্ধকালে মাতলি দ্বারা ইন্দ্র রামকে এক ইন্দ্রধনু (অমোঘ শর, শক্তি, কবচ) পাঠাইয়া দিলেন। ল ১০২

হর-ধনু—বিখ্যাত শিব-শরাসন। বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত এই চমৎকার ধনু সুরগণ সংগ্রামার্থী ভগবান্ ত্র্যম্বককে ত্রিপুরাসুর সংহারের জন্য প্রদান করেন। দক্ষযজ্ঞধ্বংসকালে মহাবল রুদ্র এই শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক রোষভরে সুরগণকে কহিয়াছিলেন, "আমি যজ্ঞভাগ প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু তোমরা আমার লভ্যাংশ-দানে সম্মত হইতেছ না; অতএব আমি এই শরাসন দ্বারা তোমাদের শিরচ্ছেদন করিব।" সুরগণ তাঁহাকে স্তুতিবাক্যে প্রসন্ন করিলে, ভগবান্ রুদ্র ক্রোধ সংবরণ করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ ধনু প্রদান করেন। দেবতারা রাজর্ষি জনকের পূর্ব্বপুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ দেবরাতের নিকট ন্যাস-স্বরূপ উহা রাখিয়া দেন। এই সূত্রে জনকের নিকট এই ধনুর আগম। † বা ৬৬

জনক রাজা পণ করেন; যিনি এই হর কার্ম্মুকে জ্যা যোজনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি অযোনিসম্ভবা কন্যা সীতা দান করিবেন। সীতা বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে অনেকে তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু জনক রাজা বীর্য্যশুল্কা বলিয়া কাহাকেও দেন নাই। বা ৬৬

সমাগত নৃপতিগণ কেহই ঐ ধনু গ্রহণ বা উত্তোলন করিতে পারেন নাই। মনুষ্য দূরে থাক্ সুরাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগেরাও উহা আকর্ষণ উত্তোলন বা আস্ফালন এবং উহাতে জ্যা যোজনা ও শরসংযোজন করিতে পারেন না। বা ৩১

---

* স্থলবিশেষে আছে ইহাও বিষ্ণুর শরাসন। ইন্দ্র অগস্ত্যকে দেন; অগস্ত্য রামকে দিয়াছিলেন।

† অপরস্থলে আছে "রুদ্রবিষ্ণু বিরোধের পর রুদ্রদেব অনুরুদ্ধ হইয়া বিদেহনগরে রাজর্ষি দেবরাতকে শরের সহিত নিজ শরাসন অর্পণ করেন।" বা ৭৫

বিশ্বামিত্র রামকে বলেন "এই ধনুরত্ন জনকরাজ দেবগণের নিকট যজ্ঞফল স্বরূপ প্রার্থনা করিয়া লাভ করেন।" বা ৩১

সীতা অগ্নিপত্নীকে বলেন, "বরুণ প্রীত হইয়া যজ্ঞকালে রাজর্ষি দেবরাতকে প্রদান করেন।" অ ১১৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ষোড়শবর্ষীয় রামচন্দ্র এই ধনু দেখিতে মিথিলায় আগমন করিলে জনকরাজা আনাইলেন... গন্ধলিপ্ত মাল্য-শোভিত দিব্য শঙ্করধনু অষ্টচক্র এক শকটের উপর লৌহনির্ম্মিত মঞ্জুষামধ্যে স্থাপিত ছিল; অতি দীর্ঘাকার পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথঞ্চিত উহা আকর্ষণপূর্ব্বক আনিতে লাগিল।......রাম অবলীলাক্রমে ঐ শরাসনের মুষ্টিগ্রহণ এবং সর্ব্বসমক্ষে তাহাতে জ্যা-আরোপণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন; কোদণ্ড তদ্দণ্ডে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল! বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় ঘোর শব্দ হইল। ধনু ভঙ্গ করিয়া রাম সীতালাভ করেন। বা ৬৭

রুদ্র বিষ্ণু-বিরোধ—এক সময়ে সুরগণ ব্রহ্মাকে রুদ্র ও বিষ্ণুর বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তখন ব্রহ্মা রুদ্র ও বিষ্ণুর মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করিয়া দেন। উঁহারাও জিগীষা-পরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইত্যবসরে বিষ্ণু এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করেন। সেই হুঙ্কার শব্দে ভীষণ শৈবধনু শিথিল হইয়া যায় এবং রুদ্রদেবও স্তম্ভিত হন। তদবধি দেবতা ও ঋষিগণ বুঝিলেন, ত্রিলোকনাথ বিষ্ণুই অধিক বল।* বা ৭৫

মোহিনী†—সমুদ্রমন্থনে অমৃত উঠিলে, তাহার অধিকার লইয়া সুরাসুরে সংগ্রাম বাধিল; তখন বিষ্ণু এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অমৃত হরণ করেন। বা ৪৫

সমুদ্র-মন্থন—অমর অজর ও নীরোগ হইবার একমাত্র ঔষধ অমৃত—এই দুর্লভ বস্তু সংগ্রহের চেষ্টায় সুরাসুর মিলিয়া ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন আরম্ভ করেন। মন্দর পর্ব্বত হইল মন্থন-দণ্ড; বাসুকি মন্থন-রজ্জু। প্রথম চেষ্টায় মন্থন রজ্জু বাসুকির উদ্গিরিত হলাহলে দেবাসুর ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইলে বিষ্ণুর অনুরোধে মহাদেব সমস্ত বিষ পান করিয়া ফেলেন; পান করিয়া অমৃতকুণ্ডে গমন করিলেন।......মন্থন করিতে করিতে একসময় মন্থন-দণ্ড মন্দরগিরি অকস্মাৎ ডুবিয়া গেল! সুরাসুরের মিনতিতে হৃষিকেশ কমঠরূপধারণপূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে পর্ব্বতবর মন্দরকে গ্রহণ করিয়া ক্ষীরোদ-সাগর-গর্ভে শয়ান রহিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্থনের সাহায্যও করিতে লাগিলেন। বা ৪৫

নানাবিধ পদার্থ উত্থিত হইবার পর‡ যখন আকাঙ্ক্ষার সার বস্তু অমৃত উঠিল, তখন তাহার অধিকার লইয়া সুরাসুরে ভীষণ সংগ্রাম বাধিল। ইত্যবসরে ভগবান্ বিষ্ণু মোহিনীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অমৃত হরণ করেন।

বারুণী—বরুণ-কন্যা। সমুদ্র-মন্থনে সমুদ্রাধিদেব বরুণের দুহিতা সুরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ইনি উত্থিতা হন। উত্থিতা হইয়াই গৃহীতার অন্বেষণ করিলেন। দেবগণ আশ্রয় দিলেন,

---

* পরশুরাম রামকে এই গল্প বলেন। হরধনু হীনবল, অতএব তাহা ভঙ্গ করিয়া রাম বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, ইহা জ্ঞাত করাই বোধ হয় ঋষির উদ্দেশ্য ছিল।

† মূলে আছে "মোহিনী মায়া", টীকাকার বলেন "মায়ামূর্ত্তি।"

‡ ধন্বন্তরি, অপ্সরা, বারুণী, উচ্চৈঃশ্রবা, কৌস্তুভ—এই সকলও উত্থিত হয়। কোন কোন গ্রন্থে চন্দ্র ও লক্ষ্মীর উৎপত্তিও আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দৈত্যেরা গ্রহণ করিল না। এই প্রতিগ্রহ নিবন্ধন দেবগণ তদবধি "সুর" এবং দৈত্যগণ "অসুর" উপাধি পাইলেন। বা ৪৫

গঙ্গা-উৎপত্তি—রাজা ভগীরথ ভূলোকে গঙ্গাকে আনয়ন করিবার জন্য দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির বর দেন; কিন্তু বলিয়া দিলেন, এই বসুমতী গঙ্গার পতনবেগ সহ্য করিতে পারিবে না, ইঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত হরকে প্রসন্ন করিতে হইবে। ভগীরথ বহুকাল পশুপতির উপাসনা করিলেন, তিনি স্রোতস্বতীকে ধারণ করিতে সম্মত হইলেন। তখন সুরতরঙ্গিণী বিস্তীর্ণ আকারে আকাশ হইতে শোভন হরশিরে বেগে পতিত হইলেন। স্রোতস্বতীর গর্ব্ব দেখিয়া মহাদেব নিজ জটাজুট মধ্যে তাঁহাকে তিরোহিত করিলেন, দেবী আর নির্গত হইতে পারেন না। ভগীরথ পুনরায় তপস্যায় দেবদেবকে তুষ্ট করিলে তিনি সুরধুনীকে ছাড়িয়া দিলেন। লোকপাবনী হরজটা হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। গঙ্গা সপ্তধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। তিন ধারা পশ্চিমে, তিন ধারা পূর্ব্বে এবং এক ধারা ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পথে মহর্ষি জহ্নুর আশ্রমে তাঁহার নিকট নিগৃহীত হইয়া রথারূঢ় ভগীরথের অনুগমন করিতে করিতে মহাসাগরে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক সগর-সন্তানদিগের উদ্ধারসাধন নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করিলেন। পতিতপাবনী স্বীয় জলে তথাকার ভস্মরাশি প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন; ষষ্টিসহস্র সগরসন্তানের তৎক্ষণাৎ সুরলোক লাভ হইল। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা ভগীরথকে বলিলেন, "বৎস, গঙ্গা জহ্নুর নিকট হইতে 'জাহ্নবী' হইয়াছেন, এখন তোমার জ্যেষ্ঠা দুহিতা হইলেন, অতঃপর 'ভাগীরথী' ইঁহার নাম রহিল। আর, ইনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তিন পথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন, অতএব ইঁহার অন্য একটি নাম হইল 'ত্রিপথগা'।" বা ৪২,৪৩

মদন-ভস্ম—একদা কৈলাসনাথ শিব সমাধিভঙ্গ করিয়া দেবগণের সহিত বিলাসস্থানে যাইতে ছিলেন, ইত্যবসরে কাম তাঁহার চিত্তবিকার উৎপাদন করেন; এই অপরাধে রুদ্র রোষ-কলুষিত লোচনে হুঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহাতে কামের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্খলিত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল।* বা ২৩

কার্ত্তিকেয়ের উৎপত্তি—দেবগণ ব্রহ্মার নিকট তাঁহাদের সেনাপতি চাহিয়াছিলেন; ব্রহ্মা শঙ্করকে পুত্র উৎপাদনে অনুরোধ করেন। শঙ্কর দার পরিগ্রহ করিয়া স্ত্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত হইলেন। শত বর্ষ অতীত হইয়া গেল, সন্তান জন্মায় না। দেবগণ শঙ্করের আরাধনা করিলেন, তখন তাঁহার তেজ স্খলিত হইল; দেবগণ-নিয়োগে বসুন্ধরা তাহা ধারণ করিলেন। ঐ তেজ দ্বারা পৃথিবী পর্ব্বত কাননের সহিত প্লাবিত হইয়া গেল। দেবগণের অনুরোধে হুতাশন বায়ুর সহিত ঐ রুদ্রতেজে প্রবেশ করিলেন; তাহাতে উহা শ্বেতপর্ব্বত ও অত্যুজ্জ্বল শরবন রূপে পরিণত হইল। কিছুকাল অতীত হইয়া গেল,

* রামায়ণে মদনভস্ম ব্যাপার ভিন্নরূপ।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেনাপতি আর হয় না। দেবগণ ব্রহ্মাকে তাড়া দিলেন, ব্রহ্মা অগ্নিকে বলিলেন, "তুমি মন্দাকিনীতে সেই পাশুপত তেজ নিক্ষেপ কর।" অগ্নি গঙ্গাকে বলিলেন, "তুমি এক্ষণে গর্ভ ধারণ কর।" সুরতরঙ্গিণী নারীরূপ ধারণ করিলেন; অগ্নি তাঁহাতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ করিলে, সে তেজধারণ গঙ্গার অসহনীয় হইল। তিনি তাহা হিমালয়-পার্শ্বে পরিত্যাগ করিলেন, তৎপ্রভাবে হিমালয় ধাতুর আকর হইয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ তথায় একটি সুকুমার শিশু উৎপন্ন হইল। দেবগণের প্রার্থনায় ছয় কৃত্তিকা নক্ষত্র সেই শিশুকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। গঙ্গাগর্ভ হইতে স্কন্দ নিস্থত বলিয়া এই শিশুর নাম স্কন্দ; কৃত্তিকাগণ কর্তৃক পালিত বলিয়া কার্ত্তিকেয়; ছয় কৃত্তিকার স্তন্যপান করিতে ছয় মুখ হইয়াছিল বলিয়া, নাম হইল ষড়ানন। ইনিই দেব-সেনাপতি হন। দেবগণ নিয়োগে তাড়কাসুর সংহার করেন। বা ৩৬।৩৭

উমা-অভিশাপ—মহাদেব পার্ব্বতী সম্ভোগে নিযুক্ত ছিলেন, (সেনাপতি-লাভোৎসুক) দেবতারা আসিয়া বাদী হন। শতবর্ষ সম্ভোগবশতঃ স্খলিত শৈবতেজ দেবগণ-অনুরোধে বসুন্ধরা ধারণ করিলেন। শৈলরাজদুহিতা সুরগণের প্রতি ক্রোধভরে অভিশাপ দিলেন, আমি পুত্র কামনায় স্বামীসহবাসে প্রবৃত্ত ছিলাম, তোমরা তদ্বিষয়ে বিঘ্নাচরণ করিয়াছ, আজ অবধি তোমরাও আপন আপন স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদনে সমর্থ হইবে না। তোমাদিগের পত্নীগণ আমার শাপে নিঃসন্তান হইয়া থাকিবে।" পৃথিবীকে কহিলেন, "পৃথ্বি, অতঃপর তুইও বহুরূপা ও বহুভোগ্যা হইবি, তোকেও পুত্রপ্রীতি আর কদাচ অনুভব করিতে হইবে না।" বা ৩৬

একাক্ষি-পিঙ্গল—কুবেরের নামান্তর। কুবের ধর্ম্মোপাসনার নিমিত্ত হিমালয়শৃঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানে উমার সহিত মহেশ্বরকে দেখিতে পান। তৎকালে রুদ্রাণী অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং চিনিতে না পারিয়া "ইনি কে" ভাবিতে ভাবিতে বিস্মিত হইয়া কুবের দৈববশতঃ দেবীর প্রতি বাম চক্ষু নিক্ষেপ করেন। চক্ষু নিক্ষেপ মাত্রই দেবীর দিব্য-প্রভাবে যক্ষরাজের বামচক্ষু দগ্ধ হইয়া গেল। এবং অন্য চক্ষু ধূলি সমাহত জ্যোতির ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইল। অনন্তর কুবের উগ্র তপস্যা করেন; তাহাতে মহেশ প্রীত হইয়া তথায় আসিয়া কহিলেন, "আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি আমার সমান ব্রতাচরণ করিলে; তুমি আমার সখা হও; তোমার বামচক্ষু দেবীর প্রভাবে দগ্ধ এবং অন্য চক্ষু দেবীর রূপ দর্শনে পিঙ্গল হইয়াছে, এই জন্য তোমারই শাশ্বত নাম থাকিবে "একাক্ষি-পিঙ্গল।"

মরুৎ-উৎপত্তি—অদিতি-পুত্র সুরগণ দিতিপুত্র অসুরগণকে নিহত করিলে, দিতি ইন্দ্রনাশী পুত্রকামনায় ঘোর তপস্যা করেন, বিমাতা গর্ভিনী হইলে ইন্দ্র উদরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই গর্ভ সপ্তখণ্ডে ছেদন করেন; গর্ভে ইহাদের ক্রন্দনে ইন্দ্র "মা রুদ (কাঁদিও না)" বলিয়াছিলেন, সেই হেতু মারুৎ নাম। বা ৪৬

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৌলস্ত্যের বর—রাবণেরা তিন ভ্রাতায় কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল। ব্রহ্মা আসিয়া বর দিতে চাহিলেন। রাবণকে জিজ্ঞাসিলেন, কি চাও? সে বলিল "অমর।" ব্রহ্মা তা দিতে সম্মত হইলেন না। রাবণ কহিল, "তবে দেব দৈত্য যক্ষ রক্ষ দানব নাগ সুপর্ণ ইহাদের অবধ্য হইতে চাই।" ব্রহ্মা বলিলেন, "তথাস্তু।" বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি চাও?" তিনি বলিলেন, "আমার যেন সকল সময়েই ধর্ম্মে মতি থাকে।" প্রজাপতি কহিলেন, "তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক এবং তুমি অমর হইলে।" কুম্ভকর্ণকে বিধাতা বর দিতে উদ্যত হইলে, দেবতারা মহা আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ইহাকে বর দিবেন না, ইহাকে বর দিলে এ রাক্ষস ত্রিভুবন গিলিয়া ফেলিবে। প্রজাপতি বড় চিন্তিত হইলেন। অমনি দেবী সরস্বতী আবির্ভূত। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "যাও তুমি কুম্ভকর্ণের কণ্ঠে চাপ গিয়া।" দেবী তাহাই করিলেন। ব্রহ্মা রক্ষবীরকে জিজ্ঞাসিলেন, "কি বর চাও তুমি?" সরস্বতীর প্রভাবে কুম্ভকর্ণ বলিল, 'আমার ইচ্ছা যে বহু বৎসর ধরিয়া নিদ্রা যাই।" ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়াই ছুট। সরস্বতী ছাড়িলেন, তখন কুম্ভকর্ণের চেতনা হইল। বেচারী আপশোষে সারা; কিন্তু তখন ত আর উপায় নাই। তিন ভ্রাতায় মিলিয়া শ্লেষ্মাতক বনে গমনপূর্ব্বক সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। উ ১০

শ্বেতদ্বীপ—ক্ষীরোদসমুদ্র সমীপে এক মহাদ্বীপ। রাবণ ত্রিলোকবিজয়ে বহির্গত হইয়া নারদ ঋষিকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোন লোকের মানব বলবন্ত? আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব।" নারদ শ্বেতদ্বীপবাসীদিগের কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "ইহারা একান্ত নারায়ণ পরায়ণ, ইহারা নারায়ণে জীবন-সমর্পণ করাতেই এই দ্বীপে বাস লাভ করিয়াছে। নারায়ণ যাহাদিগকে সংগ্রামে সংহার করেন, তাহারাও এই দ্বীপে বাসলাভ করিয়া থাকে। যজ্ঞ তপস্যা সংযম বা দান কিছুতেই এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট লোক লাভ করা যায় না।" দশানন শুনিয়া এই দ্বীপ জয় করণার্থ যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে সেখানকার কতকগুলি রমণী ক্রীড়ার পুত্তলিকামত রাবণকে ধরিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া খেলা করিতে লাগিল। রাবণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহাদের বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। তখন তিনি নারায়ণ ও নারায়ণ-ভক্তের সামর্থ্য বুঝিলেন। উ-প্র ৫

রাবণ এই তথ্য অবগত হইয়াই নারায়ণ কর্ত্তৃক নিহত হইবার বাসনায় সীতাহরণ করিয়াছিল।

রাক্ষস-বাহন—ইন্দ্রজিত বায়ুবৎ বেগগামী গর্দ্দভবাহিত উৎকৃষ্ট রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বহুসংখ্যক বীর শরাসন হস্তে উহার অনুসরণ করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ হস্তী, কেহ অশ্ব, কেহ ব্যাঘ্র, কেহ বৃশ্চিক, কেহ মার্জ্জার, কেহ গর্দ্দভ, কেহ উষ্ট্র, কেহ সর্প, কেহ বরাহ, কেহ সিংহ, কেহ পর্ব্বতাকার শৃগাল, কেহ হংস, কেহ বা ময়ূরপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। ল ৭২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধূম্রাক্ষের আদেশে কেহ স্বর্ণজালমণ্ডিত বিবিধমুখ গর্দ্দভে উঠিল····· কেহ সিংহ ও ব্যাঘ্রমুখ গর্দ্দভযোজিত রথে আরোহণ করিল। ল ৫১

অযোধ্যাধীন-রাজা—রাম রাজা হইয়া উপস্থিত তিনশত মহীপতিকে হাস্যবদনে মধুর বাক্যে কহিলেন, "রাবণ বধে আমি হেতুমাত্র, সে আপনাদের তেজ প্রভাবেই বিনষ্ট হইয়াছে। সীতা বন হইতে অপহৃত হইয়াছেন শুনিয়া মহামতি ভরত আপনাদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন, দৈববশতঃ আপনাদিগকে ক্লেশ অনুভব করিতে হয় নাই; মহানুভব আপনারা সমুদয় রাজাই এ কারণ উদ্যোগী হইয়াছিলেন।" উ ৩৮

রাম বনবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলে ভরত কহিলেন, "যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইবে, সেই অবধি এই পৃথিবী যে পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ তাবৎ স্থানের রাজাধিরাজ হইয়া থাকুন।" ল ১২৯

বিষ্ণুর অবতার—সচরাচর প্রচলিত অবতারের উল্লেখ রামায়ণে নাই।

(১) কূর্ম্ম। সমুদ্রমন্থন করিতে করিতে এক সময়ে মন্থনদণ্ড মন্দরগিরি অকস্মাৎ ডুবিয়া যায়; সুরাসুরের মিনতিতে হৃষিকেশ কমঠরূপ ধারণপূর্ব্বক পৃষ্ঠদেশে পর্ব্বতবর মন্দরকে গ্রহণ করিয়া ক্ষীরোদসাগরগর্ভে শয়ান রহিলেন। বা ৪৫

(২) বরাহ। লঙ্কায় সীতার অগ্নিপরীক্ষা কালে দেবশ্রেষ্ঠগণ রামের সমীপে আসিয়া কহিলেন, আপনি প্রজাপতি......আপনি ব্রহ্মা·· ···আপনি একদন্ত আদি বরাহ।* ল ১১৮

(৩) শিশুমার। ঐ সময়েই দেবগণ কহিলেন, আপনি শতশীর্ষ শিশুমার প্রজাপতি।" † ল ১১৮

(৪) নৃসিংহ। দিগ্বিজয়কালে রাবণ পাতালে বলির আলয়ে উপস্থিত হইলে বলি তাঁহাকে হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল দেখাইয়া তাঁহার উপাখ্যান শুনাইয়া কহিলেন, "আমার যে দ্বারী নারায়ণ হরি ‡ ইনিই নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।" উ-প্র ১

(৫) বামন। দেবগণের মিনতিতে নারায়ণ বামনরূপে কশ্যপ-পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; বলিকে ছলিয়া ত্রিলোক উদ্ধার করেন। সিদ্ধাশ্রম ইঁহার তপস্যাক্ষেত্র ছিল। বা ২৯

(৬) পরশুরাম। বিষ্ণু এ মূর্ত্তি ধরিয়া জন্মিয়াছিলেন, রামায়ণে এমন উল্লেখ নাই। শুধু

---

* রামায়ণে ব্রহ্মা বরাহ অবতার। "সৃষ্টি" দেখ।

† এ অবতার সচরাচর জানা নাই। মীন অবতার স্থলে এই এক অবতার।

‡ রাবণ দেখিয়াছিলেন, এই দ্বারী "চক্রমৌলী শস্ত্রধারী প্রকাণ্ডদেহ ভয়ানক পুরুষ।" (এ বিষ্ণুর রূপ না শিবের ?)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আছে জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে বৈষ্ণবধনু গ্রহণ কালে ভার্গবের তেজ রামে সংক্রমিত হইয়া গেল। বা ৭৬

(৭) রাম। বৈষ্ণব ধনুতে জ্যা যোজন করিলে রামকে জামদগ্ন্য কহিলেন, "এই ধনু গ্রহণেই বুঝিতেছি আপনি বিষ্ণু।" অ ৭৬

(৮) কৃষ্ণ। (ভবিষ্যৎ অবতার) *

(৯) কপিল। (মুনিঋষি দেখ।)

রাম রাজা হইলে মহর্ষিগণ আসিয়া অভিনন্দন করিয়া কহিলেন "তুমিই চতুর্ব্বাহু দেব সনাতন নারায়ণ……তুমি নষ্ট ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক……তুমি দুষ্কৃত দমন করিবার জন্য সময়ে সময়ে উদ্ভূত হইয়া থাক। উ-প্র ৫

রামের স্বরূপ—সীতা অগ্নি প্রবেশ করিলে দেবশ্রেষ্ঠগণ রামের সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, "আপনি সাক্ষাৎ প্রজাপতি, পূর্ব্বকালের ঋতধামা নামক বসু, আপনি ত্রিলোকের আদিকর্ত্তা এবং আপনার নিয়ন্তা কেহ নাই। আপনি রুদ্রগণের অষ্টম রুদ্র মহাদেব এবং সাধ্যগণের পঞ্চম সাধ্য বীর্য্যবান্। আপনি একদন্ত আদি বরাহ……আপনি অক্ষয় ব্রহ্ম…… আপনি হৃষিকেশ পূর্ণ পুরুষোত্তম……আপনি শতশীর্ষ শ্রেষ্ঠতম শিশুমার প্রজাপতি……আপনি সহস্রপাদ শতশীর্ষ সহস্রলোচন……আপনি মহাপ্রলয়ের পর অনন্ত শয্যায় শয়ান থাকেন……আপনি ত্রিলোকধারী বিরাট্। সীতা লক্ষ্মী আর আপনি কৃষ্ণ (বিষ্ণু)। † ল ১১৮

রাম রাজা হইলে মহর্ষিগণ আসিয়া অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, "শঙ্খচক্রগদাধর ‡ দেব নারায়ণ ব্যতীত আর কেহই দেবকণ্টক দেবদ্বেষী রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে পারেন না। তুমিই সেই চতুর্ব্বাহু সনাতন দেব নারায়ণ, তুমি অজেয় ও অব্যয়; রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি নষ্ট ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক তুমি কালে কালে প্রজা সৃষ্টি কর, তুমি শরণাগত বৎসল, তুমি দুষ্কৃতদমন করিবার জন্য সময়ে সময়ে উদ্ভূত হইয়া থাক। উ-প্র ৫

নরবানরের স্বরূপ—সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা সনাতন যিনি নিত্যপুরুষ ও মহাযোগী, যিনি আদি অন্ত ও মধ্যহীন; জন্মজরানাশবিহীন, যিনি মহৎ হইতেও মহৎ, যিনি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, যিনি শঙ্খচক্রগদাধারী, যাঁহার বক্ষস্থল শ্রীবৎসলাঞ্ছিত, যিনি অজেয় ও অটল,

---

* দেবগণ মধ্যে "কৃষ্ণ" দেখ।

† গৌড় সংস্করণে আছে—ইন্দ্রজিতের নাগপাশে রাম যখন হত-চেতন, বায়ু আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া যান তিনি (রাম) বিষ্ণুর অবতার; তাহা শুনিয়া রাম লব্ধসংজ্ঞ হইলেন এবং গরুড়কে স্মরণ করিলেন।

‡ রামায়ণের সর্ব্বত্রই "শঙ্খ চক্র গদাধর হরি"—শান্তি পদ্ম হাতে নাই। (উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত এক সর্গে "পদ্ম ও বজ্রাস্ত্র" আছে)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেই সত্যপরাক্রম মহাযোগী শ্রীমান্ বিষ্ণু মানুষী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বানররূপী সুরগণে পরিবৃত হইয়া ধরায় অবতীর্ণ হন। ("ভৃগুপত্নী" ও "বেদবতী" দেখ। ল ১১২

রাজা দশরথের পুত্রেষ্টি যাগ আরব্ধ হইলে, সুরগণ সমবেত হইয়া সর্ব্বলোক-বিধাতা ব্রহ্মাকে কহিলেন, "ভগবন্ রাক্ষসরাজ রাবণ আপনার প্রসাদে বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া আমাদিগকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে; এক্ষণে কিরূপে সেই দুষ্ট বিনষ্ট হইবে. আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন।" ভগবান্ কমলযোনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, "সে বরগ্রহণ কালে দেবতাদির হস্ত হইতে অবধ্যত্ব প্রার্থনা করিয়াছিল; অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্যের নাম-গন্ধও করে নাই; সুতরাং মনুষ্যের হস্তেই তাহার মৃত্যু হইতে পারে।" সুরঋষিগণ শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। ইত্যবসরে তপ্তকাঞ্চনকেয়ূর-শোভিত নির্ম্মলদ্যুতি ত্রিজগৎপতি পীতাম্বর শঙ্খচক্রগদাধর হরি জলদোপরি দিবাকরের ন্যায় গরুড় পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক অমরগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া তথায় আগমন করিলেন; আসিয়া একান্তমনে ব্রহ্মার সহিত সমাসীন হইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, "বিষ্ণো! লোকের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত আমরা তোমাকে কোন কার্য্যভার প্রদান করিব। রাজা দশরথ ধর্ম্মপরায়ণ বদান্য ও মহর্ষিসম তেজস্বী; ইহার হ্রী শ্রী ও কীর্ত্তিতুল্য তিন মহিষী আছে; তুমি চারি অংশে বিভক্ত হইয়া সেই তিন মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কর এবং মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের অবধ্য বাহুবলদৃপ্ত লোক-কণ্টক রাবণকে সমরে সংহার কর।......ত্রিলোক-পূজিত দেবপ্রধান বিষ্ণু শরণাগত সমবেত ব্রহ্মাদি দেবগণকে কহিলেন, "তোমরা ভীত হইও না, মঙ্গল হইবে; আমি সেই দুর্দ্ধর্ষ ভয়কারণ ক্রূরমতি রাবণকে সকলের হিতের জন্য পুত্র পৌত্র অমাত্য জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবের সহিত সমরে সংহার করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর রাজ্যপালনপূর্ব্বক নরলোকে বাস করিব।"...... বা ১৫

বিষ্ণু রাজা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে, ভগবান্ স্বয়ম্ভু দেবগণকে কহিলেন, "দেবগণ, আমাদিগের হিতকারী সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবীর বিষ্ণুর কামরূপী মহাবল সহায়সকল সৃষ্টি কর।... তোমরা এক্ষণে গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, মুখ্য অপ্সরা, বিদ্যাধরী কিন্নরী ও বানরী শরীরে তুল্যবল বানরসকল সৃষ্টি কর।......মহাত্মা ঋষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, উরগ, কিম্পুরুষ, তার্ক্ষ্য, যক্ষ ও চারণগণ বনচারী স্বেচ্ছাবিহারী বানর সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বা ১৭

ঋষিভেদ—দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, ঋষি, রাজর্ষি। বৈখানস, * বালখিল্য, * সংপ্রক্ষাল, মরীচিপ, অশ্মকুট্ট, পাত্রাহার, দন্তোলূখল, উন্মজ্জক, গাত্রশয্য, অশয্য, অনবকাশিক, সলিলাহার, বায়ুভক্ষ, আকাশ-নিলয়, স্থণ্ডিলশায়ী, আর্দ্রপটবাস। (ইহারা জপপর, তপঃপরায়ণ ও ব্রাহ্মীশ্রীসম্পন্ন। মহর্ষি শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে ইহারা রামের নিকট উপস্থিত হন।) আ ৬

* বা ৫১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আজ, মাষ, ধূম্র।…………(লঙ্কার সমুদ্রোপকূলবাসী ঋষি।) ঊর্দ্ধবাহু, পাদাঙ্গুষ্ঠস্থায়ী, অধঃশির, কুম্ভককারী। অা ৩৫

প্রজাপতি—প্রজাপতিগণের মধ্যে কর্দ্দম প্রথম। তাঁহার পর, বিকৃত, শেষ, সংশ্রয়, মহাবল, বহুপুত্র, স্থাণু, মরীচি, অত্রি, ক্রতু, পুলহ, অঙ্গিরা, প্রচেতাঃ দক্ষ, বিবস্বৎ, অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ। অা ১৪

গমন-পথ—অযোধ্যা হইতে সিদ্ধাশ্রম, সিদ্ধাশ্রম হইতে মিথিলা। বা ২২

(১) রাজধানী হইতে অর্দ্ধযোজনের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া সরয়ূর দক্ষিণ তীর। দূরে গঙ্গাসরযূসঙ্গম, এইখানে অনঙ্গ-আশ্রম অঙ্গদেশ। নৌকা-যোগে গঙ্গাপার; দক্ষিণ-তীরভূমি প্রাপ্ত হইয়া যাইতে যাইতে পথে মলদ করূষ জনপদ বিধ্বস্ত অবস্থায়—তাড়কার বন (অগস্ত্যাশ্রম) অর্দ্ধযোজনের অধিক বিস্তৃত। বা ২৪

ইহার অল্পদূরেই সিদ্ধাশ্রম। বা ২৮

সিদ্ধাশ্রম হইতে উত্তরদিকে দূরপথ গমন করিয়া শোণ নদী। মহর্ষিজনগত পথ বহুদূর অতিক্রম করিলে গঙ্গা। গঙ্গা পার হইয়া উত্তর তীরে বিশালা নগরী। এ স্থান হইতে মিথিলা অধিক দূর নহে। বা ৩১,৩৫,৪৫

মিথিলায় গৌতম-আশ্রম; তথা হইতে উত্তরপূর্ব্বাস্য হইয়া কতকদূর যাইলে জনক রাজার যজ্ঞক্ষেত্র। বা ৫০

মিথিলা হইতে অযোধ্যা ৩।৪ দিনের পথ। বা ৬৮

(২) অযোধ্যা হইতে দণ্ডকারণ্যে যাইতে রাম প্রভৃতি বহুদূর দক্ষিণমুখে গমন করিয়া তমসা নদী পার হইলেন। অ ৪৬

পরে কোশলরাজ্যের অন্তঃসীমায় উপনীত হইয়া পবিত্র স্রোতস্বতী বেদশ্রুতি পার হইলেন। দক্ষিণমুখে যাইতে যাইতে গোমতী নদী পরে স্যন্দিকা নদী অতিক্রম করিলেন। অ ৪৯,৫০

কোশলদেশ সীমা ছাড়াইয়া গঙ্গাতীরে শৃঙ্গবেরপুরে উপস্থিত হন। এইখান হইতে সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইলেন। দক্ষিণতীরে উপনীত হইয়া বৎসদেশে আসিলেন। তথা হইতে গঙ্গাযমুনাসঙ্গম দিকে অগ্রসর হন। প্রয়াগে ভরদ্বাজ-আশ্রমে আসিলে মহর্ষি চিত্রকূট-পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেন। অ ৫২ ৫৪

(অযোধ্যা হইতে ভরদ্বাজ-আশ্রম তিন যোজন। *) সঙ্গমতীর্থে গিয়া পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর অবলম্বনপূর্ব্বক কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক তীর্থ; তথায় অবতীর্ণ হইয়া ভেলাদ্বারা নদীপার। অ ৫৬

তথা হইতে একক্রোশ অন্তরে এক কানন, ইহার মধ্য দিয়া পথ; এই পথ অতি সুদৃশ্য ও ও বালুকাময়, ইহার কুত্রাপি দাবানল নাই। এই কানন মধ্যে চিত্রকূট পর্ব্বত। অ ৯৪,৯৯

---

* ল ১২৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এই পর্ব্বতে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া কিয়ৎকাল অবস্থান। এইখানে ভরত আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। ভরতকে বিদায় দিয়া রাম মহর্ষি অত্রির আশ্রমে গমন করেন; তথা হইতে বনান্তরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে জনস্থানে উপস্থিত হন। আ ১

ভরদ্বাজ-আশ্রম হইতে সার্দ্ধদ্বিক্রোশ অন্তরে নিবিড় কানন মধ্যে চিত্রকুট পর্ব্বত ঐ পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী * প্রবাহিত। যমুনার দক্ষিণতীর দিয়া কিয়দ্দূর যাইতে হয়। ঐ পথের বামভাগে দক্ষিণাভিমুখী যে পথ গিয়াছে, তাহা ধরিয়া গেলেই রামের কুটীর। অ ৯২

(৩) রাম বনপ্রবেশ করিয়া প্রথম মুনিগণের সহিত সাক্ষাতের পর বিরাধ রাক্ষসকে পান। তথা হইতে সার্দ্ধযোজন দূরে শরভঙ্গ ঋষির আশ্রম। তাহার অনতিদূরে কুসুম-বাহিনী মন্দাকিনী নদী। আ ২,৪

এই নদীকে প্রতিস্রোতে রাখিয়া চলিয়া গেলে সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রম। আ ৫

রাম কিছুদূর অতিক্রম করিয়া অগাধ সলিল ও অনেক নদী লঙ্ঘনপূর্ব্বক গিরিবর সুমেরুর ন্যায় উন্নত পবিত্র এক শৈল দেখিলেন, নিকটে অত্যন্ত গহন ও ভীষণ এক কানন; উহার একান্তে কুশচীরচিহ্নিত সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রম। আ ৭

পথে পঞ্চাপ্সর সরোবর অতিক্রম করিয়া নানা মুনির আশ্রমে দশ বৎসর অতিবাহিত করেন। সুতীক্ষ্ণ আশ্রম হইতে দক্ষিণে চারি যোজন যাইলে অগস্ত্যভ্রাতা ইধ্মবাহের তপোবন। আ ১১

তাহার দক্ষিণে একযোজন ব্যবধানে অগস্ত্যের আশ্রম। আ ১৩

সে স্থান হইতে দুইযোজন অন্তরে পঞ্চবটী বন। আ ১৫

এইখানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত হইল। আ ৬৭

এইখানে সীতাহরণ। আ ৬৯

রামলক্ষ্মণ জনস্থানস্থ পঞ্চবটী বন হইতে সীতান্বেষণার্থ নৈর্ঋত দিকে যাত্রা করেন; এবং দক্ষিণাভিমুখ হইয়া এক জনসঞ্চারশূন্য ভীষণ পথ অতিক্রম করিয়া তিন ক্রোশ গমনপূর্ব্বক ক্রৌঞ্চারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ক্রৌঞ্চারণ্য হইতে পূর্ব্বাস্য তিনক্রোশ গিয়া মতঙ্গাশ্রম প্রাপ্ত হন; এখানে কবন্ধ বধ করেন এবং সিদ্ধা শবরী শ্রমণার সহিত সাক্ষাৎ হয়। আ ৭৩,৭৪

এইখানে পম্পানদী, অদূরে ঋষ্যমূক গিরি—এখানে সুগ্রীব মিলন ঘটে। কি ৫

এখান হইতে সপ্তজন ঋষিগণের তপোবন মধ্য দিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় উপনীত হন। কি ১৩

নিকটবর্ত্তী প্রস্রবণ পর্ব্বতে কয় মাস অতিবাহিত করেন। কি ২৬

(৪) অযোধ্যা হইতে কেকয়।—

---

* বোধ হয় "মন্দাকিনী।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অযোধ্যা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মালিনী নদী অতিক্রমপূর্ব্বক অপরতাল দেশের পশ্চিমভাগ দিয়া প্রলম্বদেশের উত্তরে যাইতে হয়। অনন্তর পঞ্চাল দেশে উপনীত ও হস্তিনাপুরে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া পথ। নিকটে স্রোতস্বতী শরদণ্ডা। শরদণ্ডা অতিক্রমপূর্ব্বক উহার পশ্চিম তীরে 'সত্যোপযাচন' নামক দিব্য বৃক্ষ। পরে কুলিঙ্গ নগরীতে প্রবেশ করিতে হয়। অনন্তর অভিকাল ও তেজোভিভবন নামক দুইটী গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া ইক্ষ্বাকুগণের পৈত্রিক নদী ইক্ষুমতী পার হইতে হয় পরে বাহ্লীক দেশের মধ্য দিয়া সুদামন পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে বিপাশা ও শাল্মলী নামক দুই নদী দেখা যায়; কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে গিরিব্রজ নামক কেকয় রাজধানীতে উপস্থিত হওয়া যায়। অ ৬৮

—ঐ অন্যপথ।

ভরত রাজগৃহ (গিরিব্রজ) হইতে পূর্ব্বাভিমুখে নির্গত হইয়া সর্ব্বাগ্রে সুদামা নামে এক নদী পার হইলেন; পরে হ্লাদিনী নামে পশ্চিমবাহিনী এক বিস্তীর্ণা নদী উত্তীর্ণ হইয়া শতদ্রু লঙ্ঘন করিলেন। অনন্তর ঐলধান গ্রামে আর একটি নদী পার হইয়া অপরপর্ব্বত নামে জনপদ সকল অতিক্রম করিলেন। পরে শিলা ও আকুর্ব্বতী নাম্নী দুই নদী সন্তরণ করিয়া অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামক দেশে উপস্থিত হইলেন। এই দেশে শিলাবহা নাম্নী নদী ও অনেকানেক পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া চৈত্ররথ * কাননে গমন করিলেন। অনন্তর গঙ্গা † সরস্বতী-সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া বীরমৎস্য দেশের উত্তরে যে সকল গ্রাম ছিল, তৎসমুদয় অতিক্রম করিয়া ভারুণ্ড নামক বনে উপনীত হইলেন। পরে পর্ব্বতপরিবৃতা বেগবতী স্রোতস্বতী কুলিঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া অদূরে কালিন্দী (যমুনা) দেখিতে পাইলেন। পরে অংশুধান গ্রামে গমনপূর্ব্বক তথায় গঙ্গা পার হওয়া দুষ্কর দেখিয়া প্রাগ্বটপুরে চলিলেন। এবং ঐ স্থানে গঙ্গা পার হইয়া কুটিকোষ্টিকা নদীতে উপনীত ও তাহা উত্তীর্ণ হইয়া ধর্ম্মবর্দ্ধন গ্রামে যাইতে লাগিলেন। তদনন্তর তোরণ নামক গ্রামের দক্ষিণভাগ দিয়া জম্বুপ্রস্থে, জম্বুপ্রস্থ হইতে বরূথ জনপদে উপস্থিত হইলেন, পরে উজ্জিহানা নগরীতে চলিলেন। পরে সর্ব্বতীর্থ গ্রামে উপনীত হইয়া স্রোতস্বতী উত্তরগা ও অন্যান্য নদী পার হইলেন। অদূরেই হস্তিপৃষ্ঠক গ্রাম, তথায় কুটিকা নদী উত্তীর্ণ হইয়া লৌহিত্য গ্রামে কপিবতী, একসাল গ্রামে স্থাণুমতী এবং বিনত গ্রামে গোমতী অতিক্রম করিলেন। অনন্তর কলিঙ্গ নগরে শালবন পার হইয়া অযোধ্যার সন্নিহিত হইলেন। ভরত সাতরাত্রি কেবল পথে পথেই আসিয়াছিলেন।‡ অ ৭১

(সসৈন্যে যাত্রাকালে অর্দ্ধমাস লাগিয়াছিল।) উ ১০০

* এটি প্রসিদ্ধ কুবের-কানন চৈত্ররথ নয়।

† এ গঙ্গা জাহ্নবী নন—'সীতা' নামে জাহ্নবীর এক পশ্চিমবাহিনী শাখা। (এই স্থানটা বোধ হয় কল্পিত।)

‡ গৌড় ও বোম্বাই সংস্করণ রামায়ণে পথের এই নাম সকলে প্রভেদ আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পৃথ্বী-সংস্থান—কিষ্কিন্ধ্যা হইতে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম পৃথিবী বিস্তার (ভূ-বৃত্তান্ত)।

বয়ঃ—বনগমন কালে কৌশল্যা রামকে বলেন, "উপনয়নের পর তোমার এই সতর বৎসর বয়স হইয়াছে।" সুতরাং (২৫—১৭= ৮) বৎসর বয়সে উপনয়ন। অ ২০

গৃহনির্ম্মাণ—বশিষ্ঠ যজ্ঞকর্ম্মপ্রধান, পরম ধার্ম্মিক, স্থবির, স্থপতি, কর্ম্মান্তিক ভৃত্য, তক্ষক, খনক, গণক, শিল্পী, নট নর্ত্তক ও শাস্ত্রজ্ঞ বিশুদ্ধস্বভাব পুরুষদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমরা অবিলম্বে রাজা দশরথের নিদেশানুসারে যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হও। বহু সহস্র ইষ্টক শীঘ্র আনয়ন কর। মহীপালগণের বাসোপযোগী আবাস নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহা বিবিধ দ্রব্যে সুসজ্জিত করিয়া দাও। পরে বিপ্রগণের নিমিত্ত উত্তাপাদি নিবারণ-ক্ষম নানাবিধ অন্নপানসমেত শতসহস্র আলয় প্রস্তুত কর। তৎপরে বহুদূর হইতে আগত নৃপতিগণের পৃথক্ পৃথক্ গৃহ, পুরবাসী এবং স্বদেশী ও বিদেশীদিগের * গৃহ শয়নগৃহ ও অশ্বশালা নির্ম্মাণ কর।……বহুতর ইতর লোকের সমাগম হইবে, তাহাদিগের নিমিত্ত সুরম্য গৃহসকল প্রস্তুত কর।" বা ১৩

বালি-বধ—(বালী-সুগ্রীব দ্বন্দ্বযুদ্ধ সময়ে) সুগ্রীব হীনবল হইয়া মুহুর্মুহু চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, মহাবীর রাম তাহা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে অতিশয় কাতর বোধ করিয়া বালী বধার্থ ভুজঙ্গ-ভীষণ শর লক্ষ্য করিলেন। ……ঐ প্রদীপ্ত বজ্রতুল্য শর উন্মুক্ত হইবামাত্র বজ্রের ন্যায় ঘোররবে বালীর বক্ষঃস্থলে গিয়া পড়িল। …… বালী তদ্দ্বারা আহত ও শোণিত ধারায় সিক্ত হইয়া পর্ব্বতজাত পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় ধরাশায়ী হইলেন। ……রাম লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন এবং বহুমানপূর্ব্বক মৃদুপদে তাঁহার সন্নিহিত হইলেন। তখন বালী বলগর্ব্বিত রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে অবলোকনপূর্ব্বক কহিলেন, "… রাম, আমি যখন তোমায় দেখি নাই, তখন এইরূপ মনে করিয়াছিলাম যে, আমি অন্যের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে অসাবধান আছি, এ সময়ে রাম আমায় কখন মারিবেন না। …… আমি তোমার গ্রাম বা নগরে কখন কোন অনিষ্ট করি নাই এবং তোমাকে কোনরূপ অবজ্ঞাও করিতেছি না। …… আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করি নাই, অন্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, তুমি কি হেতু আমাকে বধ করিলে? …… আমার মাংসও শাস্ত্রানুসারে তোমাদের ভক্ষ্য নহে……এক্ষণে বল দেখি, তুমি আমায় বিনাপরাধে বধ করিয়া সাধুগণ মধ্যে কি বলিবে? …… সর্প যেমন নিদ্রিত ব্যক্তিকে দংশন করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি অদৃশ্য হইয়া আমাকে বধ করিলে, সুতরাং এই কার্য্যে অবশ্যই তোমায় পাপ অর্শিতেছে। কি ১৬,১৭

রাম এইরূপে তিরস্কৃত হইয়া কহিলেন, "…বালি, এই শৈলকাননপূর্ণ ভূবিভাগ ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজাদিগের অধিকৃত, এই স্থানের মৃগ পক্ষী ও মনুষ্যগণের দণ্ড পুরস্কার তাঁহারাই

* এইখানে একটা "ভট" শব্দ আছে, অর্থ—"বীরপুরুষ"। কেহ কেহ "ভট্ট" ধরিয়া "ভাট" অর্থ করিয়াছেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিয়া থাকেন। এক্ষণে সত্যশীল সরলস্বভাব রাজা ভরত ... ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন। ... সেই মহাবীরই পৃথিবীর রাজা, আম... নৃপতিগণ তাঁহার আদেশে ধর্ম্মবৃদ্ধির অভিলাষে সমগ্র ভূমণ্ডল পর্য্যটন ক... ণ রাজ-নিয়োগে ধর্ম্মভ্রষ্টকে অনুরূপ নিগ্রহ করিব। তুমি বিধর্ম্মা দুশ্চ... ন এবং তোমা হইতে রাজধর্ম্মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, ... তুমি সনাতন ধ... ভ্রাতৃ-জায়া রুমাকে গ্রহণ করিয়াছ। মহাত্মা সুগ্রাব আছেন, ইহাঁর প... শাস্ত্রানুসারে তোমার পুত্রবধূ, তাহাকে অধিকার করিয়া তোমার পাপ অর্শিয়াছে; তুমি ধর্ম্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী, এই জন্যই আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিলাম...যে ব্যক্তি কামপ্রভাবে ভগিনী ঔরস-কন্যা ও ভ্রাতৃবধূতে আসক্ত হয়, তাহার প্রতি বধদণ্ড বিহিত হইয়া থাকে। আর আমি বানরগণের সমক্ষে সুগ্রীবের সংকল্প সিদ্ধির জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, এক্ষণে মাদৃশ লোক প্রতিজ্ঞা করিয়া কিরূপে তাহা উপেক্ষা করিবে; ... আমি ধর্ম্মানুরোধেই তোমাকে বধ করিলাম।"

আমি তোমাকে প্রচ্ছন্ন বধ করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নহি এবং তজ্জন্য শোকও করি না। লোকে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে থাকিয়া বাগুরা পাশ প্রভৃতি নানাবিধ কূট উপায় দ্বারা মৃগকে ধরিয়া থাকে, মৃগ ভীত বা বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হউক, অন্যের সহিত বিবাদে নিযুক্ত থাকুক বা ধাবমান হউক, সতর্ক বা অসাবধানই থাকুক, মাংসাশী মনুষ্য তাহাকে বধ করে, ইহাতে অণুমাত্র দোষ নাই। তুমি শাখামৃগ যুদ্ধ কর বা না কর, মৃগ বলিয়াই আমি তোমাকে বধ করিয়াছি। কি ১৮

সীতা-শপথ—রাম যজ্ঞ প্রয়োগের বিরামকালে সুস্থ হইয়া কুশলবের মুখে মনোহর আত্ম-চরিত গান শ্রবণ করিতে লাগিলেন। বহুদিন ধরিয়া মুনি ও রাজগণের সহিত মধুর রামায়ণ শ্রবণ করিয়া গীতিপ্রসঙ্গে কুশীলব সীতার গর্ভজাত জানিতে পারিয়া দূতগণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমরা ভগবান্ বাল্মীকির নিকট গিয়া আমার বাক্যানুসারে বল, "যদি জানকী সচ্চরিত্রা হন, যদি তাঁহাতে কোনরূপ পাপস্পর্শ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি মহর্ষি বাল্মীকিরই আদেশে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি সম্পাদন করুন। ... আমি সৌন্দর্য্যলোভে স্ত্রীর ব্যতিক্রমেও উপেক্ষা করিয়াছি, আমার এই যে অযশ সর্ব্বত্র রটিয়াছে, এক্ষণে জানকী আমার এই কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য কল্য প্রভাতে আসিয়া সভা মধ্যে শপথ করুন।" ...... মহর্ষি দূতমুখে রামের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কহিলেন, "রামের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক, স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা; সুতরাং তিনি যাহা কহিয়াছেন, জানকী তাহাই করুন। উ ৯৫

রামের আহ্বানে মহা মহা ঋষিগণ, মহাবল রাক্ষস ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং দিক্‌দিগন্তবাসী ব্রাহ্মণগণ এই অদ্ভুত শপথব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য সভায় উপস্থিত হইলেন। ..... জানকী রামকে হৃদয়ে অনুধ্যান করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সজলনয়নে অবনতমুখে মহর্ষির

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। চতুর্দ্দিকে সাধুবাদ উত্থিত হইল, সভাস্থ সকলে শোক দুঃখে আকুল হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। ... বাল্মীকি কহিলেন, "রা-ন্ এই তোমার পতিব্রতা ধর্ম্মচারিণী সীতা......এই দুই যমজ কুশীলব জানকীর গর্ভজাত, আমি সত্যই কহিতেছি, ইহারা তোমারই ঔরস পুত্র, আমি দিব্যজ্ঞানে কহিতেছি, জানকী শুদ্ধস্বভাব।" উ ৯৬

বাল্মীকির কথা শ্রবণ করিয়া রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "ভগবান্ আপনার বিশ্বাস্য বাক্যে যদিও জানকীকে শুদ্ধস্বভাবা বলিয়া বুঝিলাম, তথাপি আপনি যেরূপ কহিলেন, সেরূপ হউক, সীতা আমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করুন। আমি ইঁহাকে নিষ্পাপ জানিলেও কেবল লোকাপবাদভয়েই পরিত্যাগ করিয়াছি, আপনি আমায় রক্ষা করুন। জানকীর উপর আমার পূর্ব্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক।"

ঐ সময় দিব্যগন্ধ মনোহর পবিত্র বায়ু বহমান হইল। বায়ুর স্পর্শসুখে সভাস্থ সকলে পুলকিত হইয়া উঠিল এবং ত্রেতাযুগেও বায়ু সত্যযুগের ন্যায় সুখস্পর্শ এই ভাবিয়া বিস্ময়ের সহিত বায়ুর এই অচিন্ত্য ও অদ্ভুত সঞ্চরণ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

কাষায়-বসনা জানকী কৃতাঞ্জলিপুটে অধোমুখে কহিলেন, "আমি রাম ব্যতীত অন্য কাহাকেও যদি মনোমধ্যে স্থান না দিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণা হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চ্চনা করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণা হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। আমি রামের পর আর কাহাকেও জানি না, যদি এই বাক্য সত্য বলিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণা হউন, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।

জানকী এইরূপ শপথ করিতেছেন; ইত্যবসরে সহসা রসাতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন উত্থিত হইল; দিব্য রত্নসুশোভিত তক্ষক প্রভৃতি নাগেরা উহা মস্তকে ধারণ করিয়াছিল। দেবী পৃথিবী বাহু প্রসারণপূর্ব্বক জানকীরে লইয়া ঐ সিংহাসনে বসাইলেন, সিংহাসন সহসা রসাতলে প্রবেশ করিল।

তদ্দর্শনে যজ্ঞবাটস্থিত ঋষি ও রাজগণ যারপর নাই বিস্মিত হইলেন; ঐ সময়ে সমস্ত জগৎ যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। উ ৯৭

জানকী রসাতলে প্রবেশ করিলে মুনিগণ রামকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; তখন রাম দীক্ষাকালে গৃহীত দণ্ডকাষ্ঠে ভর দিয়া দুঃখিতমনে জলধারাকুললোচনে অধোমুখে রোদন করিতেছিলেন।

রাম বহুক্ষণ রোদন করিয়া শোক ও মোহে আকুল হইয়া কহিলেন, "দেবি বসুন্ধরে, আমার সীতাকে আনিয়া দাও...এক্ষণে হয় সীতাকে দাও, নয় বিদীর্ণ হও, আমি পাতাল-তলে বা স্বর্গে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত বাস করি।...তুমি শীঘ্র সীতাকে আন; যদি এখনি তাঁহাকে রসাতল হইতে না আনিয়া দাও, তাহা হইলে আমি তোমায় পর্ব্বত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বনের সহিত নির্ম্মূল করিব। এক্ষণে পৃথিবী বিনষ্ট হউক এবং সমস্ত জলমগ্ন হইয়া যাক।"

অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা রামকে কহিলেন, "রাম তুমি সন্তপ্ত হইও না ..তুমি যে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার, তাহা আপনিই স্মরণ করিয়া দেখ; সীতা সাধ্বী ও সচ্চরিত্রা এবং তোমাতে একান্তই অনুরাগিণী; তিনি তোমার আশ্রয়রূপ তপস্যার বলে পরমসুখে নাগলোক যাত্রা করিয়াছেন। স্বর্গে পুনরায় তোমার সহিত সমাগম হইবে। উ ৯৮

(এই সময়ে রাম ব্রহ্মার আদেশে উত্তর-কাণ্ড শ্রবণ করেন।)

মহাপ্রস্থান—রাম অর্দ্ধযোজনের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমবাহিনী পুণ্যসলিলা সরযূকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ তরঙ্গসঙ্কুল আবর্ত্তবহুল নদীর কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া যথায় দেহত্যাগ করিবেন, সেইস্থানে সর্ব্ব সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইলেন।

চতুর্দ্দিকে তুমুল তূরীরব। মহাত্মা রাম সরযূর জলে অবতরণ করিবার উপক্রম করিলেন। এই অবসরে পিতামহ ব্রহ্মা অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, "বিষ্ণো! স্বর্গে আগমন কর; তুমি আমাদেরই সৌভাগ্যে আসিতেছ, এক্ষণে সুখী হও। তুমি অনুরূপ ভ্রাতৃগণের সহিত স্বশরীরে প্রবেশ কর। তুমি বৈষ্ণবীমূর্ত্তি বা আকাশ আপনার যে শরীরে ইচ্ছা, সেই শরীরে প্রবেশ কর। তুমিই লোকের পতি, তুমিই অচিন্ত্য বস্তু পরিচ্ছেদ ও কাল পরিচ্ছেদের অনায়ত্ত এবং অজর ও অমর। তোমার পূর্ব্বপরিগৃহীতা বিশাললোচনা মায়া ব্যতীত আর কেহই তোমাকে জানে না। মহাতেজ, এক্ষণে আপনার যে শরীরে ইচ্ছা তুমি সেই শরীরে প্রবেশ কর।"

মহামতি রাম ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সশরীরে বৈষ্ণবতেজে প্রবেশ করিলেন। দেবগণ ঐ বিষ্ণুময় দেবতাকে পূজা করিতে লাগিলেন। উ ১১০

পায়স-বিভাগ—রাজা দশরথ দরিদ্রের অর্থলাভের ন্যায় প্রজাপতি প্রস্তুত দৈব পায়স প্রাপ্ত হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রধান মহিষী কৌশল্যাকে কহিলেন, "প্রিয়ে! তুমি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই পায়স গ্রহণ কর।" এই বলিয়া দশরথ তাঁহাকে অমৃততুল্য সেই পায়সের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিলেন, তৎপরে কৌশল্যা রাজার অনুরোধে সুমিত্রাকে স্বীয় পায়সের অর্দ্ধাংশ দিলেন। অনন্তর যে অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট রহিল, রাজা দশরথ তাহা কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া সুমিত্রাকে তাহারও অর্দ্ধাংশ দিতে অনুরোধ করিলেন। এইরূপে রাজা দশরথ সহধর্ম্মিণীদিগের প্রত্যেককেই সেই প্রাজাপত্য পুরুষ প্রদত্ত পায়স প্রদান করিলে রাজমহিষীরা তাহার ঈদৃশ অপক্ষপাত দর্শনে যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন। বা ১৬

কেহ কেহ "অর্দ্ধাংশ" $=\frac{১}{২}$ ধরিয়া ভাগ করিয়াছেন কৌশল্যা $\frac{১}{২}$, কৈকেয়ী $\frac{১}{৮}$, সুমিত্রা $(\frac{১}{৪}+\frac{১}{৮})=\frac{৩}{৮}$। বা ১৬,২৭ টীকা

অস্ত্রবিষয়ক পুরাবৃত্ত—পূর্ব্বে কোন এক সত্যশীল ঋষি শান্ত মৃগবিহঙ্গে পূর্ণ বনমধ্যে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তপঃ সাধন করিতেন। একদা ইন্দ্র তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন কামনায় যোদ্ধার রূপ ধারণ করিয়া অসিহস্তে উপস্থিত হন এবং তাঁহার নিকট ন্যাস স্বরূপ ঐ খড়্গ রাখিয়া দেন। তাপস ন্যাস রক্ষায় তৎপর ছিলেন এবং বিশ্বাসভঙ্গ ভয়ে খড়্গগ্রহণপূর্ব্বক বনমধ্যে বিচরণ করিতেন ফলমূল আহরণার্থ কোথাও গমন করিতে হইলে, তিনি ঐ অস্ত্র ব্যতীত যাইতেন না। এইরূপে তপোধন সতত উহা বহন করিতে করিতে ক্রমশঃ রৌদ্রভাব আশ্রয় করিলেন, প্রাণী হত্যায় মত্ত হইয়া উঠিলেন, তপোনিষ্ঠা ত্যাগ করিলেন এবং অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া নরকে নিমগ্ন হইলেন।

(অকারণে দণ্ডকারণ্যের রাক্ষসগণকে বিনাশ করিবার বুদ্ধি পরিত্যাগ করাইতে সীতা স্বামকে এই গল্প করেন।)

এই উপাখ্যান শুনাইয়া সীতা কহিলেন, "নাথ! যাহা তপোবনের ধর্ম্ম, তুমি তাহারই সম্মান কর; অস্ত্র সম্পর্কে লোকের বুদ্ধি একান্ত কলুষিত হইয়া থাকে। তুমি পুনরায় অযোধ্যায় গিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম আশ্রয় করিও। তোমাকে রাজপদ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনবাসী হইতে হইয়াছে, এক্ষণে তুমি যদি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতে পার, আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর* অত্যন্ত প্রীত হইবেন। ...... তুমি শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া এই তপোবনে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হও।" আ ৯

ব্যাধ-কপোত সংবাদ—একদা কোন ব্যাধ বৃক্ষতলে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, ঐ বৃক্ষে একটি কপোত বাস করিত, ব্যাধ তাহার ভার্য্যাকে বিনষ্ট করে। কিন্তু কপোত তাহাকে শরণাপন্ন দেখিয়া যথোচিত আদর পূর্ব্বক স্বীয় মাংসে তাহার তৃপ্তি সাধন করিয়াছিল। ল ১৮

(রাম সুগ্রীবকে বলেন, "যখন শত্রুর প্রতি পক্ষীরও এরূপ ব্যবহার তখন মাদৃশ লোক শরণাগত বিভীষণকে কিরূপে বিনাশ করিবে।)

ব্যাঘ্র-ভল্লুক কাহিনী—কোন ব্যাধ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া একটি বৃক্ষে আরোহণ করে। ঐ বৃক্ষে এক ভল্লুক বাস করিত। ব্যাঘ্র ভল্লুককে কহিল, "দেখ, ব্যাধ আমাদিগের পরম শত্রু, তুমি উহাকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দাও।" ভল্লুক কহিল, যে ব্যক্তি আমার আশ্রয়ে আসিয়াছে, আমি তাহাকে ফেলিয়া দিতে পারিব না।" এই বলিয়া সে নিদ্রিত হইল। তখন ব্যাঘ্র ব্যাধকে কহিল, "ব্যাধ তুমি এই নিদ্রিত ভল্লুক বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দাও।" ব্যাধ তাহাই করিল। কিন্তু অভ্যাস বলে বৃক্ষের শাখান্তর অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। তখন ব্যাঘ্র কহিল, "ভল্লুক এই ব্যাধ তোমার নিকট অপরাধী হইয়াছে, এখন তুমি উহাকে বৃক্ষ হইতে ফেলিয়া দাও।" কিন্তু ভল্লুক কহিল, "ব্যাধ কৃতাপরাধ হইলেও আমি ইহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতে পারি না।" ল ১৩৪

* এ সময়ে অবশ্য 'শ্বশুর' (দশরথ) জীবিত ছিলেন না, এখানকার অর্থ স্বর্গে মর্ত্ত্যে যেখানেই থাকুন প্রীত হইবেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(রাবণ বধের পর হনুমান অশোককাননে সীতাকে সম্ভাষণ করিতে গিয়া রক্ষিণী রাক্ষসী-গণের উপর অত্যাচার করিতে চাহিলে, দেবী তাহাকে এই গল্প শুনাইয়া কহেন, "সর্ব্বত্র ক্ষমা করা উচিত, আর্য্য ব্যক্তি পাপী ও বধার্হকেও শুভাচারীর তুল্য দয়া করিবেন।")

অধর্ম্মের ইতিবৃত্ত—সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তপস্যা করিতেন, অন্য জাতির তদ্বিষয়ে আদৌ অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বপ্রধান। ত্রেতাযুগে মনুষ্যের ব্রহ্মে আত্মবুদ্ধি শিথিল হইয়া যায়, তন্নিবন্ধন দেহে আত্মাভিমান এবং ক্ষত্রিয়ের জন্ম। ত্রেতায় তপস্যা ক্ষত্রিয়-সাধারণ হইল। ত্রেতায় উভয় বর্ণই তপ ও প্রভাবে সমান। এই অবস্থায় চাতুষ্পদ অধর্ম্ম পাদমাত্রে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়। দ্বাপর যুগে অধর্ম্ম ও অনৃত বর্দ্ধিত হইয়াছিল এবং তপস্যা বৈশ্য বর্ণকে অধিকার করে। ফলতঃ সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগে তপস্যা ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণকে আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্তু এই তিন যুগে শূদ্রের তাহাতে অধিকার হয় নাই। কলিযুগই শূদ্রের তপস্যার প্রকৃত সময় শূদ্র জাতির অন্যযুগে তপস্যা অতিশয় অধর্ম্ম। উ ৭৪

(ত্রেতায় শূদ্র তপস্যা করিয়াছিল, তাহাতে রাম-রাজত্বকালে বিপ্রবালকের অকাল-মৃত্যু ঘটে।)

পশুপক্ষীর বরলাভ—উশীরবীজ দেশে রাজা মরুত্ত দেবগণের সহিত যজ্ঞ করিতেছিলেন, পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত রক্ষরাজ রাবণ যুদ্ধার্থ তথায় উপস্থিত হয়, তখন দেবগণ ঐ বরলাভ-গর্ব্বিত দুর্জ্জয় রাক্ষসকে দেখিয়া পরাভবভয়ে তির্য্যক্‌যোনিতে প্রচ্ছন্ন হইলেন। ইন্দ্র ময়ূরের, যম কাকের, কুবের কৃকলাসের, বরুণ হংসের রূপ ধারণ করিলেন। অপরাপর দেবতাও অন্যান্য জীবজন্তুর রূপ ধারণ করিয়া আত্মগোপন করিলেন।

রাবণ প্রস্থান করিলে দেবগণ তির্য্যক্ জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব রূপ পরিগ্রহ করিলেন। তখন ইন্দ্র ময়ূরকে কহিলেন, "অতঃপর তোমার আর ভুজঙ্গ ভয় থাকিবে না, তোমার পুচ্ছে সহস্র নেত্র শোভা বর্দ্ধন করিবে।" পূর্ব্বে ময়ূরের পুচ্ছ কেবল নীলবর্ণ ছিল, ইন্দ্রের বরদান অবধি উহা নেত্রসমূহে চিত্রিত হয়।

যম কাককে কহিলেন, "আমি অন্যান্য প্রাণীকে যে সমস্ত রোগ যন্ত্রণা দিয়া থাকি, তোমার তাহা কদাচ ঘটিবে না। আমার বরে তোমার মৃত্যু ভয় তিরোহিত হইল, যাবৎ মনুষ্য তোমাকে বধ না করে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত তুমি জীবিত থাকিবে।"

বরুণ গঙ্গাজল-বিহারী হংসকে কহিলেন, "তোমার বর্ণ চন্দ্রমণ্ডল ও ফেনরাজির ন্যায় ধবল ও মনোহর হইবে, জলের উপর বিচরণেই তোমার সৌন্দর্য্য, তুমি সততই সন্তুষ্ট থাকিবে।" পূর্ব্বে হংসের বর্ণ সর্ব্বাংশে শ্বেত ছিল না; পক্ষের অগ্রভাব নীল এবং ভুজমধ্যে শ্যামল বর্ণ ছিল।

কুবের কৃকলাসকে কহিলেন, "তোমার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় হইবে এবং তোমার মস্তক নিয়ত স্বর্ণবৎ উজ্জ্বল থাকিবে।" উ ১৮

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হস্তী ও বানরের পূর্ব্ববৈর* —বানর যূথপতিগণের পরিচয় দিতে দিতে সারণ রাবণকে কহিলেন, —"ঐ দিকে মহাবীর প্রমাক্ষী, উনি হস্তী বানরের পূর্ব্ববৈর স্মরণ এবং গজ-যূথপতিগণকে ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক গঙ্গার উপকূলে পর্য্যটন করেন। উনি গিরিগহ্বরশায়ী ও বানরগণের নেতা, উনি বৃক্ষ সকল চূর্ণ করিয়া বন্য মাতঙ্গগণকে অবরোধ করিয়া থাকেন। ঐ মহাবীর গঙ্গার উপকূলস্থ উশীরবীজ নামক মন্দর পর্ব্বতের এক শাখা আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। ল ২৭

পদ্মবনে হস্তীর আখ্যান—রাবণ বিভীষণকে কঠোরবাক্যে কহিলেন, "একটি জ্ঞাতি আর একটি জ্ঞাতির বিপদে সততই হৃষ্ট হয়।……পূর্ব্বে পদ্মবনে কয়েকটি হস্তী পাশ হস্ত মনুষ্যকে দেখিয়া যাহা কহিয়াছিল শুন। হস্তীরা কহিল, "দেখ, আমরা অস্ত্র অগ্নি ও পাশকে তাদৃশ ভয় করি না, স্বার্থান্ধ জ্ঞাতিবর্গই আমাদের একমাত্র ভয়ের কারণ, তাহারাই আমা-দিগের গ্রহণ কৌশল অন্যের নিকট উদ্ভাবন করিয়া দেয়। অতএব জ্ঞাতিভয় সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর।" ল ১৬

অরাজক রাজ্য………অরাজক দেশে বীজ বপন হয় না, অরাজক দেশে পুত্র পিতার এবং ভার্য্যা ভর্ত্তার বশীভূত হয় না……অরাজক দেশে সত্য ব্যবহার একেবারেই বিলুপ্ত হয়, অরাজক দেশে মানবেরা হৃষ্ট হইয়া কোন সভা সংস্থাপন অথবা রমণীয় উদ্যান ও পুণ্যজনক গৃহ সমস্ত নির্ম্মাণ করিতে পারে না, অরাজক দেশে দ্বিজাতিগণ যাগশীল হন না ……বহুধনশালী দ্বিজগণ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াও ঋত্বিকদিগকে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করেন না, যাহাতে নট ও নর্ত্তকেরা প্রহৃষ্ট হইয়া থাকে, তাদৃশ উৎসব সকল ও রাজ্য শ্রীবৃদ্ধিকারক সমাজ সমস্ত অরাজক দেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। অরাজক দেশে বক্তৃতা-শীল ব্যবহারোপজীবিগণ বক্তৃতা দ্বারা সিদ্ধার্থ হইয়া বক্তৃতাপ্রিয় জনগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হন না। অরাজক দেশে সায়ংকালে স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা কুমারীরা ক্রীড়ার্থ দলে দলে উদ্যানে গমন করিতে পারে না, অরাজক দেশে প্রভূত ধনশালী কৃষিজীবি ও গোরক্ষ-জীবিগণ নির্ভয়চিত্তে দ্বার উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক শয়ন করিতে অসমর্থ হয়, অরাজক দেশে বিলাসী নটেরা নারীগণের সহিত শীঘ্রবাহী বাহন দ্বারা অরণ্য মধ্যে গমন করিতে পারে না। …… অরাজক দেশে পরনিক্ষেপকারী যোধগণের তলধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না; অরাজক দেশে বিবিধ পণ্যশালী দূরগামী বণিকেরা কুশলে পথে গমন করিতে পারে না। ……… অরাজক দেশে সৈনিকেরাও যুদ্ধে শত্রুদিগকে সহ্য করিতে পারে না ……অরাজক দেশে বন বা উপবন মধ্যে শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিরা পরস্পর শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া অবস্থান করিতে পারে না। ……যে সকল ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী নাস্তিকেরা পূর্ব্বে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া অভিভূত হইয়াছিল, তাহারাও নিঃশঙ্ক হৃদয়ে প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যত হয়। অ ৬৭

* পুরাণ অনুসারে হনুমানের পিতা কেশরী হস্তী রূপধারী এক দানবকে সংহার করেন এবং এই ঘটনা লইয়া হস্তী-বানরের বৈর উপস্থিত হয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রাজ্য-শাসন—(১) বনে রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

……ভ্রাতঃ তুমি দেবগণ, পিতৃগণ, গুরুগণ, ভৃত্যগণ, পিতৃতুল্য বৃদ্ধগণ ও ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বতোভাবে মান্য করিতেছ ত? ……ভ্রাতঃ শূর শাস্ত্রজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় কুলীন ও ইঙ্গিতজ্ঞ আত্মসম ব্যক্তিগণকে মন্ত্রী করিয়াছ ত? ……তুমি নিদ্রার বশীভূত হও নাই ত? রাত্রি শেষে অর্থপ্রাপ্তির উপায় চিন্তা কর ত? তুমি একাকী অথবা অনেকের সহিত মন্ত্রণা কর ত? তোমার স্থিরীকৃত মন্ত্রণা সকল রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হয় না ত? ……তুমি সহস্র মূর্খ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একজন পণ্ডিতকে পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা কর ত? …… যে সকল অমাত্য উৎকোচ গ্রহণ করেন না, যাহারা পুরুষানুক্রমে অমাত্য কার্য্য করিয়া আসিতেছেন এবং যাঁহাদিগের বাহ্য ও আন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে উৎকৃষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ ত? ……তোমার রাজ্যে প্রজাগণ প্রচণ্ড দণ্ড দ্বারা অত্যন্ত উত্যক্ত হয় নাই ত? ……সৈন্যগণের যথোচিত দৈনন্দিন এবং মাসিক বেতন যাহা সময়ানুসারে দিতে হয়, তাহা তুমি যথাসময়ে দিতে বিলম্ব কর না ত? ……প্রধান হইতে প্রধানতর জ্ঞাতিগণ তোমার উপর সন্তুষ্ট আছেন ত? …অষ্টাদশ তীর্থ* ও পঞ্চদশ তীর্থচর দ্বারা বিশেষরূপে বিদিত হইতেছে ত? নিষ্কাজিত বৈরিগণ পুনর্ব্বার আগমন করিলে তাহাদিগকে দুর্ব্বল বোধে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা কর না ত? ……তুমি লোকায়-তিক উপাধিধারী চার্ব্বাক-মতানুসারী অথবা শুষ্ক তর্কনিপুণ ব্রাহ্মণগণকে সেবা কর না ত? ……কৃষি ও পশুপালন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী বৈশ্যগণের প্রতি তুমি প্রীতিমান আছে ত? ……তুমি স্ত্রীলোক সকলকে রক্ষা করিয়া থাক ত? তাহাদিগের বাক্যে শ্রদ্ধা কর না ত? তাহাদিগের নিকট অপ্রকাশ্য বৃত্তান্ত প্রকাশ কর না ত? …… তুমি প্রত্যহ আপনাকে রাজবেশে বিভূষিত করিয়া সভামধ্যে জনগণকে দর্শন দিয়া থাক ত? ……তোমার আয় অধিক ব্যয় অল্পতর হইতেছে ত? নট নর্ত্তক ও গায়ক প্রভৃতি অপাত্রে ব্যয় করিতে তোমার ধনাগার শূন্য হইতেছে না ত? ……সাধু সচ্চরিত্র ব্যক্তি মিথ্যা অপবাদে দোষী হইয়া হত হইতেছে না ত? চোররূপে যে ব্যক্তি নিশ্চিত হয়, পালকগণ ধনলোভে তাহাকে মুক্ত করে না ত? … তুমি অর্থ কাম ও ধর্ম্মকে বিভক্ত করিয়া যথাকালে সকলকেই সমভাবে সেবা করিতেছ ত?…চতুর্দ্দশ প্রকার রাজদোষ পরিবর্জ্জন করিয়াছ ত?… দশবিধ কামদ দোষ, পঞ্চবিধ দুর্গ, চতুর্ব্বর্গ, সপ্তাঙ্গ রাজ্য, অষ্টবর্গ, ত্রিবিধ-বিদ্যা, ষড়্‌গুণ, পঞ্চবিধ দৈব বিপদ, পঞ্চবিধ মানুষ উৎপাত, চারি রাজকৃত্য, বিংশতি বর্গ, পঞ্চ প্রকৃতি, দ্বাদশ রাজমণ্ডল, পঞ্চবিধ রণযাত্রা, সন্ধিবিগ্রহাদি ষড়্‌বিধ গুণ এই সকল মধ্যে ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য অংশ সকল যথাবৎ বিজ্ঞাত হইয়া অনুজ্ঞা প্রচার করিতেছ ত?…বেদ-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তোমার নিকট বেদ সকল সফল হইতেছে ত=…ধর্ম্মরতি ও সন্ততি দ্বারা দারা সকল হইতেছে ত? এই সকল কথিত বিষয়ে যেমন আমার আয়ুষ্য যশস্য ও ধর্ম্ম অর্থ কাম সমন্বিতা বুদ্ধি স্থিরতর আছে, তোমারও ত সেইরূপ। অ ১০০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(২) সূর্পনখা রাবণকে কহিলেন,—
যে রাজা গ্রাম্যভোগে আসক্ত, স্বেচ্ছাচারী ও লুব্ধ হয়েন, প্রজারা তাঁহাকে শ্মশান মধ্যবর্ত্তী অগ্নির ন্যায় সমাদর করে না। যে রাজা স্বয়ং কার্য্যানুষ্ঠান করেন না, তিনি রাজ্য ও সেই সমস্ত কার্য্যের সহিত বিনষ্ট হয়েন। যিনি মহিলা প্রভৃতির অধীন, যাঁহার দর্শন অতি দুর্ল্ভ, এবং যিনি উত্তমরূপে চর নিয়োগ করেন না, হস্তীরা যেমন দূর হইতে পঙ্কযুক্ত নদী ত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রজারা দূর হইতেই সেই নরপতিকে পরিত্যাগ করে...... যাঁহাদিগের চর কোষ ও নীতি আয়ত্ত নহে, সেই মহীপতিরা প্রাকৃত ব্যক্তির তুল্য। নরাধিপেরা চর দ্বারা দূরস্থ সমস্ত বিষয় দর্শন করেন, তাঁহারা এই কারণেই "দীর্ঘচক্ষু" বলিয়া উক্ত হন।......অল্পপ্রদাতা তীক্ষ্ণস্বভাব প্রমত্ত গর্ব্বিত ও শঠ নরপতি বিপন্ন হইলে প্রজারা তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্ন করে না। যে মহীপতি অতি মানী ও ক্রোধনস্বভাব হন, যিনি মনে মনে আপনাকেই অভিজ্ঞ বোধ করেন, এবং যাহাকে কেহ কোন বিষয় উপযুক্ত বোধ করাইতে পারে না, ব্যসনকালে তদীয় আত্মীয়গণও তাঁহাকে হনন করে। .. ...যিনি নয়ন দ্বারা প্রসুপ্ত হইয়াও নীতিরূপ নেত্রদ্বারা জাগরণ করেন, এবং যাঁহার ক্রোধ ও প্রসঙ্গ কার্য্যদ্বারা ব্যক্ত হয়, সকলেই সেই মহীপতিকে পূজা করে। আ ৩৩

(৩) কুম্ভকর্ণ রাবণকে কহিলেন,—যে নরপতি বিচারানন্তর কর্ত্তব্য ক্ষয় বৃদ্ধি স্থান ও সামাদির বিষয় চিন্তা করিয়া সচিবগণের সহিত কর্ম্মসকলের আরম্ভোপায়, পুরুষ-দ্রব্য-সম্পৎ, দেশকাল বিভাগ, বিপত্তিপ্রতিকার ও কার্য্যসিদ্ধি এই পঞ্চধা মন্ত্রণা করিয়া কার্য্য করেন, তিনি নীতিমার্গ হইতে বিচলিত হন না।...যে বুদ্ধিমান্ নরপতি যথাসময়ে সচিবগণের সহিত সাম দান ভেদ বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক পঞ্চবিধ যোগ নীতি ও অনীতি এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কামবিষয়ক মন্ত্রণা স্থির করিয়া কার্য্য করেন তিনি কখনই বিপদাপন্ন হন না। ল ৬৩

বাল্মীকি-আশ্রম—(১) গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম (ভরদ্বাজাশ্রম প্রয়াগ) হইতে সার্দ্ধযোজনদ্বয় দূরে অরণ্যমধ্যে চিত্রকুট পর্ব্বত, তাহার উত্তরপার্শ্বে দিয়া নদী মন্দাকিনী প্রবাহিত। যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ পথ ধরিয়া কিয়দ্দূর গমন করিয়া পরে সেই পথের দুইটি শাখা পথের মধ্যে বামভাগস্থিত দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী যে পথ, সেই পথ দিয়া রামের কুটির। অ ৯২

বাল্মীকি আশ্রম ইহার সন্নিকট। অ ৫৬

(গঙ্গা বা তমসা নদী ইহার নিতান্ত নিকট নহে।)

(২) সম্ভবতঃ চিত্রকূটে রাম-ভরত-সমাগমের পর চিত্রকূটবাসী ঋষিগণ যখন রক্ষোভয়ে রাম-কুটির-সান্নিধ্য হইতে সরিয়া যান (অ ১১৭) বাল্মীকিও সেই সময়ে স্বীয় আশ্রম পূর্ব্বাভিমুখে সরাইয়া আনিয়া গঙ্গা-তমসা-সঙ্গম-স্থলে স্থাপিত করেন।

তমসা-তীরস্থ আশ্রমে ঋষি রামায়ণ রচনা করেন। বা ২

লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া রথারোহণে দুই দিনের মধ্যে গঙ্গার দক্ষিণ পারেই বাল্মীকি আশ্রম সন্নিধানে আসিয়া দেবীকে বিসর্জ্জন করেন। উ ৪৬, ৫৭

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তমসা তটিনী—(১) অযোধ্যার অনতিদূরে এক নদী।

বনগমনকালে রাম প্রথমে এই নদী অতিক্রম করেন; প্রথম রাত্রি এই নদীতীরে অতিবাহিত হয়। অ ৪৬

গঙ্গা এখান হইতে অনেক দক্ষিণ।

(২) আশ্রম সমীপবর্ত্তী তমসা-তীরে বিচরণ করিতে করিতে ভগবান বাল্মীকির বদন-কমল হইতে শ্লোকোৎপত্তি হয়। বা ২

এই আশ্রম গঙ্গা পার হইয়াই লক্ষ্মণ পাইয়াছিলেন। উ ৫৭

সুতরাং এ তমসা গঙ্গার অতি নিকট। দক্ষিণ। অযোধ্যা হইতে রথারোহণে এই স্থান দুই দিনের পথ। উ ৫৬

সময়—পঞ্চদশবর্ষে রামের বিবাহ, সীতার বয়স তখন ছয় বৎসর। বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসর অযোধ্যায় সুখে অতিবাহিত হয়। সপ্তবিংশতি বর্ষ বয়সে (চৈত্র শুক্ল-দশমীতে ?) অ ৩

রামের বনগমন—সীতা তখন অষ্টাদশ বর্ষীয়া। আ ৪৭

পঞ্চদিনে চিত্রকূটে আগমন দশ বর্ষ বন হইতে বনান্তরে অতিবাহিত করিয়া শেষে পঞ্চবটীতে কুটীর রচিত হয়। এইখান হইতে চতুর্দ্দশ বৎসরের প্রথমেই (সম্ভবতঃ মাঘ মাসে) সীতা অপহৃতা হন। আ ১১

দশ মাস পরে সম্পাতি মুখে সংবাদ পাইয়া হনূমান অশোককাননে সীতাকে দেখিয়া আসেন। সু ৩৭

কিঞ্চিদধিক এক মাস পরে রাম আসিয়া লঙ্কা অবরোধ করেন। পঞ্চদশ দিবসে এক কৃষ্ণ পক্ষে * রাবণ সবংশে নিধন প্রাপ্ত হয়।

শুক্ল পঞ্চমীতে রাম ভরদ্বাজাশ্রমে উপস্থিত হন ষষ্ঠীতে অযোধ্যা প্রবেশ। ল ১২৬

অযোধ্যায় আসিয়া রাক্ষস বানরগণের দ্বিতীয় শিশির মাস সুখে অতিবাহিত হয়। উ ৪৯

ইহার অল্প পরে গর্ভাবস্থায় সীতার বনবাস রামের বয়স তখন প্রায় দ্বিচত্বারিংশ, সীতার প্রায় তেত্রিশ বর্ষ। উ প্র ৯

অল্পদিন পরে লবণ বধার্থ যাইবার কালে বাল্মীকি আশ্রমে শত্রুঘ্ন শুনিয়া যান, তথায় সীতা যমজ কুমার প্রসব করিলেন। উ ৭৯

---

* পূর্ণিমা—সুবেল পর্ব্বতে আরোহণ। প্রতিপদ—যুদ্ধারম্ভ। রাত্রে নাগপাশ। দ্বিতীয়া—ধূম্রাক্ষ বধ। তৃতীয়া—বজ্রদংষ্ট্র বধ। চতুর্থী—অকম্পন বধ। পঞ্চমী—প্রহস্ত বধ। ষষ্ঠী রাবণ ভঙ্গ। সপ্তমী—কুম্ভকর্ণ বধ। অষ্টমী—অতিকায়াদি বধ। নবমী—ইন্দ্রজিতের ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ। দশমী—নিকুম্ভ বধ (রাত্রে মকরাক্ষ বধ) একাদশী হইতে ত্রয়োদশী—ইন্দ্রজিত বধ।—চতুর্দ্দশী—মূল বলনাশ। অমাবস্যা—রাবণ বধ। (রামায়ণে ৭ দিবারাত্র অবিরাম রাম রাবণে যুদ্ধ। ল ১০৯

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্বাদশ বৎসর পরে অযোধ্যায় ফিরিবার কালে শত্রুঘ্ন সেই আশ্রমে লবকুশের মুখে রামায়ণ গান শুনিয়াছিলেন। উ ৮৪

ইহার অল্প পরেই রামের অশ্বমেধ। এই যজ্ঞকালে লবকুশের গান, সীতা শপথ, দেবীর পাতাল-প্রবেশ। রামের বয়স এ সময়ে প্রায় পঞ্চান্ন সীতা ৪৬ বর্ষীয়া। উ ৭১

ইহার পর জানকীর হিরণ্ময়ী মূর্ত্তিকে পার্শ্ববর্ত্তিনী করিয়া বহু যাগ যজ্ঞ সমাধানান্তে (কাল পূর্ণ হইলে) লক্ষ্মণ বর্জ্জন ; অল্পদিন মধ্যেই সরযূ-জলে দেহত্যাগ। উ ১০৩

সত্য—সত্যপরায়ণ রাম জাবালির বাক্য শ্রবণ করিয়া তদুক্ত বচনে অনাস্থাপ্রদর্শনপূর্ব্বক সুসঙ্গত সাধুবাক্যে কহিলেন, "আপনি আমার হিত কামনা করিয়া এক্ষণে যে সকল কথা কহিলেন, তাহা বাস্তবিক অকর্ত্তব্য হইয়া আপাততঃ কর্ত্তব্যের ন্যায় এবং অপথ্য হইয়াও পথ্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে। মর্য্যাদা-বর্জ্জিত পাপাচারসমন্বিত ও বিপরীত ব্যবহার-প্রবর্ত্তক শাস্ত্রে আসক্ত পুরুষ সাধুসন্নিধানে সম্মান-ভাজন হয় না। মনুষ্য কুলীন হউক বা নাই হউক, শুচি হউক বা অশুচি হউক, চরিত্রই তাহাকে সুবিখ্যাত করে···সত্য বাক্য ও সর্ব্বভূতে দয়াই সনাতন রাজচরিত্র, সুতরাং রাজ্যও সত্যময় এবং সত্যেই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঋষিগণ ও দেবগণ সত্যকেই সম্মান করিয়া থাকেন। ইহলোকে যিনি সত্যবাদী হন, তিনি পরে অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন। সর্প হইতে যেমন উদ্বেগ হয়, মিথ্যাবাদী ব্যক্তি হইতেও সেইরূপ ভয় জন্মিয়া থাকে। সত্যপরায়ণ ধর্ম্মই সংসারে সকলের মূল বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। লোকে সত্যই ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বর সত্যপদবাচ্য ; ধর্ম্ম সতত সত্যেই আশ্রিত রহিয়াছে। সত্যই জগৎ প্রভৃতি সমস্ত পদার্থের মূল, সত্য হইতে পরম পদ আর কিছুই নাই।······বেদ সত্যে প্রতিষ্ঠিত··· ···মানব মাত্রেই সত্যপরায়ণ হইবে।······সত্য প্রতিজ্ঞ সদাচার পিতা আমাকে সত্যপালন জন্য আদেশ করিয়াছেন, আমি সত্য ধর্ম্ম অবগত হইয়াও কি জন্য পিতৃ আজ্ঞা পালনে পরাঙ্মুখ হইব ? আমি সত্য প্রতিপালনে প্রতিশ্রুত আছি, অতএব লোভ মোহ বা অজ্ঞানতাবশতঃ মুগ্ধচিত্ত হইয়া পিতার সত্যস্বরূপ সেতু ভেদ করিব না।······আমি পিতার নিকট এইরূপ 'বনবাস করিব' প্রতিজ্ঞা করিয়া সম্প্রতি গুরুবাক্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কি প্রকারে ভরতের কথা রক্ষা করিব ? অ ১০৯

দুর্দ্দান্ত ভয়রহিত নৃশংস পুরুষখাদক গর্ব্বিত রাক্ষস এই স্থানে তাপসগণকে উৎপীড়িত করিতেছে······তাহারা তপস্বিগণের অপকার করিতেছে। তাহারা বীভৎস ক্রূর ভীষণ অসুখদর্শন নানারূপ বিকট রূপধারণপূর্ব্বক তাপসগণের দৃষ্টিগোচর হইতেছে ; তাহারা পাপজনক ও অশুচি পদার্থ প্রক্ষেপপূর্ব্বক তাপসগণের অপকার করিতেছে এবং সেই অসাধু নিশাচরেরা পুরোবর্ত্তী মৃদুস্বভাব মুনিগণকে পীড়ন করিতে অবিরত প্রস্তুত রহিয়াছে ; আশ্রমাভ্যন্তরে অজ্ঞাতসারে প্রবেশপূর্ব্বক নিদ্রিত ও অচেতন তাপস সকলকে বিনষ্ট করিয়া হর্ষপ্রকাশ করিতেছে। যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ হইলে স্রুক-ভাণ্ড প্রভৃতি যজ্ঞ পাত্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সমুদয় দূরে প্রক্ষেপ করিতেছে; হোমাগ্নিতে জলসেচন করিতেছে এবং জলাহরণ পাত্র কলস সকল ভগ্ন করিয়া দিতেছে। অ ১১৭

বনমধ্যে এক মহাশব্দকারী পর্ব্বতশৃঙ্গ সদৃশ রাক্ষস দৃষ্ট হইল। সেই ঘোরদর্শন বিকটাকার রাক্ষসের চক্ষু নিতান্ত গভীর, বদন অতি বৃহৎ, উদর অতি বিশাল ও অবয়ব সংস্থান অতি বিষম। সুদীর্ঘাকার বীভৎস রাক্ষস বসার্দ্র ও রুধিরাক্ত ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়াছিল; মুখ ব্যাদান করিলে, কৃতান্তকে দেখিয়া যেমন ভয় হইয়া থাকে, তাহাকে দেখিয়াও সমস্ত প্রাণীরই ভয় হইত। আ ২

যাগ-যজ্ঞ।

(পূজা, আচার, বিদ্যা, শিল্প)

(ক) যজ্ঞাদি—অগ্নিষ্টোম,১ অতিরাত্র,১ অভিজিৎ,১ অশ্বমেধ,১ আপ্তোর্যাম,১ আয়ুষ্টোম,১ উক্থ,১ গোমেধ,৫ গোসব৪, জ্যোতিষ্টোম,১ দর্শ৩ পুত্রেষ্টি,২ পৌণ্ডরিক৪ পৌর্ণমাস,৩ বহুসুবর্ণক,৫ বাজপেয়,৪ বিশ্বজিত,১ বৈষ্ণব,৫ মহেশ্বর,৫ রাজসূয়,৫ স্বাহাকার৩ ও বষটকার সাধ্য,৩ যাগ যজ্ঞ। (প্রবর্গ্যনামক ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্ম,১ উপসর্গ নামক ইষ্টি বিশেষ,১ অতিদেশ শাস্ত্রাতিরিক্ত কার্য্য১) (বা ১৪।১৫ ; বা ৫৩ ; প ১২৯ ; উ ২৫।)

(খ) পূজা-অঙ্গ—যাগ, যজ্ঞ, হোম, দান, বলি, জপ, মন্ত্র। তর্পণ। যোগ। নিয়ম (চাতুর্ম্মাস্য)। উ ৫১ অ ৩৩

(গ) হোম-উপকরণ—দধি, ঘৃত, অক্ষত, মোদক, লাজ, হবনীয় দ্রব্য, শ্বেতমাল্য, পায়স, কৃশর (তিল, মধু তণ্ডুল) সমিধ পূর্ণকুম্ভ, মধুপর্ক সর্ষপ। অ ২০। ২৫

(ঘ) ঋষি-সুলভ-দ্রব্যাদি—কুশ, কাশ, সমিধ; স্রুক, কুসুম, পানপাত্র। বা ৩০ কলস, বল্কল, কৃষ্ণাজিন, যজ্ঞসূত্র, কমণ্ডলু, আসন, কৌপীন, কুঠার, মুক্তানির্ম্মিত তন্তু, কাষায় বস্ত্র, চীর বস্ত্র, জটাবন্ধন-রজ্জু, কাষ্ঠাহরণ-রজ্জু, যজ্ঞভাণ্ড, কাষ্ঠভার, উদুম্বর-পীঠ। বা ৪

(ঙ) বেদ-বিদ্—হোতা=ঋক্‌বেদজ্ঞ। অধ্বর্য্যু=যজুর্বেদজ্ঞ। উদ্গাত=সামগায়ক। বা ১৪

---

১ রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অগ্নিষ্টোম, উক্থ, অতিরাত্র, জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিত, অতিরাত্র, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্যাম এই সমস্ত মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হয়। বা ১৪

২ দশরথ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। কুশনাভ রাজাও করিয়াছিলেন। বা ১০। ৩৪

৩ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, 'স্বাহাকার ও বষট্‌কার সাধ্য বিবিধ যাগ যজ্ঞ ইহার (শবলার) অধীন। ইহার সাহায্যে দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ সাধন করিয়া থাকি। বা ৫৩

৪ রামচন্দ্র রাজা হইয়া বাজপেয়, গো-সব প্রভৃতি যজ্ঞ করেন। প ১২৯। উ ৯৯

৫ ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলায় রাজসূয়, গোমেধ ও বৈষ্ণব, মাহেশ্বর প্রভৃতি সাত যজ্ঞ করেন। উ ২৫

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

(চ) অভিষেক-সামগ্রী—স্বর্ণকলসপূর্ণ সাগর জল ও গঙ্গা জল, উডুম্বর পীঠ, সর্ব্বপ্রকার বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, খড়্গা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী আটটি কুমারী, মত্ত হস্তী, অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত রথ, উৎকৃষ্ট ধনু, মনুষ্যবাহ্য যান, শ্বেত ছত্র, শ্বেত চামর, স্বর্ণ-ভৃঙ্গার, স্বর্ণশৃঙ্খলবদ্ধ ককুদধারী পাণ্ডুবর্ণ বৃষ, চতুর্দ্দন্ত মহাবল সিংহ, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, হুতাশন, সমিধ, সকল প্রকার বাদ্য, সুসজ্জিত গণিকা, ব্রাহ্মণ, ধেনু, আচার্য্য, নানারূপ পবিত্র মৃগপক্ষী, অন্যান্য পুণ্য নদী, হ্রদ, কূপ, সরোবর ও সমুদ্রের জল বটপল্লব ও পদ্মদলে শোভিত বারিপূর্ণ স্বর্ণ রৌপ্য কুম্ভ। অ ১৪

ক্ষীরবৃক্ষের অঙ্কুর ও পুষ্প, শুক্ল বস্ত্র, শ্বেত চন্দন, অক্ষত, প্রিয়ঙ্গু, কুঙ্কুম, মনঃশিলা। কি ২৬

সুবর্ণ প্রভৃতি রত্ন সমুদয়, পূজা দ্রব্য, সর্ব্বৌষধি, শুক্ল মাল্য, পৃথক পৃথক পাত্রে মধু ও ঘৃত, দশাযুক্ত বস্ত্র, রথ, সমস্ত অস্ত্র, চতুরঙ্গ বল, সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী, চামরদ্বয়, ধ্বজদণ্ড, পাণ্ডুবর্ণ শতসংখ্য হেমময় অত্যুজ্জ্বল কুম্ভ, সুবর্ণ শৃঙ্গসম্পন্ন ঋষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম। অ ৩

(ছ) অগ্নিসংস্কার দ্রব্য—শুষ্ক কাষ্ঠ, চন্দন, মালা, বস্ত্র, ঘৃত, তৈল, গন্ধদ্রব্য। অগুরু, গুগ্‌গুল, সরল, পদ্মক ও দেবদারু কাষ্ঠ।

শাস্ত্র—বিদ্যা।

ধর্ম্মশাস্ত্র—চারি বেদ:—ঋক্১২ সাম১২ যজু১২ অথর্ব্ব১২। ষড়ঙ্গ বেদ৩৩। সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ২৮। বেদবেদাঙ্গ১১। উপনিষদ্২৯। কল্পসূত্র১২ ব্রাহ্মণ১২ নিগম১৩ পুরাণ১৬ তৈত্তিরীয় শাখা১৪ কঠশাখা১৪ মহাভাষ্য২১ সংগ্রহ২১ সূত্রবৃত্তি২১ পঞ্চরাত্র১০ অর্থপদ২১ যজ্ঞতন্ত্র১৯ বাজপেয়১৫।

স্মৃতিশাস্ত্র২৭ নীতিশাস্ত্র১৮ দর্শনশাস্ত্র১১ ব্যবহার শাস্ত্র১৮ জ্যোতিষশাস্ত্র১৩ সামুদ্রিক বিদ্যা১৬ অর্থশাস্ত্র১১।

বিদ্যা—(কলাশাস্ত্র) ব্যাকরণ২১, অপ শব্দ২২, পদ২২, বক্ষ কণ্ঠ ও তালু হইতে মধ্যম স্বরে নিঃসৃত কথা২২। সমাস সন্ধি প্রকৃতি প্রত্যয়যোগ২৩। গণিতশাস্ত্র। (সংস্কারহীন অর্থা-স্বয়গত বাক্য) সু ১৫

কাব্য১১; হাস্যরসপ্রধান নাটক১৭। চিত্রকাব্য১৬, ছন্দঃশাস্ত্র১৬।

সঙ্গীতবিদ্যা২৬ (গন্ধর্ব্ববিদ্যা):—স্থান ও মূর্চ্ছনা-তত্ত্ব২৬; রাগ রাগিণী২৬। দ্রুতমধ্য ও বিলম্বিত ত্রিবিধ প্রমাণ সম্মত ষড়জাতি সপ্তস্বর২৬; তাল লয়২৬। শৃঙ্গার হাস্যকরুণ বীর রৌদ্র প্রভৃতি রস২৩। মন্দ্র, মধ্য ও তার স্বর২৪। সমচ শিক্ষা-স্বর২৫।

---

১০ উ প্র ২। ১১ অ ১। ১২ বা ১৪।১৫। ১৩ অ ৩৬। ১৪ অ ৩২। ১৫ অ ৪৫।
১৬ উ ৯৪। ১৭ অ ৫৯। ১৮ বা ৭। ১৯ বা ১২। ২০ অ ৮৯। ২১ উ ৩৩।
২২ কি ৩। ২৩ বা ২। ২৪ সু ৪। ২৫ অ ৯১। ২৬ রা ৪৫। ২৭ অ ২৪।
২৮ অ ১৪। ২৯ উ ১০৯। ৩০ বা ১৮। ৩১ ১০৪। ৩২ ল ৭০। ৩৩ সু ১৮।
৩৪ ল ১০,৯০।

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ধনুর্ব্বেদ১১, অসি-চর্য্যা৩২, মল্লযুদ্ধ বিদ্যা২৬, রথচর্য্যা৩০, হস্তী ও অশ্ব আরোহণ বিদ্যা১১; নৌকার চিত্রগতি২০ অশ্বশাস্ত্র৩৪। আয়ুর্ব্বেদ২৩। চিকিৎসাশাস্ত্র (অস্ত্রচিকিৎসা, নাড়ীজ্ঞান, বাতপিত্তকফজ ব্যাধিজ্ঞান।) ৬৭ পৃষ্ঠা

(সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্রের সহিত সরহস্য ধনুর্ব্বেদ) বা ৫৫

স্ত্রী-লক্ষণ বিদ্যা। ল ৪৮

দেহলক্ষণ বিদ্যা। সু ৩৫, ল ৪৮

(বিদ্যাবিদ্) নৈগম, পৌরাণিক, শব্দবিদ্, স্বরলক্ষণজ্ঞ, ক্রিয়াকল্পবিদ্, সামুদ্রিকলক্ষণজ্ঞ, পদাক্ষর সমাসজ্ঞ (বৈয়াকরণ) ছন্দঃশাস্ত্র বিশারদ, তালজ্ঞ, কলামাত্রাবিশেষজ্ঞ, জ্যোতিষ-পারদর্শী, হেতুপ্রয়োগ কুশলজ্ঞ, তার্কিক, ছন্দোবিদ্, চিত্রবহব্যপ্রণেতা, কল্পসূত্রজ্ঞ, নৃত্যগীত বিশারদ। উ ৯৪

(ধর্ম্মপাঠক সচীব)৯ উ প্র ১

শিল্প—(শিল্পী) সূত্রকর্ম্মপর, ভূভাগজ্ঞ, বৃক্ষতক্ষক, খণক, অবরোধক, স্থপতি বর্দ্ধকী, সূপকার, সুধাকার, গণক, বংশকার, চর্ম্মকার, যন্ত্রনির্ম্মাতা, কর্ম্মান্তিক ভৃত্য, পথপরীক্ষক, পথশোধক। অ ৮০।৮২

বণিক, মণিকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্ম্মার১, মায়ূরক২, ক্রাকচিক৩, বেধকার, রোচক৪, দন্তকার৫, সুধাকার৬, গন্ধোপজীবি, সুবর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, বৈদ্য নাপিত, ধূপক, শৌণ্ডিক, রজক, তুন্তুবায়৭, নটনটী, কৈবর্ত্ত, শিল্পী, নর্ত্তক। অ ৮৩

(কর্ম্মচারী) মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, অন্তঃপুরাধিকারী, বন্ধনা-গারাধিকারী, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্ঞা-নিবেদক, প্রাড়্‌বিবাক, ধর্ম্মাসনাধিকারী, ব্যবহারনির্ণায়ক সভ্য, বেতনদানাধ্যক্ষ, নগরাধ্যক্ষ, কর্ম্মান্তে বেতনগ্রাহী, রাষ্ট্রান্তপাল, দণ্ডাধিকারী, দুর্গপাল। অ ১০০

বৈদ্য।* উপমন্ত্রী।† উপসেনাপতি।

স্তুতিশাস্ত্রজ্ঞ সূত, বৈতালিক বাদক, নর্ত্তকী, গণিকা। ল ১২৮

চর, গূঢ়চর। সু ৫০

---

১১ অ ১। ৩২ ল ৭০। ২৬ বা ৪৫। ৩০ বা ১৮। ১১ অ ১। ২০ অ ৮৯। ৩৪ ল ১০,৯০। ২৩ বা ২।

১ কামার। ২ যাহারা ময়ূরপিচ্ছদ্বারা ছত্রাদি নির্ম্মাণ করে। ৩ করাতি। ৪ যে কাচাদি প্রস্তুত করে। ৫ যে হস্তীদন্তের দ্রব্যাদি গড়িয়া থাকে। ৬ যে চূর্ণ লেপন করে। ৭ দর্জ্জী।

৮ ভরদ্বাজ আশ্রমে ভরত-আতিথ্য সময়ে বিল্ববৃক্ষ মৃদঙ্গবাদক, বিভীতক সমগ্রাহী ও অশ্বত্থেরা নর্ত্তক হইয়াছিল। অ ৯১

৯ রাম-সভায় থাকিতেন।

* অ ১০। † ল ৩১।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

অস্ত্র—শস্ত্র।

অগ্নিকন্দ্ধ কবচ	আ ২৪
অগ্নিকুণ্ড	বা ৩০
অঙ্কুশ	ল ৫৩
অগ্ন্যস্ত্র	ল ৯৯
অঙ্গুলিত্রাণ	বা ২২
অঞ্জলিক	ল ৪৫
অমন্ত্র ও সমন্ত্র অস্ত্র	অ ১
অর্গল	সু ৪২
অর্দ্ধচন্দ্র	আ ২৬
অর্দ্ধনারাচ	ল ৪৫
অসি	আ ২২
অশনি	ল ১০০
আগ্নেয়াস্ত্র	ল ৭০
আসুরাস্ত্র	ল ৯০
ঐন্দ্রাস্ত্র	ল ৭০
ঐষিকাস্ত্র	ল ৭০
ঋষভচর্ম্ম-ফলক	ল ৫৪
ঋষ্টি	ল ৩১
কঙ্কপত্রশর	ল ৫৪
কর্ণ	ল ৫৯
কর্ণি	আ ২৬
কর্পণ	উ ৩২
(কাণ্ডমুষ্টি)	সু ৫৮
কিল	
কুন্ত	ল ৭৮
কুন্তাস্ত্র	ল ৭৪
কুলিশ	
কূটপাশ	ল ১০০
কূটমুদ্গর	সু ৪২
কূটাস্ত্র	সু ৪
কুশ-মুষ্টি	সু ৪
কৃপাণ	ল ৭৫
খড়্গাবন্ধন সূত্র (কটিতটে)	উ ৬
খড়্গ	বা ২২
গদা	আ ২২
গন্ধর্ব্বাস্ত্র	আ ২৫
গরুড়াস্ত্র	ল ১০২
(গাধাচর্ম্ম-অঙ্গুলিত্রাণ)	অ ২৩
চক্র	আ ২২
চর্ম্ম	আ ২২
চিক্কণ মুসল	ল ৫৩
তলপ্রহার	সু ৪৮
তামসাস্ত্র	ল ৯৯
তাল	
তালস্কন্ধ	ল ৬৫
তূণীর	বা ২২
তোমর	আ ২২
ত্রিশূল	ল ৫২
দণ্ড	সু ৪
দশন	
দাত্র	অ ৩২
দৈবাস্ত্র	ল ১০২
ধনু	বা ২২
নাগপাশ	ল ৪৪
নামাঙ্কিত শর	সু ২১
নারাচ	আ ২৫
নালীক	আ ২৫
নিস্ত্রিংশাস্ত্র	ল ৭৩
পট্টিশ	সু ৪২
পদাঘাত	

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরশু	আ ২২	বায়ব্যাস্ত্র	ল ৭০
পরশ্বধ	ল ৭৫	বারুণাস্ত্র	ল ৪৮
পরাস্ত		বিকর্ণি	আ ২৫
পরিঘ	ল ৯	বিপাট	ল ৭৫
পর্ব্বত		বৃক্ষ	
পাশ	সু ৪	ব্রহ্মদণ্ড	বা ৫৬
পাশুপতাস্ত্র	উ প্র ৩	ব্রহ্মশক্তি	ল ৫৯
পিশাচাস্ত্র		ব্রহ্মশির	ল ৪৮
প্রাস	আ ২৫	ব্রহ্মাস্ত্র	ল ৭০
লফক	অ ৯৩	ভল্ল	ল ৪৩
ফাল	অ ৮০	ভিন্দিপাল	ল ৪২
বজ্র	অ সু ৪	ভুজগাস্ত্র	ল ৫১
বজ্রাকার অস্ত্র	আ ২২	ভুষণ্ডি	ল ৬০
বৎস-দন্ত	ল ৪৫	মানবাস্ত্র	বা ৩০
বর্ম্ম (মনুষ্য হস্তী ও অশ্বের)	ল ৭৪		

বিশ্বামিত্রের মন্ত্রাত্মক অস্ত্রসমূহ—দণ্ডচক্র, ধর্ম্মচক্র, কালচক্র, বিষ্ণুচক্র, অতি উগ্র ঐন্দ্রচক্র, বজ্র, শৈবশূল, ব্রহ্মশির, অস্ত্র, ইষিকাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, মোদকী ও শিখরী নামক দুই গদা, ধর্ম্মপাশ কালপাশ, বরুণপাশ, শুষ্ক ও আর্দ্র নামক অশনি, পিনাকাস্ত্র, নারায়ণাস্ত্র, শিখর নামক আগ্নেয়াস্ত্র, মুখ্য বায়বাস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হরশিরাস্ত্র, শক্তিদ্বয় কঙ্কাল, মুষল কাপাল ও কিঙ্কিনী।

বৈদ্যাধর অস্ত্র, নন্দননামক অসি, মোহননামক গন্ধর্ব্বাস্ত্র, প্রস্বাপনাস্ত্র, বিলাপনাস্ত্র, অনঙ্গের প্রিয় মদনাস্ত্র, মানবনামক গন্ধর্ব্বাস্ত্র মোহননামক পৈশাচাস্ত্র।

তামসাস্ত্র, মহাবল সৌমনাস্ত্র, দুর্দ্ধর্ষ সম্বর্ত্তাস্ত্র, মৌষলাস্ত্র, সত্যাস্ত্র, সোমাস্ত্র, মায়াময়াস্ত্র, শত্রু তেজোপকর্ষী তেজঃপ্রভানামক সৌরাস্ত্র, শিশিরাস্ত্র, ত্বাষ্ট্র অস্ত্র, পীত শর। বা ২৭

সত্যবৎ, সত্যকীর্ত্তি, ধৃষ্ট, রভস, পরাঙ্মুখ, অবাঙ্মুখ, প্রতিহারতর, লক্ষ্যালক্ষ্যবিমোচ দৃঢ়নাভ, সুনাভ, দশাক্ষ, শতবক্ত্র, স্বনাভ, দশশীর্ষ, শতোদর, পদ্মনাভ, মহানাভ, দুন্দুনাভ, জ্যোতিষ, শকুন, নৈরাশ্য, বিমল,যৌগন্ধর, বিনিদ্র, শুচিবাহু, দৈত্য-প্রমথন, মহাবাহু, নিষ্কলি বিরুচ, অর্চ্চিমালি, ধৃতিমালি, রুচির, বৃত্তিমান, বিধূত, পিত্র্যসৌমনস, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কামরূপ, কামরুচি, মোহ, আবরণজৃম্ভক, সর্পনাথ, পন্থাল ও বরুণ। বা ২৮

জৃম্ভণ, সন্তাপন, মথন, শোষণ, দারণ। বা ৫৬

বানর অস্ত্র—পর্ব্বত, শিলা, বৃক্ষ, মুষ্টি, চড়, দশন, তলপ্রহার পার্ষ্ণি-প্রহার।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মহাকাষ্ঠ ল ৬০
মায়াস্ত্র ল ৯৯
মাহেশ্বরাস্ত্র ল ৯০
মুদ্গর আ ২২
মুষল সু ৪
মুষ্টি
যষ্টি ল ৩১
যাম্যাস্ত্র ল ৭০
রাক্ষসাস্ত্র ল ১০২
রুক্মপুঙ্খশর ল ৪৫
রৌদ্রাস্ত্র ল ৯০
লাঙ্গল উ ৭
লৌহদণ্ড ল ৫১
লৌহমুদ্গর আ ২৫
শক্তি আ ২২
শঙ্খ আ ২৬
শতঘ্নী সু ৪
শর ল ৯০
শল্য ল ৭৫
শাল ল ৭৫
শিলা
শিলামুখ ল ৭৫
শূল সু ৪২
শেল ল ২৩
সর্পাকার শর ল ৭৫
সম্যাস্ত্র
সম্বর্ত্তাস্ত্র উ ১০১
সিংহদংষ্ট্রা ল ৪৫
সুদর্শন ল ৮৫
সৌর্য্যাস্ত্র ল ৯০
সৌরাস্ত্র ল ১০০
স্বচ্ছ অসি ল ৯
স্বর্ণখচিত হীরকশোভিত-শর আ ২৭
স্বর্ণপুঙ্খ-শর আ ২৮
স্বর্ণফলক শর সু ৪৩
স্বর্ণখচিত শরাসন আ ২৪
হল ল ৯৫
ক্ষুরপ্র ল ৭৫
ক্ষুরাস্ত্র আ ২৬
ক্ষেপণী ল ৬৫
নদী-দুর্গ, জল-দুর্গ, পর্ব্বত-দুর্গ, চতুর্ব্বিধ
কৃত্রিম-দুর্গ ল ১৯
বেতনভুক্-সৈন্য, আটবিক-সৈন্য, তুরঙ্গ-সৈন্য ল ১২৮
চতুরঙ্গ বল বা ৬
গরুড়ব্যূহ ল ৩০
গুল্ম, মধ্যগুল্ম সু ৪
সঙ্কটযুদ্ধ ল ১২০
কূটযুদ্ধ বা ২০
সৌপ্তিকযুদ্ধ ল ৩৩
(স্কন্ধাবার দ্বৈরথ-যুদ্ধ) কি ১৫
সেনাপতি, উপ-সেনাপতি ল ৩
অতিরথ বা ৫
মহারথ বা ৫
হস্ত্যশ্বরথ-সঙ্কুল-ধ্বজপটসমাকীর্ণ-পরিপূর্ণ সেনা বা ৫৪
অযোধ্যার—কোবিদার ধ্বজ অ ৯৬
রাবণের নৃমুণ্ড-চিহ্নিত ধ্বজ ল ১০০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দ্রব্য সামগ্রী।

ধাতু।

কাংস্য	বা ৫৩
গৈরিক	অ ৬১
জাম্বূনদ (স্বর্ণ)	সু ১১
তাম্র	কি ৫০
পারদ	অ ৯৪
পিত্তল	আ ২৯
মঞ্জিষ্ঠা	অ ৯৪
মনঃশিলা	সু ৪০
রৌপ্য	বা ৩৭
লৌহ	বা ৩৭
সীসক	বা ৩৭
স্বর্ণ	বা ৩৭

মণি।

ইন্দ্রনীল	আ ৪২
জলজমণি	সু ৪০
নীলকান্ত	আ ৪২
পদ্মরাগ	অ ১১৪
প্রবাল	অ ৯১
বৈদূর্য্য	আ ৪২
মরকত	আ ২৯
মুক্তা	অ ৯১
স্ফাটিক	অ ৯৪
হীরক	আ ৫৫
শিলা (শ্বেত, রক্ত, কৃষ্ণ)	কি ২৭
বজ্র	উ ৩৩

অলঙ্কার।

অঙ্গদ	বা ৬
অঙ্গুরী	সু ১০
অঙ্গুরীয় (নামাঙ্কিত)	কি ৪৪
কণ্ঠহার	অ ৩২
করাভরণ	বা ৬
কাঞ্চী	অ ৩২
কিরীট	বা ৬
কুণ্ডল	বা ৬
কেয়ূর	অ ৩২
চূড়ামণি	সু ৪০
ত্রিকর্ণ	সু ১৬
নিষ্ক	বা ৬
নীলকান্তহার	সু ৯
প্রবালখচিত হস্তাভরণ	সু ১৬
নূপুর	সু ১
বলয়	অ ৩২
মণিময় মুক্তাহার	সু ১০
মুকুট	বা ৬
মুক্তাহার	সু ৯
শতপদ্মগ্রথিত স্বর্ণমালা	ল ২৮
স্বর্ণবিন্দু	অ ৬৪
স্বর্ণসূত্রগ্রথিত মুক্তাহার	অ ৩২
হার	সু ১

বাদ্য।

আড়ম্বর	সু ১০
কলহ	ল ৯৫
ঘণ্টা	ল ৩৩
ঝঝর	ল ১১৫
ডম্বরু	
ডিণ্ডিম	সু ১০
তাল	ল ১২৯
তূর্য্য	ল ৩৩

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তুরী অ ১২৯
দুন্দুভি * বা ৫
পটহ সু ৭৮
পণব বা ৫
বেণু অ ১০
বীণা বা ৫
ভেরী সু ৪৮
মুরজ অ ৩৯
মড্ডুক সু ১৬
মৃদঙ্গ বা ৫
মেঘ ৩৯
শঙ্খ ল ৩৩
স্বস্তিক ল ১২৯
কিঙ্কিণী সু ৯
কুম্ভ ল ৬০
বিপঞ্চী সু ১০
ঢোলকা সু ১০

যন্ত্র।

কুঠার অ ৮০
কুদ্দাল অ ৩২
খণিত্র অ ৩১
টঙ্ক অ ৮০
দাত্র অ ৮০
পেটক অ ৩১
পেটক (চর্ম্ম পরিবৃত) অ ৪০
ফাল অ ৩২
মৃৎপাত্র অ ৩৩
লাঙ্গল অ ৩২
রজ্জু (শণ ও বল্কক নির্ম্মিত) সু ৪৮
ইষূপল যন্ত্র (ইষু+উপল !) ল ৩
(ইষ্টক, কঙ্কর চূর্ণ) অ ৮০

বিশিষ্ট খাদ্য।

শালী অন্ন উ ৮২
ঘৃতপক্ক সমাংস অন্ন উ ৮২
চতুর্ব্বিধ অন্ন অ ৯১
মিষ্টান্ন বা ১৮
পলান্ন বা ১০
নীবার ধান্যের অন্ন অ ৬১
আমিষ হবিষ্যান্ন উ ৬৫
খাণ্ডব বা ৫৩
পায়স বা ৫৩
তক্র অ ৯১
রসাল অ ৯১
মোদক বা ১০
দধিকুল্যা বা ৫৩
লাজ অ ৯১
ইক্ষু অ ৯১
দুগ্ধ অ ৯১
শর্করা অ ৯১
মাষ, কুলত্থ, লবণ, ঘৃত উ ৯১
অঘৃষ্ট গন্ধ দ্রব্য উ ৯১
মধুক্রম (মধুরাদি ছয় রস) অ ৯১
লবণাম্ল মিশ্রিত সূপ সু ১১
ফলরসসিদ্ধ সুগন্ধি সূপ অ ৯১
উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন অ ৯১
ভক্ষ্য, পেয়, লেহ্য, চোষ্য বা ৫২

---

* অযোধ্যার রাজদুন্দুভি সুবর্ণময় দণ্ডদ্বারা বাদিত হইত। অ ৮১

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কাঞ্জিক	আ ৪৭
কন্দমূল, ঔষধ	উ ৮২
স্বাদু লেহন দ্রব্য	সু ১
ময়ূর ও কুক্কুট মাংস	সু ১১
শূলপক্ব মৃগ মাংস	সু ১১
দধি, লবণ, সংস্কৃত বরাহ ও বাধ্রীনস মাংস	সু ১১
নানারূপ কুকল, ছাগ, শশক	সু ১১
সুপক্ব একশল্য মৎস্য	সু ১১
চক্রতুণ্ড ও পুষ্ট মৎস্য ; রোহিত	আ ৭৩
নল (মৎস্য)	আ ৭৩
পরিতপ্ত পিঠরপক্ব মৃগ, ময়ূর ও কুক্কুট মাংস	অ ৯১
আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস	অ ৮
ঘৃতপিণ্ডাকার পক্ষী মাংস	আ ৭৩
সুসংস্কৃত মাংস ; মৃগ মহিষ ও বরাহ মাংস	সু ১১
সুরা (শর্করা, মধু, পুষ্প ও ফল হইতে উৎপন্ন—চূর্ণ গন্ধদ্রব্যবাসিত)	সু ১১
স্বাদু মদ্য	কি ৫০
গৌড়ী মদ্য	বা ৫৩
মৈরেয় মদ্য ; সুসংস্কৃত সুরা	অ ৯১
মধুর মদ্য	সু ১১
মহামূল্য পানীয়	বা ২৩
সৌবীরক	আ ৪৭
সোমরস	আ ৩২

বিশিষ্ট দ্রব্য।

প্রাকার সংরক্ষণার্থ লৌহনির্ম্মিত শতঘ্নী নামক যন্ত্র।	বা ৫
পদ্ম ও স্বস্তিকাদি প্রণালীক্রমে নির্ম্মিত গৃহ।	সু ৪
সপ্তভূমীক ভবন তদুপরি কপোত-গৃহ	অ ৮০
কূটাগার।	অ ৮৮
বধূগণের নাট্যশালা।	বা ৫
দিনবিহার-গৃহ।	সু ৩
পুষ্পাগার।	সু ১২
প্রবালমণিমুক্তাখচিত-তোরণ।	অ ১৫
(সূক্ষ্মশিল্পকার্য্যে চিত্রিত) স্বর্ণজালজড়িত গজদন্তময় রৌপ্যনির্ম্মিত গবাক্ষ	সু ৬, কি ৫০
দুন্দুভিনাদী-স্বর্ণময় বিচিত্র সোপান-পথ।	আ ৫৫
মণি সোপান।	সু ৩
স্ফটিকের কুট্টিম।	সু ৪
উত্তরচ্ছদসম্পন্ন স্বর্ণ ও রজতময় কুট্টিম	অ ৮৮
মুক্তারেণু ও প্রবালের বালুকা। শিলা-গৃহ।	সু ১৪
দারুনির্ম্মিত ক্রীড়াপর্ব্বত।	সু ৬
ভূমধ্যস্থ গৃহ।	সু ১২
চিত্রশালা।	সু ১২
ধাতুনির্ম্মিত ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি।	অ ১৫
ইন্দ্রনীলমণি নির্ম্মিত প্রতিমা।	অ ৮০
স্বর্ণময়ী প্রতিমা।	অ ১৫
দ্বিরদ-রদ স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রতিকৃতি।	সু ৬
যন্ত্রনির্ম্মিত চামরব্যজনকারী পুত্তলিকা	সু ১০
যন্ত্রোৎক্ষিপ্ত উৎপল। (উপল ?)	সু ৬৪
মহাবিষ সর্প-নিরুদ্ধকারী যন্ত্রমণ্ডল।	অ ১২
কাঞ্চননির্ম্মিত মণিখচিত সিংহাসন।	অ ৩
স্বর্ণ রৌপ্য ও গজদন্তের বেদী এবং আসন।	অ ১০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্বর্ণনির্ম্মিত ভদ্রাসন। অ ২৬
মরকতময় উৎকৃষ্ট আসন। ল ১১
স্বর্ণমঞ্জরীপূর্ণ স্ফটিক ধবল চামর। ল ১১
জ্যোৎস্না-ধবল রত্নদণ্ড চামর। অ ১৫
শতশলাকা-রচিত শ্বেতছত্র। অ ২৬
শারদীর চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র বাজপেয় যজ্ঞলব্ধ ছত্র! অ ৪৫
কিঙ্কিনীর রববিস্তারী পতাকা। সু ৩
স্বর্ণসূত্রখচিত বস্ত্র ও পতাকা। সু ৯
শ্বেতাঙ্গ চতুষ্টয়শোভিত কিঙ্কিনীজালমণ্ডিত স্বর্ণময় রথ। বা ৫৩
অষ্টাশ্ব রথ। *
ব্যোমচারী রথ। সু ৯
ব্রাহ্মণের অনুরূপ রথ। অ ৫
স্বস্তিকা (ময়ূরপঙ্খী ?)। অ ৮৯
মনুষ্যবাহ্য যান। † অ ১৪
গো-যান। শকট। বা ৩১
অশ্বখরদিগের প্রতিপান হ্রদ। অ ৯১
হস্তী ও অশ্বের বর্ম্ম। ল ৭৪
শিবির। পটগৃহ। উ ৯১
বিচিত্র অশ্ব-সজ্জা। ল ৭৩
সুরচিত রথ-সজ্জা। ল ৭৪
স্বর্ণরজ্জু। ল ১২৮
বৈদুর্য্য-গুটিকাযুক্ত কাঞ্চন-কবচ। আ ৬৪
হীরক-খচিত বর্ম্ম। ল ৭০
মুক্তাখচিত মণিমণ্ডিত রমণীয় ধনু। আ ৬৪
স্বর্ণমুষ্টি খড়্গ। আ ৪৩
মুক্তাজালগ্রথিত স্বর্ণকিরীট। সু ১০

---

* রাবণের সহস্র অশ্বযুক্ত রথ ছিল। (কাঠের ঘোড়া ?) ল ৬৯

† বাহন—হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, গর্দ্দভ, গো, মনুষ্য। অ ৮২

হীরকশোভিত মণিময় অলঙ্কার। সু ১০
নামাঙ্কিত অঙ্গুরী। কি ৪৪
প্রবাল-খচিত হস্তাভরণ। সু ১৮
সুবর্ণ রজত মুদ্রা। ক্রীড়া-পুত্তল। অ ৩০
নিষ্ক (মুদ্রা)। অ ৭০
অক্ষ (ক্রীড়া) অ ৭৫
মণিময় স্ফাটিক পানপাত্র। সু ১১
মদ্যপূর্ণ রত্নপাত্র। সু ১৮
স্বর্ণ-কমণ্ডলু। সু ১
স্বর্ণ-কলস সু ১১
স্বর্ণপাত্র সু ১
স্বর্ণপ্রদীপ সু ১০
স্বর্ণঘট্টা অ ৯১
হেমময় হস্তপ্রক্ষালনপাত্র। অ ৯১
রজতনির্ম্মিত ভোজনপাত্র। বা ৫৩
ইন্দ্রনীলময় পানপাত্র। আ ৪৩
কাংস্যময় দোহনপাত্র। বা ৭২
মণিময় ভোজনপাত্র। সু ৬
স্বর্ণাসন সু ১
ভৃঙ্গার অ ১৪
গন্ধতৈলের দীপ সু ১৮
পাশা (ক্রীড়নক) সু ১১
স্বর্ণ-শৃঙ্খল বা ৫৩
রৌপ্য-পঞ্জর শ্রোণী-সূত্র। ল ৬৫
তালবৃন্ত সু ১৮
কাশ-নির্ম্মিত কট আ ৬০
মাণদণ্ড ল ২২
মাপসূত্র ল ২২
বৃক্ষাকার দীপস্তম্ভ (রাজপথে)। গন্ধ-তৈলের প্রদীপ। সু ১৮, অ ৬
হস্তিদন্তরচিত স্বর্ণমণ্ডিত নীলকান্তময় পর্য্যাঙ্ক। সু ১০

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পর্য্যঙ্কের চিত্রকম্বল।	অ ৩০
" আস্তরণ।	সু ৯
চিত্রবস্ত্র।	অ ৭০, উ ১০০
চর্ম্মাস্তরণকল্পিত শয্যা।	অ ৮৮
আর্ষভ চর্ম্ম	সু ১
মৃদুল উর্ণায়ু চর্ম্ম	সু ১০
রাঙ্কবচর্ম্মাসন	ল ১১২
ব্যাঘ্র-চর্ম্মাসন	ল ৭৪
কুট্টিম তলের বিস্তীর্ণ চতুষ্কোণ চিত্র আবরণ।	সু ৯
স্বর্ণসূত্রখচিত বস্ত্র।	সু ১০
ক্ষৌম ও কৌশেয় বসন	অ ৩৭
পরিধেয় সূক্ষ্ম বসন	অ ৩৭
মেষলোমজ ও উর্ণাতন্তু নির্ম্মিত বস্ত্র।	ল ৭৪
রোমজ কম্বল।	ল ৭৪
মুঞ্জা-তন্তু।	বা ৪
বিচিত্র কম্বল	অ ৭০
দশাযুক্ত বস্ত্র	অ ৩
কার্পাসবস্ত্র	সু ৫৩
ওড়না ; উত্তরীয়।	সু ১৫
শরাব	বা ৭৩
ধূমপাত্র	বা ৭৩
শঙ্খাধার	বা ৭৩
অর্ঘভাজন	বা ৭৩
যবাঙ্কুরযুক্ত-চিত্রকুম্ভ	বা ৭৩
উডুম্বরপীঠ	বা ৪
কুম্ভ	অ ৯১
করম্ভ	অ ৯১
স্নানঘট্ট	অ ৯১
চূর্ণকষায়* কল্ক	অ ৯১
কুর্চ্চিতমুখ দন্তকাষ্ঠ	অ ৯১
করঙ্ক	অ ৯১
দর্পণ	অ ৯১
ব্যজন	অ ৯১
কঙ্কতা কূর্চ্চ† কজ্জল-করণ্ডিকা	অ ৯১
কজ্জল	কি ২৭
নীলাঞ্জন	কি ২৭
তিলক (মনঃশিলার)	সু ৪০
কস্তুরী	ল ৭৪
অঙ্গরাগ, অনুলেপন	অ ১১৭
রক্তচন্দন	সু ১০
অলক্তক	অ ৬০
লাক্ষারস	কি ২৮
কুঙ্কুমাদিমিশ্রিত অনুলেপন।	অ ৮৩
কর্পূর	কি ২৮
কালাগুরু	সু ৪
গুল্‌গুল।	অ ৭৬
সুবর্ণময় বিচিত্র তিলক।	অ ৯
পাদুকা§ উপানহ	অ ৯১
উষ্ণীষ	অ ৯১
ছত্র	অ ৯১
আসন	অ ৯১
চামর	অ ৯২

* গন্ধতৃণ।
† কাঁকুই।
‡ খড়ম।
§ কূঁচি।

পুস্তকালয় গুরুকুল কাংড়ী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরিষদ্-গ্রন্থাবলী।

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

৩৫০ বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় ও যত্নে মূল কৃত্তিবাসী রামায়ণের উদ্ধার হইতেছে। অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে বটতলার ছাপা কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অনেক বেশী আছে এবং তাহার সহিত অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, অযোধ্যাকাণ্ড মূল্য ।০। উত্তরাকাণ্ড ১৲ টাকা। পরিষদের সভ্যগণের পক্ষে দুই খণ্ড ১৲ মাত্র।

২। পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী।

এই রসমঞ্জরীতে নায়কনায়িকার বর্ণনাতে রাগানুগা-ভক্তির উপদেশ আছে। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সংস্কৃত কবিতায় এবং বাঙ্গালা প্রাচীন মহাজন-পদাবলী হইতে উদাহরণাদি দেওয়া হইয়াছে। পীতাম্বর দাস প্রাচীন গ্রন্থকার। পরিষদের যত্নে ইহাও স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।৵০ আনা, পরিষদের সভ্যের পক্ষে ।০ আনা।

৩। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত।

এ পর্য্যন্ত পরিষদের চেষ্টায় বাঙ্গালায় বাইশখানি মহাভারতের অস্তিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি বৃহৎ, আকার ৮৫০ পৃষ্ঠা। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরিষদের যত্নে ইহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের ভূমিকায় বাইশখানি মহাভারতের আলোচনা আছে। এই বিজয় পণ্ডিত মেল-বন্ধনকারী ঘটকরাজ দেবীবরের সমসাময়িক। ইহাকে প্রক্ষিপ্ত করিয়াই বিজয়পণ্ডিতী মেল হইয়াছে। মূল্য দুই খণ্ডের একত্র ১।০ মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ ১০ মূল্যে পাইবেন।

৪। শঙ্কর ও শাক্যমুনি — শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশের বক্তৃতা—৵০

৫। বৌদ্ধধর্ম্ম — শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম বক্তৃতা—৵০

৬। রামায়ণ-তত্ত্ব—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। প্রতি ভাগ ৸০

এই গ্রন্থে মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত মূল রামায়ণে বর্ণিত যাবতীয় দেব গন্ধর্ব্ব নর বানর যক্ষ রাক্ষসাদি ব্যক্তিগণের ও দেশ নগর নদীপর্ব্বতাদি যাবতীয় ভৌগোলিক স্থানের বিবরণ বহু পরিশ্রমে সঙ্কলিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে আর নাই। দ্বিতীয় ভাগে রামায়ণের অন্তর্গত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিবরণ থাকিবে।

৭। কাশী-পরিক্রমা।

৺রাজকবি জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রণীত। (পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক টিপ্পনী সহ) বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত। ইহাতে কাশীধামের প্রাচীন ও বর্ত্তমান চিত্র পাইবেন। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র। পরিষদের সভ্যগণ বিনা মূল্যে পাইবেন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

৮। শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী।

শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ভদ্র কর্তৃক সঙ্কলিত। প্রাচীন পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র, পদকল্প-লতিকায় ভগবল্লীলা সম্বন্ধে মহাজন পদাবলী যে ভাবে সংগৃহীত হইয়াছে, ঠিক সেই ভাবে গৌরাঙ্গলীলাসম্বন্ধে মহাজন ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ যে সকল পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, যেখানে যতগুলি গৌরচন্দ্রিকার পদ আছে, সেই সমস্ত সংগ্রহপূর্ব্বক জগবন্ধু বাবু এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিদূর্দ্ধ, পঞ্চদশ শত প্রাচীন পদ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৮০.৮১ জন পদকর্ত্তার পদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে, তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণও ইহাতে আছে। ১৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী উপক্রমণিকাংশে পদ-কর্ত্তাদের পরিচয় ব্যতীত মহাজন পদ সাহিত্যের অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ আছে। পরিশিষ্টে অপ্রচলিত শব্দের অর্থসহ বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হইয়াছে। জগবন্ধু বাবু এই পুস্তক সঙ্কলনের জন্য বীরভূম, বাকুড়া, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ হইতে অনেক অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেক কীর্ত্তনীয়া এবং টহলদারের নিকট শুনিয়া অনেক নূতন পদ সংগ্রহ করিয়াছেন; এইরূপ বহুবিধ উপায়ে সংগৃহীত পদাবলী গায়ক পাঠকের সুবিধার জন্য ভগবল্লীলার ন্যায় গৌরাঙ্গ-লীলার বিবিধ আস্বাদভেদে তরঙ্গে এবং প্রতি তরঙ্গে বিবিধ উচ্ছ্বাসে বিভক্ত করিয়া সাজাইয়া গ্রন্থখানি সুসংস্কৃত করা হইয়াছে। পুস্তকের পত্র সংখ্যা ৭৫০এর অধিক। এত বড় বৃহৎ পুস্তকের মূল্য কেবলমাত্র ২৲ টাকা। গুরুদাস বাবুর দোকানে ও মজুমদার লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক)

বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাক মাশুল ।৵০ আনা।

(পরিষদের সভ্যগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে পাইয়া থাকেন)

বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধবিষয়িণী সাময়িক পত্রিকা অনেক আছে, কিন্তু কেবল ভাষাতত্ত্ব, ভাষাবিজ্ঞান, ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাদির আলোচনা, প্রাচীন কবিগণের বিবরণ প্রভৃতি প্রকাশের জন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি স্বতন্ত্র পত্রিকার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে; সেই অভাব মোচনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে বাঙ্গালা পরিভাষার আলোচনা, বাঙ্গালার প্রাচীন কবিগণের বিবরণ, বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণাদি সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতদ্ভিন্ন এশিয়াটিক সোসাইটী যেমন দেশ-বিদেশ হইতে পণ্ডিত পাঠাইয়া অমুদ্রিত সংস্কৃত পুঁথির বিবরণ প্রকাশ করেন, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সেইরূপে বাঙ্গালা অমুদ্রিত পুঁথির বিবরণ প্রাপ্ত হইতেছেন, তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া থাকে। এরূপ পত্রিকা বাঙ্গালীমাত্রেরই পাঠ্য হওয়া উচিত।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—সম্পাদক।

১৩৭।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পরিষৎ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

११ ब.
१२
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार

पुस्तक लौटाने की तिथि अन्त में अङ्कित है। इस तिथि को पुस्तक न लौटाने पर छै नये पैसे प्रति पुस्तक अतिरिक्त दिनों का अर्थदण्ड लगेगा।

१००००.६.५६। ३५,२६५

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar